মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবন

[জান্নাতের নেয়ামত ও জাহান্নামের আজাব]

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

দারুস সালাম বাংলাদেশ

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

মৃত্যুর পরের অনন্ত জীবন

জান্নাতের নেয়ামত ও জাহান্নামের আযাব

মূল

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

বাংলায় রূপান্তর ও সম্পাদনা

আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

মাওলানা আখতারুজ্জামান

মাওলানা আবদুর রশীদ

মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন

প্রকাশনায়

৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ০১৭১৫ ৮১৯৮৬৯, ০১৭৩৩ ১১৩৪৩৩, ০১৯৭৫ ৮১৯৮৬৯

পৃষ্ঠপোষকতায়
মোসাম্মাৎ সকিনা খাতুন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আবদুল জাব্বার
দারুস সালাম বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯, ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৭৩৩১১৩৪৩৩

পরিচালক
ফাওযুল আযিম ফাওযান

পরিচালনায়
মোঃ নজরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯২৬২৭৩০৩৫

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই, ২০১৪

মুদ্রণে ঃ ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

হাদিয়া : ৩৫০ টাকা মাত্র।

জান্নাতের
অফুরন্ত
নেয়ামত
পেতে
আগ্রহীদের
জন্য--

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা ঐ মহান আল্লাহর জন্য যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টি জীবের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সে মহামানবের প্রতি যিনি তার ২৩ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে মানুষকে বর্বরতার অন্ধকার থেকে বের করে তাদেরকে দিয়ে সভ্যতার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

যুগের উন্নতি ও অগ্রগতির এ চরম মুহূর্তে মানুষ সর্বস্রষ্টা আল্লাহ্ ও তাঁর অসীম ক্ষমতার কথা ভুলতে বসেছে প্রায়। মূলত যা কিছু হয়েছে তা কোনো আবিষ্কারকেরই ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়, বরং তা হলো তাদেরই মহান স্রষ্টার কিঞ্চিৎ অনুদান মাত্র। আর এ জ্ঞানের সিংহভাগই তাদের ঐ স্রষ্টার আয়ত্বে রয়েছে, এ কিঞ্চিৎ জ্ঞান পেয়েই যদি এতো কিছু করা সম্ভব হয়, তা হলে যার হাতে এ জ্ঞানের সিংহভাগই বাকী রয়েছে তিনি কি সব কিছু করতে সক্ষম নন?

মহান স্রষ্টার কিছু কিছু সৃষ্টি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু মানব দৃষ্টির বাইরেও তাঁর আরো অগণিত অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে। ঐ সমস্ত সৃষ্টির প্রতিও মু'মিনদের ঈমান রাখতে হয়। আর বর্তমানে অদৃশ্য সৃষ্টি সমূহের অন্যতম একটি সৃষ্টি হলো জান্নাত, যা পরকালে মহান আল্লাহ্ তাঁর দয়ায় মু'মিন বান্দাদেরকে প্রতিদান করবেন। তদুপরি কুরআন ও হাদীসে এ কল্পনাতীত সৃষ্টি সম্পর্কে যাকিছু বর্ণিত হয়েছে, তার কিছু সারমর্ম উর্দূভাষী সুলেখক জনাব ইকবাল কীলানী সাহেব তার লিখিত "জান্নাত-কা বায়ান" ও 'জাহান্নাম কা বয়ান' নামক গ্রন্থ দুটিতে সু বিন্নস্ত করেছেন। বর্ণনাতীত শাস্তির ও কল্পনাতীত আরামের আবাসালয় জান্নাত সম্পর্কে ঈমান আনার সাথে সাথে কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে যাকিছু বর্ণিত হয়েছে, তা জেনে তা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাও এবং জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে জেনে তা থেকে বেঁচে থাকার প্রত্যয়ে দ্বীন-ইসলামের সঠিক পথে পথ চলা প্রয়োজন।

'জান্নাত কা বয়ান' ও 'জাহান্নাম কা বয়ান' গ্রন্থ দুটি বেশ কয়টি অনুবাদ হলেও 'দারুস সালাম বাংলাদেশ' এ দুটি গ্রন্থ এক খণ্ডে মৃত্যুর পরের অনন্ত জীবন; জান্নাতের নেয়ামত ও জাহান্নামের আযাব' নামে মানুষের মৃত্যুর পরের জীবন, কবর, হাশর, মিযান, পুলসিরাত ইত্যাদিসহ জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত ও জাহান্নামের ভয়াল শাস্তির বর্ণনাসহ একটি পূর্ণাঙ্গ বই প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

পরিশেষে সুহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট এ আবেদন থাকলো যে, এ গ্রন্থ পাঠান্তে কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি তাদের দৃষ্টিগোচর হলে, তারা তা আমাকে অবগত করালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের জন্য আমি চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

বিনীত

প্রকাশক

সূচিপত্র

বিষয় | **পৃষ্ঠা**

প্রথম অধ্যায় : মৃত্যুর পরের জীবন

- মৃত্যু কী? ১১
- রূহ্ কবজের পদ্ধতি ১৭
- প্রত্যেক প্রাণির রূহ্ কবজ করার নির্ধারিত স্থান ১৮
- মৃত্যুর তথ্য গোপন করার রহস্য ১৯
- মৃত্যুর যন্ত্রণা ১৯
- বে-ঈমানদারের রূহ্ কবজ ২২
- মৃত্যুর সময় শয়তানের চক্রান্ত ২৩
- মৃত্যুর সময় শয়তানের মোকাবিলায় ফেরেশ্‌তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ২৬
- মৃত্যুকালে শয়তানের ধোঁকা থেকে আত্মরক্ষার উপায় ২৭
- মৃত্যুর পূর্বে মাটি ও কবরের ঘোষণা ২৮
- মুমূর্ষু ব্যক্তির সাথে ফেরেশ্‌তাদের কথোপকথন ২৯
- মৃত্যুর সময় মুমিনের অবস্থা ৩০
- বারযাখী জীবন মৃত্যু থেকে হাশর পর্যন্ত ৩২
- কবর ৩২
- মৃত ব্যক্তিকে দাফনের সময় করণীয় বিষয়সমূহ ৩৩
- কবজের পর রূহের উর্দ্ধেগমন ৩৩
- অতপর দাফনের পর আবার দেহে গমন ৩৩
- যাঁদেরকে কবরে প্রশ্ন করা হবে না ৩৪
- কবরে দুজন ফেরেশ্‌তা কর্তৃক মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াল-জবাব ৩৪
- কবরের আযাব সত্য ৩৬
- পরকালীন জীবন ৫২
- দ্বিতীয় বার পূণর্জীবন লাভ ৫৫
- বিচারের জন্য সমস্ত সৃষ্টি জগতকে একত্রিতকরণ ৫৬
- হাশরের ময়দানের ভয়াবহ অবস্থা ৬৩
- হাওযে কাউছারে অবতরণ ৬৪
- আল্লাহ্ তা'আলার সামনে আনায়ন ও সাওয়াল-জওয়াব ৬৫
- হিসাব-নিকাশ ৬৬
- মীযান বা দাঁড়িপাল্লা ৬৮
- ঘোর অন্ধকারের মুখোমুখি ৬৯

- পুলসিরাত ৬৯
- সুপারিশ বা শাফায়াত ৭১
- নবী, শহীদ, আলেম, ফেরেশ্তা ও আল কুরআনের সুপারিশ ৭৯
- সুপারিশের শর্ত ৮১
- মানুষের চিরস্থায়ী বাসস্থান জান্নাত অথবা জাহান্নাম ৮৪

দ্বিতীয় অধ্যায় : জান্নাতের নেয়ামত

- কিতাবুল জান্নাতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ৮৫
- জান্নাত সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য ৮৮
- জান্নাত সম্পর্কে হাদীসের উদ্ধৃতি ৯০
- জান্নাত, জাহান্নাম এবং যুক্তির পূঁজা ৯০
- জান্নাতের পরিসীমা ও জীবন যাপন ৯৬
- প্রাথমিকভাবে জান্নাত থেকে বঞ্চিত মানুষ ১০৪
- একটি বাতিল আক্বীদার অপনোদন ১০৬
- মু'মিনরা হুশিয়ার ১১০
- জান্নাতের অস্তিত্বের প্রমাণ ১১৯
- জান্নাতের নামসমূহ ১২০
- আলকুরআনের আলোকে জান্নাত ১২২
- জান্নাতের মাহাত্ম ১৩৪
- জান্নাতের প্রশস্ততা ১৩৮
- জান্নাতের দরজা ১৪০
- জান্নাতের স্তরসমূহ ১৪৭
- জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ ১৫০
- জান্নাতের তাবুসমূহ ১৫৪
- জান্নাতের বাজার ১৫৫
- জান্নাতের বৃক্ষসমূহ ১৫৬
- জান্নাতের ফলসমূহ ১৬০
- জান্নাতের নদীসমূহ ১৬৩
- জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ ১৬৬
- কাওসার নদী ১৬৯
- হাউজে কাওসার ১৭০
- জান্নাতীদের খানাপিনা ১৭৫
- জান্নাতীদের পোশাক ও অলংকার ১৮০

- জান্নাতীদের বৈঠক ও আসনসমূহ ১৮৫
- জান্নাতীদের সেবক ১৮৭
- জান্নাতের রমণী ১৮৮
- হুরেইন ১৯৩
- জান্নাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ১৯৬
- জান্নাতে আল্লাহর সাক্ষাত ১৯৮
- জান্নাতীদের গুণাবলী ২০১
- আদম সন্তানদের মধ্যে জান্নাতী ও জাহান্নামীর হার ২০৮
- সংখ্যাগরিষ্ঠ জান্নাতী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত ২০৯
- জান্নাতে প্রবেশকারী আমলসমূহ কঠিন ২১২
- জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি ২১৫
- জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিদের গুণাবলী ২২৫
- প্রাথমিকভাবে জান্নাত থেকে বঞ্চিত লোকেরা ২৪৬
- নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে বলা যাবে না যে সে জান্নাতী ২৫০
- জান্নাতে বিগত দিনের স্মরণ ২৫৩
- আ'রাফের অধিবাসীগণ ২৫৪
- দু'টি বিরোধপূর্ণ বিশ্বাস ও তার দু'টি বিরোধ পূর্ণ প্রতিফল ২৫৬
- পৃথিবীতে জান্নাতের কিছু নিআমত ২৫৬
- জান্নাত লাভের দুআসমূহ ২৫৬
  - এক
  - দুই
  - তিন
  - চার
  - পাঁচ
- অন্যান্য মাসাআলা ২৬১

তৃতীয় অধ্যায় : জাহান্নামের আযাব

- জাহান্নাম সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখিত কিছু বর্ণনা ২৬৯
- জাহান্নাম সম্পর্কে হাদীসের উদ্ধৃতি ২৭০
- জাহান্নামের আগুন ২৭২
- স্বীয় পরিবার-পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও ২৭৪
- একটি ভ্রান্তির অপনোদন ২৭৮
- কিছু সময়ের জন্য জাহান্নামে অবস্থানকারীরা ২৮৩

- আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাতই যথেষ্ট ২৮৭
- জাহান্নামের অস্তিত্বের প্রমাণ ২৯১
- জাহান্নামের দরজাসমূহ ২৯২
- জাহান্নামের স্তরসমূহ ২৯২
- জাহান্নামের গভীরতা ২৯৫
- জাহান্নামের আযাবের ভয়াবহতা ২৯৮
- জাহান্নামের আগুনের গরমের প্রচণ্ডতা ৩০৩
- (জাহান্নামের হালকা শাস্তি ৩০৯
- জাহান্নামীদের অবস্থা ৩১০
- জাহান্নামীদের খানা-পিনা ৩১৫

  ১. যাক্কুম: ৩১৮

  ২. দ্বারি' ৩১৯

  ৩. গিসলিন ৩২০

  ৪. জা গুসসা ৩২০

- জাহান্নামীদের পানীয় ৩২০

  ১. গরম পানি (مَاءٌ حَمِيْمٌ) ৩২১

  ২. ক্ষত স্থান থেকে নির্গত পুঁজ ও রক্ত (مَاءٌ صَدِيْدٌ) ৩২২

  ৩. তৈলাক্ত গরম পানীয় (مَاءٌ كَالْمُهْلِ) ৩২২

  ৪. কাল বিষাক্ত দুর্গন্ধময় পানীয় (غَسَّاقٌ) ৩২৩

  ৫. জাহান্নামীদের ঘাম (طِيْنَةُ الْخَبَالِ) ৩২৪

- জাহান্নামীদের পোশাক ৩২৫
- জাহান্নামীদের বিছানা ৩২৬
- জাহান্নামীদের ছাতি ও বেষ্টনী ৩২৭
- কুরআনের আলোকে জাহান্নামীরা ৩২৮
- জাহান্নামে পথ ভ্রষ্ট পীর মুরীদদের ঝগড়া ৩৩০
- দৃষ্টান্তমূলক কথাবার্তা ৩৩৩
- নিষ্ফল কামনা ৩৪১
- জাহান্নামীদের আরো একটি সুযোগ লাভের আকাঙ্খা ৩৪৯
- জাহান্নামে ইবলীস ৩৫৫
- স্মৃতিচারণ ৩৫৬
- জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আমলসমূহ আনন্দদায়ক ৩৫৭
- আদম সন্তানদের মধ্যে জান্নাত ও জাহান্নামীদের হার ৩৫৯
- জাহান্নামে নারীদের সংখ্যাধিক্য ৩৬১

- জাহান্নামের সুসংবাদ প্রাপ্তরা ৩৬৪
- চিরস্থায়ী জাহান্নামী ৩৬৬
- ক্ষণস্থায়ী জাহান্নামী ৩৬৭
- জাহান্নামের কথপোকথন ৩৮৩
- তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও ৩৮৪
- সমস্ত নবীগণ স্ব স্ব উম্মতদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন ৩৮৪

  ১. নূহ (আ) ৩৮৪

  ২. ইবরাহিম (আ) ৩৮৪

  ৩. হুদ (আ) ৩৮৫

  ৪. শুআইব (আ) ৩৮৫

  ৫. মূসা (আ) ৩৮৫

  ৬. ঈসা (আ) ৩৮৬

  ৭. অন্যান্য নবী ও রাসূলগণ ৩৮৬

  ৮. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩৮৬
- জাহান্নাম ও ফেরেশতা ৩৯১
- জাহান্নাম ও নবীগণ ৩৯১
- জাহান্নাম ও সাহাবাগণ ৩৯৫
- জাহান্নাম ও পূর্বসূরীগণ ৪০০
- চিন্তা করুন ৪০৬
- জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় কামনা ৪০৯
- বিভিন্ন মাসায়েল ৪১৩
- জাহান্নামের শাস্তি ৪১৬

  ১. পিপাসার মাধ্যমে শাস্তি ৪১৬

  ২. উত্তপ্ত পানি মাথায় ঢালার মাধ্যমে শাস্তি-১ ৪১৭

  ৩. বেড়ি ও শৃঙ্খলের মাধ্যমে আযাব-২ ৪২০

  ৪. অন্ধকার ও সংকীর্ণময় স্থানে নিক্ষেপের মাধ্যমে আযাব-৩ ৪২২

  ৫. জাহান্নামে জাহান্নামীদের মুখমণ্ডল বিদগ্ধ করার মাধ্যমে শাস্তি-৪ ৪২২

  ৬. বিষাক্ত গরম হাওয়া এবং বিষাক্ত কাল ধোঁয়ার মাধ্যমে শাস্তি-৫ ৪২৪

  ৭. প্রচন্ড ঠান্ডার মাধ্যমে শাস্তি-৬ ৪৩০

  ৮. জাহান্নামে লাঞ্ছনাময় আযাব-৭ ৪৩০

  ৯. জাহান্নামে গভীর অন্ধকারের মাধ্যমে আযাব-৮ ৪৩৫

১০. উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে শাস্তি-৯ ৪৩৬
১১. আগুনের পাহাড়ে চড়ানোর মাধ্যমে আযাব-১০ ৪৩৮
১২. আগুনের খুঁটিতে বেঁধে রাখার মাধ্যমে শাস্তি-১১ ৪৩৯
১৩. জাহান্নামে লোহার হাতুড়ি ও গুর্জের আঘাতের মাধ্যমে শাস্তি-১২ ৪৪০
১৪. জাহান্নামে সাপ ও বিচ্ছুর ছোবলের মাধ্যমে আযাব-১৩ ৪৪২
১৫. স্বাস্থ্য বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে আযাব-১৪ ৪৪৬
১৬. কিছু অনউল্লেখিত শাস্তি-১৬ ৪৫০
১৭. কিছু অজানা আযাব ৪৫১
- শাস্তির পরিমাপ থাকা চাই! ৪৫৩
- জাহান্নামে কোনো কোনো পাপের নির্দিষ্ট শাস্তি ৪৫৫

"শুরু করিনু লয়ে নাম আল্লাহর
দয়া ও করুণা যাঁর অসীম-অপার।"

প্রথম অধ্যায়

মৃত্যুর পরের জীবন

মৃত্যু কী?

পৃথিবীতে যত প্রাণি এসেছে তা একদিন না একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। কোন প্রাণিই এ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ থেকে নিস্কৃতি পাবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ.

"তুমি কি তাদেরকে দেখ নাই যারা মৃত্যুভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল ? অতপর আল্লাহ্ তাদেরকে বলেছিলেন : 'তোমাদের মৃত্যু হোক।' তারপর আল্লাহ্ তাদের জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"[১]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.

"জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। যাকে অগ্নি হতে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সে-ই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।"[২]

---

১. সূরা আল-বাকারাহ, ২৪৩।
২. সূরা আলে 'ইমরান, ১৮৫।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوْبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا . وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا.

"আল্লাহ্ অবশ্যই সেসব লোকের তওবা কবূল করবেন যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে এবং সত্বর তওবা করে, এরাই তারা, যাদের তওবা আল্লাহ্ কবূল করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তওবা তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দ কাজ করে, অবশেষে তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে : 'আমি এখন তওবা করছি' এবং তাদের জন্যও নহে, যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।"[৩]

যদিও আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যু সম্পর্কে এমন কঠিন কথা আল-কুর'আনে ঘোষণা করেছেন তারপরও মানুষ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ গাফিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ . إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ . مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ . وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ.

" আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। স্মরণ রাখিও, 'দুই গ্রহণকারী' ফেরেশ্তা তার দক্ষিণে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে; মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যই আসবে ; এটা হতেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে এসেছি। "[৪]

---

৩. সূরা আন-নিসা, ১৭-১৮।
৪. সূরা ক্বা-ফ, ১৬-১৯।

মৃত্যু একটি অনিবার্য ও শাশ্বত সত্য বিষয়। ইসলামে এ বিষয়ে অনেক সতর্ক করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ . إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ . وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ . أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِي قَالُوْا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ إِلٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ . تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ব্যতীত ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে। পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি; আর আখিরাতেও সে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণগণের অন্যতম। তার প্রতিপালক যখন তাকে বলিয়াছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর', সে বলেছিল, 'জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম এবং ইব্রাহীম ও ইয়া'কূব এই সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিল : 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করোও না। ইয়া'কূবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞেস করেছিল : 'আমার পরে তোমরা কিসের 'ইবাদত করবে?' তারা তখন বলেছিল : 'আমরা আপনার ইলাহ্-এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইস্মাঈল ও ইসহাকের ইলাহ্-এরই 'ইবাদত করব। তিনি একমাত্র ইলাহ্ এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী।' সে ছিল এক উম্মত, তা অতীত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। তোমরা যা অর্জন কর তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদের কোন প্রশ্ন করা হবে না।"[৫]

মৃত্যু নামক বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আা কখন কোথায় কিভাবে সৃষ্টি করেছেন, তার সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুকে নিরাকারভাবে সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন বিজ্ঞ আলিমের মতে, হযরত আদম আ.-এর সৃষ্টির

---

৫. সূরা আল-বাকারাহ, ১৩০-০৩৪।

অনেক আগে মহান আল্লাহ মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا .

"আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যু ও হায়াতকে সৃষ্টি করেছেন।"[৬]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন, তাই এটা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি মৃত্যুকে আগে সৃষ্টি করেছেন। অতপর জীবনকে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন, তার মৃত্যুও অনিবার্য অর্থাৎ যার শুরু আছে, তার শেষও রয়েছে। অতএব, প্রত্যেক প্রাণিকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। কেউ মৃত্যুর থেকে রক্ষা পাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন, সে বিষয়ে রাসূল সা. বলেছেন : "মৃত্যু বস্তুকে সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তা'আলা শত-সহস্র আবরণের মধ্যে একে অদৃশ্য করে রেখে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সকল বস্তু হতে বিরাট আকারে মহাশক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠ রূপে মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন। এমনকি তা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল হতেও বেশি শক্তিশালী। মৃত্যুকে সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুকে সত্তরটি মজবুত শিকল দ্বারা বেঁধে এক গোপন স্থানে রেখে দেন। উক্ত প্রত্যেকটি শিকলের দৈর্ঘ এক হাজার বছরের রাস্তার সমান দূরত্ব। আর এটিকে মহান আল্লাহ্ এমন এক জায়গাতে সংরক্ষিত অবস্থায় রেখেছেন যেখানকার সন্ধান কোন ফেরেশ্তা পর্যন্ত ও পায়নি। তারা এটির অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন তখন যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মৃত্যু ঘটানোর জন্য একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করে রেখেছেন। যার নাম আজরাঈল। তার উপাধি হল 'মালাকুল মাউত'। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন :

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ . وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوا رُؤُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُوْنَ . وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ

---

৬. সূরা আল-মুলক, ২।

وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ . فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

"বল : 'তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে।' হায়, তুমি যদি দেখতে ! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হয়ে বলবে : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম, এখন তুমি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ কর, আমরা সৎকর্ম করব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।' আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম; কিন্তু আমার এই কথা অবশ্যই সত্য : আমি নিশ্চয়ই জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।"[৭]

মৃত্যু সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তা'আলা মালাকুল মউত তথা আজরাঈল আ. কে বললেন : হে মালাকুল মউত! আজ হতে তোমাকে আমি মৃত্যু নামক বস্তুর উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ও শক্তি অর্পণ করলাম। মালাকুল মউত আল্লাহ্ তা'লার এ নির্দেশ শ্রবণ মাত্রই জিজ্ঞেস করলেন : হে দয়াময় আল্লাহ্! মৃত্যু আবার কী বস্তু? তখন আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর চতুর্দিকের শত আবরণ উন্মুক্ত করে বললেন : হে মালাকুল মউত! এই দেখ মৃত্যু নামক বস্তু। এর উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আমি তোমাকে দিয়েছি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা সকল ফেরেশ্‌তাকে এ মৃত্যু নামক ভয়ঙ্কর জিনিস দেখানোর জন্য মৃত্যুকে তার শত আবরণের উন্মুক্ত করতে বললেন এবং ফেরেশতাগণকে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হয়ে মৃত্যুর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে নির্দেশ দিলেন। তারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পেয়ে সকলেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মৃত্যুকে দেখার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন।

এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুকে হুকুম করলেন : হে মৃত্যু! তুমি তোমার সকল পাখা মেলে এদের উপর উড়ে ভ্রমণ কর এবং তোমার সকল মুদিত চোখ খুলে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। অতপর মৃত্যু আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে তার সকল পাখা মেলে এবং চোখ খুলে ফেরেশ্‌তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ তাদের মাথার উপর দিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে আরম্ভ করল। ফেরেশ্‌তাগণ মৃত্যুর ভয়ঙ্কর বিরাট ও বিশাল আকৃতি দর্শন করে সকলেই বেহুশ হয়ে অচেনভাবে যমীনে পড়ে গেল। এ অবস্থায় তারা এক হাজার বছর অতিবাহিত করল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে তারা সজাগ হয়ে আল্লাহর দরবারে করজোড়ে মিনতি করল : হে মহান প্রভু! আপনি কি এটি অপেক্ষা আরো কোন বিশাল ভয়ঙ্কর বস্তু কিছু সৃষ্টি

৭. সূরা আস-সাজদা, ১১-১৪।

করেছেন? আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রশ্নের জবাবে বললেন : হে ফেরেশ্তাগণ! তোমরা জেনে রাখ, আমি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং মহিয়ান, গরিয়ান ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার সৃষ্ট সকল প্রাণিকূলকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তার কবল থেকে কেউ রক্ষা পাবে না, এমনকি তোমরাও না।

অতপর আল্লাহ্ তা'আলা মালাকুল মউত ফেরেশ্তা আজরাঈল আ.-কে উদ্দেশ্য করে বললেন : হে মালাকুল মউত! দুনিয়ার সকল প্রাণির রূহ কবজ করার দায়িত্ব আমি তোমাকে অর্পণ করলাম। এ কথা শ্রবণে মালাকুল মউত বললেন : হে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন! মৃত্যু আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী আমি কীভাবে তাকে আমার অধীনস্থ করব? আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : তুমি ঘাবড়িও না, আমি এ মুহূর্তে মৃত্যুকে তোমার অধীনস্থ করে দিলাম। এরপর ফেরেশ্তা মালাকুল মউত আল্লাহ্র সামনে আরজ করে বললেন : হে শক্তিমান আল্লাহ! আমাকে একটু সময় দিন যাতে আমি ভূমন্ডল ও নভোমন্ডল ঘুরে ভ্রমণ করে সকল প্রাণি জগতটাকে আমার শক্তি ও দায়িত্ব কর্তব্যের কথা জানিয়ে আসি। আল্লাহ্ তাঁকে এ অনুমতি প্রদানের পর মালাকুল মউত বিদ্যুৎ বেগে ভ্রমণ করে ভয়ঙ্কর শব্দে গর্জন করে বলতে শুরু করল, হে আল্লাহর সৃষ্টি প্রাণিকূল! তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যে কাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পেয়েছি, তা দ্বারা আমি সকল বন্ধুকে বন্ধুর মিলন হতে, স্বামীকে তার স্ত্রীর সম্মুখ হতে এবং স্ত্রীকে তার স্বামীর সন্মুখ হতে বিচ্ছিন্ন করে তার প্রাণবায়ূ কেড়ে নিব। এভাবে মালাকুল মউত সমগ্র দুনিয়া ঘুরে ঘুরে এ সকল কথা ঘোষণা করে দিলেন।

মালাকুল মউত আরো বলবেন : হে হতভাগ্য মৃত্যু পথযাত্রী! তুমি কি আখিরাতের জন্য কোন সৎকাজ করেছ? যা আজকে তোমার উদ্ধারকারী, সাহায্যকারী হিসেবে তোমার সাথী হবে। কিন্তু আফসোস! তুমি জীবনভর আখিরাতের পাথেয় হিসেবে কিছুই সংগ্রহ করনি, তুমি যা অর্জন করেছ তা আজকে কোন কাজেই আসবে না। একথা শ্রবণে মমূর্ষ ব্যক্তি তার মুখমন্ডল অন্য পার্শ্বে ঘুরিয়ে নিবে; কিন্তু যমদূত মুহূতের মধ্যে সেদিকেও উপস্থিত হয়ে বলতে থাকবে : হে হতভাগ্য বান্দা! তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ? আমি তো তোমার আত্মার হরণকারী, আমি তোমার সম্মুখে তোমার পিতা-মাতার রূহ কবজ করেছি, তখন তুমি তাদের সম্মুখেই দন্ডায়মান ছিলে। কিন্তু তুমি কি তখন অনুধাবন করতে পারনি যে, মৃত্যু কী বস্তু? কিভাবে রূহ কবজ করা হয়।[৮]

৮. আল-মুখতাসারুস সহীহ আনিল মাউতি ওয়াল কবরি ওয়াল হাশর, পৃ. ৪৫।

রূহ্ কবজের পদ্ধতি

রূহ্ কবজ করা একটি ভয়নক কাজ। এ কাজে মালাকুল মউত নিয়োজিত। হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, মুকাতিল রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা আজরাঈল আ.-এর জন্য সপ্তম আসমানে, কোন কোন বর্ণনায় এসেছে চতুর্থ আসমানে সত্তর হাজার খুটির উপর নূরের একটি সিংহাসন তৈরি করেছেন। তাঁর শরীরে চারটি পাখা সারা শরীরে সকল প্রাণির সংখ্যানুপাতে চোখ ও জিহ্বা রয়েছে।[৯]

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সা. বলেছেন : মালকুল মউতের ডানে, বামে, উপরে, নীচে এবং সামনে ও পেছনে ছয়টি মুখ রয়েছে। উপস্থিত সাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সা.! ছয়টি মুখ কেন? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন : ডান পাশের মুখ দিয়ে পাশ্চাত্যের আর বাম পাশের মুখ দিয়ে প্রাচ্যের, পেছনের মুখ দিয়ে পাপী দের আর উপরের মুখ দিয়ে আকাশবাসীর এবং নীচের মুখ দিয়ে দৈত্য-দানবের রূহ্ কবজ করেন।[১০]

রাসূলুল্লাহ্ সা. আরো বলেন : আজরাঈলের চারটি মুখ রয়েছে। মাথার উপরের মুখ দ্বারা নবী ও ফেরেশ্তাদের আত্মা, সামনের মুখ দ্বারা মুমিন বান্দাদের আত্মা, সামনের মুখ দিয়ে মু'মিনের, পেছনের মুখ দ্বারা দোযখীদের এবং পদতলস্থ মুখ দৈত্য-দানব, জ্বিন ও শয়তানের আত্মা কবজ করে থাকেন। তার একটি পা দোযখের উপরস্থিত পুলসিরাতের উপর অপরটি জান্নাতে অবস্থিত সিংহাসনের উপর।[১১]

হাদীসের অপর এক নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, আজরাঈলের দেহ এত বড় যে, পৃথিবীর সকল নদী-নালা, সাগর-সমুদ্রের সব পানিও যদি তার মাথায় ঢেলে দেয়া হয়, তবুও এক ফোঁটা পানি মাটিতে গড়িয়ে পড়বে না। তার সামনে পৃথিবীর আত্মাসমূহ এতই ছোট, যেন বিভিন্ন খাদ্যে পরিপূর্ণ একটি থালা তাঁর সামনে রেখে দেয়া হয়েছে এমন। আর তিনি যেখান থেকে যা এবং যতটুকু ইচ্ছা খেতে পারেন।[১২]

প্রখ্যাত সাহাবী কা'ব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় আরশের নিচে একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করে রেখেছে। উক্ত বৃক্ষে জীবিত মানুষের সংখ্যানুপাতে পাতা সৃষ্টি করে রেখেছেন। তার প্রত্যেকটি পাতায় মানুষের নামসমূহ আলাদাভাবে লিখে রেখেছেন। যে সময় যে মানুষের হায়াত শেষ অবস্থায় পৌছানোর চল্লিশ দিন বাকী থাকে, তখন সে বৃক্ষ থেকে উক্ত লোকের

---

৯. শারহুস সুদূর আলা বিশরাহি হালিল মাউতা ওয়াল কুবুর, পৃ. ১৩।
১০. আহমাদ ইব্ন আবী বকর, ইত্তিহাফুল খাইরাতুল মাহরাহ, ২খ., পৃ. ২৯২।
১১. আবুল ফজল আহমাদ ইব্ন আলী, ইতরাফুল মুসনাদ, হাদীস নং-৯৬৮৫.
১২. আবূ বকর আহমাদ ইব্নুল হুসাইন, আস-সুনানুল কুবরা, ৫খ., পৃ. ৫২৪।

নাম ও ঠিকানা লিখিত পাতাটি মালাকুল মউতের সামনে পড়ে যায়। সাথে সাথে মালাকুল মউত অনুভব করেন যে, অমুক ব্যক্তির রূহ কবজ করার আর মাত্র চল্লিশ দিন বাকি রয়েছে। তখন হতে মালাকুল মউত এ ব্যক্তির রূহ কবজ করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন।[১৩]

কাজেই ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর চল্লিশ দিন পূর্বেই তাঁর মৃত্যুর খবর আসমানে প্রচারিত হতে থাকে। যদি ঐ লোকটি পৃথিবীতে চিন্তাহীনভাবে আরাম আয়েসের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে, তার জন্য আফসোস! মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তি কিংবা পৃথিবীর অন্য কোন মানুষের পক্ষেও তা অনুধাবন করা সম্ভব নয় যে, সে আর কতদিন পৃথিবীতে বসবাস করার সুযোগ অর্জন করবে। এ ছাড়া ঐ লোকটি চল্লিশ দিন পর্যন্ত যে, কত অপরাধের কাজে লিপ্ত হবে, তার হিসাব কে রাখবে? ঐ ব্যক্তি নিজেও জানে না যে, তার মৃত্যু আসন্ন, সে কী করছে, কোথায় তার গন্তব্য স্থান, হয়তো বা ঐ সময়ের মধ্যে সে সমস্ত অপরাধের কাজ করে ফেলেছে।

বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, মালাকুল মউতের অনেক সাহায্যকারী ফেরেশ্তা রয়েছে, তারা মালাকুল মউতের পক্ষ হয়ে মানুষের রূহ কবজ করে থাকেন।

হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, সকল প্রকার চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরে সর্বদা নিয়োজিত থাকে। যে সকল চতুষ্পদ জানোয়ার যখনই আল্লাহ্ তা'আলার যিকির হতে বিরত থাকবে, সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল চতুষ্পদ জানোয়ারকে জান কবজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন।[১৪]

প্রত্যেক প্রাণির রূহ কবজ করার নির্ধারিত স্থান

যার যেখানে মৃত্যু হবে, সেস্থানে তার মৃত্যু নির্ধারিত এবং যেখানে তার কবর হওয়া নির্দিষ্ট আছে, সেস্থানেই তার কবর হবে। যদিও বা সে কোন দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করুক না কেন, আত্মা কবজের পূর্বে সে সেখানে পৌছবেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মালাকুল আরহাম নামক এক প্রকার ফেরেশ্তা সৃষ্টি করে রেখেছেন। শিশু মায়ের উদরে থাকাকলীন সময় ঐ ফেরেশ্তা আল্লাহর দরবারে আরজ করেন : হে আল্লাহ্! এ শিশুর গঠন, হায়াত, মউত ও রিযিক কী হবে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লক্ষ্য করে বলেন : তুমি লওহে মাহফুজে তাকিয়ে দেখ আমি তার ৫০০০০ বছর আগে এগুলো তার জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। তখন তার মৃত্যুর স্থানের কিছু মাটি এনে ঐ শিশুর শরীরের গঠনের সময় নাভিতে মিশিয়ে দেন।[১৫]

---

১৩. আল-হাইছামী, মুসনাদে হারিস, ১খ., পৃ. ৩১৫।
১৪. যাইনুদ্দীন আব্দুর রহীম, তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তরতীবুল মাসানীদ, ১খ., পৃ. ৬৩।
১৫. ছানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীরে মাযহারী।

ফলে জন্মের পর মানুষ যে জায়গায় ঘুরে বেড়াক না কেন, মৃত্যুর আগে যেখান থেকে রক্ত-মাংসের সাথে মিশ্রিত মাটি নেয়া হয়েছিল, সেখানে এসে সে উপস্থিত হয় এবং সেখানেই তার মৃত্যু সংঘটিত হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্র ঘোষণা হলো :

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ.

"হে নবী! আপনি বলে দিন : তোমরা যদি তোমাদের ঘরেও থাকতে তবু যার যে জায়গায় মৃত্যু (নির্ধারিত হয়ে আছে) তাকে অবশ্যই সে জায়গাতেই পৌঁছতে হবে।"[১৬]

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, একদিন আজরাঈল আ. সুলাইমান আ.-এর দরবারে আসেন এবং সেখানে উপস্থিত এক সুশ্রী তুবককে দেখে তিনি তার দিকে খুব কঠোর দৃষ্টিতে তাকান। এতে যুবকটি ভয় পেয়ে গেল। আজরাঈল আ. চলে যাওয়ার পর যুবকটি সুলাইমান আ.-কে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমার অনুরোধ, আপনার নির্দেশে বায়ূ যেন আমাকে এখনই চীন দেশে নিয়ে যায়। যুবকটিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই বায়ূ চীন দেশে নিয়ে গেল। পুনরায় আজরাঈল আ. সুলাইমান আ.-এর দরবারে আগমন করলে ঐ যুবকটির দিকে ঐভাবে তাকানোর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : আমি এ যুবকের আত্মা চীন দেশেই কবজ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। সে ভয়ে আপনাকে অনুরোধ করে তাকে চীন দেশে পৌঁছে দেয়ার জন্য। আর আমি সেখানেই তার রূহ কবজ করতে পারবো।[১৭]

মৃত্যুর তথ্য গোপন করার রহস্য

মহান আল্লাহ্ মৃত্যুর কথা মানুষের নিকট থেকে গোপন করেছেন। এর পেছনে কয়েকটি কারণ বিদ্যমান। যেমন :

এক. পৃথিবীর শৃঙ্খলা ঠিক রাখার জন্য।

দুই. মানুষকে নামায-রোযা ও অন্যান্য ফরয কাজের প্রতি উৎসাহ দেয়ার জন্য।

তিন. ২৪ ঘন্টা মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে থাকার জন্য।[১৮]

মৃত্যুর যন্ত্রণা

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন : যখন আজরাঈল আ. আসবে তখন ৫০০ ফেরেশ্তা তাকে চাপ দিয়ে ধরবে। মুমিন হলে ৫০০ রহমতের ফেরেশ্তা

---

১৬. সূরা আলে 'ইমরান, ১৫৪।
১৭. ইব্ন জারীর আত-তাবারী, আল-জামিউল ফী তা'বীলিল কুর'আন, ৭খ., পৃ. ৮৫৬।
১৮. ছানাউল্লাহ্ পানিপথী, তাফসীরে মাজহারী, ৫খ., পৃ. ৫২৩।

আসবে। আর মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু হবে পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুল থেকে। এমনকি তা কণ্ঠনালী পর্যন্ত চলে আসবে।[১৯]

হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, মূসা আ.-এর ইন্তিকালের পর এক লোক তাকে স্বপ্নে দেখে বলল : হে আল্লাহর নবী! আপনি কী মৃত্যুর যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছেন? উত্তরে মূসা আ. বললেন : আমার মৃত্যুর সময় মনে হলো কতকগুলো বিষাক্ত কাটা আমার কলিজার মধ্যে ঢুকায়ে সমস্ত রগের মধ্যে পেঁচিয়ে সমস্ত লোক একত্রিত হয়ে টান দিলে যেমন কষ্ট হয় তার চেয়ে মৃত্যুর যন্ত্রণা আমার কাছে আরো অধিক বেশি কষ্টের মনে হয়েছে।[২০]

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : **তোমরা বনী ইসরাঈল থেকে ঘটনাবলী বর্ণনা কর। এতে কোন ক্ষতি নেই।** কেননা, তাদের মাঝে বহু বিস্ময়কর ঘটনা আছে। অতপর তিনি একটি ঘটনা বলতে শুরু করলেন : নবী ইসরাঈলের কিছু লোক একবার হাঁটতে হাঁটতে এক কবরস্থানে এসে পৌছল। তারা তারা তখন-বলল : এসো আমরা নামায পড়ে আমাদের রবের নিকট দু'আ করি। যেন তিনি আমাদের সামনে কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেন। আর সে আমাদের নিকট মৃত্যু সম্পর্কে কিছু বলে। তারপর তারা নামায পড়ল এবং দু'আ করল। ইতোমধ্যে একটি কবর থেকে এক ব্যক্তি মাথা তুলে বলল : হে লোকেরা! তোমরা কী চাও? নব্বই বছর আগে আমি মৃত্যুবরণ করেছি। এখনো মৃত্যু যন্ত্রণা আমার থেকে দূর হয়ে যায়নি। এখনো আমি তা অনুভব করি। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকট দু'আ কর, যেন আমি (দুনিয়াতে) যে অবস্থায় ছিলাম, সে অবস্থায় তিনি আমাকে ফিরিয়ে নেন। আর সেই ব্যক্তির কপালে সিজদার দাগ ছিল।[২১]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ঈসা আ. একবার এক কবরের নিকট যেয়ে বললেন : قُمْ بِإِذْنِ اللهِ. مَنْ أَنْتَ؟ وَمَا اِسْمُكَ؟ "আল্লাহর নির্দেশে জীবিত হও। (যখন লোকটি আল্লাহর নির্দেশে জীবিত হলো, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন) তুমি কে? তোমার নাম কী? তখন লোকটি বলল : আমার নাম সাম ইব্ন নূহ। তখন ঈসা আ. তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। তন্মধ্যে একটি হলো, তিনি তাঁকে বললেন : আপনি কি আবারও কবরে থাকতে চান, না দুনিয়াতে থাকতে চান? তিনি বললেন : হে আল্লাহর নবী ঈসা আ.! আমি যদি এ দুনিয়ায় আবার থেকে যাই তাহলে কী আগের মৃত্যুর সময় আজরাঈল যেমন আমার রূহ কবজ

১৯. আস-সুয়ূতী, নূরুস সুদূর ফী আহওয়ালির কবর।
২০. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, জামিউল আহাদীস, ৭খ., পৃ. ৩৮১।
২১. আহমাদ, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ২৩।

করেছে তেমন আবারও রূহ কবজ করবে? তখন ঈসা আ. বললেন : আপনি আল্লাহর পয়গম্বর। আপনি কেন আজরাঈলকে এত ভয় করেন? জবাবে সাম ইব্‌ন নূহ আ. বললেন : আপনার সাথে তো আর আজরাঈলের দেখা হয়নি এ জন্য এ মন্তব্য করছেন। হে আল্লাহর নবী ঈসা আ.! আজ থকে ৪০০০ বছর পূর্বে আজরাঈল আমার রূহ কবজ করেছিল কিন্তু আমি আজও আমার মৃত্যুর যন্ত্রণাকে ভুলতে পারিনি।[২২]

আমাদের পিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আল্লাহর নিকট পৃথিবীর অন্যান্য সকল নবীদের থেকে অধিক প্রিয়। হাদীসের বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, আমাদের প্রিয়নবীর রূহ যেদিন কবজ করা হয় সেদিন জিব্রাঈল আ.-এর সাথে আরেকজন ফেরেশ্‌তা রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর নিকট আগমন করেন যার নাম হলো মালাকুল মউত আজরাঈল আ.। জিব্রাঈল আ. রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর হুজরা মুবারকের দরজায় দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর নিকট অনুমতি নেয়ার পর তাঁকে বলেন : আল্লাহর নবী আজ আমি আপনার নিকট একজন নতুন ফেরেশ্‌তা সাথে নিয়ে এসেছি যে ইতিপূর্বে আপনার কাছে আর কোন দিন আসেনি। তার নাম হলো মালাকুল মউত আজরাঈল আ.। আজরাঈল আ.-কে অনুমতি দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সা.-কে তিনি বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমি পৃথিবীতে ইতিপূর্বে সকল প্রাণির রূহ কবজ করেছি কিন্তু কারো নিকট কোন প্রকার অনুমতি প্রার্থনা করিনি। শুধু আমি আপনার নিকট আপনার রূহ কবজ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছি।

রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : যদি না দেই; তখন আজরাঈল আ. বললেন : তাহলে আমাকে ফিরে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তখন জিব্রাঈল আ. বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সা. অথচ আল্লাহ্ আপনার দীদারের অপেক্ষা করছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সা. তাঁকে রূহ কবজের অনুমতি দিলেন। ফাতেমা রা. তখন রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর কাছে অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেন : আমি দেখলাম, মৃত্যুর যন্ত্রণার কারণে রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর হাত মুবারক একবার গুটিয়ে আসছে আরেকবার মেলে যাচ্ছে। এসময় তিনি একটি চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। এরপর আমি চাদরটি উঠিয়ে দেখি রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর সমস্ত শরীরের প্রত্যেকটি লোমকূপের গোড়া থেকে ঘাম নির্গত হচ্ছে। আজরাঈল আ. যখন রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর রূহ কবজ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর বুকের উপর হাত রাখলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : হে আজরাঈল! তুমি তো আমার বুকে হাত রেখেছ বলে মনে হচ্ছে না আমার মনে হচ্ছে তুমি আমার বুকে ওহুদ পাহাড় চেপে ধরেছ।[২৩]

---

২২. ইব্‌ন আব্বাস, তানবীরুল মাকাবীস, ২খ., পৃ. ৩২৫।
২৩. আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান, জামিউল উলূম ওয়াল হুকুম, ১খ., পৃ. ৩৭০।

বে-ঈমানদারের রূহ্ কবজ

বে-ঈমানদারদের মৃত্যুর সময় আজরাঈল তার আসল চেহারায় আবির্ভূত হন। সে সময় ঐ মুমূর্ষু ব্যক্তির চোখের দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যায়, সে শুধু উক্তরূপ ফেরেশ্‌তাকেই দেখতে পায়। উক্ত ফেরেশ্‌তা খারাপ লোকের রূহ কবজ করার জন্য একটি চাটাই নিয়ে আসে। কিছুক্ষণ পরেই মালাকুল মউত আজরাঈল আ. তার মাথার দিকে বসে বলে : হে বদবখত আত্মা! আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টির দিকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে আস। ঐ ব্যক্তির আত্মাটি এ ঘোষণা শোনার পর শরীরের বিভিন্ন স্থানে পলায়ন করার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে থাকবে।

তখন মালাকুল মউত বেঈমানের শরীর হতে আত্মাকে এমনভাবে টেনে হিছড়ে বের করবে যেমনভাবে কোন গরম লোহার সিক ভিজা তুলার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পুনরায় টেনে বের করলে তার সাথে জড়িয়ে হাতে তুলা বের হয়ে থাকে। অতপর যমদূত ঐ বেঈমানের আত্মাটিকে হাতে তুলে নেয়। মুহূর্তের মধ্যে অন্যান্য তাঁর হাত হতে খারাপ আত্মাকে নিজেদের হাতে নিয়ে চাটাইয়ের মধ্যে রেখে মোড়িয়ে ফেলে।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তারা জাহান্নাম থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট একটি নেকড়া নিয়ে আসবে।

উক্ত চাটাইয়ের মধ্য হতে গলিত লাশের দুর্গন্ধের মত ভীষণ দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। অতপর ফেরেশ্‌তাগণ চাটাইতে মোড়ান লাশ বহন করে আসমানের পানে চলতে থাকে। তারা যখন যে ফেরেশ্‌তাদের নিকট দিয়ে যেতে থাকবে, তখন তারা জিজ্ঞেস করবে : এ বদবখ্‌ত আত্মাটি কার? তখন আত্মাবহনকারী ফেরেশ্‌তাগণ তার ও তার পিতার কদর্য নামদ্বয় উচ্চারণ করে বলবে : এটি অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা।

এভাবে আত্মা বহনকারী ফেরেশ্‌তাগণ যখন প্রথম আসমানের দরজার নিকট পৌঁছবে এবং দরজা উন্মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করবে; কিন্তু আসমানের দরজা খোলা হবে না। অতপর আসমান হতে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : হে ফেরেশ্‌তারা! এর নাম সিজ্জীনে তালিকভুক্ত কর।

মৃত্যুর সময় শয়তানের চক্রান্ত

হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : বান্দার অন্তিমকালে মৃত্যু যন্ত্রণা চলার সময় ইবলিস শয়তান উপস্থিত হয়ে উক্ত ব্যক্তির বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট হয়ে বলে যে, হে আদম সন্তান! তুমি যদি এ কঠিন মৃত্যু কষ্ট হতে মুক্তি চাও তাহলে একাধিক সৃষ্টিকারীর অস্তিত্ব গ্রহণ কর অর্থাৎ শিরক কর।

শয়তানের ধোঁকায় পড়ে এহেন কঠিন সময় ঈমান বাঁচানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে ইমাম আল-গাজ্জালী রহ. বলেন : মৃত্যুর সংকটময় মুহূর্তে শয়তানের ধোঁকায় অনেক বান্দার ঈমান নষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। ইবলিস শয়তানের উক্তরূপ ধোঁকা ও চক্রান্ত হতে আল্লাহর বী-রাসূলগণ ব্যতীত কারো পক্ষে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার।[২৪]

একদা এক লোক ইমাম আজম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দরবারে হাজির হয়ে জানতে চেয়েছিলেন : কোন আমলের দ্বারা ঈমান নষ্ট হওয়ার আশংকা অধিক। উত্তরে ইমাম আজম রহ. বললেন : তিনটি বিশেষ কারণে মৃত্যুকালে ঈমান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যেমন :

১. ঈমানের শোকর আদায় না করলে। অর্থাৎ ঈমান গ্রহণের পরে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করাই হলো ঈমানের শোকর আদায় না করার শামিল।

২. জীবনের সর্বশেষ মুহূর্তকে ভয় না করলে। অর্থাৎ অস্থায়ী দুনিয়ার লোভের বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে অন্তকরণ হতে উঠিয়ে দেয়া। ঈমানের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা।

৩. আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি জীবসমূহের প্রতি জুলুম বা অত্যাচার করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিজীবসমূহের ভাল-মন্দের মালিক স্বয়ং তিনিই। বান্দা অন্য কোন বান্দার প্রতি জুলুম অত্যাচার করলে তারা জুলুমকারীকে অভিশাপ দিয়ে থাকে এবং এজন্যই মৃত্যুকালে জালিমের ঈমান শয়তানের চক্রান্তে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অপর একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, মানুষের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় তার হৃদপিণ্ডের ব্যাথায় এবং পানির পিপাসায় অত্যাধিক কাতর ও অস্থির হয়ে থাকে। এ দুরাবস্থার সুযোগ নিয়ে ইবলিস শয়তান ধোঁকা দেয়ার কাজে তৎপর হয়ে থাকে। এ সময় ইবলিস অতি শীতল এক গ্লাস পানি হাতে নিয়ে মৃত্যুপথ যাত্রীর সামনে এসে হাজির হয়ে গ্লাসটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে দেখিয়ে থাকে। তা দেখে মৃত্যুবরণকারী লোকটি ইবলিসকে বলে : তুমি আমাকে

২৪. আলী ইব্ন আবী বকর, গায়াতুল মাকাসিদ, ১খ., পৃ. ১৬৪৭।

একটু পানি পান করাও। উত্তরে ইবলিস বলে : তুমি যদি স্বীকার কর যে, বিশ্বের কোন মালিক নেই, তাহলে আমি তোমাকে পানি পান করাতে পারি।[২৫]

এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যে মুসলমান মৃত্যু শয্যায় শায়িত তার কাছে থেকে তাকে কালেমা তালকীন কর এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দাও। কেননা, ঐ কঠিন সময়ে বড় বড় জ্ঞানী পুরুষ-মহিলা হতবুদ্ধি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। আর ঐ সময় শয়তান সুযোগ বুঝে মানুষের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে।[২৬]

প্রখ্যাত আলিম ও আল্লাহর ওলী হাসান বসরী (রহ.) বর্ণনা করেন : যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদম ও হাওয়া আ. আ.-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, সাথে সাথে শয়তানও উৎসব পালন করার জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করে এবং বলতে থাকে : যখন আমি মনুষের পিতা-মাতাকে ধোঁকা দিয়ে ফেলেছি, তাদের সন্তান তো তাদের থেকেও দুর্বল সুতরাং তাদেরকে প্রলুব্ধ করা কোন কষ্টের কাজ নয়। ইবলিসের এ ধারণা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

"আর তাদের উপর ইবলিস তার অনুমান সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। পরে তাদের মধ্যে মুমিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করল।" [২৭]

এ প্রেক্ষিতে ইবলিস বলল : আমিও যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের আত্মা বাকী থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের থেকে আলাদা হব না। তাদেরকে মিথ্যা অঙ্গীকার ও আশা আকাঙ্ক্ষা দিয়ে ধোঁকা দিতে থাকব।

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমার ইজ্জত ও জালালের কসম, আমিও মানুষের তাওবাহ কবুল করা বন্ধ করব না, যতক্ষণ সে মৃত্যুর নিকটবর্তী পৌঁছে। সে যখন আমাকে ডাকবে আমি তার ফরিয়াদ কবুল করব। যখন আমার কাছে চাইবে আমি তাকে তা দিব। যখন আমার নিকট গোনাহ মাফের প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করব।[২৮]

এ প্রসঙ্গে ইমাম আল-গাজ্জালী রহ. বলেন : মানুষের মুমূর্ষু অবস্থায় যে সময় আত্মা কবজের কষ্টে বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানও অচল হয়ে যায়, তখন মানুষের সবচেয়ে বড় দুশমন শয়তান শিষ্যদেরকে নিয়ে মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে পৌঁছে। এ

---

২৫. আলী ইবন আবী বকর, গায়াতুল মাকাসিদ, ১খ., পৃ. ১২৬২।
২৬. কানযুল উম্মাল, খ.৮।
২৭. সূরা সাবা, ২০।
২৮. ইবন আবী হাতিম।

সকল শয়তান মুমূর্ষু ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সৎ, নিষ্ঠাবান লোকদের আকৃতিতে এসে তাকে বলতে থাকে, আমরা তোমার আগে মৃত্যুবরণ করেছি, মৃত্যুর উত্থান-পতন সম্পর্কে তোমার চেয়ে আমরা বেশি অবগত। এখন তোমার মৃত্যুর পালা এসেছে, আমরা তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ হিসেবে পরামর্শ দিচ্ছি : তুমি ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ কর, সেটিই উৎকৃষ্ট ধর্ম। যদি মুমূর্ষু ব্যক্তি তাদের কথা না মানে, তখন অপর এক শয়তানের দল অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীর আকৃতি ধারণ করে হাজির হয়ে বলে : তুমি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ কর। কেননা তা ঐ ধর্ম যা মূসা আ.-এর ধর্ম রহিত করে দিয়েছে। শয়তান এভাবে প্রত্যেক ধর্মের বাতিল আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ মুমূর্ষু ব্যক্তির অন্তরে বদ্ধমূল করতে থাকে। ফলে যার ভাগ্যে সঠিক ধর্ম ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়া লেখা থাকে। সে ঐ সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করে। তাই এ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে মানুষের জন্য দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

" হে আমাদের প্রভু! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে উৎসাহিত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছু দানকারী।"[২৯]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এ সময় জিব্রাঈল আ. এসে বলেন : হে অমুক! তুমি কি আমাকে চিনতে পারনি, আমি জিব্রাঈল। আর এরা হলো তোমার দুশমন শয়তান, তুমি তাদের কথা শোনবে না। স্বীয় দ্বীনে হানিফ ও শরীয়াতে মুহাম্মাদীর উপর অটল থাক। ঐ সময়টা মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য এমন মধুর হয় যে, কোন বস্তুই তার চেয়ে অধিক প্রফুল্লতা দানকারী ও আরামদায়ক হয় না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন :

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে রয়েছে সুসংবাদ।"[৩০]

---

২৯. সূরা আলে 'ইমরান, ৮।

মৃত্যুর সময় শয়তানের মোকাবিলায় ফেরেশ্‌তাদের সাহায্য-সহযোগিতা

মানুষ অসহায় দুর্বল আবার দীর্ঘ দিনের অসুস্থতার কারণে শিরা-উপশিরা পর্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত, আগে থেকেই বোধশূন্য ও বিবেচনাহীন এর উপর আত্মা কবজ ও মৃত্যুর তীব্র কষ্ট এ ভয়ানক অবস্থায় দুশমনের দল হামলা করে, আবার দুশমনের দলও দুশমনের বেশে নয়; বরং পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের বেশধারণ করে পরামর্শ দেয়, এসকল অবস্থা চিন্তা করলে মনে হয়, কোন মানুষই এ সংকটময় মুহূর্তে ঈমানের উপর অটল থাকতে পারবে না। কিন্তু প্রবাদে আছে, 'দুশমন চেহ্ কুনাদ চু মেহেরবা বাশাদ দোস্ত'। যখন বন্ধু মেহরবান হয় দুশমন তখন কী করবে? মৃত্যুকালীন মুহূর্তটা যেমন অত্যন্ত ভয়ানক ও বিপদসংকুল দৃশ্যে পরিপূর্ণ, তেমনি পরম দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলার ঐ সময় মানুষের সাহায্য-সহানুভূতির জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থাও প্রস্তুত করে রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন :

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ. نُزُلًا مِنْ غَفُوْرٍ رَحِيْمٍ.

"যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্', অতপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশ্‌তা এবং বলে, 'তোমরা ভীত হইও না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। 'আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফর্‌মায়েশ কর।' এটা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আপ্যায়ন।"[৩১]

আলোচ্য আয়াতসমূহের তাফসীরে সাহাবায়েকিরাম ও তাবেঈনদের থেকে ইস্তি কামত-এর একাধিক অর্থ করা হয়েছে। তবে সেসব তাফসীরের সবগুলোর সারকথা একই। আর এ প্রসঙ্গে আবূ বকর সিদ্দীক রা. বলেছেন : ইস্তিকামাতের

---

৩০. সূরা ইউনুস, ৬৩।
৩১. সূরা হা-মীম আস-সাজদা, ৩০-৩২।

ব্যাখ্যা হলো ঈমান ও তাওহীদের উপর অটল এবং অবিচল থাকা। আর শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত না হওয়া।[৩২]

উল্লিখিত আয়াতের মালাইকা শব্দের একাধিক তাফসীর রয়েছে। কারো কারো মতে, ফেরেশ্‌তাগণ মৃত্যুর সময় মুমূর্ষু ব্যক্তির সাহায্যের জন্য নাযিল হবেন। কারো কারো মতে, কবরে অবতীর্ণ হবেন। আবার কারো মতে, হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবেন। কিন্তু ইব্‌ন কাছীর রহ. সাহাবী ইব্‌ন আসলাম রা. থেকে বর্ণনা করে বলেন : ফেরেশ্‌তাগণ তাদেরকে মৃত্যুর সময় কবরে এবং যে সময় হাশরের ময়দানে পুনরুত্থিত হবে, সুসংবাদ প্রদান করবে। উল্লেখ্য যে, এ মর্মে যত তাফসীর বর্ণিত উল্লিখিত তাফসীর সবগুলোর সমষ্টি এবং প্রকৃতপক্ষে এটাই বেশি নির্ভরশীল।[৩৩]

অপর একটি প্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থে এসেছে, ফেরেশ্‌তাগণ মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে সকল প্রকার সাহায্য করবেন। এ সময় ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কীয় যত প্রকার চিন্তাভাবনার সম্মুখীন হোক না কেন, ফেরেশ্‌তাগণ তার সাহায্যে সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন, তার সকল প্রকার চিন্তা দূর করে দিবেন এবং সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও কষ্ট থেকে তাকে উদ্ধার করবেন।[৩৪]

মৃত্যুকালে শয়তানের ধোঁকা থেকে আত্মরক্ষার উপায়

মৃত্যুকালে শয়তানের ধোঁকা থেকে নিরাপদ থাকা এবং দ্বীনের উপর ইস্তিকামাত থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর হাদীস ও কুর'আনের আয়াত থেকে কিছু উপায় জানা যায়। যেমন :

প্রথম উপায় : ঈমান গ্রহণের উপর অটল থাকা।

দ্বিতীয় উপায় : ঈমানের উপর ইস্তিকামাত থাকা। এ দু'টো উপায় উপরে আলোচিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

তৃতীয় উপায় : গোসল ফরয অবস্থায় গোসল করতে দেরি হলে কমপক্ষে সাথে সাথে অযু করে নেয়া। তাও সম্ভব না হলে তায়াম্মুম করে নিবে।

চতুর্থ উপায় : স্বীয় আত্মা, পোশাক ও ঘরকে এরকম বস্তু থেকে পবিত্র রাখা, যার কারণে রহমতের ফেরেশ্‌তা ঘরে ঢুকে না। যেমন : ফটো, কুকুর, গোসল ফরযকারী মানুষ, ঐ সকল অলংকার যাতে আওয়াজ হয় ইত্যাদি।[৩৫]

---

৩২. ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরুল কুর'আনিল আজীম, ৭খ., পৃ. ২৩৬।
৩৩. ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরুল কুর'আনিল আজীম, ৭খ., পৃ. ২৩৭।
৩৪. শিহাবুদ্দীন আলূসী, তাফসীরু রূহুল মা'আনী, ১৪ খ., পৃ ১০৭।
৩৫. মাশারেকুল আনওয়ার, পৃ. ১০।

পঞ্চম উপায় : পিতা-মাতার কথা মান্য করা। হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি মহানবী সা.-এর খিদমতে হাযির হয় আরজ করল : হে আল্লাহর রাসূল সা.! আমাদের এলাকায় একটি ছেলে মৃত্যুমুখে পতিত, তাকে কালেমা পড়তে বলা হলে সে পড়তে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : সে পূর্ব থেকেই কি তা বড়তে অভ্যস্ত নয়? লোকেরা আরজ করল : হে আল্লাহর নবী! সে আগে সব সময় কালেমা পড়তে পারতো কিন্তু এখন পারছে না। তখন ছেলেটির পাশে রাসূলুল্লাহ্ সা. নিজেই তাশরীফ আনলেন এবং তাকে তালকীন করলেন। কিন্তু সে বলল : কালেমা পড়ার মত কোন শক্তি আমার নেই। মহানবী সা. বললেন : কেন? সে বলল : আমি আমার মায়ের কথা শুনতাম না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সা. তার মায়ের নিকট থেকে তার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করালেন, তারপর তার মুখ খুলে গেল এবং কালেমা তাইয়্যেবা পড়ে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।[৩৬]

ষষ্ঠ উপায়: মৃত্যুর সময় অন্যান্য লোকদের মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে কালেমা তালকীন করানো।

মৃত্যুর পূর্বে মাটি ও কবরের ঘোষণা

আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : যমীন প্রতিদিন আদম সন্তানকে বলে : হে আদম সন্তান! তুমি আমার পৃষ্ঠের উপর স্বাধীনভাবে ঘুরা ফেরা করছ। তোমার মৃত্যুর পর যখন সবাই তোমাকে আমার উদরের সংকীর্ণ অন্ধকারময় স্থানে রেখে চলে যাবে, তখন তোমার কী দুদর্শা হবে? তখন তোমার আগের সে স্বাধীনতা আর থাকবে না। আমি তোমার মৃত্তিকা-শয়নগৃহ এত সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিব যে, একদিক ফিরলে আর অন্য দিকে ফিরার ইচ্ছা থাকবে না। ভয়ে জড়সড় হয়ে কাঁদতে থাকবে।

যমীন আরো বলে : হে মানুষ! তুমি আমার পিঠের উপরে থেকে অন্যায়ভাবে ধন-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা উপার্জন করে সে হারাম খাদ্য খেয়ে তোমার দেহ মোটা-তাজা করছ। জেনে রেখ, মৃত্যুর পর তোমার এ প্রিয় মোটা-তাজা সুখের শরীর কোন রকমেই মোটা-তাজা থাকবে না, কীট-পতঙ্গের আহার্যে পরিণত হবে। সবই কীট-পতঙ্গে খেয়ে ধ্বংস করে ফেলবে।

মাটি আরো বলে : হে মানব! আমার পিঠের উপর বসবাস করে কত যে পাপের কাজ করেছ এবং অপরকেও পাপের কাজে প্রেরণা দান করেছ। মৃত্যুর পর কবরে তার প্রকৃত শাস্তি পাবে। এমনি করে আমার পিঠে হাসি-তামাশা, আমোদ-প্রমোদ ও উল্লাস করে বেড়াচ্ছ, অযথা সময় নষ্ট করছ, এর প্রতিদান একদিন অন্ধকারময় কবরে অনুভব করতে হবে। আজ আমার পিঠের উপরে থেকে আনন্দে দিন

৩৬. নূরুস্ সুদূর।

কাটাচ্ছ। মৃত্যুর পর আমার মাঝে এসে এর প্রতিফল হাড়ে হাড়ে ভোগ করবে। এভাবে মাটি আরো বলে : হে আদম সন্তান! আমার এ উন্মুক্ত পিঠে আলোকময় খোলা ময়দানে বিচরণ করছ, কিন্তু মৃত্যুর পর এমন সংকীর্ণ অন্ধকারময় স্থানে বাস করতে হবে যেখানে মুক্ত বায়ু বইবে না। আলো বলতে কিছুই পাওয়া যাবে না, সেথায় তুমি কিছুই দেখতে পাবে না। তুমি নশ্বর পৃথিবীতে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে মহানন্দে প্রশস্ত মাঠে ও খোলা বাতাসে ভ্রমণ করছ, কিন্তু মৃত্যুর পর সাথীহীন কবরে একা বসবাস করতে হবে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বলতে সেখানে কেউ থাকবে না।[৩৭]

মুমূর্ষু ব্যক্তির সাথে ফেরেশ্‌তাদের কথোপকথন

হাদীসের নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, যখন মানুষের অন্তিমকাল হাজির হয় এবং রূহ বের হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে, তখন চারজন ফেরেশ্‌তা তার কাছে হাজির হয়। সর্বপ্রথম এক ফেরেশ্‌তা উপস্থিত হয়ে বলেন : আস্‌সালামু আলাইকুম! হে অমুক! আমি তোমার আহার সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিলাম। কিন্তু এখন পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অন্বেষণ করেও তোমার জন্য এক দানা খাদ্য সংগ্রহ করতে পারলাম না। সুতরাং বুঝলাম, তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, হয়তো এখনই তোমার মৃত্যু হতে পারে। অতপর দ্বিতীয় ফেরেশ্‌তা এসে সালাম করে বলবেন : হে আল্লাহর বান্দাহ! আমি তোমার পানীয় সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত ছিলাম কিন্তু এখন তোমার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করেও এক ফোঁটা পানি সংগ্রহ করতে পারলাম না। সুতরাং আমি বিদায় হলাম।

এরপর তৃতীয় ফেরেশ্‌তা এসে সালাম করে বলবেন : হে আল্লাহর বান্দা! আমি তোমার পদদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলাম কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র খোঁজ করেও তোমার একটি মাত্র পদক্ষেপের স্থান পেলাম না। তাই আমি বিদায় নিচ্ছি। চতুর্থ ফেরেশ্‌তা এসে সালাম করে বলবেন : হে আল্লাহর বান্দা! আমি তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখার কাজে নিয়োজিত ছিলাম কিন্তু আজ পৃথিবীর এমন কোন স্থান খুঁজে পেলাম না যেখানে গিয়ে তুমি মাত্র এক পলকের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতে পার। সুতরাং আমি চলে যাচ্ছি। এরপর কিরামান-কাতিবীন ফেরেশ্‌তা এসে সালাম করে বলবেন : হে আল্লাহর বান্দা! আমরা তোমার পাপ-পূণ্য লেখার কাজে নিয়োজিত ছিলাম কিন্তু এখন দুনিয়ার সব স্থান খোঁজ করেও আর কোন পাপ-পূণ্য খুঁজে পেলাম না। সুতরাং আমরা চলে যাচ্ছি। এ বলে তাঁরা এক টুকরা কালো লিপি বের করে দিয়ে বলবেন : হে আল্লাহর বান্দাহ! এর দিকে লক্ষ্য

---

৩৭. হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস-সহীহাইন, ১খ., পৃ. ৯৩।

কর। সে দিকে লক্ষ্য করার সাথে সাথে তার সর্বাঙ্গে ঘর্মস্রোত প্রবাহিত হবে এবং কেউ যেন ঐ লিপি পড়তে না পারে সে জন্য সে ডানেবামে বার বার দেখতে থাকবে। এরপর তারা চলে যাবেন। তখনই মালাকুল মউত আজরাঈল আ. তার ডান পাশে রহমতের ফেরেশ্‌তা এবং বাম পাশে আযাবের ফেরেশ্‌তা নিয়ে হাজির হবেন। তাদের মধ্যে কেউ বা আত্মাকে খুব জোরে টানাটানি করবেন, আবার কেউ অতি শান্তির সাথে আত্মা বের করে নিবেন। কণ্ঠ পর্যন্ত আত্মা পৌঁছলে স্বয়ং আজরাঈল আ. তা কবজ করেন।[৩৮]

মৃত্যুর সময় মুমিনের অবস্থা

হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যে সময় কোন লোকের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পরলোক যাত্রা করার সময় নিকটবর্তী হয়ে থাকে, সে সময় আসমান হতে সূর্যের মত আলোকজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট একদল ফেরেশ্‌তা বেহেশ্‌তী কাফন ও সুগন্ধি সাথে নিয়ে যমীনে অবতীর্ণ হয়ে মৃত্যুপথযাত্রীর দৃষ্টি সীমার মধ্যে উপবিষ্ট হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। অতপর মালাকুল মউত তার মস্তকের পাশে বসে বলতে থাকে, হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও সন্তুষ্টির জন্য অতি শীঘ্র বাইরে চলে আস। তখন ঐ ব্যক্তির আত্মা স্বেচ্ছায় বের হয়ে থাকে এবং তার মুখ হতে পানির ফোটা পড়তে থাকে। তারপর তারা ঐ ব্যক্তির আত্মাকে উক্ত বেহেশ্‌তী কাফনের ভিতরে লেপটিয়ে রাখেন। আর তখন তা হতে বেহেশ্‌তী মেশকের সুঘ্রাণ বের হতে থাকে। তারপর ফেরেশ্‌তাগণ যখন আত্মাকে নিয়ে আসমানে গমন করতে থাকে, তখন আসমানের ফেরেশ্‌তাগণ বলতে থাকে : এত উৎকৃষ্ট সুবাস কোথা থেকে বের হচ্ছে। এর উত্তরে ফেরেশ্‌তাগণ বলে : অমুকের পুত্র অমুকের রূহ তহতে এ সুবাস বের হচ্ছে। তখন উক্ত ফেরেশ্‌তামন্ডলী তাকে উত্তম নামে সম্বোধন করে থাকে। যখন ফেরেশ্‌তাগণ আত্মা সহকারে প্রথম আকাশের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়, তখনই সপ্তাকাশের সকল দরজাসূহ এর শুভাগমনে খুলে যায় এবং প্রতিটি আসমানের কতক ফেরেশ্‌তা তার সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে সামনে এগিয়ে যায়। এ প্রকারে সপ্তম আসমানে আরোহন করা মাত্রই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে উচ্চঃস্বরে বলা হয়ে থাকে : হে ফেরেশ্‌তামন্ডলী! তার আমলনামা ইল্লীয়্যিন নামক স্থানে জমা রেখে দাও এবং উক্ত ব্যক্তির রূহকে তার দেহের সাথে মিলিয়ে দাও। যেহেতু তাকে মাটি হতেই সৃষ্টি করেছি এবং তাকে এ মাটিতেই ফিরিয়ে নেব এবং এ মাটি হতেই তাকে পুনরুত্থান করব। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

---

৩৮. ইত্তিহাফুল খাইরাতুল মাহরা, ২খ., পৃ. ৪৪২, হাদীস নং-১৮৫২।

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى.

"আমি তোমাদেরকে এ মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি, দ্বিতীয়বার এ মাটির ভিতরেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে এবং সর্বশেষ এ মাটির মধ্য থেকেই তোমাদেরকে পুনরুত্থান করিয়ে হাশরের ময়দানে হাযির করব।"[৩৯]

এরপর আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী ফেরেশ্তাগণ উক্ত আত্মাকে কবরে অবস্থিত তার দেহের সাথে মিশে দেয়। তারপর মুনকার-নকীর ফেশ্তোদ্বয় তথায় আগমন করে মৃত ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞেস করবে : হে আল্লাহর বান্দা! আপনি বলুন তো আপনার প্রতিপালক কে? আপনার নবী কে? এবং আপনার ধর্মের নাম কী? অতপর রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর দিকে ইঙ্গিত করতঃ বলবে যে, হে আল্লাহর বান্দাহ এ মহাপুরুষ সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? তখন মুমিন বান্দা সকল প্রশ্নের সঠিকভাবে উত্তর দিবে।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা অতি নিকট হতে উচ্চঃস্বরে ইরশাদ করবেন : হে ফেরেশ্তাদ্বয়! আমার মু'মিন বান্দা সঠিক ও সত্য কথা বলেছে। সুতরাং তাকে বেহেশ্তী পোশাক পরিয়ে দাও এবং বেহেশ্তী বিছানা বিছিয়ে দাও, যাতে তার কবরের মধ্যে বেহেশ্তী সুগন্ধি আসতে পারে। আর তার চোখের দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও।[৪০]

আতা খোরাসানী রহ. বলেন : যে বান্দা যমীনের কোন জায়গায় সিজদা করে, সে জায়গা কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। ইব্ন আব্বাস রা. বলেন : কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন :

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

'তাদের জন্য আসমান ও যমীন কাঁদেনি, এ আয়াতের অর্থ কী? তিনি জবাব দিলেন : হ্যাঁ, আসমান যমীন কাঁদে, যত মাখলুক আছে সবার জন্যই। আসমানের দু'টি দরজা আছে। এক দরজা দিয়ে মানুষের রিযিক দেয়া হয়। আর অপর দরজা দিয়ে তার সৎকর্ম উপরে চলে যায়। অতএব, মু'মিন যখন ইন্তিকাল করে, তখন তার জন্য নির্ধারিত আসমানের উভয় দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং তার জন্য ক্রন্দন করতে থাকে। এমনকি যে যমীনে সে নামায পড়ত সে যমীন তার নামাযের স্থান না দেখে এবং আল্লাহর যিকির শুনতে না পেয়ে তার জন্য কাঁদতে থাকে। যেহেতু ফিরআউনের জাতির এমন কোন ভাল কাজ ছিল না, যা আসমানে যাবে, তাই এ দরজা তাদের জন্য কাঁদেনি।[৪১]

---

৩৯. সূরা ত্বা-হা, ৫৫।
৪০. বুখারী, আস-সহীহ, ৩খ., পৃ. ১৩৫০, হাদীস নং-৩৪৯০।
৪১. ইব্ন জারীর আত-তাবারী, জামিউল বয়ান ফী তা'বীলিল কুর'আন।

বারযাখী জীবন মৃত্যু থেকে হাশর পর্যন্ত

কিয়ামতের পূর্বের আর একটি বিষয় হল বারযাখী জীবন। বারযাখী জীবন বলতে আমরা মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত সংগঠিত হবার পর পূনরুত্থানের পূর্বের জীবনকে বুঝি এটিকে পবিত্র কুর'আন বারযাখ (পর্দা) নামে আখ্যায়িত করেছেন। বারযাখ শব্দটি আরবী। এর শাব্দিক অর্থ অন্তরায়, পৃথককারী, আলাদা বস্তু। এ কারণেই মৃত্যুর পর কিয়ামত ও হাশর পর্যন্ত কালকে বারযাখ বলা হয়। কারণ, এটা ইহকাল ও পরকালের জীবনের মাঝখানে সীমা প্রাচীর। এখান থেকে কেউ পৃথিবীতে ফিরে আসে না এবং কিয়ামত ও হাশর-নাশরের পূর্বে পুনর্জীবনও পায় না। এটাই বিধান। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন :

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ. لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ.

"যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে তখন সে বলে হে আমার পালন কর্তা আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ কর যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি করিনি। কখনই না। এতো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে বারযাখ আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।"[৪২]

উল্লেখ্য, মানুষ মৃতব্যক্তিকে দাফন করার কারণে হাদীসে বরযখের শাস্তি বা শান্তি কে কবরই বলা হয়। এর অর্থ এই নয় যে, যাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয় কিংবা পানিতে ডুবে মারা যায়, তারা জীবিত থাকে না। মূলত শান্তি ও শাস্তির সম্পর্ক থাকে রূহের সাথে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ পাক জ্বালিয়ে দেয়া শরীরকে একত্র করে শাস্তি ও পুরস্কার দেয়ার শক্তি রাখেন।

কবর

মানুষ স্বাভাবিকভাবে ইন্তিকাল করার পর ইসলামী শরীয়াতে মৃতব্যক্তিকে কবরের ব্যবস্থা করে দাফন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে কিন্তু যদি কেউ পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে কিংবা নভোমন্ডল বা ভূমন্ডলের এমন কোন স্থানে এমনভাবে মারা যায়, যার ফলে তাকে কবরস্ত করার সুযোগ না থাকে, তবুও তার পুনরুত্থান না হওয়া পর্যন্ত সময়টা সম্পূর্ণই কবরের বসতির মধ্যে শামিল করা হয়। এজন্য

[৪২] সূরা আল মুমেনুন : ৯৯-১০০

আল্লাহ্ তা'আলা সকলকেই কবরস্থ করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন :

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ . مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ . مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ . ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ . ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ . ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ .

"মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ। তিনি তাকে কী বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? শুক্রাণু থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাকে সুপরিমিত করেছেন, তৎপর তার পথ সহজ করেছেন। এরপর মৃত্যু ঘটানো ও কবরস্থ করেন। তৎপর যখনই ইচ্ছা কবরে তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।"[৪৩]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন :

إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ .

"নিশ্চয়ই কবর বেহেশতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান অথবা দোযখের গর্তসমূহের একটি গর্তবিশেষ।"[৪৪]

মৃত ব্যক্তিকে দাফনের সময় করণীয় বিষয়সমূহ

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আলী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : **যখন লাশ কবর পর্যন্ত পৌঁছে এবং সকল লোক বসে যায়, তোমরা বসো না; বরং** কবরের নিকটে দাঁড়িয়ে থাক। যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখবে, তখন বলো بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ "আল্লাহর নামে তাকে দাফন করা হলো। তিনি রাসূলের দলভূক্ত ছিলেন।"

কবজের পর রূহের উর্দ্ধেগমন অতপর দাফনের পর আবার দেহে গমন

মানুষের রূহ দেহ থেকে বের হবার পর প্রথমে ফেরেশ্তারা তাকে আসমানের দিকে নিয়ে যায়। যখনই কোন ফেরেশ্তাদলের সাক্ষাত লাভ করে তখন তারা বলে (যদি রূহটি মুমিনের হয়) এই পবিত্র রূহ কার? তখন ফেরেশ্তারা জবাবে বলেন : অমুকের ছেলে অমুকের। দুনিয়ায় রাখা সর্বোত্তম নাম ধরেই একথা বলা হয়। তখন তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দিতে বলা হয়। তখন খুলে দেয়া হয়। অতপর তার খবর প্রতি আসমানে প্রচার করা হয় পরিশেষে তার রূহ সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : আমার বান্দার নাম

৪৩ সূরা আবাসা, ১৭-২২।
৪৪. তিরমিযী, আস-সুনান, ৪খ., পৃ. ৬৩৯, হাদীস নং-২৪৬০।

ইল্লিঈনে (সর্বোত্তম স্তরে) লিখে দাও। আর তাকে পৃথিবীতে তার দেহে পৌঁছিয়ে দাও।

আর যদি রূহটি কোন কাফেরের হয়, তখন ফেরেশ্‌তারা তাকে নিয়ে উর্দ্ধজগতে যেতে থাকে যখনই কোন ফেরেশ্‌তাদলের পাশ দিয়ে যায় তখন তারা বলে এ মন্দ রূহটি কার? তখন বলা হয় অমুকের ছেলে অমুকের। দুনিয়ায় রাখা তার সর্ব নিকৃষ্ট নামে একথা বলা হয়। তারপর তার জন্য আসমানের দরজা খোলার আহ্বান জানানো হয়। তখন দরজা খোলা হয়না। অতপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : তার নাম ভুগর্ভের সর্ব নিম্নস্তর সিজ্জিনে লিখে রাখ। অতপর তার রূহ জোরে নিক্ষেপ করা হয়। তখন তা তার দেহে ফিরে আসে।[৪৫]

উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে রূহ কবরেই তার দেহে ফিরে আসে। আর তখনই সে গাওয়াল জবাবের সম্মুখীন হয়। পরে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

যাঁদেরকে কবরে প্রশ্ন করা হবে না

সহীহ হাদীসের বর্ণনানুযায়ী অনেক মৃত ব্যক্তির কবরে আযাব হবে না। যেমন : ঐ সকল লোক যারা জিহাদে শহীদ হয়েছে, যাদের মৃত্যুর সময় কঠোরতা প্রদর্শন করা হয়েছে, যারা এমন দিনে মারা গেছে যেদিন আযাব ও প্রশ্নোত্তর হয় না। যেমন : জুমুআর দিন ও রাত।[৪৬]

কবরে দুজন ফেরেশ্‌তা কর্তৃক মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াল-জবাব

সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে যখন কোন জ্ঞানবান বালেগ মানুষের মৃত্যু হয়, আর তাকে কবরে রাখ হয় তখন তার কাছে দুজন ফেরেশ্‌তা আসেন, এসেই তারা জিজ্ঞেস করেন তার রব দ্বীন ও মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে।

আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, যখন কোন মৃত মানুষকে কবরে রাখা হয় তখন তার কাছে কালো বর্ণের নীল চোখা দু'জন ফেরেশ্‌তা আসেন। তাদের একজনকে বলা হয় 'মুনকার' আর অপর জনকে বলা হয় 'নকীর'।[৪৭]

বারা ইবনে আযেব হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সা. হতে বর্ণনা করে বলেন : তার (মৃত কবরবাসী) কাছে দুজন ফেরেশ্‌তা আসেন, এসে তারা তাকে বসান। অতপর তারা তাকে বলেন : তোমার প্রভু কে? তখন তিনি বলেন আমার প্রভু আল্লাহ। অতপর তারা তাকে বলেন তোমার দ্বীন কি? তখন সে বলে আমি

---

[৪৫] আহমদ, হাদীস নং- ১৭৮০৩।
৪৬ ইবনুল কায়্যিম আল-জাওজীয়াহ, কিতাবুর রূহ।
[৪৭] তিরমিযী, হাদীস নং- ৯৯১।

আল্লাহর কিতাব পড়ে ছিলাম। তার প্রতি ঈমান এনেছিলাম। এবং তা বিশ্বাস করেছিলাম এটাই বলা হয়েছে। আল্লাহর বাণী :

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

"যারা ঈমান তাদেরকে আল্লাহ সঠিক জবাব দানে তাওফীক দান করে স্থির রাখেন। তিনি বলেন তখন আসমান থেকে এক আহ্বানকারী আহ্বান করে বলেন আমার বান্দা সদুত্তর দিয়েছে। অতএব তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও। এবং জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তখন তা খুলে দেয়া হয়। তখন তার কাছে জান্নাতের বাতাস সুগন্ধ আসতে থাকে। এবং তার কবর যতটুকু দৃষ্টি যায় ততটুকু প্রসস্ত করে দেয়া হয়।"[৪৮]

আর কাফেরদের মৃত্যুর কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন : তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অতপর তার কাছে দুজন ফেরেশ্‌তা আসেন তারা তাকে বসান। অতপর তারা প্রশ্ন করেন তোমার প্রভু কে? তখন সে বলে হায় হায়! আমি জানিনা। অতপর তারা তাকে প্রশ্ন করে : তোমাদের মধ্যে যে লোকটিকে প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি কে? তখন সে উত্তরে বলে হাই হাই জানিনা। তখন আসমান থেকে এক আহ্বানকারী আহ্বান করে বলে, সে মিথ্যা বলেছে। অতএব তাকে তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও। আর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তিনি বলেন : অতপর তার কাছে জাহান্নামের দিকে উত্তাপ এবং বিষবাষ্প আসতে থাকে। তিনি বলেন তার কবর তার উপর সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। ফলে সেখানে তার পাজর পরিবর্তন হয়ে যায়। অতপর তার জন্য নিয়োগ দেওয় হয় অন্ধ, বহরা, ফেরেশ্‌তা, তার সাথে থাকে লোহার হাতুড়ি। তা দ্বারা পাহাড়ের উপর আঘাত করা হলে তা মাটি ধুলা হয়ে যাবে। তখন সে ঐ হাতুড়ি দিয়ে এমন এক মার দেন যার ফলে সে এমন এক চিৎকার দেয় যা পূর্ব পশ্চিমের মানুষ ও জ্বিন জাতি ছাড়া সকলেই শুনতে পান। ফলে সে ধুলায় পরিণত হয়। অতপর তার মধ্যে আবার রূহ ফিরিয়ে দেয়া হয়।[৪৯]

উপরোক্ত হাদীসে যে সাওয়াল জবাবের কথা বলা হয়েছে নিঃসন্দেহে তা বারযাখী জীবনেই সংগঠিত হবে। যা মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যেই ঘটবে। তা কবরেও হতে পারে, আবার অন্য কোথাও হতে পারে। কবরে হবে বলে এ কারনেই বলা হয়েছে যে সাধারণ প্রায়সব মৃত মানুষকে কবর দেওয়া হয়।

---

[৪৮] সূরা ইবরাহীম, ২৭।
[৪৯] আহমদ, হাদীস নং- ১১৮২৩। আবু দাউদ, হাদীস নং- ৪১২৬।

কবরের আযাব সত্য

আমরা কবরের নেয়ামত অথবা শাস্তি বলতে বারযাখের নেয়ামত অথবা শাস্তি বুঝি। সন্দেহ নেই যে বারযাখী জীবনটা আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি কিংবা নেয়ামতের মাধ্যমে প্রতিদান দানের একটা স্তর। এ স্তরের প্রাথমিক পযায়ে মানুষের দেহ পঁছে গেলে তখন দেহ হতে রূহ আলাদা হয়ে যায়। কবরের নেয়ামত কিংবা আযাবের কথা পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রামাণিত। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয় :

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ . النَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوْا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ.

"সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন আদেশ করা হবে ফির'আউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর।"[৫০]

ইবনে কাসীর বলেন : এ আয়াতটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বারযাখী জীবনে কবরের আযাব প্রমাণ করার একটি বড় ভিত্তি। সেই ভিত্তিটি হলো সকাল সন্ধা তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلَاقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ . يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ . وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

"তাদেরকে ছেড়ে দিন সে দিন পর্যন্ত যেদিন তাদের উপর বজ্রাঘাত পতিত হবে। সেদিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোন উপরকারে আসবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। জালেমদের জন্য এছাড়াও আরও আযাব রয়েছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।[৫১]"

উপরোক্ত আয়াত গুলোতে জালেমদের জন্য এ ছাড়াও আরও অযাব রয়েছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানেনা। এই বক্তব্যে বর্ণিত শাস্তি ও আযাব দুনিয়াতেও হতে পারে। তাদেরকে হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে। আবার তা বারযাখেও হতে পারে। তবে এ আযাব বারযাখে হওয়াটাই যুক্তি সঙ্গত। কারণ তাদের অনেকেই

---

[৫০] সূরা মুমিন, গাফের, ৪৬।
[৫১] সূরা তুর: ৪৫-৪৭।

দুনিয়াতে কোন শাস্তি না পেয়েই মারা যান। অথবা আয়াতের তাৎপর্য এর চেয়েও সাধারণ।[৫২]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ .

"যারা অপকর্ম করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে মুমিনদের মত ও সৎকর্মশীলদের মত করব? তাদের জীবন কাল ও মৃত্যু পরবর্তীকাল সমান হবে? তাদের এ ধারণা খুবই মন্দ।"[৫৩]

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, অপকর্মকারী এবং সৎকর্মশীল মুমিনের অবস্থান কখনও সমান হতে পারে না। তা জীবন কালেও না মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেও না। এখানে 'মামাত' বলতে মৃত্যু পরবর্তী কাল বা বারযাখী জীবনের কথা বুঝানো হয়েছে। বারযাখী জীবনে যদি উভয়ে সমান না হয় তাহলে অবশ্যই অপকর্ম কারীরা শাস্তি বা আযাব ভোগ করবে। আর সৎকর্মশীল মুমিন না কবরে নেয়ামত ভোগ করবে।[৫৪]

আর কবর আযাব প্রসঙ্গে সহীহ্ হাদীস সংখ্যা অনেক। আমরা এখানে পাঠকদের কয়েকটি উপস্থাপন করছি। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সা. দুটি কবরের পাশ দিয়ে একবার যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন এ কবর দুটি অধিবাসীদের উপর আযাব হচ্ছে। বড় কোন করণে আযাব হচ্ছে না। তাদের দুজনের একজন পেশাব করার পর সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন করতো না। আর অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াত। অপর খেজুর গাছের কাচা ডাল নিয়ে তা দুভাগে বিভক্ত করে অতপর প্রত্যেক কবরের উপর একটাংশ গেড়ে দিলেন। সাহাবারা বললেন হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি এরূপ কেন করলেন? তখন তিনি বললেন আশা করা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত ডাল দুটি শুকাবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের শাস্তি কম হবে।[৫৫]

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত এক ইহুদী মহিলা তার কাছে এসে বলল : আল্লাহ আপনাকে কবর আযাব থেকে মুক্ত রাখুন। তখন আয়শা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ সা. কে কবর আযাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তখন মহানবী (সা.) বললেন হ্যাঁ, কবর আযাব সত্য। আয়েশা (রা.) বললেন এর পর আমি মহা নবী (সা.) কে কোন

---

[৫২] আলী ইবনুল ইজ্জ। শারহুল আকীদা আতত্বাহাবিয়া, পৃ: ৪৪৭।
[৫৩] সূরা আল জাছিয়া, ২১।
[৫৪] আব্দুর রহমান হাবনাকা আল মিদানী, আল আকীদা আল ইসলামীয়া ওয়া উসুমিহা, পৃ-৬৬৩।
[৫৫] মুসলিম, হাদীস নং- ৪৩৯; আহমদ, হাদীস নং- ১৮৭৭; নাসায়ী, হাদীস নং- ৩১; আবু দাউদ, হাদীস নং- ১৯, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ৩৪১; দারিমী, হাদীস নং- ৭৩২।

সালাত আদায় করার পর কবর আযাব থেকে আল্লাহর পানাহ না চাইতে দেখিনি।[৫৬]

এ জাতীয় হাদীসের সংখ্যা অনেক। মৃত ব্যক্তি তার বারযাখী জীবনে কবরে থাক বা অন্য কোথাও , তার রূহ ইল্লিঈনে (উর্ধ্ব জগৎ) থাক বা সিজ্জিনে (নিম্নজগতে) থাক সে হয়তবা নেয়ামত লাভ করবে। অথবা আযাবের সম্মুখীন হবে। আর কিয়ামতের পর পুনরুত্থান না হওয়া পর্যন্ত মৃত মানুষের কবরের সাথে তার রূহের একটা সম্পর্ক থাকবে।

মানুষের শরীর হতে রুহ্ বা আত্মাকে যখন ছিনিয়ে নেয়া হয় তখন সে রহমতে ফেরেশ্তা কিংবা আযাবের ফিরিস্তা দ্বারা সুখভোগ বা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কুরআন এবং হাদীসে এ কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ .

"আর যদি তুমি দেখ যখন ফেরেশ্তারা কাফেরদের রূহ কবজ করে প্রহার করে তাদের মুখে এবং তাদের পশ্চাৎদেশে বলে জ্বলন্ত আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।"[৫৭]

উপরোক্ত আয়াতে একথা স্পষ্ট যে, এ শাস্তি কাফেরদেরকে তাদের রূহ কবজ করার সময় ফেরেশ্তারা দিয়ে থাকেন। আর মুত্তাকী মুমিনদের রূহ কবজ করার সময় কি অবস্থা হয় এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন : যখন মুমিন বান্দা দুনিয়া ছেড়ে আখিরাতের দিকে এগিয়ে যান তখন তার প্রতি আসমান থেকে শ্বেত মুখমণ্ডল বিশিষ্ট কিছু ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হন। যাদের মুখমণ্ডল যেন জ্বলন্ত সূর্য। তাদের সাথে থাকে জান্নাতী কাফন। এবং জান্নাতী সুগন্ধ দ্রব্য। অবশেষে তার চোখে যতটুকু দেখা যায় এতটুকুর মধ্যেই বসে যায়। তখন মালিকুল মাউত আসেন। এসেই তার মাথার পাশে বসে যান। তারপর বলেন : হে পবিত্র রূহ! আল্লাহর মাগফিরাত/ক্ষমার এবং সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে আসুন। তিনি বলেন : তখন রূহ বের হয়ে আসে যেমন করে কলসির মুখ হতে পানির ফোটা বের হয়ে আসেন তেমনি।[৫৮]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদানুযায়ী কবরের আযাব সত্য। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, নেককার মুমিনগণ যেমন কবরের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত আরাম-আয়েশে থাকবে, তেমনি কাফির, মুনাফিক ও বদকাররা কবরের মধ্যে

---

[৫৬] বুখারী, হা১২৮৩; মুসলিম, হাদীস নং- ১৫০৬।
[৫৭] সূরা আল মুমেনুন: ৫০।
[৫৮] আহমদ, হাদীস নং- ১৭৮০৩; আল ফাতহুর রব্বানী, খ: ৭, পৃ-৭৪।

আযাব ভোগ করতে থাকবে। একবার আয়েশা রা.-এর নিকট এক ইহুদী মহিলা আসল। মহিলাটি তার সামনে কবর আযাবের আলোচনা করে বলল :

أَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

'আল্লাহ্ আপনাকে কবর আযাব থেকে হিফাজত করুন।'[৫৯]

আয়েশা রা. রাসূলুল্লাহ্ সা.-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন :

نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ.

'হ্যাঁ কবরের আযাব সত্য।'[৬০]

অতপর আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন : যখনই রাসূলুল্লাহ্ সা. নামায আদায় করেছেন, তখনই কবর আযাব থেকে মুক্তির দু'আ করেছেন।[৬১]

খলিফাতুল মুসলিমীন উসমান রা. যখন কোন কবরের নিকট দাঁড়াতেন তখন এত অধিক পরিমাণ কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তার দাড়ি ভিজে যেত। এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আপনি জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনায় এত অধিক পরিমাণে কাঁদেন না, কিন্তু কবর দেখে আপনার এত বেশি কান্নাকাটি করার কারণ কী? উসমান রা. উত্তরে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : নিশ্চয়ই কবর আখিরাতের প্রথম ঘাটি। যদি এ ঘাটি থেকে নাজাত পাও, তাহলে অবশিষ্ট ঘাটিগুলো পার হওয়া আরও বেশি সহজ। আর যদি এ ঘাটি থেকে বাঁচতে না পার, তাহলে অবশিষ্ট ঘাটিগুলো অতিক্রম করা আরও কঠিন হয়ে যাবে।[৬২]

অপর এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে, আবূ সাঈদ আল-খুদুরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : অবশ্যই কবরের মধ্যে কাফিরের জন্য নিরানব্বইটা অজগর সাপ নিয়োজিত করে দেয়া হবে। আর সেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত তাকে অবিরতভাবে দংশন করতে থাকবে। এ অজগর এত বিষাক্ত যে, যদি একটি অজগর পৃথিবীতে শ্বাস ফেলে, তাহলে যমিনে শাক-সবজি উৎপন্ন হবে না। অর্থাৎ সাপগুলোর বিষক্রিয়া এত মারাত্মক হবে যে, সেখান থেকে একটি অজগরও যদি পৃথিবীতে একবার শ্বাস ফেলে তাহলে তার বিষক্রিয়ায়, জমিনের একটি ঘাসও আর উৎপাদন করার যোগ্যতা থাকবে না।[৬৩]

এ প্রসঙ্গে অপর এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে, বাররা ইব্ন আযিব রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : মুনকার ও নাকীর ফেরেশ্তার প্রশ্নের জওয়াবে কাফির ও পাপীরা যখন উত্তর দেয়, হায়! হায়! আমি জানি না,

---

৫৯. বুখারী, সহীহ, ১খ., পৃ. ৩৫৬, হাদী স নং-১০০২।
৬০. মুসলিম, আস-সহীহ, ৩খ., পৃ. ৩০, হাদীস নং-২১৩৬।
৬১. প্রাগুক্ত।
৬২. তিরমিযী, আস-সুনান, ৫খ., পৃ. ৫৮৬, হাদীস নং-৩৬১৪।
৬৩. ইব্ন মাজাহ, আস-সুনান, ২খ., পৃ. ১৪৩৭, হাদীস নং-৪৩০০।

তখন আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী আওয়াজ দিয়ে বলেন : " এ ব্যক্তি মিথ্যা বলছে। তার পায়ের নীচে আগুন জ্বালিয়ে দাও। তাকে আগুনের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও। তখন জাহান্নামের তাপ ও লু হাওয়া আ. তার কবরে আসতে থাকে। তার কবরকে এমন সংকীর্ণ করে দেয়া হয় যে, তার এক পাশ্বের পাঁজর অপর পার্শ্বে চলে যায়। অতপর তাকে আযাব দেয়ার জন্য এমন একজন ফেরেশ্তাকে নিযুক্ত করা হয়, যে চোখে দেখে না, কানে শোনে না। তার নিকট লোহার গদা থাকবে। সেই গদা দিয়ে পাহাড়ে আঘাত করা হলে পাহাড় মাটির সাথে মিশে যাবে। যখন একবার গদা মারা হয়, তখন মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত পৃথিবীর সকল প্রাণি সেই আওয়াজ শুনতে পায়। কেবল এক বারের আঘাতেই সে মাটিতে পরিণত হয়ে যায়। পুনরায় তার শরীরে রূহ ফিরিয়ে দেয়া হয়। এরপর পুনরায় তাকে আঘাত করা হয়। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তার কবরে এরকম কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।[৬৪]

অপর এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে, গদার আঘাতের কারণে মৃত ব্যক্তি এমন জোরে চিৎকার দিবে যে, মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত আশে-পাশের সকল কিছুই সে চিৎকার শুনতে পায়।[৬৫]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আশিক ইলাহী বুলন্দ শাহরী রহ. বলেন : মানুষকে কবর আযাব না দেখানো এবং মুর্দারের চিৎকার না শুনানোর অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান। যেমন :

প্রথম কারণ হলো, এমনটা করা হলে গায়েবের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টির কোন মূল্য থাকে না। এগুলো দেখার পর সকলেই মেনে নেবে এবং ঈমানদার হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর নিকট চোখে দেখা বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই মৃত্যুর সময় ঈমান আনা গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় কারণ হলো, মানুষ তা সহ্য করতে পারবে না। যদি তারা কবর আযাবের অবস্থা নিজেদের কানে শুনতে পায় কিংবা চোখে দেখতে পায়, তাহলে সহ্য করতে না পেরে বেহুঁশ হয়ে পড়বে।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আবূ সাঈদ আল-খুদুরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : লোকেরা যখন নাফরমান মুর্দাকে নিয়ে কবরের দিকে রওয়ানা হয়, তখন মুর্দা বলতে থাকে, হায় আমার সর্বনাশ! তোমরা আমাকে

---

৬৪ . আহমাদ, আবূ দাউদ
৬৫ . ইব্‌ন মাজাহ।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? মুর্দারের সেই বিলাপধ্বনি মানুষ ছাড়া সকলেই শুনতে পায়। মানুষ যদি সেই আওয়াজ শুনতে পেত, তাহলে বেহুঁশ হয়ে যেত।[৬৬]

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বারযাখের বিভিন্ন অবস্থা জানানোর সাথে সাথে দেখিয়েও দিয়েছেন। কেননা, তার মাঝে তা বরদাশত করার মতো ক্ষমতা বিদ্যমান ছিল। তাই দেখা যায়, জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করার পর তার হাসি-কান্না, কথা-বার্তা, সাহাবীদের সাথে ওঠা-বসা পানাহারে কোন পার্থক্য প্রকাশ পায়নি।

কবরের আযাব সম্পর্কিত আরেকটি হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, যায়িদ ইব্‌ন সাবিত রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার নবী করীম সা. খচ্চরে চড়ে বনু নাজ্জার গোত্রের বাগিচার দিকে যাচ্ছিলেন। আমরাও তখন তার সাথে ছিলাম। হঠাৎ খচ্চরটি এমনভাবে চমকে উঠল যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। সেখানে পাঁচটি কিংবা ছয়টি কবর ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সা. জিজ্ঞেস করলেন : এ কবরবাসীদের পরিচয় কারও কি জানা আছে? এক ব্যক্তি বলল : আমি জানি হে আল্লাহর রাসূল! তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তারা কবে মারা গেছে? সে বলল : জাহিলী যুগে মারা গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : মানুষকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে। আমার যদি এ আশঙ্কা না হতো যে, তোমরা মৃতদেহ দাফন করা পরিত্যাগ করবে, তাহলে আমি অবশ্যই আল্লাহর নিকট দু'আ করতাম, যেন আমার ন্যায় তোমাদেরকেও কবরের কিছু আযাব শোনানো হয়।[৬৭]

অপর এক বর্ণনা মতে জানা যায় যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার নবী সা. দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : এ কবর দু'টিতে আযাব হচ্ছে। তবে বড় কোন অপরাধের কারণে তাদের আযাব দেয়া হচ্ছে না। বরং এমন সাধারণ বিষয়ের জন্য আযাব হচ্ছে, যা থেকে তারা একটু চেষ্টা করলেই বাঁচতে পারতো। অতপর রাসূলুল্লাহ্ সা. উভয়ের গুনাহের বিবরণ দিয়ে বললেন : তাদের একজন পেশাব করার সময় পর্দা করতো না। (অন্য বর্ণনায় এসেছে, সে পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতো না।) আর দ্বিতীয়জন চোগলখুরী করতো। অর্থাৎ একের কথা অপরের কাছে বলে বেড়াতো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সা. একটি তাজা ডাল চেয়ে নিলেন। ডালটির মাঝখানে চিরে দু'টুকরো করে দুই কবরে গেড়ে দিলেন। সাহাবাগণ আরজ করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন কেন করলেন? রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : হয়তো ডাল শুকিয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের আযাব হালকা করা হবে।[৬৮]

---

৬৬. বুখারী।
৬৭. বুখারী, মুসলিম।
৬৮. বুখারী।

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখার পর তার কাছে কালো বর্ণের ও নীল চোখ বিশিষ্ট দুইজন ফেরেশ্তা আসেন। তাদের একজনকে মুনকার ও অপরজনকে নকীর বলা হয়। তারা মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে : তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? তোমার নবী কে? অথবা রাসূলুল্লাহ্ সা.-কে দেখিয়ে বলা হবে এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? মৃত ব্যক্তি মু'মিন হলে সঠিক উত্তর দিবে। ফলে তার জন্য কবর জান্নাতের বাগানে পরিণত হয়। আর যদি মৃত ব্যক্তি নাফরমান ও মুনাফিক হয়, তাহলে সে মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নের জবাবে বলে লোকদের যা বলতে শুনেছি আমিও তাই বলেছি। তার জবাব শুনে ফেরেশ্তাদ্বয় বলেন : আমরা ভাল করেই জানতাম যে তুমি এ ধরনের জবাব দেবে। অতপর যমিনকে বলা হয় : এ ব্যক্তিকে চাপ দাও। ফলে জমিন তাকে এমনভাবে চাপ দেয় যে, একদিকের পাঁজর অপর দিকে চলে যায়। কিয়ামত পর্যন্ত সে উক্ত আযাবে অবস্থান করতে থাকবে।[৬৯]

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সা. উমর রা.কে বলেছিলেন : উমর! মানুষ যখন তোমাকে কবরে রেখে মাটি দিয়ে চলে আসবে এবং তোমার নিকট কবরের পরীক্ষক ফেরেশ্তাগণ এসে উপস্থিত হবে, তখন তোমার কী অবস্থা হবে? তাদের আওয়াজ বজ্রের মত হবে। চোখ হবে দৃষ্টিশক্তি হরণকারী বিদ্যুতের ন্যায়। তাদের অবস্থা তোমাকে প্রকম্পিত করবে এবং তারা তোমার সাথে বিচারকের ন্যায় কথাবার্তা বলবে, তখন তোমার কী অবস্থা হবে? উমর রা. আরজ করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! তখন কি আমার জ্ঞান ঠিক থাকবে? রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : হ্যাঁ, আজ তোমার জ্ঞান যে অবস্থায় আছে, সেদিনও একই অবস্থায় থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর উত্তর শুনে উমর রা. বললেন : তাহলে পরিস্থিতি সামলে নিতে পারব ইনশাআল্লাহ।[৭০]

হাদীসের অপর এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বাররা ইব্ন আযিব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর সাথে এক আনসারীর জানাযা নিয়ে কবরস্থানে গিয়েছিলাম। যাওয়ার পর দেখি তখনও কবর তৈরি হয়নি। ফলে রাসূলুল্লাহ্ সা. বসে পড়লেন, আমরাও নিশ্চুপ হয়ে বসে পড়লাম। যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে। রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর হাতে এক খন্ড শলাকা ছিল। তা দ্বারা তিনি মাটিতে আঁচড় কাটছিলেন। যেমন গভীর চিন্তায় মগ্ন ব্যক্তি করে থাকে। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সা. মাথা তুলে বললেন : তোমরা আল্লাহর কাছে কবর আযাব থেকে মুক্তি চাও। দুবার কিংবা তিনবার এ কথা

---

৬৯. বাইহাকী, ইসবাতু আজাবুল কবর, ১খ., পৃ. ২৫, হাদীস নং-২১।
৭০. তাবারানী।

তিনি উচ্চারণ করলেন। অতপর বললেন : যখন কাফির ও নাফরমানের মৃত্যুর সময় আসে, তখন আকাশ থেকে কালো চেহারা বিশিষ্ট একদল ফেরেশ্‌তা চট নিয়ে তার কাছে আস।[৭১]

হাদীসের অন্য এক বর্ণনা হতে জানা যায় যে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيْرُ إِلَى الْقَبْرِ . فَيَجْلِسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْعُوْفٍ . ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ ؟ فَيَقُوْلُ كُنْتُ فِي الْإِسْلَامِ . فَيُقَالُ لَهُ مَاهٰذَا الرَّجُلُ ؟ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَصَدَّقْنَاهُ . فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ اللّٰهَ ؟ فَيَقُوْلُ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَّرَى اللّٰهَ فَيُفَرَّجُ لَهُ فَرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ . فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا . فَيُقَالُ لَهُ أُنْظُرْ إِلٰى مَا وَقَاكَ اللّٰهُ . ثُمَّ يُفَرَّجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ . فَيَنْظُرُ إِلٰى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا . فَيُقَالُ لَهُ هٰذَا مَقْعَدُكَ . وَيُقَالُ لَهُ عَلَى الْيَقِيْنِ كُنْتَ . وَعَلَيْهِ مُتَّ . وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ . وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ السُّوْءِ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوْفًا . فَيُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ ؟ فَيَقُوْلُ لَا أَدْرِيْ . فَيُقَالُ لَهُ مَاهٰذَا الرَّجُلُ ؟ فَيَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قَوْلًا فَقُلْتُهُ . فَيُفَرَّجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ . فَيَنْظُرُ إِلٰى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا . فَيُقَالُ لَهُ أُنْظُرْ إِلٰى مَاصَرَفَ اللّٰهُ عَنْكَ . ثُمَّ يُفَرَّجُ لَهُ فَرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ . فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا . يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا . فَيُقَالُ لَهُ هٰذَا مَقْعَدُكَ . عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ . وَعَلَيْهِ مُتَّ . وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

"আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : নিঃসন্দেহে (মুমিন) মৃত ব্যক্তি কবরে পৌছার পর নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে বসে থাকে। তখন তাকে প্রশ্ন করা হয় : তুমি কোন ধর্মের অনুসারী? সে উত্তরা দেয় : আমি ইসলামের অনুসারী ছিলাম। আবার প্রশ্ন করা হয় : তোমার আকীদা মতে ইনি কে? সে উত্তর দেয় ইনি রাসূলুল্লাহ্ সা.। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট মোজেযা নিয়ে আমাদের

৭১. মিশকাত।

কাছে এসেছিলেন এবং আমরা তাকে সত্য বলে স্বীকার করেছিলাম। তারপর তাকে প্রশ্ন করা হয় : তুমি কি কখনো আল্লাহকে দেখেছ? সে উত্তর দেয় (দুনিয়াতে) কারও পক্ষেই আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখা সম্ভব নয়। আমি কী করে দেখব? অতপর তার দিকে জাহান্নামের একটি জানালা খুলে দেয়া হয়। সেই জানালা দিয়ে সে দেখতে পায় জাহান্নামের জ্বলন্ত কয়লাগুলো একটি আরেকটিকে গ্রাস করছে। তখন এই জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তাকে বলা হবে, চিন্তা কর, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে কত বড় বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। অতপর জান্নাতের একটি জানালা তার দিকে খুলে দেয়া হয়। সেই জানালা দিয়ে সে জান্নাতের সৌন্দর্য ও অন্যান্য নিয়ামতসমূহ দেখতে পায়। তখন তাকে বলা হয়, এটা হল তোমার ঠিকানা। দুনিয়াতে তুমি ঈমানদার ছিলে ঈমানের সাথে তুমি কিয়ামতের দিন কবর থেকে উঠবে। অতপর রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন : নাফরমান ব্যক্তি অত্যন্ত ভীত শঙ্কিত হয়ে তার কবরে উঠে বসে, আর তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় : তুমি দুনিয়ায় কোন ধর্মের উপর ছিলে? সে উত্তরে বলে : আমার জানা নেই। পুনরায় তাকে (রাসূলুল্লাহ্ সা.-কে দেখিয়ে) জিজ্ঞেস করা হয় : ঐ ব্যক্তি কে? সে উত্তর দেয় : তার সম্পর্কে অন্যান্য লোক যা বলেছে, আমিও তাই বলেছি। অতপর জান্নাতের দিক থেকে তার সামনে একটি জানালা খুলে দেয়া হয়। ফলে উক্ত জানালা দিয়ে সে জান্নাতের সুন্দর সুন্দর ও নয়নাভিরাম দৃশ্যসমূহ দেখতে পায়। তখন তাকে বলা হয় : চিন্তা করো, তুমি আল্লাহর নাফরমানি করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে কেমন নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করেছেন। এরপর তার সামনে জাহান্নামের দিক থেকে একটি জানালা খুলে দেয়া হয়, আর সে দেখতে পায় যে, জাহান্নামের জ্বলন্ত অঙ্গারগুলো কীভাবে একে অপরকে গ্রাস করছে। অতপর তাকে বলা হয়, এটাই হলো তোমার ঠিকানা। দুনিয়াতে থাকার সময় তুমি পরকালের প্রতি সন্দেহ নিয়ে জীবিত ছিলে, সন্দেহ অবস্থায়ই তোমার মৃত্যু হয়েছে, আর কিয়ামতের দিন সেই সন্দেহ নিয়েই তুমি কবর থেকে উঠবে।"[৭২]

এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্ন সুবহ (রা.) বলেন : আমরা এক হাদীসে পেয়েছি : মুর্দাকে কবরে রাখার পর যদি তার উপর আযাব ও গযব শুরু হয়, তাহলে তার প্রতিবেশী মুর্দার বলে : হে ব্যক্তি আমরা যারা তোমার প্রতিবেশী ছিলাম, তোমার আগেই বিদায় হয়ে এসেছি। আমাদের এ বিদায়ের মাঝে তোমার জন্য চিন্তা ভাবনা বা শিক্ষা গ্রহণের কি কিছু ছিল না? তুমি কি দেখনি আমাদের সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে গেছে। তোমার অগ্রবর্তীরা যেসব ভুল করেছিল, কেন তুমি সে সব ভুল থেকে মুক্ত হওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলে না? তাহলে তো আজ তোমার এ অবস্থা

৭২. ইব্ন মাজাহ, আস-সুনান, ২খ., পৃ. ১৪২৬, হাদীস নং-৪২৬৮।

হতো না। এমনকি জগতের প্রত্যেক মাটি খণ্ড তাকে বলবে : হে দুনিয়ার বাহ্যিক রূপে বিভ্রান্ত ব্যক্তি! কেন তুমি তোমার ঐসব আপনজনদেরকে দেখে শিক্ষাগ্রহণ করলে না? যারা তোমার পূর্বে আমার অনুরূপ ধোঁকার শিকার হয়ে অবশেষে কবরের পেটে সোপর্দ হয়েছে? তুমি স্বচক্ষে দেখছিলে, বন্ধু-বান্ধবরা তাকে খাটে তুলে এমন এক ঠিকানার দিকে নিয়ে চলছে, যেখানে যাওয়া একান্ত অবধারিত ছিল।[৭৩]

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, বাররা ইব্ন আযিব্ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর সাথে জনৈক আনসারীর জানাযায় শরীক হয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সা. মাথা ঝুকিয়ে তার কবরের পাশে বসে পড়েন। অতপর তিনি তিন বার বললেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট কবর আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[৭৪]

এ দীর্ঘ হাদীসের শেষাংশে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যখন কাফির, মুশরিক ও নাফরমানদের দুনিয়া ছেড়ে পরকালের দিকে যাত্রা করার সময় হয়, তখন তার নিকট একদল কঠিন প্রাণ, কঠোর আচরণকারী ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হয়। তাদের সাথে থাকে আগুন ও গন্ধকের পোশাক। তাকে তারা ঘিরে ফেলে। যখন তার রূহ বের হয়ে যায়, তখন আসমান জমিনের সকল ফেরেশ্তা তার উপর লানত করতে থাকে এবং আসমানের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রতিটি দরজাই কামনা করে, যেন এ রূহকে সে দিক দিয়ে ঢুকানো না হয়। তার রূহ নিয়ে যখন উর্ধ্বে গমন করা হয় তখন তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। ফেরেশ্তাদের পক্ষ হতে বলা হয় : হে আল্লাহ্! আপনার অমুক বান্দাকে কোন আসমান, কোন জমিনই গ্রহণ করল না। তখন আল্লাহ্ পাক বলবেন : তাকে নিয়ে দেখাও আমি তার জন্য কী কী আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছি। কারণ, আমি তাকে ওয়াদা দিয়েছি, এ মাটি থেকেই তোমাদের সৃষ্টি করেছি। পুনরায় এ মাটিতেই তোমাদেরকে নিয়ে যাব।[৭৫]

যখন তাকে কবরস্থ করা হয়, তখন সে প্রত্যাবর্তনকারীদের পদধ্বনি শুনতে পায়। এমতাবস্থায়ই খুবই ভীষণ বীভৎস চেহারা বিশিষ্ট দু'জন ফেরেশ্তা এসে তাকে প্রশ্ন করে হে ব্যক্তি! তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? তোমার নবী কে? তখন জবাবে সে বলবে : لَا أَدْرِيْ "আমি তো কিছুই জানি না। তাকে বলা হবে :

৭৩. ইমাম আল-গাজ্জালী, মুকাশাফাতুল কুলূব, ১খ., পৃ. ৩৭০।
৭৪. বুখারী, আস-সহীহ, ১খ., পৃ. ৪৪৮।
৭৫. সূরা ত্বহা, ৫৫।

তোমার জানার দরকারও নেই। অতপর কাল-কুৎসিৎ চেহারা বিশিষ্ট, দুর্গন্ধময় দেহবিশিষ্ট ও বিশ্রী পোশাক পরিহিত জনৈক আগন্তুক এসে বলবে : হে আল্লাহর নাফরমান বান্দা, তুমি যন্ত্রণাদায়ক চিরস্থায়ী আযাবের সুসংবাদ গ্রহণ করো। তখন ঐ কাফির, মুশরিক, নাফরমান ব্যক্তি বলবে : আল্লাহ্ পাক যেন তোমাকেই আযাব ও গযবের সুসংবাদ দান করেন। অতপর নাফরমান ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করবে : আচ্ছা বল দেখি তুমি কে? সে বলবে : আমিই তোমার বদ আমল। আল্লাহ পাকের কসম, আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতায় তুমি ছিলে দ্রুতগামী আর আনুগত্যে ছিলে শ্লথগতি সম্পন্ন। অতএব আল্লাহ্ পাক যেন তোমাক জঘন্যতম বদলা দান করেন। অতপর তার জন্য এমন এক ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করা হবে, যে হবে অন্ধ, বধির, বোবা। তার হাতে থাকবে একটি লোহার গদা। সমগ্র জিন-ইনসান মিলেও যদি সে গদাটি উঠাতে চেষ্টা করে তাহলেও তা উঠানো তাদের জন্য সম্ভব হবে না। এর দ্বারা যদি কোন পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয়, তাহলে পাহাড়ের মাটি ধুলা হয়ে যাবে। সেই গাদা দিয়ে উক্ত ব্যক্তিকে মারা হলে এত জোরে আওয়াজ করবে, যার আওয়াজ জিন-ইনসান ব্যতীত সবাই শুনতে পাবে। অতপর জনৈকি ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে ওর জন্য দু'টি আগুনের তক্তা বিছিয়ে দাও। দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। ফলে আগুনের দু'টি তক্তা বিছিয়ে দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হবে।[৭৬]

আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল সা. বলেছেন : তোমরা কি জান, এ আয়াত কোন বিষয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে? فَإِنَّ مَعِيشَةً ضَنكًا

জবাবে সাহাবীগণ আরজ করলেন : এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ ও তার রাসূলুল্লাহ্ সা.-ই অধিক জ্ঞাত। তখন রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন : এ আয়াত কাফিরদের কবর আযাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কাফিরদের উপর ৯৯ টি বিষধর সাপ লেলিয়ে দেয়া হবে। তোমরা কি বলতে পারো কি রকম হবে সে বিষধর সাপগুলো? জেনে রাখ, প্রতিটি সাপ হবে সাত মাথা বিশিষ্ট। এ ধরনের ৯৯ টি সাপ কিয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন করে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকবে। তার দেহের ভিতর বিষাক্ত ও জ্বালাময় নিঃশ্বাস ছাড়তে থাকবে।[৭৭]

কবরের আযাবের বর্ণনা সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূল সা. বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আজরাঈলকে নির্দেশ দেন আমার অমুক দুশমনের নিকট যাও। তাকে আমার নিকট নিয়ে আস। তাকে আমি অনেক নিয়ামতরাজি দিয়ে আমি পরীক্ষা করেছি কিন্তু তার প্রতিদান হিসেবে

---

৭৬. ইমাম আল-গাজ্জালী, মুকাশাফাতুল কুলূব, ১খ., পৃ. ৩১০।
৭৭. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪০ খ., পৃ. ৯।

সে আমার নাফরমানী ছাড়া আর কিছুই করেনি। আজরাঈল আ. আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম পেয়ে ঐ নাফরমানের নিকট এমন এক বিকট চেহারা নিয়ে উপস্থিত হবে যে, এ বিকট চেহারাই তার শাস্তির জন্য যথেষ্ট। আজরাঈলের সাথে পাঁচশত ফেরেশ্তা থাকে। মালাকুল মউত ভয়নক মূর্তিতে বার চক্ষু বিশিষ্ট চেহারায় জাহান্নামের আগুণের তৈরি কন্টকময় লোহার গুর্জ হাতে করে উপস্থিত হয়। মালাকুল মউত এসেই তার উপর কোড়া মারতে থাকেন। যার কাটাসমূহ মুর্দারের প্রতি শিরায় শিরায় প্রবেশ করে। সাথে থাকা অন্যান্য পাঁচশত ফেরেশ্তা ও নিতম্বে কোড়া মারতে থাকে, যার ফলে মুর্দা বেহুশ হয়ে যায়। অতপর ফেরেশ্তারা তামার টুকরা এবং জাহান্নামের অঙ্গারগুলি তার থুতনীর নীচে রেখে দেয়, মালাকুল মউত বলেন : হে অভিশপ্ত রূহ! বের হও এবং জাহান্নামের দিকে চলো। অতপর তার রূহ যখন শরীর হতে বের হবে তখন সে শরীরকে বলবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে শাস্তি দান করুন। তুমি নিজেও ধ্বংস হয়েছ এবং আমাকেও ধ্বংস করেছ। শরীর রূহকে এ কথা বলেই সম্বোধন করবে। আর যমিনের ঐ অংশ যেখানে সে গুনাহের কাজ করতো তাকে লানত করতে থাকবে। ওদিকে শয়তানের লশকরসমূহ দৌড় দিয়ে এসে শয়তানকে সুসংবাদ জানাবে যে, এক ব্যক্তিকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি।

অতপর যখন তাকে কবরে রাখা হবে তখন কবর তার জন্য এত সংকীর্ণ হয়ে যাবে যে, তার পাঁজরের হাড়গুলি একে অন্যের ভিতর ঢুকে যাবে। তারপর তার নিকট ভয়ঙ্কর মূর্তিতে মুনকার-নাকীর হাজির হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? তোমার নবী কে? প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে সে বলবে : আমি জানি না। উত্তর শুনে ফেরেশ্তাগণ গুর্জ দ্বারা তাকে ভীষণভাবে আঘাত করতে শুরু করবে। আঘাতের প্রচণ্ডতা এমন হবে যে, গুর্জের ফুলকিসমূহ কবরে ছড়িয়ে পড়বে। অতপর তাকে বলা হবে যে, উপরের দিকে দেখ। উপরের দিকে চেয়ে সে জান্নাতের দরজার দিকে তাকিয়ে সেখানকার বাগান ও সৌন্দয দেখতে পাবে। তখন ফেরেশ্তাগণ তাকে বলবেন : খোদার দুশমন! আল্লাহর ইবাদত করলে এটা তোমার জন্য চিরস্থায়ী ঠিকানা হতো। এরপর রাসূল সা. বলেন : ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, এ কথা শুনে সে এত বেশী কষ্ট পাবে যে, সেইরূপ আর কখনো হয়নি। অতপর জাহান্নামের দরজা খোলা হবে। ফেরেশ্তাগণ বলবেন : হে আল্লাহর দুশমন! এটাই তো তোর চিরস্থায়ী আবাসস্থল। কেননা তুই আল্লাহর নাফরমানি করেছিলি। এরপর জাহান্নাম হতে ৭৭ টি দরজা তার কবরের দিকে খুলে দেয়া হবে যেখান থেকে কিয়ামত পর্যন্ত গরম বাতাস ও ধোয়া তার কবরে আসতে থাকবে।[৭৮]

---

৭৮ . ইব্‌ন আবীদ দুনিয়া; ফাজায়েলে সাদাকাত, ২খ., পৃ. ২৭৬।

অপর এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে, প্রসিদ্ধ সাহাবী আনাস ইব্‌ন মালিক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : যমিন প্রতিদিন কয়েকটি কথা ঘোষণা দিয়ে থাকে। যেমন:

১. হে আদম সন্তান! তুমি আমার পিঠের উপর দৌড়ে চলছো, মনে রেখ, তোমাকে কিন্তু আমার পেটের ভেতরই আসতে হবে।

২. তুমি আমার উপর থেকে হারাম খেয়ে চলছো, মনে রেখো, তোমাকে আমার পেটের ভেতর পোকা-মাকড় ভক্ষণ করবে।

৩. তুমি আমার উপর থেকে আল্লাহর নাফরমানি করছো, মনে রেখ, তোমাকে আমার পেটের ভেতর তার শাস্তিভোগ করতে হবে।

৪. তুমি আমার পিঠের উপরে চলাচলের পর হাসছো, মনে রেখ, আমার পেটের ভেতর তোমাকে কান্নাকাটি করে কাটাতে হবে।

৫. আমার উপরে থেকে তুমি অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করছো, স্মরণ রেখ, আমার পেটের ভেতর তুমি অপমানিত হবে।

৬. আমার উপর তুমি হারাম মাল জমা করছো, মনে রেখ, আমার ভেতর তুমি গলে যাবে।

৭. আমার পিঠের উপর প্রফুল্ল মনে চলছো, মনে রেখ, আমার ভেতর তুমি অন্ধকারে থাকবে।

৮. আমার উপরিভাগে তুমি তোমার দলবল নিয়ে চলাফেরা করছো কিন্তু আমার ভেতর তুমি একাকী থাকবে।

৯. হে আদম সন্তান! আমার উপর তুমি আনন্দে বিভোর কিন্তু আমার ভেতর দুঃখিত এবং চিন্তান্বিত থাকবে।[৭৯]

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হোবায়রিশ ইব্‌ন রিবাব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার আমি জাহফাহর রাস্তায় আছয়া নামক স্থানের নিকট দিয়ে পথ চলছিলাম। আমি দেখলাম আগুনে জ্বলন্ত এক ব্যক্তি একটি কবর থেকে বের হলো। তার গর্দানে লোহার জিঞ্জির, সে আমার নিকট পানি চাইল। ইতিমধ্যে ঐ কবর থেকে অন্য একজন ব্যক্তি বের হলো সে বলল : এ কাফিরকে পানি দিও না। অতপর সে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে ধরে ফেরত নিয়ে গেল। হোবায়রিশ রা. এর বর্ণনা যে, ঐ ঘটনা দেখে আমার উটনী ভয়ে আমার হাত থেকে ফসকে যাওয়ার উপক্রম হলো। আমি সেখানে অবস্থান করে মাগরিব ও ইশার নামায পড়ে

৭৯. ইমাম আল-গাজ্জালী, দাকায়িকুল আখবার।

উটনীতে আরোহন করে মদীনায় আসলাম। উমর রা.-এর নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। এটি শ্রবণ করে তিনি বললেন : হে হোবায়রিশ! তুমি তো সত্যবাদিতায় বিখ্যাত কিন্তু তুমি তো এমন একটি সংবাদ প্রদান করেছ যার তথ্য উদ্ঘাটনের খুবই আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। সুতরাং উমর রা. ঐ স্থানের আশে পাশের বয়স্ক লোকদেরকে আহ্বান করলেন। যারা অন্ধকার যুগের অবস্থা সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমাণে অবগত। ঐ সমস্ত প্রাচীন লোকদের সম্মুখে হোবায়রিশ রা.-কে উপস্থিত করে এ পূর্ণ ঘটনাটি ব্যক্ত করলে তারা এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলল : আমিরুল মুমিনীন ঐ কবরস্থ ব্যক্তিটি বনু গাফ্ফারের এবং অন্ধকার যুগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি। সে মেহমানের কোন হক আদায় করতো না।[৮০]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্ন আসাকীর রহ. হতে বর্ণিত, সাদকাহ ইব্ন ইয়াজিদ রহ. বলেন : ত্রিপলির এক উচ্চস্থানে পাশাপাশি তিনটি কবর দেখতে পেলাম :

প্রথম কবরের উপর লেখা ছিল : যে ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করে যে, মৃত্যু অনিবার্য সত্য এবং আমার করতলগত দেশ ও রাষ্ট্র অতি শীঘ্রই আমর নিকট হতে কেড়ে নেয়া হবে ও আমাকে একদিন কবরে দাফন করা হবে মৃত্যু ও পরকালের ভয়ে দুনিয়ার জীবনে সে কখনো শান্তি লাভ করতে পারে না।

দ্বিতীয় কবরের গায়ে লেখা ছিল : যে ব্যক্তি এ কথা জানে যে, হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে এবং সবাইকে কর্মফল ভোগ করতে হবে, সে তার জীবদ্দশায় কিছুতেই সুখ ভোগ করতে পারে না।

তৃতীয় কবরের গায়ে লেখা ছিল : যে ব্যক্তি এ কথা জানে যে, কবর আমাদের যৌবনকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে এবং দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খন্ড-বিখন্ড করে খেয়ে ফেলবে, স্বীয় জীবনে সে কখনো আরাম উপভোগ করতে পারবে না।

তিনটি কবরের পাশাপাশি অবস্থান এবং সেই অভূতপূর্ব 'কবর লিপি' দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। অতপর পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে গিয়ে জনৈক বৃদ্ধের কাছে ঐ কবর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। বৃদ্ধ জানালো : উক্ত কবরবাসীরা ছিল তিন ভাই। তাদের প্রথমজন ছিল বাদশাহের সেনাপতি। দ্বিতীয়জন ছিল একজন ধনাঢ্য বণিক। আর তৃতীয়জন ছিল দরবেশ। দরবেশ দিবারাত্র সব সময় ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতো। দরবেশের মৃত্যুকালে তার ভ্রতৃদ্বয় এতে তাকে বলল : তোমার যদি কোন অসীয়ত থাকে তাহলে তা বলতে পারো। দরবেশ বলল : আমার নিকট কোন ধন-সম্পদ নেই এবং আমার কোন ঋণও নেই। তাই

---

৮০. ইব্ন আবিদ দুনিয়া।

অসীয়ত করারও তেমন কিছুই নেই। তবে আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে অসীয়ত করে যাচ্ছি যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে ত্রিপলির উঁচু টিলায় দাফন করবে এবং আমার কবরের গায়ে এ কথাগুলো লিখে দিবে। "যে ব্যক্তি এ কথা জানে যে, হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে এবং সবাইকে কর্মফল ভোগ করতে হবে, সে তার জীবদ্দশায় কিছুতেই সুখ ভোগ করতে পারে না।" অতপর ক্রমান্বয়ে তিনদিন আমার কবর যিয়ারত করবে। ফলে তোমরা আমার কবর হতে সদুপদেশ অর্জন করতে পারবে। দরবেশের মৃত্যু হলে তাকে যথাস্থানে সমাহিত করতঃ কবরের গায়ে তার আদিষ্ট কথাগুলো যথারীতি লিখে দেয়া হলো। এরপর তার জীবিত দুই ভাই একাধারে তিনদিন পর্যন্ত তার কবর যিয়ারত করল। তৃতীয় দিবসে সেনাপতি কবর যিয়ারত করে ফেরার পথে সে কবরের ভেতর থেকে দেয়াল ধ্বসে পড়ার মত এক বিকট আওয়াজ শুনতে পেলো। ফলে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঁপতে কাঁপতে দ্রুত তার গৃহের দিকে প্রত্যাবর্তন করলো। রাতে তার সেই মৃত ভাইকে স্বপ্নে দেখে সে জিজ্ঞেস করল : আজ আমি তোমার কবর যিয়ারতকালে কবর হতে যে বিকট শব্দ ভেসে আসছিল সেটা কীসের আওয়াজ? সে জবাবে বলল : জনৈক আযাবের ফেরেশ্‌তা এসে তখন আমাকে ধমকিয়ে জিজ্ঞেস করছিল : একদা এক উৎপীড়িত ব্যক্তি এসে যখন তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিল তখন তুমি তাকে সাহায্য করনি কেন? এ কথা বলে সে এক মজবুত ও ভারী লোহার মুগুর দ্বারা বেদম প্রহার করছিলো। তুমি কবর যিয়ারতকালে ফেরেশ্‌তাকর্তৃক আমাকে মুগুর দ্বারা পিটানোর সেই ভয়ঙ্কর শব্দই ভেসে আসছিল।

এ স্বপ্ন দেখার পর সেনাপতি সকাল বেলা তার অপর ভাই এবং নিকটতমবন্ধু বান্ধবকে ডেকে এনে বলল : আমি আর তোমাদের মাঝে থাকতে চাই না। বাদশাহের অধীনে চাকুরী করারও কোন প্রয়োজন নেই। এ কথা বলে সে সকল প্রকার আরাম আয়েশ পরিত্যাগ করল এবং পার্থিব ধন-সম্পদ সবকিছু বিসর্জন দিয়ে এক নির্জন জঙ্গলে গিয়ে ঠাঁই নিল। সে সেখানে ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকল। তার ইন্তিকালের সময় তার ব্যবসায়ী ভাই এসে তাকে বলল : তোমার কোন অসীয়ত থাকলে বলতে পার। দরবেশের ন্যায় সেও বলল আমার কোন ধন-সম্পদ নেই। তবে আমার মৃত্যুর পর আমার কবরের গায়ে তুমি এই কথাটি লিখে দিবে : "যে ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করে যে, মৃত্যু অনিবার্য সত্য এবং আমার করতলগত দেশ ও রাষ্ট্র অতি শীঘ্রই আমার নিকট হতে কেড়ে নেয়া হবে ও আমাকে একদিন কবরে দাফন করা হবে মৃত্যু ও পরকালের ভয়ে দুনিয়ার জীবনে সে কখনো শান্তি লাভ করতে পারে না।" অতপর ক্রমান্বয়ে তিনদিন আমার কবর যিয়ারত করবে।

সেনাপতির মৃত্যুর পর তার কবরে উল্লিখিত কথাগুলো লিখে দেয়া হল। বণিক যে ভাই ছিল সে একাধারে তিনদিন এসে তার কবর যিয়ারত করল। শেষদিন কবর যিয়ারত করে চলে যাওয়ার সময় সে সেনাপতির কবরে একটি ভয়ঙ্কর শব্দ শুনতে পেল। সেনাপতির কবর থেকে এ ভীতিপ্রদ আওয়াজ ভেসে আসতে শুনে সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে তার বাড়িতে ফিরে গেল। রাতের বেলায় সে সেনাপতিকে স্বপ্নে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো : তুমি কেমন আছ? সেনাপতি জবাব দিল, ভালই আছি, তাওবা করায় আমার গোনাহ্ মাফ হয়ে গেছে। ফলে এখন আমি সুখেই আছি। সে তাকে আবারো বলল : দরবেশ ভাই কেমন আছে? সেনাপতি বলল : তিনি নেককারদের সঙ্গে বেহেশ্‌তের উচুস্থানে সমাসীন রয়েছে। বণিক এবার নিজের কথা জিজ্ঞেস করে বলল : আচ্ছা তাহলে আমার অবস্থা কী হবে? সেনাপতি জবাব দিল : প্রত্যেককেই নিজের কর্মফল ভোগ করতে হবে। তুমি অবসর সময়কে মূল্যবান মনে করো এবং নেক আমল দ্বারা পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করো।

পরদিন সকাল বেলা বণিকও দুনিয়ার সম্পর্ক ত্যাগ করলো। সে তার যাবতীয় ধন-সম্পদ গরীব দঃখী মানুষকে দান করে দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে মশগুল হল। বণিকের মৃত্যুকালে তার ছেলে এসে বলল : হে আমার পিতা! আপনি কিছু অসীয়ত করে যান। বণিক বলল : আমার তো কোন ধন-সম্পদ নেই, যার জন্য আমি তোমাকে অসীয়ত করতে পারি। তবে আমার মৃত্যুর পর আমার কবরের গায়ে "যে ব্যক্তি এ কথা জানে যে, কবর আমাদের যৌবনকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে এবং দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খন্ড-বিখন্ড করে খেয়ে ফেলবে, স্বীয় জীবনে সে কখনো আরাম উপভোগ করতে পারবে না।"-এ কথাটি লিখে দিবে। আর অতি শীঘ্রই তোমাকেও কবরে যেতে হবে। তাই দুনিয়াদারদের মতো নিশ্চিন্ত থেকো না। তোমাকে অবশ্যই কবর গৃহে আসতে হবে। তুমি অতিসত্তর প্রস্তুত হও। শীঘ্রই প্রস্তুত হও। অতি শীঘ্রই প্রস্তুত হও।[৮১]

৮১. ইব্‌ন আসাকীর, নূরুস্‌সুদূর ফী শারহিল কুবূর।

পরকালীন জীবন

আমরা পরকাল বিশ্বাস বলতে বুঝাতে চাই এ জীবন এবং মহাবিশ্ব পুরোপুরী ধ্বংস হয়ে যাবার পর প্রাণি জগতের আবার পুনরুত্থান হবে। সেই পুনরুত্থানের পরের জীবনকেই আমরা পরকাল জীবন বলি।

ইসলাম যে তিন জিনিসের বিশ্বাসের প্রতি স্ব বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন সেই তিনটি বিষয়ের তৃতীয় বিষয়টি হল পরকাল বিশ্বাস। বিষয় তিনটি হল তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। আখিরাত মানে সেই পুনরুত্থানের পরের জীবন এবং সে জীবনে সংঘটিত হওয়া সব কিছু। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এ মহাবিশ্বের সব কিছু ধ্বংস করে দেয়ার পর প্রাণি জগতকে পুনরায় তাদের কবর তথা বরযাখী জীবন থেকে জীবিত করে তুলবেন। সেই জীবনটি বস্তুগত জীবন। তাদেরকে পুনরুত্থানের পর সকলকে একস্থানে উপস্থিত করানো হবে। এ এক স্থানে উপস্থিত করানোকে বলা হয় হাশর। অতপর সেখানে দুনিয়ার জীবনের সব কিছুর হিসাব নিকাশ করা হবে। তাদের পার্থিব জীবনে কৃত সমস্ত কর্মের ওজন করা হবে। অতপর তাদেরকে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে কিংবা জাহান্নামে। জান্নাতীরা জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবেন। আর জাহান্নামীদের মধ্যে যারা মুমিন ছিল তাদেরকে তাদের অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দানের পর ধীরে ধীরে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে। এসবের প্রতি বিশ্বাসকেই পরকাল বিশ্বাস বলা হয়। আর এ বিশ্বাস মুমিনদের জন্য একান্ত জরুরী। এ বিশ্বাস ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারবে না। কারণ এ বিশ্বাস ইসলামী আকীদার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসের চেয়ে এ বিশ্বাস কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তার অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা বলার সাথে সাথে পরকাল বিশ্বাসের কথাও আলোচনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

"পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন কল্যাণ বা পুণ্য নেই। কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল ফেরেশ্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করলে।"[৮২]

---

৮২ সূরা বাকারাঃ ১৭৭।

সুরতাং পরকাল বিশ্বাস ছাড়া কারো ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না বরং পরকাল বিশ্বাস হলো আল্লাহ্ তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের পর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একারণেই যারা পরকালে বিশ্বাসী নয় তারা বিভ্রান্ত ও গোমরাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا آمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلَى رَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তার রাসূল, তিনি যে কিতাব তার রাসূলের প্রতি অবর্তীণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আন। এবং কেউ তার ফেরেশ্তা এবং পরকাল অস্বীকার করলে সে ভীষণ ভাবে ভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।"[৮৩]

যখন পরকাল বিশ্বাস আবশ্যক ও ওয়াজিব প্রমাণিত হল, একথাও জানা গেল যে, আল কুরআন এবং প্রতি বিশেষের গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং বহু স্থানে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করেছে তার থেকে একথা প্রমাণিত হল যে, পরকাল অস্বীকার সুস্পষ্ট কুফরী। এ কারণেই পরকাল অস্বীকার করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا.

"যে আল্লাহ্ তার ফিরশতা, তার রাসূলগণ এবং পরকাল অস্বীকার করে সে বিরাট বিভ্রান্ত।"[৮৪] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا .

"বরং তারা পরকাল অস্বীকার করে আর যারা পরকাল (কিয়ামত) অস্বীকার করে তাদের জন্য আমরা জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি।"[৮৫] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

---

৮৩ সূলা নিসা, ১৩৬।
৮৪ সূরা নিসা, ১৩৬।
৮৫ সূরা আল ফোরকান, ১১।

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوْا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ.

"কাফেররা মনে করা তাদের পুনরুত্থান করা হবে না। হাঁ, তোমার রবের নামে শপথ তাদের অবশ্যই পুনরুত্থান করা হবে। অতপর তোমরা যা করেছো সে সম্পর্কে অবগত করা হবে। তা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ ব্যপার।"[৮৬] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ

"কাফেররা বলে কিয়ামত সংঘটিত হবে না। বল হাঁ আমার রবের শপথ অবশ্যই তা তোমাদের জন্য আসবে।"[৮৭] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا . ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِآيَاتِنَا وَقَالُوْا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا.

"আল্লাহ যাদের পথ নির্দেশ করেন তারা পথ প্রাপ্ত। আর তিনি যাদের পথ ভ্রষ্ট করেন তুমি তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে তাদের অভিভাবক হিসেবে পাবে না। কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখের উপর ভর দেয়া অবস্থায়। অন্ধ মুক ও বধির করে। আর তাদের অবস্থান হবে জাহান্নামে। যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তাদের জন্য আগুনের শিখা বৃদ্ধি করে দিব। এটা তাদের প্রতিদান স্বরূপ। কারণ তারা আমার নির্দশন সমূহ অস্বীকার করেছে, আর বলেছে যখন আমরা অস্থিতে পরিণত হয়ে চুর্ন বিচুর্ন হয়ে যাব আমরা কি আবার নব সৃষ্টি হিসেবে পুনরোত্থিত হবো।"[৮৮]

৮৬ সূরা তাগাবুন, ৭।
৮৭ সূরা নাবা, ৩।
৮৮ সূরা বনী ঈসরাঈল, ৯৬-৯৭।

দ্বিতীয় বার পূণর্জীবন লাভ

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে দ্বিতীয় বারের মত শিংগায় ফুৎকার দেয়ার পর দ্বিতীয় বার সমস্ত প্রাণি জগত জীবন লাভ করবে। অর্থাৎ সমস্ত প্রাণি জাতি তাদের দেহ ও আত্মা পুনরায় ফিরে পাবে এবং কবর থেকে সকলের পুনরুত্থান হবে। এবং এ পুনরুত্থানটি হবে মানবাঙ্গের "আজবুযয যানব" নামক একটা অস্তি থেকে, যা আল্লাহর হুকুমে বাকি থাকবে। তা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কথা মত ডি.এন.এ-ও হতে পারে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : মানুষের সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে। তবে তার আজবুয যানব নামক জিনিসটি বিলীন হবে না। সেখান থেকেই সৃষ্টি জাতির পুনরুত্থান হবে।"[৮৯]

আবু ইয়ালা ও হাকেমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ সা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আজবুয যাবন' জিনিটি কি? তিনি বললেন : সেটা শর্ষে পরিমাণের একটা জিনিস।"[৯০]

এ জিনিস থেকেই সমস্ত মানব জাতিকে পুনরুত্থান করা হবে। যেমন পূর্বোক্ত হাদীসে আছে। এ প্রসঙ্গে ইবনে আকীল বলেন : এতে আল্লাহ্ তা'আলা একটা গোপন রহস্য রয়েছে। সে রহস্যের বলেন : এতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। কারণ যিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করতে পারেন তিনি কোন কিছু থেকে পুনরুত্থান করার প্রয়োজন পড়ে না।"[৯১]

দ্বিতীয় বার বস্তুগত জীবন লাভের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ.

"যে দিন তারা সত্য সত্যি বিকট শব্দ শুনতে পাবে সেদিনটি হবে (কবর হতে) বের হবার দিন। আমি জীবন দান করি মৃত্যু সেটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে। যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে এবং মানুষ বের হয়ে আসবে ত্রস্ত ব্যাস্ত হয়ে এই সমবেত সমাবেশ করণ আমার জন্য সহজ।"[৯২] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

---

[৮৯] বুখারী, হাদীস নং- ৪৪৪০; মুসলিম, হাদীস নং- ৫২৫৩।
[৯০] হাকেম, ও আবু ইয়ালা।
[৯১] ইবনে হাজর আসকালানী, ফাতহুল বারী, খ.৮, পৃ: ৫৫২।
[৯২] সূরা কাফ :৪২-৪৪।

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ . بَلَى قَادِرِيْنَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ.

"মানুষরা কি মনে করে আমরা তাদের অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারব না? হা আমি তাদের অস্থিসমূহের অগ্রভাগ পর্যন্ত পূর্ণ বিন্যস্ত করতে সক্ষম।"[৯৩] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُوْنَ . قَالُوْا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ . إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ .

"আর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন তারা সকলে তাদের কবর থেকে তাদের প্রভুর দিকে ছুটে আসবে। তারা বলবে হায় দুর্ভোগ কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল হতে উঠিয়েছে? এতে সেই যা দয়াময় মেহেরবান ওয়াদা করেছিল। আর রাসূল সত্য বলেছিল। তা ছিল এক মহা চিৎকার তখন সকলেই আমার কাছে উপস্থিত হবে।"[৯৪] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ .

"বল তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে ছড়াইয়ে দিয়েছেন। এবং তার নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।"[৯৫] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ .

"অতপর তোমরা কিয়ামত দিবসে পুনরোত্থিত হবে।"[৯৬]

বিচারের জন্য সমস্ত সৃষ্টি জগতকে একত্রিতকরণ

বিচারের জন্য সমস্ত সৃষ্টি জগতকে কিয়ামত দিবসে একত্রিত করণ বুঝাবার জন্য পবিত্র কুরআনে হাশর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং সহীহ্ হাদীসে

[৯৩] সূরা কিয়ামাঃ ৩-৪।
[৯৪] সূরা ইয়াসিন, ৫১-৫৩।
[৯৫] সূরা মুলক : ২৪।
[৯৬] সূরা মুমেনুন : ১৬।

সমস্ত সৃষ্টি জগতকে এ দুনিয়ার কৃত কর্মের বিচার ফায়সালা করার জন্য একত্রিত করা মর্মে অনেক বিবরণ এসেছে। আমরা এখানে তার কিছু বিবরণ পেশ করছি।

১। মানুষ জ্বিন ফেরেশ্‌তা পশু পাখী ইত্যাদিকে বিচারের জন্য একত্রিত করণ প্রসঙ্গে :

মানুষ ও জ্বিন জাতিকে তো এজন্যই একত্রিত করা হবে যে তারা মুকাল্লাফ বা আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালনের দায়িত্ব প্রাপ্ত ও কর্তব্য অর্পিত। সুতরাং এই দুনিয়ার কৃত কর্মের জন্য তাদেরকে একত্রিত করে হিসাব নিকাশ নেয়া হবে এবং বিচার ফায়সালা করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوْا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا كَافِرِيْنَ

"হে জ্বিন ও মানুষের দল তোমাদের কাছে কি আমার রাসূলগণ আসেননি তোমার কাছে আমার আয়াত পৌছাবার জন্য এবং তোমদেরকে আজকের দিনকে সতর্ক করার জন্য। তারা বলবে আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি। দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারনায় ফেলেছে। এবং তারা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে তারা অস্বীকারকারী ছিল।"[৯৭]

আর ফেরেশ্‌তাদের হাশর হবে তাদের মধ্যে আল্লাহর ফায়সালা বিধান এবং আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাদের জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের জন্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ.

"ফেরেশ্‌তা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হবে এমন এক দিন যা হবে পার্থিব জীবনের পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।[৯৮]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

---

[৯৭] সূরা আনআম: ১৩০।

[৯৮] সূরা মাআরিজ: ৪।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُوْنَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا.

"সেদিন রূহ (জিব্রাঈল) ও ফেরেশ্তারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে দয়ালু আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দিবেন তিনি ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না। এবং সত্য কথা বলবে।"[৯৯]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ .

"এমন আগুন হতে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়ের কঠোর স্বভাবের ফেরেশ্তাগণ। যারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না। এবং যা আদেশ করা হয় তা পালন করে।"[১০০]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ .

"আর যেদিন আপনি দেখতে পাবেন আরশের চার পাশে বেষ্টনকারী ফেরেশ্তাদেরকে তারা তাদের প্রতিপালকের তাছবীহ পড়ছে। আর তাদের মধ্যে ন্যায়নীতি অনুযায়ী ফায়সালা করা হবে।"[১০১]

আর পশু পাখির হাশর হবে তাদের মধ্যে যেসব পশুপাখি অন্যপশু পাখির প্রতি এ পৃথিবীতে থাকতে কোন প্রকারের জুলুম করেছিল সে জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহনের জন্য। আবু হুরাইরার (রা.) মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন : কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক হক ও অধিকার প্রাপককে তার হক পাইয়ে দেয়া হবে। এমনকি শিংহীন ছাগল থেকে শিং বিশিষ্ট ছাগল থেকে তার আঘাতের প্রতিশোধ নেয়া হবে।[১০২]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

---

৯৯ সূরা নাবা, ৩৮।
১০০ সূরা তাহরীম : ৬।
১০১ সূরা আয যুমার, ৭৫।
১০২ মুসলিম, ৪৬৭৯; তিরমিযি, ২৩৪৪; আহমদ, ৭৬৫৫।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ.

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি উড়ে না যা তোমাদের মত একটি উম্মত নয়। কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দিইনি। অতপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাদের সকলকে জমায়েত করা হবে।"[১০৩]

২। **মানুষের নগ্ন পা নগ্ন দেহ এবং খৎনাবিহীন অবস্থায় হাশর হবে যেসব প্রথমে জন্ম গ্রহণ করেছিল**

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ.

"যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য। আমি অবশ্যই তা পালন করব।"[১০৪]

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন : তোমাদের আল্লাহর কাছে নগ্ন পায়ে নগ্ন দেহে এবং খৎনাবিহীন অবস্থায় জমায়েত (হাশর) করা হবে। যেভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই পূনরায় সৃষ্টি করব। আমরা তা অবশ্যই করব।"[১০৫]

৩। **ভিন্ন ভিন্ন দলে মানুষের হাশর হবে**

কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতার কারণে মানুষজনের ভিন্ন ভিন্ন দলে হাশর হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.

"সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে। তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে।"[১০৬]

৪। **কাফেরদের অন্ধ বোবা ও বহরাবস্থায় হাশর হবে**

পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

---

[১০৩] সূরা আনআম, ৩৮।
[১০৪] সূরা আম্বিয়া, ১০৪।
[১০৫] বুখারী, ৩১০০; মুসলিম, ৫১০৪; আহমদ ১৯৯২।
[১০৬] সূরা যিলযাল, ৬।

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا . ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا .

"কিয়ামতের দিন আমি তাদের (কাফের)-কে সমবেত করব তাদের মুখের উপর ভর দিয়ে চলাবস্থায়। অন্ধ মুক ও বধির করে। তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখনই তাদের জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করে দিব। এটাই তাদের প্রতিফল। এজনই যে তারা আমার আয়াত সমূহ অস্বীকার করেছে। এবং বলেছে আমাদের অস্তিসমূহ চুর্ণ বিচুর্ণ হলেও কি আমরা নতুন সৃষ্টি রূপে পুনরোত্থিত হবো?"[১০৭]

এ প্রসঙ্গে আনাছ ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, বলা হল হে আল্লাহর রাসূল ! মানুষকে কি করে মুখমণ্ডলের উপর ভয় করে হাশর (সমবেত) করা হবে? রাসূলুল্লাহ্ সা. উত্তরে বললেন : যিনি তাদের পায়ের উপর হাটাতে সক্ষম তিনি তাদেরকে মুখমণ্ডলের উপর ভর দিয়ে চলাতেও সক্ষম।"[১০৮]

অপর এক হাদীসে আছে মানুষকে তিনটি দরে বিভক্ত করে হাশর বা সমবেত করা হবে। এক দল থাকবে আরোহী ভরা পেটে পোশাক পরিধান করাবস্থায়। অপর এক দল পথচারী ও দ্রুতগামী অবস্থায়। আর এক দলের সাথে থাকবে ফেরেশ্তারা তারা তাদেরকে হাকিয়ে মুখমণ্ডলের উপর ভর করে হাটিয়ে নিয়ে যাবে জাহান্নামের দিকে।"[১০৯]

৫। **আপরাধীদের হাশর হবে নীল চোখ বিশিষ্ট অবস্থায়**

নীল চোখ বলতে আরবীতে বুঝানো হয় ভীতসন্ত্রস্ততার কারণে চোখে শর্ষেফুল দেখা তথা কিছু দেখতে না পাওয়া অবস্থাকে। কাফেরদের এরূপ অবস্থায় হাশর হওয়া এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا .

"সেদিন আমি অপরাধীদের নীলচক্ষু অবস্থায় সমবেত করব।"[১১০]

---

[১০৭] সূরা বনী ইস্রাঈল, ৯৭-৯৮।
[১০৮] বুখারী, ৬০৪২; মুসলিম, ৫০২০; আহমদ, ১২২৪৭।
[১০৯] আহমদ, ২০৪৮৩; নাসায়ী, ২০৫৯।
[১১০] সূরা ত্বাহা, ১০২।

৬। **অবস্থান স্থলের দিকে এস্ত-ব্যস্ত হয়ে সমবেত হবে**

সকল মানুষ কিয়ামতের দিন কবর থেকে উঠে ব্যাস্ত হয়ে সমবেত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ .

"যে দিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে এবং মানুষ বের হয়ে আসবে ব্যাস্ত হয়ে, এভাবে সমবেতকরণ আমার জন্য সহজ।"[১১১]

ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন : তা হবে এভাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করাবেন সে বৃষ্টির ফলে সমস্ত মানুষের দেহ তাদের কবর থেকে পূর্ণ অস্তিত্ব লাভ করবে যেভাবে পানির কারণে মাটিতে বীজের উদগমন হয়। আর যখন দেহ পূর্ণতা লাভ করবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইস্রাফিলকে আদেশ করবেন শিংগায় ফুৎকার দিতে। তখন ফুৎকার দেয়া হবে। আর যখন তাতে ফুৎকার দেয়া হবে তখন সমস্ত রূহ আসমান জমিনের মধ্যে ঘুরতে থাকবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন। আমার ইজ্জত ও মর্যাদার কসম ! প্রত্যেক রূহ যেন নিজেদের পূর্বের দেহে ফিরে যায়। তখন সকল রূহ ফিরে যাবে তার দেহে। বিষ যেমন দেহের মধ্যে তেমনি ছড়িয়ে পড়ে রূহ ও তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। তখন মাটি তাদের উপর থেকে বিদীর্ণ করা হবে। তখন তারা অবস্থান স্থলের দিকে ত্রস্ত-ব্যাস্ত হয়ে আল্লাহ আদেশ পালনার্থে ছুটতে থাকবে।[১১২]

৭। **ভিক্ষুকদের অবস্থা**

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, মানুষ লোকদের কাছে হাত পাততে থাকবে (ভিক্ষা করতে থাকবে) অবশেষে কিয়ামত দিবসে সে এমন অবস্থায় আসবে যে তার মুখমণ্ডলে কোন গোস্ত থাকবে না।"[১১৩]

৮। **এক স্ত্রীর প্রতি যারা বেশী ধাবিত হয় তাদের অবস্থা**

যার একাধিক স্ত্রী আছে সে যদি তার কোন স্ত্রীর প্রতি বেশী ধাবিত হয় তাদের মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ করে কোন এক স্ত্রীর প্রতি ঝুকে পড়ে তাকে সুযোগ সুবিধা বেশী দেয় তাহলে তার অবস্থা হবে নিম্নরূপ। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, যার দুজন স্ত্রী আছে সে যদি দুজনের একজনের প্রতি ধাবিত হয় অন্যজনকে

---

[১১১] সূরা কাফ: ৪৪।
[১১২] মুহাম্মদ আলী সাবুনী, মুখতাছর তাফসীর ইবনে কাসীর, খ:৩, পৃ-৩৭৯।
[১১৩] বুখারী, ১৩৮১, মুসলিম, ১৭২৫।

অবজ্ঞা করে কিয়ামত দিবসে সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে তার (শরীরের) একদিক ঝুকে থাকবে।"[১১৪]

সমস্ত উপস্থিত জনজণ তা দেখতে পাবে। তাদের এ অবস্থার উদ্দেশ্য শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও অন্যদের সামনে লজ্জিত করা।

৯। **হত্যকারী ও হত্যাকৃত ব্যক্তির অবস্থা**

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : কিয়ামত দিবসে হত্যাকৃত ব্যক্তি এক হাতে হত্যাকারীকে ধরে আর অপর হাতে তার নিজের মাথা নিয়ে উপস্থিত হবে। অতপর সে বলবে হে আমার প্রভু! আপনি একে জিজ্ঞেস করুন সে আমাকে কেন হত্যা করে ছিল? রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন সে তখন বলবে আমি তাকে হত্যা করেছিলাম অমুকের ইজ্জত রক্ষার জন্য। রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন : কিন্তু সে তার (বোঝা বহন করবেনা। তিনি বলেন : অতপর জাহান্নামে সত্তর বছর পর্যন্ত নিক্ষেপ করা হবে।"[১১৫]

১০। **কোন মুসলমানের হত্যায় সহযোগীর অবস্থা**

আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যার কাজে সহযোগিতা করে এমন কি অর্ধ শব্দ দ্বারাও সে কিয়ামত দিবসে আসবে তখন তার দুচোখের মধ্যে লিখা থাকবে আব্দুল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ।"[১১৬]

১১। **যাকাত আদায় না কারীর অবস্থা**

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন কিন্তু সে তার যাকাত দিল না। তার জন্য কিয়ামত দিবসে দুটি দাত যুক্ত বিষধর সাপ ছেড়ে দেয়া হবে। এ সাপ দু'টি কিয়ামতের দিন তার গলায় বেড়ির মত পেচিয়ে থাকবে। অতপর তার উভয় চোয়ালে জড়িয়ে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত অর্থ। তারপর রাসূল(সা.) নিম্ন লিখিত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

[১১৪] আহমদ, ৯৭০৯; নাসায়ী, ৩৯৯১; তিরমিযি, ১০৬০; হাকেম হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করে।
[১১৫] নাসায়ী, ৩৯৩২।
[১১৬] ইবনে মাজাহ, ২৬১০।

"এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদের দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। এটা তাদের জন্য অমঙ্গল জনক। এতে যদি তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলার বেড়ি হবে।"[১১৭]

১২। **আমীর-ওমরাদের অবস্থা**

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি ধৈর্যসহ এমন কোন শপথ! করল যার দ্বারা অপর কোন মুসলমানের সম্পদ কেড়ে নিল। সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্র সাথে এমনাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে আল্লাহ্ তা'আলা তখন তার উপর ক্রুদ্ধ থাকবে না।"[১১৮]

এছাড়াও আরও অনেক মানুষ কিয়ামত দিবসে বিভিন্ন অবস্থায় উপস্থিত হবে, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সা. যা যা বলেছেন তা সবই আমরা বিশ্বাস করি যদি তা সঠিক ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

হাশরের ময়দানের ভয়াবহ অবস্থা

কুরআন ও বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হাশরের ময়দান হবে সমতল ভূমি। সেখানে কোন পাহাড় কোন উপশাখা কিংবা নদ-নদী থাকবে না। কোন নীচু ভূমি কিংবা টিলাও থাকবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا . فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا . لَا تَرَى فِيْهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

"তারা তোমাকে পর্বত সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল আমার প্রতিপালক তার সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতপর তিনি তাকে মসৃন সমতল ময়দানে পরিণত করবেন। যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখতে পাবেনা।"[১১৯]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.

---

[১১৭] বুখারী, ১৩১৫; আয়াতটি সূরা আলে এমরানের ১৮০।
[১১৮] মুসলিম, ১৯৭।
[১১৯] সূরা ত্বাহাদীস নং- ১০৪-১০৭।

"স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন পর্বত মালাকে সঞ্চালিত করব। এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত প্রান্তর, সেদিন তাদের সকলকে আমি সমবেত করব। এবং তাদের কাউকে অব্যাহতি দিবনা।"[১২০]

হাদীস শরীফে আছে কিয়ামত দিবসে মানুষকে এক শুভ্র ঘাম পানিহীন পরিচ্ছন্ন সাদা ময়দার বুটির মত ভূমির উপর সমবেত করা হবে যেখানে কারো কোন চিহ্ন থাকবে না।"[১২১]

হাওযে কাউছারে অবতরণ

'হাউযে কাউছার' জান্নাতের একটি প্রস্রবন বা ঝর্ণাধারা। হাউযে কাউছারের অমীয় পানি উম্মতে মুহাম্মদীকে বিশেষ মর্যাদা স্বরূপ পান করানো হবে। আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা.)-কেএ নহর দান করে তার উম্মত ও তাঁকে মর্যাদা দান করেছিলেন। এই হাওয সম্পর্কে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, আমার হাওয দীর্ঘতায় ঈলা থেকে ইয়ামানে সানায়া পর্যন্ত হবে। আর তাতে পান পাত্র থাকবে আকাশের নক্ষত্রের সমপরিমাণ।"[১২২]

আমরা এ হাওযের কথা বিশ্বাস করি কারণ তার সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের সনদ মুতাওয়াতির পর্যায়ের। এবং তা প্রায় ত্রিশের অধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। অপর এক হাদীসে আছে, প্রত্যেক নবীর জন্য নির্দিষ্ট 'হাওয' থাকবে। আমাদের নবীর হাওয হবে সব চেয়ে বড় সব চেয়ে উত্তম এবং তা থেকে পানকারীর সংখ্যা হবে সর্বাধিক।"[১২৩]

অপর এক হাদীসে আছে, প্রত্যেক নবীর জন্য নির্ধারিত হাওয আছে। তারা অহংকার করতে থাকবে কোনটা পানকারীর সংখ্যা তা নিয়ে আর আমি আশা করি আমার হাওযে পানকারীর সংখ্যা সর্বাধিক হবে।"[১২৪]

আমলনামা ওযনের মীযান ও খাওযের মধ্যে কোনটার অবস্থান আগে সে ব্যপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে মীযান আগে। আবুল হাসান রহ. বলেন : সত্য কথা হল হাওযই আগে। আর কুরতুবী বলেন : যুক্তির দাবীও তাই। কারণ মানুষ কবর থেকে পিপাসার্থ অবস্থায় উঠে আসবে যেমনটি আমরা আগেই বলেছি। সুতরাং পিপাসার্থ মানুষের পিপাসা নিবারণের জন্য হাওযের অবস্থান আগে হবে মীযান ও পুলসিরাতের এটাই স্বাভাবিক।[১২৫]

হাওয কাউছার হাশর ময়দানে সিরাতের আগে হওয়া যুক্তি সঙ্গত। কারণ কিছু মানুষকে হাওয কাউছারের পানি পান করতে দেয়া হবে না তারা পরে মুরতাদ

[১২০] সূরা কাহফ, ৪৭।
[১২১] বুখারী, ৬০৪০, মুসলিম, ৪৯৯৮।
[১২২] বুখারী, ৬০৯৪; মুসলিম, ৪২৫৮; তিরমিযি, ২৩৬৬।
[১২৩] ইবনে মাজাহ, কিছু কিছু মুহাদ্দিস এ হাদীস দুর্বল বলেছেন।
[১২৪] তিরমিযি, ২৩৬৭।
[১২৫] ইবনুল ইজ্জ, শারহুল আকীদা আত ত্বাহাবিয়া, পৃ-৮২৮।

হয়ে গিয়েছিল বলে। এ সব লোকেরা তো পুলসিরাত পার হতে পারার কথা নয়।[১২৬]

এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, আমি তোমাদেরকে হাওয কাউছারে দ্রুত অতিক্রম করব। যে ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে যাবে সে তা থেকে পান করবে। আর যে পান করবে সে কখনও পিপাসিত হবে না। আমার কাছে কিছু মানুষ পান করবার জন্য আসবে। আমি তাদেরকে তারাও আমাকে চিনবে। অতপর তাদের ও আমার মধ্যে পর্দা নেমে আসবে। তখন আমি বলব ওরা তো আমার উম্মত। তখন বলা হবে আপনি জানেন না তারা আপনার পর কি বিদআত সৃষ্টি করেছে। তখন আমি বলব দূরে সরিয়ে দাও দূরে সরিয়ে দাও ঐসব লোকদেরকে যারা আমার পর (দ্বীনে) বিকৃতি সাধন করেছে।"[১২৭]

আল্লাহ্ তা'আলার সামনে আনায়ন ও সাওয়াল-জওয়াব

প্রাণি যগতকে সমবেত করার পর হিসেব-নিকাশের জন্য তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত করা হবে। তখন তারা দুনিয়ার জীবনে যা কিছু করেছে সে প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا .

"তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের সামনে কাতারবদ্ধ ভাবে উপস্থিত করা হবে। তখন তোমরা আমার সামনে প্রথমবার তোমাদেরকে যে অবস্থায় সৃষ্টি করেছিলাম সে অবস্থায় উপস্থিত হবে। বরং তোমরা মনে করে আছ আমি তোমাদের জন্য আমার সামনে উপস্থিতির কোন সময় নির্ধারণ করিনি।[১২৮]

আল্লাহ্ তা'আলা আমল সম্বন্ধে গাওয়াল জবাব সম্পর্কে বলেন :

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

"তোমার প্রতিপালকের শপথ, আমরা তাদের সকলকে প্রশ্ন করব, তারা দুনিয়ায় কি আমল করেছিল সে সম্পর্কে।"[১২৯]

মুয়ায ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন হে মুয়ায লোকেরা কিয়ামত দিবসে সব তৎপরতা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হবে এমন কি চোখের সুরমা দেয়া প্রসঙ্গেও। এবং হাতের আঙ্গুল দ্বারা কাদা মাটি সরানো

---

[১২৬] প্রাগুক্ত, পৃ-২৭৯।
[১২৭] বুখারী, ৬০৯৭।
[১২৮] সূরা আল-কাহাফ, ৪৮।
[১২৯] সূরা হজর, ৯২-৯৩।

প্রসঙ্গেও। আমি যেন কিয়ামত দিবসে তোমাকে অন্য যে কারো চেয়ে আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তার জন্য বেশী সৌভাগ্যবান পাই।"[১৩০]

হিসাব-নিকাশ

অতপর বান্দার সব আমলের হিসাব-নিকাশ শুরু হবে। ছোট বড় কোন আমলই বাদ পড়বে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ .

"তাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে, অতপর আমি অবশ্যই তাদের হিসেব নিব।"[১৩১]

হিসাব-নিকাশ হবে প্রত্যেকে তার হাতে যে নিখুঁত আমলনামা দেয়া হবে পড়ার জন্য তার উপর ভিত্তি করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا .

"যাদের ডান হাতে কিতাব বা আমলনামা দেয়া হবে তারা তাদের কিতাব পড়বে তাদেরকে সামান্যমত জুলুম করা হবে না।"[১৩২]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ . إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ . فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ . فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ . قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ . كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ . وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ . وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ .

"তখন যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে লও তোমার আমলনামা, পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে আমাকে আমার হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সন্তোষজন জীবন লাভ করবে। সুমহান জান্নাতে। যার ফলগুলো অবনমিত থাকবে না গালের মধ্যে। তাদেরকে বলা হবে পানাহার কর

১৩০. ইবনে আবু খাতেম, মুখতাছার তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ-২, পৃ-৩১৯।
১৩১ সূরা আল গাশিয়া, ২৫,২৬।
১৩২. সূরা ইসরা, ৭১।

তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে হায়। আমাকে যদি আমার আমলনামা দেয়া না হত। এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসেব।"[১৩৩] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ . فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا . وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوْرًا . وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ . فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُوْرًا . وَيَصْلَى سَعِيْرًا .

"যাকে আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে তাকে সহজ ভাবে হিসেব নেয়া হবে। এবং সে স্বপরিবারে আনন্দে ফিরে আসবে। আর যাকে তার আমলনামা পৃষ্ঠদেশ দিয়ে দেয়া হবে সে চিৎকার করতে থাকবে। এবং প্রজ্জ্বলিত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।"[১৩৪]

তারা যখন দুনিয়ায় কৃত তাদের আমলের হিসেব দিতে থাকবে তখন তাদের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে যদি তারা কোন ব্যপারে মিথ্যা বলার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দিবে তার জিহ্বা, তাদের হাত, পা, তারা দুনিয়ায় যা করেছে সে প্রসঙ্গে।"[১৩৫] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

"আজকে তাদের মুখে তালা লাগিয়ে দিব, তাই তাদের হাতগুলো আমাদের সাথে কথা বলবে। আর তাদের পাগুলো সাক্ষ্য দিবে তারা কি করেছে সে বিষয়ে।"[১৩৬]

---

১৩৩. সূরা হাক্কা, ১৯-২৬।
১৩৪. সূরা ইনশিকাক, ৭-১২।
১৩৫. সূরা নূর, ২৪।
১৩৬. ইয়াসীন, ৬৫।

মীযান বা দাঁড়িপাল্লা

যখন বান্দারা হিসেব দিতে থাকবে তাদের আমলের তখন তাদের আমলগুলো ওযন করার জন্য মীযান বা পাল্লা স্থাপন করা হবে। এ ভাবে তাদের আমলের ওযন করে তাদের মধ্যে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ .

"এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণের ওযনেরও হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করব। হিসেব গ্রহণকারীরূপে আমি যথেষ্ট।"[১৩৭]

এ আয়াতের وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ বাক্যে 'মাওয়াযীন'শব্দটি বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে মনে হয় কিয়ামত দিবসে বান্দাদের আমলগুলো ওযন করার জন অনেকগুলো ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করা হবে। আবার বহুবচনের ব্যবহার বান্দাদের আমলের সংখ্যাধিক্যের কারণেও হতে পারে।"[১৩৮]

সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, মীযানের দুটি বাস্তব পাল্লা থাকবে, যা দেখা যাবে। আবু আব্দুর রহমান আল ইবিনী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা অচীরেই আমার উম্মতের এক লোককে সৃষ্টির সামনে কিয়ামতের দিন নিয়ে আসবেন। তখন তার নিরানব্বইটি পাপের স্তুপ প্রকাশ করা হবে। প্রত্যেক স্তুপের ব্যপ্তি হবে চোখের দৃষ্টি যাওয়া পর্যন্ত। অতপর তাকে বলা হবে তুমি কি এসব পাপের মধ্যে কিছু অস্বীকার করতে চাও? আমার আমলনামা লেখকরা কি তোমার প্রতি জুলুম করেছে? সে বলবে, না হে আমার প্রতিপালক। তখন আল্লাহ বলবেন তোমার কি কোন ওযর আপত্তি কিংবা সৎকর্ম আছে? তখন লোকটি হতবাক হয়ে যাবে। সে বলবে না হে আমার প্রভু। তখন আল্লাহ বলবেন হ্যা আছে। তোমার একটা সৎকর্ম আমার কাছে গচ্ছিত আছে। আজকে তোমাকে জুলুম করা হবে না। তখন তার জন্য একটা কার্ড বের করে নিয়ে আসা হবে যাতে লিখা থাকবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ'। তখন সে বলবে হে আমার প্রতিপালক এ সব স্তুপের পাশে এই কার্ড দিয়ে কি হবে? তখন আল্লাহ বলবেন তোমাকে কোন জুলুম করা হবে না। মহানবী (সা.) বলেন

---

১৩৭. সূরা আম্বিয়া, ৪৭।
১৩৮. ইবনে ইজ্জ, শারহুল আকীদা আত ত্বাহাবিয়া, পৃ-৬০৯।

: তখন পাপের স্তূপগুলো এক পাল্লায় আর কার্ডটি অপর পাল্লায় রাখা হবে। তখন স্তূপগুলো হালকা হয়ে যাবে আর কার্ডের পাল্লা ভারি হয়ে পড়বে। আল্লাহর নামের তুলনায় অন্য কিছু ভারী হতে পারে না।"[১৩৯]

অপর এক হাদীসে আছে, কিয়ামত দিবসে মানদণ্ড স্থাপন করা হবে, তখন লোকটিকে এনে এক পাল্লায় রাখা হবে।"[১৪০]

এ বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, আমলের সাথে মীযানের পাল্লায় আমলকারীকেও ওযন করা হবে। বুখারী ইত্যাদির হাদীস থেকে এ ধরনের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।[১৪১]

ঘোর অন্ধকারের মুখোমুখি

মানুষের হিসেব নিকাশের পর তারা পুলসিরাতের আগে একটা অন্ধকারের মুখোমুখী হবেন। আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যেদিন পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী ধ্বংস হয়ে সব পরিবর্তন হয়ে যাবে সেদিন লোকেরা কোথায় থাকবে? মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন তারা পুলসিরাতের আগে এক অন্ধকারে থাকবে।"[১৪২]

এ স্থানে মুমিনরা মুনাফিকদের থেকে আলাদা হয়ে যাবেন, আর মুনফিকরা অন্ধকারে পড়ে থাকবে কিন্তু মুমিনরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

পুলসিরাত

হিসেব নিকাশ, আমলের ওযন দান ও সৌভাগ্যবান ও সৌভাগ্যহীনদের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত মানুষকে পুলসিরাত অতিক্রম করে যেতে হবে। পুলসিরাত হল জাহান্নামের উপর নির্মিত একটা অতিসুক্ষ্ম সেতু। যা তরবারীর ধারের চেয়ে বেশী ধারালো হবে এবং অত্যন্ত পিচ্ছিল হবে। সমস্ত মানুষকে তা অতিক্রম করে যাবার আদেশ দেয়া হবে। কারো কারো মতে তা কিছু কিছু মানুষের কাছে তরবারীর চেয়ে ধারালো বলে মনে হবে ফলে সে তার উপর দিয়ে অতিক্রম করে যাবার সময় ব্যর্থ হবে ফলে জাহান্নামে পড়ে যাবে। আবার তা কারো কারো জন্য প্রশস্ত হয়ে যাবে তখন সে বিনা দ্বিধায় ও বিনা ভয়ে অতিক্রম করে চলে গিয়ে আল্লাহ্ কর্তৃক তার জন্য রাখা নেয়ামত ভোগ করবে।"[১৪৩]

এসব বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

---

১৩৯. আহমদ, ৬৬৯৯; তিরমিযি, ২৫৬৩; হাকেম, হাদীসটি সহীহ, ফতহুর রব্বানী , খ:২৪, পৃ১৫৭।
১৪০. আহমদ,৬৭৬৯; এর সনদে ইবনে লুহাইয়্যানামক একজন দুর্বল রাবী আছেন ।
১৪১. ইবনুল ইজ্জ, শারহুল আকীদা আত ত্বাহাবিয়া, পৃ: ৬১০।
১৪২. মুসলিম, ৪৭৩।
১৪৩. ড. এমাদুদ্দিন খলীল, কুরবান ইয়াকিনিয়াত আল কাওনিয়া, পৃ-২৫৩।

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيهَا جِثِيًّا.

"তোমাদের প্রত্যেককে তা অতিক্রম করতে হবে। এটা তোমার প্রতিপালকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তাকীদের উদ্ধার করবো এবং জালিমদেরকে নতজানু অবস্থায় রেখে দিব।"[১৪৪]

এ আয়াতের তাফসীরে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. বলেন : এ আয়াতের অর্থ হল তাদের পুলসিরাতের উপর দিয়ে অবশ্যই যেতে হবে।" পুলসিরাত হল তরবারীর ধারের মত ধারালো এক সেতু। এ সেতুর উপর দিয়ে প্রথম পথ যাত্রীরা বিদ্যুৎগতিতে অতিক্রম করবে। দ্বিতীয় যাত্রীদল বাতাসের গতিতে অতিক্রম করবে। আর তৃতীয় দল দ্রুতগামী অশ্বারোহীর মত গতিতে যাবে। অতপর যাত্রীদের দল যেতে থাকবে তখন ফেরেশ্‌তারা বলতে থাকবে সালাম। এ সব বক্তব্যের পক্ষে বুখারী মুসলিমে অনেক সহীহ্ হাদীস রয়েছে।[১৪৫]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُوْنَ.

"আমি ইচ্ছা করলে তাদের চোখগুলোকে লোপ করে দিতে পারতাম। তখন তারা পুলসিরাত অতিক্রম করতে চাইলে কী করে দেখতে পেত?"[১৪৬]

আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত যে, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ সা. জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি কিয়ামত দিবসে আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? তখন তিনি বললেন : তোমরা চৌদ্দ তারিখের রাতে চাঁদ দেখতে সমস্যাবোধ কর, যখন তার সামনে কোন মেঘ থাকে না? অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের উপর পুলসিরাত নির্মাণ করবেন। তখন দোয়া হবে আল্লাহ রক্ষাকর, আল্লাহ রক্ষা কর। সেখানে সোদানের কাটার মত বড় পেরাক থাকবে। তবে তা যে কত বড় তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। অতপর লোকদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার আমলের জন্য ধ্বংস হবে, আর কেউ কেউ পড়ে যাবে অতপর আবার মুক্তি পাবে।[১৪৭]

পুলসিরাত পূর্ণ নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দে অতিক্রম করার পর মুমিনদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে এক সেতুর সামনে দাঁড় করানো হবে। বুখারী শরীফের এক

---

১৪৪. সূরা মরিয়াম, ৭১-৭২।
১৪৫. মুহাম্মদ আলী সাবূনী, মুখতাছার তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ-২, পৃ-৬৪২।
১৪৬. সূরা ইয়াসীন, ৬৬।
১৪৭. বুখারী, ৬০৮৮; মুসলিম, ২৬৯।

হাদীসে আছে, মুমিনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করার পর জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে এক সেতুর সামনে দাঁড় করানো হবে। তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি দুনিয়ার জীবনে জোর জুলুমের কিছু থেকে থাকে তার প্রতিশোধ নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। যখন তারা সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন ও পরিস্কার হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে। যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, তারা প্রত্যেকেই দুনিয়ার জীবনে তাদের বাড়ী ঘর যেভাবে চিনে জান্নাতে তারা তাদের জান্নাতী ঘর তার চেয়ে বেশী চিনবে।[১৪৮]

হাসান থেকে মুরছাল সনদে বর্ণিত আছে যে, আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, জান্নাতবাসীদেরকে পুলসিরাত অতিক্রম করার পর থামিয়ে দেয়া হবে। তখন তারা তাদের দুনিয়ার জীবনের পরস্পরের মধ্যে জুলুমের প্রতিশোধ নিবে। তারপর জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন তাদের কারো অন্তরে অন্য কারো প্রতি কোন রকমের ঘৃণা ও হিংসা থাকবে না।" [১৪৯]

সুপারিশ বা শাফায়াত

শাফায়াত বা সুপারিশ বলতে বুঝানো হয়, কোন ক্ষমতাশালী বা ক্ষমতার অধিকারীর কাছে নিজের প্রয়োজন পুরণ কিংবা নিজের পাপ বা অপরাধ মোচনের জন্য অপর কাউকে মধ্যস্ততাকারী হিসেবে গ্রহণ করা।

মানুষকে হাশরের ময়দানে বিচার ফায়সালার জন্য তখন তাদের কষ্ট ও ভোগান্তি চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছাবে। ভয় সন্ত্রস্ততার কারণে এবং অবস্থার কঠোরতা ও দীখায়তের ফলে। সে ভয়ংকর দিনের দু:খ কষ্ট এতই ভয়াবহ হবে যে গোটা হাশরের ময়দানে উপস্থিতি ইয়া নাফসী ইয়া নফসী করতে থাকবে। এমতাবস্থায় তারা সুপারিশের জন্য প্রথমে আমাদের আদী পিতা আদম আ.-এর কাছে যাবেন তার কাছে কামনা করবেন তিনি যেন আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করেন। তখন আদম আ. তার অপরাগতা প্রকাশ করবেন। অতপর অপরাপর নবীদের কাছে যাবেন তাদের কাছে সুপারিশের জন্য আবেদন করবেন তারাও একে একে সকলেই তাদের অপারগতার কথা বলবেন। সর্বশেষ তারা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে আসবেন এবং তাঁর কাছে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করার আবেদন জানাবেন। তখন মহানবী (সা.) সমস্ত হাশর বাসীর জন্য তাদেরকে যেন কিছুটা আরাম দেয়া হয় এবং দীর্ঘক্ষণ অবস্থান ও ভয়াবহ অবস্থা হতে মুক্তি দেয়া হয় আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন।

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সা.)-কে যে "মাকামে মাহমুদ" বা প্রসংশিত স্থান দান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন তা হলো

---

১৪৮. বুখারী, ২২৬০; ফাতহুল বারী, খ-১১, পৃ-৩৯৯; আহমদ, ১০৬৭৩।
১৪৯. ফাতহুল বারী, খ:১১, পৃ-৩৯৯।

এই সুপারিশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন : عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا "আশা করা যায় আল্লাহ্ আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌছাবেন।" মাকামে মাহমুদ হচ্ছে এই সুপারিশের সুযোগ দান। রাসূলুল্লাহ্ সা. সমস্ত হাশর বাসী দু:খ কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন।[১৫০]

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : সমস্ত মানুষ কিয়ামত দিবসে নতজানু অবস্থায় চলতে থাকবে। প্রত্যেক উম্মত তাদের নবীর অনুসরণ করবে তারা বলবে হে অমুক! আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তারা প্রত্যেকেই অপারগতা প্রকাশ করবেন। অবশেষে তারা মহানবী (সা.) এর কাছে আসবেন। এবং তিনি তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। এটাই হল সে দিন যে দিন আল্লাহ তাকে মাকামে মাহমুদ বা প্রসংশিত স্থান দান করবেন।[১৫১]

অপর এক বর্ণনায় আছে কিয়ামতের দিন সূর্য অত্যন্ত কাছে আসবে ফলে ঘাম কান বরাবর পৌছবে। যখন এরূপ অবস্থা তখন তারা আদম এর সাহায্য চাইবে। তিনি বলবেন আমি এ উপযোগী নই। অতপর মুসা আ. এর কাছে আসবে তিনিও বলবেন আমি এর উপযুক্ত নই। অতপর রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর কাছে আসবে। তখন তিনি সুপারিশ করবেন। তখন তিনি এগিয়ে যাবেন অবশেষে জান্নাতের দরজার কড়া ধরবেন। সে দিন আল্লাহ তাকে মাকামে মাহমুদে অবস্থান করাবেন। তখন সর্বোচ্চ সকলেই তার প্রসংশা করবেন।"[১৫২]

নিম্নোক্ত হাদীসে কিয়ামত দিবসের অবস্থার বিবরণ এবং সুপারিশের রূপ রেখা বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعِ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ : أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ ذٰلِكَ ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيْقُوْنَ وَلَا يَحْتَمِلُوْنَ فَيَقُوْلُ النَّاسُ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلٰى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِآدَمَ فَيَأْتُوْنَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ

---

১৫০. আয়াত সূরা ইব্রাহিম: ৭৮।
১৫১. বুখারী, হাদীস নং- ৪৩৪৯।
১৫২. বুখারী, দেখুন তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ: ২, পৃ- ৩৯৩।

أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ أَلَا تَرٰى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرٰى إِلٰى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ آدَمُ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِيْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا إِلٰى نُوْحٍ . فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا نُوْحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلٰى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللّٰهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ أَلَا تَرٰى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ ؟ فَيَقُوْلُ إِنَّ رَبِّيْ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِيْ دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلٰى قَوْمِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا إِلٰى إِبْرَاهِيْمَ . فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا إِبْرَاهِيْمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللّٰهِ وَخَلِيْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ أَلَا تَرٰى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ ؟ فَيَقُوْلُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّيْ قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ أَبُوْ حَيَّانٍ فِي الْحَدِيْثِ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا إِلٰى مُوْسٰى . فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُوْسٰى أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَضَّلَكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ أَلَا تَرٰى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ ؟ فَيَقُوْلُ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّيْ قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا إِلٰى عِيْسٰى . فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُوْنَ يَا عِيْسٰى أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا اِشْفَعْ لَنَا أَلَا تَرٰى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ ؟ فَيَقُوْلُ عِيْسٰى إِنَّ رَبِّيْ قَدْ

غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا إِلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ أَلَا تَرٰى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِيْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهٖ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلٰى أَحَدٍ قَبْلِيْ ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأَقُوْلُ أُمَّتِيْ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ يَا رَبِّ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرٰى .

"আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সা. এর জন্য গোস্ত নিয়ে আসা হল। গোস্ত থেকে তাঁকে তাঁর পছন্দনীয় রানের গোস্ত দেয়া হল। তখন তিনি সেখান থেকে কিছু খেলেন, তারপর বললেন, আমি কিয়ামত দিবসে মানুষের নেতা রূপে আবির্ভূত হব। তোমরা তা কি কারণে জান কি? সে দিন আল্লাহ পূর্বকাল ও পরকালের সকলকে এক ভূমিতে একত্রিত করবেন। এমতাবস্থায় আহ্বায়ক তাদেরকে তার বক্তব্য শুনাতে পারবে এবং চোখ তাদেরকে দেখবেন। আর সূর্য তাদের নিকটবর্তী হবে তখন লোকেরা দু:খ কষ্টে এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যা তারা সহ্য করতে পারবে না। তখন কিছু লোক অপর কিছু লোককে বলবে তোমরা কেমন দুরাবস্থায় তা কি দেখতে পাচ্ছ না? তোমরা দেখছো না কেমনন দুর্গতি তোমাদের? তোমরা কি ভাবছ না কে তোমাদের জন্য তোমার প্রভুর কাজে সুপারিশ করতে পার? তখন কিছু লোক অপর কিছু লোককে বলবে তোমাদের পিতা আদম আ. পারবে। তখন তারা আদম আ.-এর কাছে আসবে এবং তাকে বলবে। হে আদম আপনি হলেন মানব জাতির আদি পিতা, আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। এবং আপনার মধ্যে নিজে রূহ ফুঁকে

দিয়েছেন। আর ফেরেশ্‌তাদের আপনাকে সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন তখন তারা আপনাকে সিজদা করেছে। কজেই আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। আমরা কেমন বিপদে আছি তা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? আমাদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে তা কি দেখতে পাচ্ছেন না। তখন আদম বলবেন আমার রব আজকে এমনভাবে রাগান্বিত হয়েছেন যে, আর কখনো এমন রাগান্বিত হননি। এরপর আর কখনো এমনভাবে রাগান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে কাছে কাছে যেতে নিষেধ করে ছিলেন, কিন্তু আমি তার নিষেধ অমান্য করেছি। নাফসী, নাফসী, (হায়, হায় আমির কি হবে, হায় হায় আমার কিছু হবে, হায় হায় আমার কি হবে?) তোমরা অন্যের কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে যাও। তখন তারা নূহের কাছে যাবেন। অতপর তাকে বলবেন, হে নূহ আ.! আপনি হলেন পৃথিবীবাসীর প্রতি প্রথম রাসূল। আল্লাহ আপনাকে কৃতজ্ঞ বান্দা নাম রেখেছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করুন। আমরা কোন অবস্থায় আছি তা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? আমাদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে তা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? তখন নূহ বলবেন, আমার রব আজকে এমন রাগান্বিত হয়েছেন যে, আর কখনও এরূপ রাগান্বিত হননি। এর পরও কখনও রূপ রাগান্বিত হবেননা। আমার একটা দোয়া করার সুযোগ ছিল আমি সে দোয়াটি আমার কাউমের বিরুদ্ধে করে ফেলেছি। হায় হায় আমার কি হবে, হায় হায় আমার কি হবে, হায় হায় আমার কি হবে, তোমরা অন্যের কাছে যাও। তোমরা ইব্রাহীমের কাছে যাও। তখন তারা ইব্রাহিমের কাছে যাবেন। তারপর তাকে বলবেন হে ইব্রাহিম ! আপনি হলেন এ পৃথিবীতে আল্লাহর নবী ও খলীল। আপনি আমাদের দুরাবস্থা কি দেখতে পাচ্ছেন না? আমাদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে তা কি দেখতে পাচ্ছেন না? তখন তিনি বলবেন, আমার রব আজকে এমন রাগান্বিত এরূপ আর কখনও হননি। এরপরও কখনও হবেননা। অতপর তিনি তার মিথ্যাগুলোর কথা উল্লেখ করবেন। হায় হায় আমার কি হবে। হায় হায় আমার কি হবে। হায় হায় আমার কি হবে। তোমরা মুসা আ. এর কাছে যাও। তখন তারা মুসার কাছে যাবে। গিয়ে তাকে বলবে হে মুসা! আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ আপনাকে রিসালাত দান করেছেন এবং মানুষের উপর আপনাকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে স্বয়ং আপনার সাথে কথা বলেছেন। আপনি আমাদের আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করুন। আমরা কোন বিপদে আছি তা কি দেখতে পাচ্ছেন না। আপনি কে দেখছেন না আমাদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে? তখন মুসা তাদেরকে বলবেন আমার রব আজকে এমন ভাবে রাগান্বিত যে ইতিপূর্বে কখন ও রূপ রাগান্বিত হননি। এরপরও কখনও এরূপ রাগাবেন না। আমি এমন একটি

লোককে হত্যা করেছি যা যে হত্যা করা আদেশ ছিল না আমার প্রতি। হায় আমার কি হবে, আমার কি হবে আমার কি হবে। তোমরা অন্যের কাছে যাও। তোমরা ঈসা আ. এর কাছে যাও। তখন তারা ঈসা আ. এর কাছে যাবে। তাকে বলবে, হে ঈসা আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং তার থেকেই রূহ। তিনি বলবেন হা তাই সত্য। আর আপনি দোলনায় থাকাবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলেছেন। সুতরাং আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা কি কি বিপদে আপনি কি দেখছেন না? আমাদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে তা কি দেখতে পাচ্ছেন না। তখন তিনি তাদের বলবেন আমার রব আজকে এমন ভাবে রাগান্বিত হয়েছেন যে, ইতিপূর্বে কখনও এভাবে রাগান্বিত হননি। এরপরও কখনও এরূপ রাগাম্বিত হবেন না। তবে তিনি তার কোন অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন না। তোমরা অন্যের কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে যাও। তখন তারা তাঁর কাছে যাবে এবং বলবে, হে মুহাম্মদ আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। অতএব আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি বিপদে আছি? আমাদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে? তখন আমি দাঁড়াব, অতপর আরশের নিচে আসব। অতপর আমার রবের উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে থাকব। অতপর আল্লাহ আমার উদ্দেশ্যে তার (রহমতের দরজা) খুলে দিবেন এবং আমাকে তার প্রশংসা ও উত্তম সুখ্যাতির এমন সব বিষয় জানিয়ে দিবেন যা তিনি আমার পূর্বে আর কারো জন্য খুলে দেননি। তখন বলা হবে হে মুহাম্মদ! তোমার মাথা উত্তোলন কর চাও যা চাইবে তা দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ করতে পার। তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলব : হে আমার রব! আমার উম্মতকে রক্ষা করুন আমার উম্মতকে রক্ষা করুন। হে রব আমার উম্মতকে রক্ষা করুন আমার উম্মতকে রক্ষা করুন। হে রব আমার উম্মতকে রক্ষা করুন। তখন বলা হবে তোমার উম্মতের মধ্য হতে যাদের হিসাব নেয়া হবে না তাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করাও। তারা অন্যান্য দরজা দিয়ে অপরাপর মানুষের সাথেও প্রবেশ করতে পারবে। অতপর বলেন : যার হাতে আমার প্রাণ তার নামে শপথ জান্নাতের দুটি দরজার মধ্যে যে দূরত্ব তা মক্কা ও হিজজের দূরত্বের সমপরিমাণ। কিংবা মক্কা ও বসরার মধ্যে দূরত্বের সমপরিমাণ।"[১৫৩]

অপর এক হাদীসে আছে অতপর সকলে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে আসবে। তখন তিনি গিয়ে আরশের নিচে আল কাছাছ নামক একটা স্থানে

১৫৩. বুখারী, হাদীস নং- ৩৯২, মুসলিরম, হাদীস নং- ২৮৭, আহমদ, হাদীস নং- ৩১১১, তিরমিযি, হাদীস নং- ২৩৫৮।

সিজদায় পড়বেন। তখন আল্লাহ বলবেন তোমার কি হয়েছে? অথচ আল্লাহ্ এ ব্যপারে সবাধিক জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন আমি বলব হে আমার রব! আপনি আমাকে শাফায়াত বা সুপারিশ করার ওয়াদা দিয়েছিলেন। অতপর আপনার বান্দাদের ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। আপনি তাদের মধ্যে ফায়সালা করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : আমি তোমার সুপারিশ কবুল করলাম। আমি তোমাদের মধ্যে এসে তোমাদের ফায়সালা করব। তিনি বলেন তখন আমি ফিরে আসব এসে মানুষের সাথে দাড়িয়ে যাব।"[১৫৪]

এ সুপারিশ হলো বড় সুপারিশ যে সুপারিশের সুযোগ লাভ করবেন একমাত্র মুহাম্মদ (সা.) আর এ সুপারিশটা হবে গোটা হাশর বাসীর কষ্ট ও দুর্দশা লাভের জন্য। তাদেরকে দীর্ঘ অবস্থান হতে মুক্তি দানের জন্য। একথা অপর এক হাদীসে এসেছে এভাবেই। সূর্য নিকটবর্তী হবে। ফলে ঘাম কানে অর্ধেক পর্যন্ত হবে। যখন তারা এরূপ অবস্থায় থাকবে তখন তারা আদম আ. অতপর মুসা অতপর মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে সাহায্য চাইবেন। যাতে মানুষের মধ্যে ফায়সালা করেন। তখন তিনি গিয়ে দরজার কড়াই ধরে থাকবেন। সে দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে মাকামে মাহমুদ অবস্থান করাবেন। সমস্ত হাশরবাসী তার প্রশংসা করবে।[১৫৫]

এ হলো সমস্ত হাশরবাসীর জন্য রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর সুপারিশ। এ ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সা.কে অনেক বিষয়ে ও অনেক মানুষের জন্য বিশেষ তার উম্মতের সুপারিশ করার সুযোগ দিবেন। আমরা নিম্নে রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর সুপারিশ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করবো:

১। একদল মানুষকে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবার জন্য মহানবীর সুপারিশ

উপরোক্ত দীর্ঘ হাদীসটির এক স্থানে আছে তখন আমি হে আমার রব আমার উম্মতকে রক্ষা করুন আমার উম্মতকে রক্ষা করুন। তখন আমাকে বলা হবে আপনার উম্মত থেকে যাদের কোন হিসাব নেয়া হবে না, যাদের কোন শাস্তি দেয়া হবে না এ রকমের লোকদেরকে জান্নাতের ডানদিকে দরজা দিয়ে প্রবেশ করাও।"[১৫৬]

২। অপরাধের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয়েছে এমন কিছু মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য মহানবীর সুপারিশ

---

১৫৪. তাবারানী, ইবনে কাসীর, তাফসীর, খ: ২, পৃ- ১৪৬।
১৫৫. বুখারী, ১৩৮১।
১৫৬. বুখারী, ৩১১১; মুসলিম, ২৭৮।

এ প্রসঙ্গে বুখারীতে আনাছ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. বলেছেন : ... তখন আমি আমার মাথা তোলব তোলে আমার রবের এমন প্রশংসা করব যা আমাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে অতপর সুপারিশ করব। তখন আমার জন্য একটা সীমানা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। তখন আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। অতপর ফিরে এসে আবার অনুরূপ তৃতীয়বার, চতুর্থবার সিজদায় পড়ব। পরিশেষে জাহান্নামে কেবল ঐসমস্ত লোকেরাই থাকবে যারা চিরস্থায়ী হবে বলে আল কুরআন জানিয়েছে।"[১৫৭]

৩। কিছু মানুষের হিসাব নেয়ার শাস্তি যোগ্য বলে প্রমাণিত হবে, ঐসব লোকদেরকে শাস্তি না দেয়ার জন্য মহানবী (সা.) এর সুপারিশ

এ প্রসঙ্গে আনাছ ইবনে মালেক থেকে মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সা.-কে বলতে শুনেছেন, রাসূল সা. বলেছেন : আমিই সর্ব প্রথম মানুষ হব যার মাথার উপর হতে মাটি বিদীর্ন করা হবে কিয়ামত দিবসে এতে অহংকারের কিছু নেই। আর আমাকে প্রশংসার পতাকা দেয়া হবে এতেও অহংকারের কিছু নেই। আমি কিয়ামত দিবসে মানুষের নেতা হব তাতেও অহংকারের কিছুই নেই, আমি হব সে ব্যক্তি যাকে জান্নাতে প্রথম প্রবেশ করানো হবে তাতেও অহংকারের কিছু নেই। আমি জান্নাতের দরজায় আসব তার কড়াই ধরে থাকব। তখন বলা হবে এ কে? তখন আমি বলব আমি মুহাম্মদ। তখন আমার জন্য জান্নাতের দরজা খোলা হবে। তখন আমি জান্নাতে প্রবেশ করব। তখন দেখব পরাক্রমশালী আল্লাহ্ আমার সামনে তখন আমি তার উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাব। তখন তিনি আমাকে বলবেন মুহাম্মদ তোমার মাথা তোল। কথা বল , তোমার কথা শুনা হবে। তখন আমার মাথা তুলব। তার পর বলব : আমার উম্মতকে রক্ষা করুন। আমার উম্মতকে রক্ষা করুন। তখন আল্লাহ্ বলবেন তোমার উম্মতের কাছে যাও। যার অন্তরে জাররা পরিমাণ ঈমান পাবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন আমি ঐরূপ যাদের পাব তাদের দিকে যাব যাদের অন্তরে ঐরূপ ঈমান পাব তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। (আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় বার বলবেন) তোমার উম্মতের কাছে যাও যার অন্তরে জারের দানার অর্ধেক পরিমাণ ঈমানও পাবে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন আমি যাব, যাদের অন্তরে অনুরূপ ঈমান পাব তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। (তৃতীয়বার আল্লাহ তা'আলা বলবেন) তোমার উম্মতের কাছে যাও যার অন্তরে শর্ষে পরিমাণ ঈমান পাবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও তখন আমি যাব গিয়ে যাদের অন্তরে অনুরূপ ঈমান পাব তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।..."[১৫৮]

---

১৫৭. বুখারী, ৬৮৮৬; ফাতহুল বারী, খ : ১১, পৃ-৪১৭,৪১৮।
১৫৮. আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-১২১৩।

৪। মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মহানবী (সা.) এর সুপারিশ

মহানবী (সা.) কিছু মানুষের জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করবেন। মুসলিম শরীফে আনাছ ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : আমিই প্রথম মানুষ যিনি জান্নাতে সুপারিশ করবে। এবং আমিই হবো নবীদের মধ্যে সর্বাধিক অনুসারী সম্পন্ন নবী।"[১৫৯] মুহাদ্দিসদের মতে জান্নাতে প্রবেশের পর এ সুপারিশ হবে জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য।

৫। উম্মতের মধ্যে কবিরা গুনাহর অধিকারীকে মুক্ত করার জন্য মহা নবীর সুপারিশ

এ প্রসঙ্গে আনাছ ইবনে মালেক মহানবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন : আমার উম্মতের মধ্যে যারা কবীরা গুনাহর মুরতাকিব বা কবিরা গুনাহতে লিপ্ত ঐরকম লোকদের জন্য আমার সুপারিশ থাকবে।[১৬০]

৬। **শাস্তির পরিমাণ কমাবার জন্য মহানবীর সুপারিশ :** কিছু কিছু লোক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য প্রমাণিত হবার পর শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। ঐ ধরণের কিছু লোকের শাস্তি হালকা করার জন্য বা শাস্তির পরিমাণ কমাবার জন্য মহানবী (সা.) আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন। যেমন- তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের শাস্তি কমাবার জন্য সুপারিশ করবেন। এ প্রসঙ্গে বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ্ সা. এর সামনে তার চাচা আবু তালিবের কথা উঠলে তখন মহানবী (সা.)কে তার সম্বন্ধে বলতে শুনেছি, ফলে তাকে জাহান্নামের আগনীর স্থানে তাকে রাখা হবে, যা তার পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌছবে। এ থেকেই তার মাথার মগজের মূল পর্যন্ত টগবগ করতে থাকবে।"[১৬১]

নবী, শহীদ, আলেম, ফেরেশ্‌তা ও আল কুরআনের সুপারিশ

আল কুরআনের কিছু আয়াত ও কিছু হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবীগণ শহীদগণ আলেমগণ ফেরেশ্‌তাগণ এবং পবিত্র কুরআন কিছু অপরাধী মানুষের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। ফেরেশ্‌তাদের সুপারিশ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয় :

---

১৫৯. মুসলিম, হাদীস নং-২৮৯।
১৬০. আহমদ, ১২৭৪৫, আবু দাউদ, ৪১১৪, তিরমিযি, ২৩৫৯।
১৬১. বুখারী, ৬০৭৯; আহমদ, ১০৬৩৬।

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى.

"আসমানের অনেক ফেরেশ্‌তা রয়েছে তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হয় না যতক্ষণ আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন অনুমতি না দেন।"[১৬২]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ.

"তারা শুধু তাদের জন্য সুপারিশ করে যাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট। এবং তারা তার ভয়ে ভীত।[১৬৩]

আবু সাঈদ থেকে মারফু সনদে বর্ণিত আছে, তিনি (রাসূল সা.) বলেন : তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ফেরেশ্‌তাগণ সুপারিশ করেছেন, নবীগণ সুপারিশ করেছেন, মুমিনগণও সুপারিশ করেছেন। এখন দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বাকি নেই। তখন তিনি এক মুষ্টি আগুন নিয়ে তার মধ্য হতে এমন কিছু লোককে বের করে নিয়ে আসবেন যারা কখনও সৎকর্ম করেনি।"[১৬৪]

হাকেম আবু ইয়ানী ওসমান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : কিয়ামত দিবসে তিন প্রকারের মানুষ সুপারিশ করবেন। (তারা হলেন) নবীগণ, আলেমগণ ও শহীদরা।[১৬৫]

অপর এক বর্ণনায় আছে, একজন শহীদ তার পরিবারের সত্তর জন লোকের জন্য সুপারিশ করবেন।"[১৬৬]

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে পবিত্র কুরআনও সেদিন সুপারিশ করবেন আহলে কুরআনদের জন্য। আবু উমামা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সা. কে বলতে শুনেছি, তোমরা কুরআন পাঠ করবে কেননা তা কিয়ামত দিবসে কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবেন।"[১৬৭]

আবু বারযা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সা.কে বলতে শুনেছি আমার উম্মতের মধ্যে কিছু কিছু লোক রাবিয়া ও মুদর গোত্রের চেয়ে বেশী লোকের জন্য সুপারিশ করবেন।"[১৬৮]

অপর এক হাদীসে আছে আমার উম্মতের কোন এক লোক অনেক লোকের জন্য সুপারিশ করে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর এক লোক একা কবিলার লোকদের জন্য সুপারিশ করবেন, তার সুপারিশের কারণেই তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এক লোক একদল লোকের জন্য সুপারিশ করবে।

---

[১৬২] সূরা নজম, ২৬।
[১৬৩] সূরা আম্বিয়া, ২৮।
[১৬৪] মুসলিম, ৩৬৯, একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ।
[১৬৫] ইবনে মাজাহ, ৪৩০৪, হাদীসটি সনদ হাছান পর্যায়ের।
[১৬৬] আবু দাউদ, ২১৬০।
[১৬৭] মুসলিম, ৯৩৩৭।
[১৬৮] আহমদ, ১৭১৮৩; এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভর যোগ্য।

আর কোন লোক তিনজনের জন্য আর কোন লোক দুজনের জন্য। আর কোন লোক এক লোকের জন্য সুপারিশ করবেন।[১৬৯]

মোদ্দাকথা কিয়ামত দিবসে আল্লাহর কাছে হাশরবাসীদের সুপারিশ করবেন আল্লাহর নবীগণ শহীদগণ আলেম ওলামা মুমিনরা ও ফেরেশ্‌তারা। তবে সুপারিশের জন্য কিছু শর্ত আছে।

সুপারিশের শর্ত

উপরে আমরা সুপারিশ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি যে কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা ও দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য অনেকেই আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার সুযোগ লাভ করবেন। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো হল:

১. সুপারিশ আল্লাহর কাছে যে কেউ করতে পারবে না। সুপারিশকারীকে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার অনুমতি প্রাপ্ত হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

"কে আছে এমন, যে আল্লাহর কাছে তার অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে?"[১৭০]

অর্থাৎ আল্লাহর কাছে তার অনুমতি বিহীন কেউ কোন সুপারিশ করতে পারবে না। কাজেই কোন মুমিন ব্যতীত কোন কাফের মুশরিক আল্লাহর কাছে কোন ধরণের সুপারিশ করার সুযোগ পাবে না।

২. যার জন্য সুপারিশ করা হবে সে এমন হতে হবে যার জন্য সুপারিশ করার আল্লাহর অনুমতি আছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى .

"কেবল সেই সব লোকদের জন্য সুপারিশ করা হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহর সম্মতি আছে।"[১৭১] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى .

"আসমানে অনেক ফেরেশ্‌তা রয়েছেন তাদের সুপারিশ কোন ফলপ্রসু হয়না যতক্ষণ না যার জন্য ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন অনুমতি দেন।"[১৭২]

---

[১৬৯] আহমদ, ১৭০২১; তিরমিযি, ২৩৬৪; ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত।
[১৭০] সূরা বাকারা: ২৫৫।
[১৭১] সূরা আল আম্বিয়া, ২৮।
[১৭২] সূরা নাজম, ২৬।

কাজেই আল্লাহর অনুমতি বিহীন কেউ কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না।

৩. যার জন্য সুপারিশ করা হবে তাকে অবশ্যই মুমিন হতে হবে। কোন অমুমিন কাফের মুশরিকের জন্য কেউ কখনও সুপারিশ করতে পারবে না। সুপারিশ করার অনুমতিও পাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ.

"আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা জাহান্নামবাসী হবে তাতে চিরস্থায়ী হবে। তারাই হলো নিকৃষ্টতম জীব।"[১৭৩]

আলোচ্য আয়াতে সুপারিশের কথা না থাকলেও বুঝা যায় যে, যেহেতু তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে বলে এখানে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাই এখান থেকে বুঝা যায় যে, তারা কোন সুপারিশ লাভ করবেনা। কোন্ সুপারিশ তাদের কোন কাজেও আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ.

"সুপারিশকারীদের কোন সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না।"[১৭৪]

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. তার চাচা আবু তালিবের জন্য সুপারিশ করবেন, আমরা একটা হাদীসও এ মর্মে উল্লেখ করেছি যে রাসূলুল্লাহ্ সা. এর সুপারিশের কারণে তার শাস্তি জাহান্নামে কমিয়ে দেয়া হবে। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি, কাফিরই ছিলেন, এটা কি করে সম্ভব?

এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও তার জন্য মহানবী (সা.) এর সুপারিশ করণের ব্যাপারটি মহানবী (সা.) এর জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে দেয়া একটা বিশেষত্ব। কাজেই তা একটা ব্যতিক্রম ধর্মী ব্যপার। আর আমরা যা বলেছি তা কাফেরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কিছু কিছু মনিষীর মতে রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর চাচা আবু তালিবের জন্য সুপারিশ করা হবে তাকে জাহান্নাম হতে বের করার জন্য নয়, তা হবে জাহান্নামে শাস্তি হালকা করে দেয়ার জন্য কিংবা কমিয়ে দেয়ার জন্য। কাজেই উভয় বক্তব্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা কাফেরদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার জন্যই

---

[১৭৩] সূরা আল বাইয়্যেনাতঃ ৬।
[১৭৪] সূরা ৪৮।

কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। আর কেউ করলে এর দ্বারা তাদের ন্যূনতম উপকারও হবে না।

এ প্রসঙ্গে ইমাম বাইহাকীর অভিমত হল, কাফেরদের জন্য সুপারিশ করা যাবে না একথাটা আমরা নির্ভরযোগ্য দলিলের ভিত্তিতে বলছি। এবং সে দলিলগুলো প্রমাণ করে সাধারণ কাফেরদের জন্য কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। অন্য দিকে অপর কোন কাফেরদের জন্য যদি বিশেষ কেউ সুপারিশ করতে পারবেন এবং করবেন এমন কথা নির্ভরযোগ্য দলিল দ্বারা প্রমাণ হয় তাহলে তা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। আর এতদুভয় কথার মধ্যে কোন বিরোধ পরিলক্ষিত মনে করা যাবে না। কোন নিষিদ্ধ হল সাধারণ, আর অনুমতি হল ব্যতিক্রম।[১৭৫]

কেবল সেই লোকই আল্লাহর অনুমতি দেয়া লোকের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন। কাজেই এ থেকে প্রমাণিত হল যে, সুপারিশের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا

"বল, সমস্ত সুপারিশ তো কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।" (সূরা যুমার, ৪৪।)

সুতরাং সুপারিশ চাইতে হলে তা একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। কাজেই যারাই কিয়ামত দিবসে মহানবী (সা.)-এর সুপারিশ পেতে চায় তাদেরকে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে।

১. এখলাছ বা নিষ্ঠার সাথে ইবাদত করতে হবে। কাজেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতে শরীক করা যাবে না। ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দিশ্যে করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন : যে ব্যক্তি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে বলবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে ব্যক্তিই আমার সুপারিশ লাভের জন্য বেশী উপযোগী।" (বুখারী, ৬০৮৫)

আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর জন্য অসিলা বেশী করে কামনা করতে হবে এবং বেশী বেশী মহানবী (সা.)-এর জন্য দোয়া করতে হবে। কারণ মহানবী (সা.) বলেন : ... কারণ অসিলা হল জান্নাতের একটা বিশেষ স্তর। আল্লাহ কেবল একজন বান্দাহ তার উপযোগী বিবেচিত হবে। আশা করি আমিই তার উপযোগী হবো। যে আল্লাহর কাছে আমার জন্য অসিলা চাইবে তার জন্য (আমার) সুপারিশ বৈধ হবে।" (মুসলিম, ৫৭৭, তিরমিযি, ৩৫৪৭, নাসায়ী, ৬৭১, আবু দাউদ, ৪৩৯।)

---

[১৭৫] ইবনে হাজর আসকালানী, ফাত্হুলবারী, খ: ১১, পৃ-৪৩১।

মানুষের চিরস্থায়ী বাসস্থান জান্নাত অথবা জাহান্নাম

দুনিয়া আমলের জগত আর আখিরাত প্রতিদানের জগত। বারযাখী জিন্দেগিতে ও কিয়ামতের মাঠে বিচ্ছিন্ন হবে না। যেমন দুইজন ফেরেশতা মৃতকে তার কবরে প্রশ্ন করবে, সমস্ত মখলুককে সিজদার জন্য আহ্বান করা হবে কিয়ামতের দিনে, পাগলদের এবং দুই জন নবী-রসূল প্রেরণের মাঝে যারা মারা গেছে তাদের পরীক্ষা। অতপর বান্দার আমল ও ঈমান অনুপাতে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন। একদল হবে জান্নাতী আর অপর দল হবে জাহান্নামী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ.

"এমনিভাবে আমি অপনার প্রতি আরবি ভাষায় কুরআন নাজিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে, যাকে কোন সন্দেহ নেই। একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[১৭৬]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ . وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ .

"রাজত্ব সেদিন আল্লাহ্রই; তিনিই তাদের বিচার করবেন। অতএব, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তারা নিয়ামতপূর্ণ কাননে থাকবে। আর যারা কুফরি করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে তাদের জন্যে লাঞ্ছনাকর শাস্তি রয়েছে।" (হাজ্ব ৫৬-৫৭।)

কিয়ামতের দিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। সেদিন যারা সৎকাজের অংশীদারী হবে তারা জান্নাতে যাবে। আর যারা অসৎকাজের ভাগীদার তারা জাহান্নামে যাবে।

---

১৭৬. সূরা শূরা:৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়
জান্নাতের নেয়ামত

কিতাবুল জান্নাতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য

কুরআন কারীমে আল্লাহ্ মানুষের হিদায়াতের জন্য বেশ কিছু অতীত জাতির পরিণতির কথা বর্ণনা করেছেন। কোথাও নবীগণের মোজেযার কথা বর্ণনা করেছেন, কোথাও মানুষের সৃষ্টি ও তার মৃত্যুর কথা বর্ণনা করেছেন, কোথাও পৃথিবী ও তার মধ্যস্থিত বিদ্যমান বিষয়সমূহের কথা বর্ণনা করেছেন, কোথাও সাধারণ উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন, কোথাও সৎ আমলের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য জান্নাত ও তার নিআমত সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, আবার কোথাও খারাপ আমলের কু-পরিণতি থেকে ভিতি প্রদর্শনের জন্য, জাহান্নামের আগুন ও তার বিভিন্ন প্রকার আযাবের বর্ণনা করা হয়েছে। স্বীয় মানসিকতা ও অভ্যাস অনুযায়ী, প্রত্যেক মানুষ কুরআনের এ পবিত্র আয়াতসমূহ থেকে দিকনির্দেশনা নিয়ে থাকে। জান্নাতের নিআমতসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পর আর এমন কোনো মুসলমান থাকতে পারে যে, তা হাসিলের জন্য উদগ্রীব হবে না? বাস্তবতা তো এই যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তার জন্য জান্নাতের বিনিময়ে দুনিয়ার বড় বড় পরীক্ষা বড় বড় ত্যাগ স্বীকারও কিছু নয়। বেলাল, খাব্বাব বিন আরাত, আবু যার গিফারী (রা) ইয়াসের, সুমাইয়্যা, হুবাইব বিন যায়েদ, খুবাইব বিন আদী, সালমান ফারেসী, আবু জান্দাল (রা) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম মালেক (রহ) মত অসংখ্য সালফে সালেহীন এর ঘটনা আমাদের ইতিহাসে উজ্জল হয়ে আছে।

জান্নাতের আকাঙ্খা যেখানে মানুষকে বড় বড় পরীক্ষা ও ত্যাগ স্বীকার করাকে তুচ্ছ করে দেয় তা সৎ আমলের উৎসাহ আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। কিছু উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হলো।

সায়িদ বিন মুসায়্যিব সম্পর্কে এক খাদেম বর্ণনা করেছে যে, চল্লিশ বছরের মাঝে এমন কখনো হয় নি যে, নামাযের আযান হয়ে গেছে অথচ তিনি মসজিদে উপস্থিত ছিলেন না।

আবু তালহা তার বাগানে নামায পড়তে ছিলেন হটাৎ করে বাগানের সবুজ বৃক্ষ ও ফুল এবং ফলের প্রতি দৃষ্টি পড়লো, আর নামাযের রাকআতে তার ভুল হয়ে গেল, সাথে সাথে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং বললেন হে আল্লাহ রাসূল! যে জিনিষ আমার নামাযে ভুল করিয়েছে আমি তা আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করে দিব। আপনি তা যেভাবে খুশী সে ভাবে ব্যবহার করুন।

ওয়াকী বিন জাররাহ (রা) বলেন : আ'মাস (র) সত্তুর বছরের মধ্যে কখনো কোনো নামাযে তাকবীরে উলা ছুটে নি।

মাইমুন বিন মেহরান (র) একদা মসজিদে এসে দেখলেন জামাআত শেষ হয়ে গেছে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসল যে, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আর বলতে লাগলেন জামাআতের সাথে নামায আদায় করা আমার নিকট ইরাকের রাষ্ট্রনায়ক হওয়া থেকেও উত্তম।

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা) নামাযে (নফল) দাড়িয়ে এক রাকআতে বাক্বারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়েদাহ শেষ করেছেন।

আবদুল্লাহ বিন ওহাব বর্ণনা করেন যে আমি সুফিয়ান সাওরীকে হারামে মাগরিবের নামাযের পর সেজদা করতে দেখেছি আর ইশার আযান হয়ে গেছে তখনো তিনি সেজদায়ই ছিলেন।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এ ধরনের ঘটনা অগণিত। যা পাঠান্তে সাধারণত মানুষ আশ্চার্যান্বিত হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই যে, যে ব্যক্তি জান্নাতের নিআমত সম্পর্কে অবগত আছে তার জন্য সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং সর্বপ্রকার মওয়াবের কাজ করা অত্যন্ত সহজ।

"কিতাবুল জান্নাত" লিখার পিছনেও মূল উদ্দেশ্য মূলত এই যে, মানুষের মধ্যে যেন জান্নাত লাভের জযবা পয়দা হয় এবং জান্নাত লাভের আশায় কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা ও নেক আমল বেশি বেশি করে করার উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

এ পুস্তক পাঠান্তে এক বা দু'জন মুসলমান ও যদি তার আমলকে পরিবর্তন করতে পারে তাহলে ইনশাআল্লাহ এ পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

প্রিয় পাঠক! "তাফহিমুস সুন্না সিরিজ" লিখতে গিয়ে তালাক ও বিবাহ নামক গ্রন্থদ্বয় লিখার পর ফিতান সম্পর্কে লিখব, যেখানে কিয়ামত, দাজ্জাল, ঈসা (আ)-এর আগমন সম্পর্কে লিখা হবে। এর পর সিঙ্গায় ফুঁ, হাশর-নাশর, শাফা'আত, জান্নাত, জাহান্নাম সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে লিখব। কিন্তু দাওয়াতের ক্ষেত্রে উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে কোনো কোনো

শুভাকাঙ্খির এ আগ্রহ ছিল যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে আগে লিখা। তাই এ দু'টি বিষয় আগে লিখা হলো। এর পর ইনশাআল্লাহ ফিতান সম্পর্কে লিখা হবে।

ওমা তাওফিকী ইল্লাহ বিল্লাহ ওয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব।

এ গ্রন্থে ব্যবহৃত হাদীসের শুদ্ধতা পূর্বের ন্যায় শায়িখ নাসির উদ্দীন আলবানী (র) বিশ্লেষণ অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে। রেফারেন্সের ক্ষেত্রে আমি উক্ত লিখকের দেয়া নাম্বার ব্যবহার করেছি। যেমনঃ (২/১০৫৯) অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ড হাদীস নং ১০৫৯।

এ গ্রন্থের সমস্ত সুন্দর দিকসমূহ আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার ফল। আর ভুলভ্রান্তি সমূহ আমার নিজের ভুল ক্রমে হয়েছে। হাদীস গ্রন্থে হাদীসসমূহের বিন্যাস, অধ্যায় রচনা, ব্যাখ্যা, অনুবাদে যদি কোনো প্রকার ছোট বা বড় ভুল হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য আমি আল্লাহর নিকট তাওবা করছি, আর তাঁর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহের আশা নিয়ে এ প্রার্থনা করছি যে, তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার গুনাহর দীর্ঘসূচীকে স্বীয় রহমত দ্বারা ঢেকে দিবেন।

নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত মুক্ত হস্তের অধিকারী, অনুগ্রহ কারী, বাদশা, দয়াময়, করুণাময়, রহমকারী।

সর্বশেষে আমি ঐ সমস্ত বন্ধুদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ গ্রন্থ প্রস্তুতে, প্রকাশনায় কোনো না কোনোভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছে, আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে দুনিয়ার ফেতনা থেকে রক্ষা করুন, তাদেরকে স্বীয় হেফাযতে রাখেন, আর পরকালে আমাদের সকলকে স্বীয় দয়ায় ক্ষমা করে নিআমতে ভরপুর জান্নাতে প্রবেশ করান। আমীন!

হে আল্লাহ! তুমি তা আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী (আফাল্লাহু আনহু)
২৪ রবিউল আওউয়াল ১৪২০ হিঃ
৮ জুলাই ১৯৯৯ইং।

জান্নাত সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে জান্নাত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে পানি, দুধ, মদের ঝর্ণার কথা বর্ণনা করেছেন, এমনিভাবে বিভিন্ন ফল-মূল, বাগান, ঘন ছায়া, ঠাণ্ডা, পাখীর গোশত, মূল্যবান আসন, হুরেইন, বালাখানার কথা বর্ণনা করেছেন। পার্থিব দিক থেকে এ সমস্ত বিষয়সমূহ, জীবন যাপনের উপাদান বলে মনে করা হয়, তাই কোনো কোনো নাস্তিক ও বে-দ্বীন সাহিত্যিক, কবি, ইত্যাদি জান্নাতকে অত্যন্ত সাধারণ কিছু হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে, যেন জান্নাত এমন এক আবাস স্থল যে, যেখানে প্রবেশ করা মাত্রই পৃথিবীর একমাত্র আল্লাহ্ ভীরু ও সংযমের সাথে জীবন যাপন কারী মুত্তাকী ব্যক্তি তার তাকওয়ার পোশাক খুলে ফেলে দিয়ে আনন্দময় অনুষ্ঠানে নিমগ্ন থাকবে। বিবাহ ও বাদ্য যন্ত্রের প্রতিধ্বনি বুলন্দ হবে। আর হুরদের ভিড়ে জান্নাতবাসীদের অন্তর শান্ত থাকবে। নৃত্যশালা তার আশেকদের ভীড়ে ভরপুর থাকবে। আর সুরাবাহীদের পদধ্বনিতে তা থাকবে আবাদময়।

মূলত জান্নাত কি এ ধরনেরই এক আবাস স্থল? আসুন জান্নাত নির্মাণকারী এবং জান্নাত সম্পর্কে ওয়াকিফহালের কাছ থেকে তা জানা যাক যে, জান্নাত কেমন? আল্লাহ্ কুরআন মাজীদে এরশাদ করেন যে, "জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাদেরকে অভ্যার্থনা জ্ঞাপনকারী ফেরেশতা "আসসালামু আলাইকুম" বলে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। "আপনারা অত্যন্ত ভাল থাকুন" বলে তাদেরকে স্বাগতম জানাবে। যা শ্রবণে জান্নাতীরা "আলহামদু লিল্লাহ" বলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (সূরা যুমার :৭৩-৭৩)

"জান্নাত বাসীগণ প্রতি নিঃশ্বাসে আল্লাহর তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) এবং প্রশংসা (আলহামদু লিল্লাহ) বলবে। যখন একে অপরের সাথে সাক্ষাত করবে তখন আসসালামু আলাইকুম বলবে। পরস্পরের কথাবার্তা শেষে (আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন বলবে)" (সূরা ইউনুস : ২৫)

জান্নাতের হুরেরা নিঃসন্দেহে জান্নাতীদের জন্য তৃপ্তীদায়ক বিষয় হবে কিন্তু তারা লম্পট স্বভাব, বে-পরদা, বে-হায়া হবে না। না অন্য পুরুষের চোখে চোখ রাখবে, বরং যথেষ্ট লজ্জাবোধের অধিকারীনী, চরিত্রবান, পর্দাশীল হবে। যাদেরকে ইতিপূর্বে কোনো পুরুষ দেখেও নাই আর স্পর্শও করে নাই। শুধু স্বীয় স্বামী ভক্ত হবে। (সূরা রহমান: ২২-২৩, ৩৫-৩৭, সূরা বাকারা: ২৫)

কুরআন মাজীদের উল্লেখিত নির্দেশসমূহের আলোকে একথা বুঝতে কষ্টকর নয় যে নিঃসন্দেহে জান্নাত জীবন যাপনের আবাসস্থল, কিন্তু ঐ জীবন যাপনের কল্পনা

তাকওয়া, সৎ আমল, পবিত্রতার মাপকাঠির সাথে সম্পৃক্ত যার দাবী আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নিকট দুনিয়াতে করেছেন। যা তারা তাদের সর্বাত্মক সাধনার পরও যথাপোযুক্ত ভাবে হাসিল করতে পারে নি। আর আল্লাহর এ বান্দারা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে তাদেরকে তাকওয়া, সৎ আমল, পবিত্রতার ঐ মাপকাঠি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবেন, যার দাবী তিনি তাদের নিকট দুনিয়াতে করেছিলেন। জান্নাতের এ অবস্থার কথা স্মরণে রাখুন আর চিন্তা করুন যে, কোনো এমন মুসলমান আছে, যে জান্নাতে প্রবেশ করার পর হুর, বালাখানা, খানা-পিনা ইত্যাদির পূর্বে তার ওপর বেশী অনুগ্রহ পরায়ন, পৃথিবীবাসীর নিকট পথপ্রদর্শক রূপে আগত, গুনাহগারদের জন্য সুপারিশকারী, রাহমাতুললীল আলামীন, ইমামুল আম্বিয়া, মুত্তাকীনদের সরদারের চেহারা মোবারক একবার দেখার জন্য উদগ্রীব থাকবে না? শত কোটি নয়, অসংখ্য পবিত্র আত্মা যার মধ্যে থাকবে নবীগণ, সৎ লোক, শহীদগণ, নেক্কার, উলামা, মুফতীও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারতের অপেক্ষায় থাকবে। কোনো এমন জান্নাতী হবে, যে তার অন্তর ইসলামের বৃক্ষকে সতেজ রাখতে স্বীয় শরীরের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে এমন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী, বদর ও উহুদের শহীদগণ, রাসূলের হাতে বৃক্ষের নীচে বাইয়াত গ্রহণ কারীগণ সহ অন্যান্য সাহাবাগণকে এক নযর দেখার জন্য আগ্রহী হবে না। তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী, তাদের পরে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের স্বার্থে জান, মাল, ইজ্জত, আবরু, ঘর-বাড়ী, কুরবান কারী কত অসংখ্য সোনার মানুষ ছিল, যাদের সাথে সাক্ষাৎ বা যাদের মজলিশে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরেই থাকবে। সর্বোপরি এ সমস্ত নিআমতের চেয়ে বড় নিআমত হবে আল্লাহর সাক্ষাৎ, যার জন্য সমস্ত মু'মিন অপেক্ষমান থাকবে। নিঃসন্দেহে হুর, বালাখানা, খানা-পিনা, জান্নাতের নিআমত সমূহের মধ্যে এক প্রকার নিআমত বটে, কিন্তু তাহবে জান্নাতের জীবনের একটি অংশ মাত্র, এটাই পরিপূর্ণ জান্নাতী জীবন নয়। জান্নাতের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে জান্নাত বাসীদের জন্য হুর, বালাখানা ব্যতীত তাদের মনপুত আরো অনেক ব্যবস্থাপনা থাকবে। যার মাধ্যমে প্রত্যেকে তার ইচ্ছামত নিজেকে ব্যস্ত রাখবে। দ্বীন ও মিল্লাত থেকে বিমুখ, কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ "পণ্ডিতবর্গ" কি করে জানবে যে জান্নাতে আল্লাহ জান্নাতবাসীদের জন্য তাদের নয়নাভিরাম মনের আত্মতৃপ্তীদায়ক হুর ও বালাখানা ব্যতীত আরো কত কি নিআমতের ব্যবস্থা করে রেখেছেন?

জান্নাত সম্পর্কে হাদীসের উদ্ধৃতি

১. জান্নাতে রোগ, বার্ধক্য, মৃত্যু হবে না। (মুসলিম)

২. যদি কোনো জান্নাতী তার অলঙ্কার সহ একবার পৃথিবীর দিকে উঁকি দেয় তাহলে সূর্যের আলোকে এমনভাবে আড়াল করে দিবে যেমন সূর্যের আলো তারকার আলোকে আড়াল করে দেয়। (তিরমিযী)

৩. যদি জান্নাতের হুরেরা পৃথিবীর দিকে একবার উঁকি দেয় তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে যাকিছু আছে তা আলোকিত হয়ে যাবে। আর সমস্ত পৃথিবীকে সুগন্ধিময় করে দিবে। (বুখারী)

৪. জান্নাতের বালাখানাসমূহ সোনা ও চাঁদির ইট দিয়ে নির্মিত। সিমেন্ট, বালি মেশক আম্বারের সুগন্ধি যুক্ত। তার পাথরসমূহ হবে মতি ও ইয়াকুতের, আর তার মাটি হবে জাফরানের। (তিরমিযী)

৫. জান্নাতে শত স্তর আছে আর প্রত্যেক স্তরের মাঝে আকাশ ও যমীন সম দূরত্ব। (তিরমিযী)

৬. জান্নাতের ফলসমূহের একটি গুচ্ছ আকাশ ও জমীনের সমস্ত সৃষ্টিজীব খেলেও শেষ হবে না। (আহমদ)

৭. জান্নাতের একটি বৃক্ষের ছায়া এত লম্বা হবে যে, তার ছায়ায় এক অশ্বারোহী শত বছর পর্যন্ত চলেও তার শেষ প্রান্তে পৌছতে পারবে না। (বুখারী)

৮. জান্নাতে ধনুক সম স্থান সমস্ত পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত নিআমত থেকেও মূল্যবান। (বুখারী)

৯. হাওযে কাওসারে সোনা-চাঁদির পেয়ালা থাকবে যার সংখ্যা আকাশের তারকা সম হবে। (মুসলিম)

জান্নাত, জাহান্নাম এবং যুক্তির পূঁজা

দ্বীনের মূল ভিত্তি ওহীর জ্ঞানের ওপর। তাই ওহীর জ্ঞানের অনুসরণ সর্বদাই মানুষের জন্য মুক্তি ও পরিত্রাণের মাধ্যম। ওহীর জ্ঞানের মোকাবেলায় যুক্তির পূঁজা করা সর্বদাই পথভ্রষ্টতা ও ক্ষতিগ্রস্ততার মাধ্যম। আম্বিয়া কেরামের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যারা ওহীর নির্দেশাবলী মোতাবেক গায়েবের প্রতি ঈমান এনেছে এবং মৃত্যু ও পরকাল অর্থাৎ: হাশর, হিসাব, কিতাব, জান্নাত, জাহান্নাম, ইত্যাদি প্রতি ঈমান এনেছে, সে সফলকাম হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা এ নির্দেশাবলীকে মুক্তির আলোকে যাঁচাই করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কুরআন

মাজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ কাফিরদের যুক্তির কথা পেশ করেছেন যে, তারা বলে মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া অসম্ভব। তাই কাফিররা নবীগণকে শুধু মিথ্যা প্রতিপন্নই করেনি বরং তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেছে। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের কিছু উদ্ধৃতি :

১. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ

অর্থ: "আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মাটি হয়ে গেলে (আমরা কি পুনরুজ্জীবিত হব) সে প্রত্যাবর্তন তো সুদূর পরাহত।" (সূরা কা'ফ: ৩)

২.

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيْدٍ ـ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيْدِ

অর্থ: কাফিররা বলেঃ আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব যে, তোমাদেরকে বলেঃ তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে। সে কি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, অথবা সে কি উম্মাদ? বস্তুত যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তারা আযাবে ও ঘোর ভ্রান্তিতে রয়েছে।" (সূরা সাবাঃ ৭-৮)

৩.

وَقَالُوْا إِن هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ـ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ـ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُوْنَ ـ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ

অর্থ: "এবং তারা বলে এটাতো সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হবো তখনো কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও? বলঃ হ্যাঁ : এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত"। (সূরা সাফ্ফাত: ১৫-১৮)

৪.

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ـ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ

অর্থ: "কাফিররা বলে আমরা ও আমাদের প্রিয় পুরুষরা মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? এ বিষয়ে তো আমাদেরকে এবং পূর্বে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো। এটা তো পূর্ববর্তী উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়"। (সূরা নামল: ৬৭-৬৮)

৫.

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ـ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ

অর্থ: "সে কি তোমাদেরকে এ প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? অসম্ভব, তোমাদেরকে সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব"?। (সূরা মু'মিনূন: ৩৫-৩৬)

আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীকৃত শিক্ষাকে, যুক্তির আলোকে যাঁচাইকারী পণ্ডিত বর্গ সর্বকালেই যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, কিন্তু অতীতকালে যারা ওহীর শিক্ষাকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করতো তারা মুসলমান হতো না। কিন্তু বর্তমান কালে যারা ওহীর শিক্ষাকে যুক্তির আলোকে যাচাই করে ওহীর শিক্ষাকে মিথ্যা পতিপন্ন করে, তারা ঐ সমস্ত লোক যারা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মুসলমান বলে দাবী করে। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে জাহাম বিন সাফওয়ান গ্রীস দর্শনে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে, আল্লাহর সত্তা, তাঁর গুণাবলী এবং ভাগ্য সম্পর্কে ওহীর শিক্ষাকে পরিবর্তন করে আরো অনেক লোককে সে তার সাথে পথভ্রষ্ট করেছে, যা পরবর্তীতে জাহমিয়া সম্প্রদায় নামে আখ্যায়িত হয়েছে, এমনিভাবে মোতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসেল বিন আতাও ওহীর জ্ঞান বাদ দিয়ে যুক্তিকে মানদণ্ড করে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে, যাদেরকে মোতাযিলা ফেরকা বলা হয়।[১]

হিযর, চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি ওহীর শিক্ষার বিরুদ্ধে যুক্তির পূঁজারী সূফীরা বাগদাদে এক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলো যার নামকরণ করা হয়েছিলো, 'ইখওয়ানুসসফা' যাদের নিকট সমস্ত ধর্মীয় পরিভাষাসমূহ নবুওয়াত, রিসালাত,

---

[১] উল্লেখ্য, জাহমিয়া এবং মো'তাযিলা উভয়ে আল্লাহর গুণাবলী যার বর্ণনা কুরআনে স্পষ্ট ভাবে এসেছে, যেমন, আল্লাহর হাত, পা, চেহারা, পায়ের গোছা ইত্যাদিকে অস্বীকার করেছে, এমনিভাবে সমস্ত আয়াত ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করেছে, আর তাকদীরের ব্যাপারে জাহমিয়াদের আকীদা হল মানুষ বাধ্য। আর সমস্ত হাদীস ও আয়াত যেখানে মানুষকে আমল করার কথা বলা হয়েছে, তারা তার বিভিন্নভাবে অপব্যাখ্যা করেছে, মোতাযিলারা তাকদীরের ব্যাপারে মানুষ স্বইচ্ছাধীন বলে বিশ্বাস করে।)

মালাইকা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, ইত্যাদির দু'টি করে অর্থ। একটি জাহেরী অপরটি বাতেনী। জাহেরী অর্থ ঐটি যা ইসলামী শরীয়তে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহী মোতাবেক। আর বাতেনী ঐটি যা সূফীদের নিজস্ব যুক্তি প্রসূত। সূফীদের নিকট জাহেরী অর্থের ওপর আমলকারী মুসলমানরা জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত, আর বাতেনী অর্থের ওপর আমলকারী মুসলমান জ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত। ওহীর শিক্ষাকে পরিবর্তনকারী বাতেনী সংগঠনের এ ফিতনা আজও পৃথিবীর সকল দেশে কোনোনা কোনো সূরাতে আছেই। নিকট অতীতের স্যার সায়্যেদ আহমদ খানের উদাহরণ আমাদের সামনে আছে যে, ১৮৬৮-১৮৭০ ইং পর্যন্ত ইংলিস্থানে থেকে ফিরে এসে প্রাচ্যের সাইন্স, উন্নতি, টেকনোলজী, দেখে এতটা প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছিল যে, আলীগড়ে এম. এ, ও, কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিল, আর এর লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে এ কথা লিখা ছিল যে, দর্শন আমাদের ডান হাত, নেচারাল সাইন্স আমাদের বাম হাত, আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তাজ, যা আমাদের মাথায় থাকবে। কলেজের উদ্বোধন করিয়েছিল লর্ড লিটনের মাধ্যমে। আর কলেজের সংবিধানে একথা লিখা ছিল যে, এ কলেজের প্রিন্সিপাল সর্বদা কোনো ইউরোপীয়ান হবে। প্রাচ্যের সাইন্স ও টেকনোলজীতে প্রতিক্রিয়াশীল সাইয়্যেদ সাহেব যখন কুরআন মাজীদের তাফসীর লিখা শুরু করলেন, তখন তিনি নবীগণের মোজেজাসমূহকে যুক্তির আলোকে যাচাই করতে লাগলেন এবং সমস্ত মোজেজা সমূহকে এক এক করে অস্বীকার করতে লাগলেন। স্ব-শরীরে উপস্থিত না থাকা ফেরেশতাদেরকে অস্বীকার করতে লাগল। জান্নাত, কবরের আযাব, কিয়ামতের আলামত, যেমনঃ দাব্বাতুল আরয (মাটি ফেটে প্রাণীর আগমন) ঈসা (আ) এর আগমন, সূর্য পূর্বদিক থেকে উঠা, ইত্যাদি অস্বীকার করতে লাগলো। জান্নাত, জাহান্নামের অস্ত ীত্ব অস্বীকার করলো। আর ওহীর শিক্ষা থেকে দূরে সরে শুধু সে নিজেই পথভ্রষ্ট হয় নি বরং তার পিছনে যুক্তির পূজারীদের এমন একদল রেখে গেছে, যারা সর্বদাই উম্মতকে নাস্তিকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়ার গুরু দায়িত্ব পালন করছে। আমাদের একথা স্বীকার করতে কোনো দিধা নেই যে, পৃথিবীতে জান্নাত ও জাহান্নামের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সবিস্তারিত বুঝা আসলেই অসম্ভব। যুক্তির আলোকে তা পরিপূর্ণভাবে যাচাই করা যাবে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, কোনো জিনিষ যুক্তিতে না ধরাই কি তা অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ঠ? আসুন বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকেই এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাক।

সর্বশেষ বিজ্ঞানের আবিস্কার অনুযায়ীঃ

১. আমাদের পৃথিবী সর্বদা ঘুরছে, একভাবে নয় বরং দু'ভাবে। প্রথমত নিজের চতুপার্শ্বে দ্বিতীয়ত, সূর্যের চতুর্পার্শ্বে।

২. সূর্য স্থির যা শুধু তার চতুপার্শ্বে ঘুরছে।

৩. পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল।

৪. সূর্যের দেহ্ পৃথিবীর মোকাবেলায় ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার গুণ বেশি।

৫. আমাদের সৌর জগৎ থেকে ৪শ কোটি কি.মি. দূরত্বে আরো একটি সূর্য আছে, যা আমাদের নিকট ছোট একটি আলোকরশ্মি বলে মনে হয়। তার নাম আলফাদেনতুরস (Alfagentaurisa)।

৬. আমাদের সৌর জগৎ এর বাহিরে অন্য একটি তারকার নাম কালব আকরাব (Atntares) তার ব্যাস ২৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল প্রায়।

চিন্তা করুন বাস্তবেই কি আমাদের অনুভূতি হচ্ছে যে, পৃথিবী আমাদের চতুর্পার্শ্বে ঘুরছে? বাহ্যত পৃথিবী পরিপূর্ণভাবে স্থির আছে, আর তার সামান্য কম্পন পৃথিবী বাসীকে তছনছ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। অথচ বলা হচ্ছে যে পৃথিবী দু'ভাবে ঘুরে বলে বিশ্বাস কর?

বাস্তবেই কি সূর্য আমাদের নিটক স্থির বলে মনে হয়? প্রত্যেক মানুষ স্ব চোখে প্রত্যক্ষ করছে যে, সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়ে আস্তে আস্তে চলতে চলতে পশ্চিমে গিয়ে অস্ত যাচ্ছে।

বাস্তবেই কি সূর্য পৃথিবীর তুলনায় ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার গুণ বড় বলে মনে হয়। বরং প্রত্যেক ব্যক্তিই দেখতে পায় যে, সূর্য নয় বা দশ মিটারের একটি আলোকরশ্মি। মানবিক জ্ঞান কি একথা বিশ্বাস করে যে, আমাদের এ সৌর জগৎ এর বাহিরে, কোটি কি. মি. দূরে আরো একটি সূর্য আছে, যা আমাদের এ পৃথিবী ও সূর্যের তুলনায় লক্ষ গুণ বড়? এ সমস্ত কথা শুধু বাস্তব দেখা বিরোধিই নয় বরং বিবেক সম্মতও নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা তা শুধু এ জন্যই বিশ্বাস করি যে, বিজ্ঞানীগণ তাদের গবেষণার মাধ্যমে এসমস্ত তথ্য দিয়ে থাকে। এর পরিষ্কার ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা ছিল এই যে, কোনো জিনিষ বিবেক সম্মত না হওয়ায় তা অস্বীকার করা সম্পূর্ণ ভুল। এমনিভাবে জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব এবং তার বিস্তারিত অবস্থা মানবিক জ্ঞান সম্মত না হওয়ায় তা অস্বীকার করা সম্পূর্ণই ভ্রান্তি, ভুল দর্শন, যা শুধু শয়তানী চক্রান্ত মাত্র। নিউটন ও আইনষ্টাইন এর সূত্র সমূহ যদি বুঝে না আসে তাহলে আমরা তখন শুধু আমাদের স্বল্প জ্ঞান এবং কমবুদ্ধির কথাই স্বীকার করিনা বরং উল্টা তাদের জ্ঞান বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখও হই।

অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে আসা বিষয়সমূহ যুক্তি সম্মত না হলে তখন শুধু তা অস্বীকারই করি না বরং উল্টা ঠাট্টা বিদ্রূপ ও করি। এর অর্থ এছাড়া আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার উপর আমাদের এতটুকু ঈমানও নেই যতটা ঈমান আইনষ্টাইন ও নিউটনের গবেষণার ওপর আছে। বাস্ত বতা হলো এই যে, জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত গুণাবলি পরিপূর্ণ রূপে মানার একমাত্র দলীল হলো এই যে, "গায়েবের প্রতি বিশ্বাস" যাকে আল্লাহ কুরআন মাজীদে মানুষের হিদায়াতের জন্য প্রথম শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর বাণী–

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

অর্থ: "এটা ঐ গ্রন্থ যার মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মুত্তাকীদের জন্য এটা হিদায়াত। যারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে উপজীবিকা প্রদান করেছি তা থেকে তারা দান করে থাকে। (সূরা বাক্বারা: ২-৩)

এর স্পষ্ট অর্থ হলো এই যে, গায়েবের প্রতি যার ঈমান যত মজবুত হবে, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি তার বিশ্বাসও ততো মজবুত হবে। আর গায়েবের প্রতি যার ঈমান যত দূর্বল হবে, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি তার বিশ্বাসও ততো দূর্বল হবে।

অতএব যার বিবেক জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত নয় তার উচিত বিবেকের চিন্তা না করে ঈমানের চিন্তা করা। ঈমানদারগণের আমল অত্যন্ত স্পষ্ট। যাদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন:

رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ آمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا

অর্থ: "হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমার স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, তাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। (সূরা আলে ইমরান: ৩:১৯৩)

জান্নাতের পরিসীমা ও জীবন যাপন

আরবী ভাষায় জান্নাত বলা হয় বাগানকে। এর বহুবচন আসে جَنَّاتٌ এবং جِنَانٌ (বাগানসমূহ) এ জান্নাতের পরিসীমা কতটুকু? তার যথাযথ পরিসীমা সুনির্দিষ্ট করে বলা শুধু কষ্টকরই নয় বরং অসম্ভবও বটে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থ: " কেউই জানে না তার জন্য নয়ন প্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।" (সূরা সাজদা: ১৭)

কুরআন ও হাদীস চর্চা করার পর যাকিছু বুঝা যায় তার সারমর্ম হলো এই যে, জান্নাত আল্লাহ প্রদত্ত এমন এক রাজ্য হবে যা আমাদের এ পৃথিবীর তুলনায় কোনো অতিরঞ্জন ব্যতীতই বলা যেতে পারে যে, আমাদের এ পৃথিবীর তুলনায় বহুগুণ বেশি প্রশস্ত হবে। জান্নাতের বিশাল আয়তনের কোনো ছোট একটি অংশই আমাদের পৃথিবীর সমান হবে। জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে, তখন সে আরয করবে হে আল্লাহ! এখন তো সব জায়গা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আমার জন্য আর কি বাকী আছে? আল্লাহ বলবেন: যদি তোমাকে পৃথিবীর কোনো সর্ববৃহৎ বাদশার রাজত্বের সমান স্থান দেয়া হয় তাতে কি তুমি খুশী হবে? তখন বান্দা বলবে হ্যাঁ হে আল্লাহ! কেন হব না? আল্লাহ তখন বলবেন যাও জান্নাতে তোমার জন্য পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাজ্যের সমান এবং এর চেয়ে অধিক আরো দশগুণ স্থান দেয়া হলো। (মুসলিম)

জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারীকে এতটুকু স্থান দেয়ার পরও জান্নাতে এতস্থান বাকী থেকে যাবে যে, তা পরিপূর্ণ করার জন্য আল্লাহ অন্য এক মাখলুক সৃষ্টি করবেন। (মুসলিম)

জান্নাতের স্তরসমূহের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তার শত স্তর আছে। আর প্রত্যেক স্তরের মাঝে আকাশ ও পৃথিবী সম দূরত্ব রয়েছে। (তিরমিযী)

জান্নাতের ছায়াবান বৃক্ষসমূহের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যে, একটি বৃক্ষের ছায়া এত লম্বা হবে যে, কোনো অশ্বারোহী শত বছর পর্যন্ত তার ছায়ায় চলার পরও সে ছায়া শেষ হবে না। (বুখারী)

সূরা দাহারের ২০নং আয়াতে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন: জান্নাতের যেদিকেই তোমরা তাকাও না কেন নিআমত আর নিআমতই তোমাদের চোখে পড়বে। আর এক বিশাল রাজ্যের আসবাবপত্র তোমাদের চোখে পড়বে। দুনিয়াতে কোনো ব্যক্তি যত ফকীরই হোকনা কেন যখন সে তার সৎ আমল নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন সে সেখানে এমন অবস্থায় থাকবে, যেন সে বৃহৎ কোনো রাজ্যের বাদশাহ। (তাফহীমুল কুরআন খ. ৬, পৃ. ২০০)

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে এ অনুমান করা কষ্টকর নয় যে, জান্নাতের সীমারেখা নির্ধারণ করা তো দূরের কথা এমনকি ঐ সম্পর্কে চিন্তা করাও মানুষের জন্য সম্ভব নয়।

জান্নাতে মানুষ কি ধরণের জীবন যাপন করবে? জান্নাতীদের ব্যক্তিগত গুণাগুণ কি হবে? তাদের পারিবারিক জীবন কেমন হবে? তাদের খানা-পিনা, থাকা কেমন হবে, যদিও এ ব্যাপারেও সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়, এরপরও কুরআন ও হাদীস থেকে যা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত তার আলোকে জান্নাতী জিন্দেগীর কোনো কোনো অংশের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ:

১. **শারিরীকি গুণাগুণ:** জান্নাতীদের চেহারা আলোকময় হবে। চক্ষুদ্বয় লাজুক হবে। মাথার চুল ব্যতীত শরীরের আর কোথাও কোনো চুল থাকবে না। এমন কি দাড়ী-গোফও থাকবে না। বয়স ৩০-৩৩ বছরের মাঝামাঝি হবে। উচ্চতা মোটামুটি ৯ ফিটের মত হবে। জান্নাতবাসী সর্বপ্রকার নাপাকী থেকে পবিত্র থাকবে, এমন কি থুথু এবং নাকের পানিও আসবে না। ঘাম হবে কিন্তু তা মেশক আম্বরের ন্যায় সুঘ্রাণ যুক্ত থাকবে। জান্নাতবাসীগণ সর্বদা আরাম আয়েশ ও হাশি খুশি থাকবে। কারো কখনো চিন্তা, ব্যাথা, বিরক্ত ও ক্লান্ত বোধ থাকবে না। জান্নাতবাসীগণ সর্বদা সুস্থ থাকবে। তারা কখনো অশুস্থ, বৃদ্ধ, মৃত্যু হবে না। জান্নাতী মহিলাদের যে গুণাবলীর কথা কুরআনের বার বার এসেছে তা হলো এই যে, জান্নাতী রমণী অত্যন্ত লজ্জাশীল হবে, দৃষ্টি নিম্নমুখী থাকবে। সৌন্দর্যে তারা মুক্তা ও প্রবালকেও হার মানাবে। নবী ﷺ বলেন: জান্নাতী রমণীগণ যদি ক্ষণিকের জন্যও পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করে তাহলে পূর্ব পশ্চিমের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুকে আলোকময় করে তুলবে এবং পূর্ব পশ্চিমের মাঝে যত খালী জায়গা আছে তা সুগন্ধিময় করে তুলবে। (বুখারী)

২. **পারিবারিক জীবন :** জান্নাতে কোনো ব্যক্তি একাকী থাকবে না। প্রত্যেকেরই দু'জন করে স্ত্রী থাকবে, আর এ দু'স্ত্রী আদম সন্তানদের মধ্য থেকে হবে। (ইবনে কাসীর)

পৃথিবীর এ মহিলাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পূর্বে আল্লাহ তাদেরকে আরেকবার নতুন করে সৃষ্টি করবেন। আর তখন তাদেরকে ঐ সৌন্দর্য প্রদান করবেন যা জান্নাতে বিদ্যমান হুরদেরকে দেয়া হয়েছে। এ নারীদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করার পর তাদেরকে কোনো জ্বিন ও ইনসান স্পর্শও করে নি। তারা তাদের স্বামীদের সম বয়সী ও লাজুক, পর্দাশীল, অত্যন্ত স্বামী ভক্ত হবে। জান্নাতীরা তাদের সুযোগ মত স্বীয় স্ত্রীগণের সথে ঘন শীতল ছায়ায় প্রবাহমান নদীর তীরে সোনা-চান্দী ও মুক্তার নির্মিত আসনসমূহে বসে আনন্দময় গল্পে মেতে উঠবে। খানা-পিনার জন্য মহিলাদের কষ্ট করতে হবে না। বরং তারা যা কিছু চাইবে মুক্তার ন্যায় সুন্দর ও বুদ্ধিমান খাদেম তা তাদের সামনে সাথে সাথে পেশ করবে। একই খান্দানের নিকট আত্মীয়গণ যেমন: পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাতনী, ইত্যাদি যদি জান্নাতে স্তরের দিক থেকে একে অপর থেকে দূরবর্তীতে থাকে তবে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে পরস্পরের নিকটবর্তী করে দিবেন। (সুবহানাল্লাহী বিহামদিহি ওয়া সুবহানাল্লাহিল আযীম)

৩. খানা-পিনা : জান্নাতে প্রবেশ করার পর জান্নাত বাসীগণকে সর্বপ্রথম মাছের কলিজা দিয়ে আপ্যায়ন করানো হবে। এরপর গরুর গোশত দিয়ে আপ্যায়ন করানো হবে। আর পানীয় হিসেবে প্রথমে দেয়া হবে, 'সাল সাবীল' নামক ঝর্ণার পানি। যা আদার স্বাদ মিশ্রিত হবে। সর্বপ্রকার সু স্বাদু ফল যেমন আঙ্গুর, আনার, খেজুর, কলা ইত্যাদির কথা বিশেষভাবে কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, এরপরও আরো থাকবে সর্বপ্রকার সুস্বাদু ও সুগন্ধিময় পানীয় যেমন: দুধ, মধু, কাউসারের পানি, আদা বা কাফুরের স্বাদ মিশ্রিত পানি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলো জান্নাতীদের সম্মানার্থে সোনা, চান্দী ও কাঁচের তৈরী পাত্রসমূহ সরবরাহ করা হবে। খানা-পিনার স্বাদ কখনো নষ্ট হবে না। বরং সর্বক্ষণই তরু-তাজা নতুন নতুন খানা-পিনা থেকে কোনো প্রকার গন্ধ, ঝাল, ঠাণ্ডা বা খারাপ নেশাদার হবে না। জান্নাতী নিজে যদি কোনো গাছের ফল খেতে চায় তাহলে স্বয়ং ঐ ফল তার হাতের নাগালে চলে আসবে। কোনো পাখীর গোশত খেতে চাইলে তখনই প্রস্তুত করে তার সামনে পেশ করা হবে। জান্নাতের এ সমস্ত নিআমত চিরস্থায়ী হবে। তাতে কখনো কোনো কমতি দেখা দিবে না। আর কখনো শেষও হবে না। না তা কোনো বিশেষ মৌসুমের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। আরো বড় বিষয় হলো এই যে, এ নিআমত সমূহ পাওয়ার জন্য জান্নাতীকে কারো কাছ থেকে কোনো অনুমতি নিতে হবে না। যে জান্নাতী যখন চাইবে যে পরিমাণে চাইবে স্বাধীনভাবে সে তা হাসিল করতে পারবে। আর আল্লাহর এ বাণীরও এ অর্থই:

لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَلَا مَمْنُوْعَةٍ

অর্থ: "জান্নাতের নিআমতের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হবে না আর না তা নিষিদ্ধ হবে।" (সূরা ওয়াকিয়া: ৩৩)

৪. বসবাস: জান্নাতে প্রত্যেক দম্পতির জন্য পৃথক ও প্রশস্ত রাজ্য থাকবে যার ঘরসমূহ নির্মিত সোনা-চাঁন্দীর ইট এবং উন্নতমানের সুগন্ধি দিয়ে। ঘরের পাথরসমূহ হবে মুক্তা ও ইয়াকুতের, আর তার মাটি হবে জাফরানের (তিরমিযী)। প্রত্যেক জান্নাতীকে তার স্তর অনুযায়ী দু'টি করে প্রশস্ত বাগান দান করা হবে। উভয় বাগান স্বর্ণ নির্মিত হবে, যার প্রতিটি জিনিস স্বর্ণের হবে। সমস্ত আবসাবপত্র স্বর্ণের হবে, গাছ-পালা স্বর্ণের হবে। আসনসমূহ স্বর্ণের হবে। প্লেটসমূহ স্বর্ণের হবে। এমনকি চিরুনীসমূহও স্বর্ণের হবে। সাধারণ নেক্কারগণকেও দু'টি প্রশস্ত বাগান প্রদান করা হবে। কিন্তু তাদের বাগান হবে চাঁন্দি নির্মিত। অর্থাৎ তার সব কিছু চাঁন্দির হবে। ঐ বাগানসমূহে সুউচ্চ বালাখানা সমূহ থাকবে। সেখানে সবুজ রেশমের কার্পেটে মূল্যবান আসনসমূহ থাকবে। প্রতিটি ঘর এত প্রশস্ত হবে যে, তার এক একটি খামার প্রশস্ত হবে ৬০ মাইল। জান্নাতের নদীসমূহের মধ্যে প্রত্যেক নদীর একটি ছোট শাখা প্রত্যেক ঘরে প্রবাহমান থাকবে। ঘরের বিভিন্ন স্থানে আঙ্গার ধানিকা থাকবে যার মধ্য থেকে চন্দনের যাদুময় সুঘ্রাণ এসে সমস্ত বাড়ীর ফাঁকা জায়গা সমূহকে সুগন্ধিময় করে দিবে। এ ধরনের ঘর, খীমা, নদী, ঘনছায়া, সম্পন্ন পরিবেশে জান্নাতীরা জীবন যাপন করবে।

৫. পোশাক: জান্নাতীদেরকে বর্তমান রেশমের চেয়ে কয়েকগুণ মূল্যবান রেশম দেয়া হবে। যার ব্যবহার থেকে পৃথিবীতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। রেশম ব্যতীত আরো বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান চাক-চিক্যমান পোশাক, যার মধ্যে সুন্দুস, ইস্তেবরাক, ইতলাস (বিভিন্ন প্রকার রেশমের নাম) উল্লেখ হয়েছে। এ সুযোগও থাকবে যে, জান্নাতে মহিলারা ব্যতীত পুরুষরাও সোনা-চাঁন্দির অলঙ্কার ব্যবহার করবে। উল্লেখ্য যে, জান্নাতে ব্যবহৃত স্বর্ণ পৃথিবীর স্বর্ণের চেয়ে বহুগুণ উন্নত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যদি একজন জান্নাতী পুরুষ তার অলঙ্কারসমূহ সহ পৃথিবীতে উকি দেয় তাহলে তার অলঙ্কারের চমক সূর্যের আলোকে এমনভাবে ঢেকে দিবে যেমন সূর্যের আলো তারকার আলোকে ঢেকে দেয়। (তিরমিযী)

সোনা-চাঁন্দি ব্যতীত আরো অন্যান্য প্রকার মুক্তা ও প্রবালের অলঙ্কারও জান্নাতীদেরকে পরানো হবে। জান্নাতী মহিলাদেরকে এত সুন্দর ও হালকা পোশাক পরানো হবে যে, কোনো কোনো সময় সতর আবরিত করে পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও তার পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে। (বুখারী)

মহিলাদের সাধারণ পোশাকও এত মূল্যবান হবে যে মাথার উড়নাও পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার চেয়েও মূল্যবান হবে। (বুখারী) জান্নাতীদের পোশাক কখনো পুরান হবে না। কিন্তু তারা তাদের উচ্ছামত যখন খুশী তখন তা পরিবর্তন করতে পারবে।

هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ

অর্থ: "এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল, প্রত্যেক আল্লাহভীরু ও হেফাযত কারীর জন্য।" (সূরা ক্বাফ: ৩২)

* আল্লাহর সন্তুষ্টি: জান্নাতে উল্লেখিত সমস্ত নিআমতের চেয়ে সবচেয়ে বড় নিআমত হবে, স্বীয় স্রষ্টা, মালিক, রিযিক দাতার সন্তুষ্টি। যার উল্লেখ কুরআন মাজীদের বহু জায়গায় করা হয়েছে,

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ

অর্থ: "যারা আল্লাহভীরু তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট জান্নাত রয়েছে, যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে এবং সেখানে পবিত্র সহধর্মিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান: ১৫)

আরো এরশাদ হয়েছে:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ

অর্থ: "আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে এমন উদ্যানসমূহের ওয়াদা দিয়েছেন যার নিম্নদেশে বইতে থাকবে নহরসমূহ। যে (উদ্যান) গুলোর মধ্যে তারা অনন্তকাল থাকবে, আরো (ওয়াদা দিয়েছেন) ঐ উত্তম বাসস্থান সমূহের যা চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে অবস্থিত হবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নিআমত। আর এটা হচ্ছে অতি বড় সফলতা।" (সূরা তাওবা: ৭২)

সূরা তাওবার আয়াতে আল্লাহ নিজেই স্পষ্ট করেছেন যে, জান্নাতের সমস্ত নিআমত সমূহের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড় নিআমত। উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আল্লাহ জান্নাতীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন: হে জান্নাতীরা! জান্নাতীরা বলবে হে আমাদের রব! আপনার নিকট

আমরা উপস্থিত আছি। আর আপনার অনুসরণের মধ্যে রয়েছে সার্বিক কল্যাণ। আল্লাহ আবার বলবেন: এখন কি তোমরা সন্তুষ্ট হয়েছেন? জান্নাতীরা বলবে হে আমাদের প্রভু! আমরা কেন সন্তুষ্ট হবনা। তুমি আমাদেরকে এমন এমন নিআমত দান করেছো যা তোমার সৃষ্টি জীবের মধ্যে কাউকে দাওনি। আল্লাহ বলবেন আমি কি তোমাদেরকে ঐ নিআমত দিব না, যা এ সমস্ত নিআমত থেকে উত্তম? জান্নাতীরা বলবে হে আমাদের প্রভু সেটা কোন্ নিআমত যা এ সমস্ত নিআমত থেকেও উত্তম? আল্লাহ বলবে: আমি তোমাদেরকে আমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে সম্মানিত করবো। আজ থেকে আর কখনো আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না। (বুখারী, মুসলিম)

তাদের কতইনা সৌভাগ্য যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করবে এবং তাঁর রাগ থেকে মুক্তি পাবে। আর ঐ সমস্ত লোকদের কতইনা দূর্ভাগ্য যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে মাহরুম হবে আর তাঁর গজবের হকদার হবে।

(আল্লাহ সমস্ত মসুলমানদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে স্বীয় সন্তুষ্টির মাধ্যমে সম্মানিত করুন এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে মুক্তি দিন আমীন)।

আল্লাহর সাক্ষাৎ: অন্যান্য মাসলা মাসায়েলের ন্যায় আল্লাহর সাক্ষাৎ এ বিষয়েও মুসলমানরা অতিরিক্ত ও কমতির দিক থেকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। একদল তো মোরাকাবা ও মোশাহাদার মাধ্যমে দুনিয়াতেই আল্লাহর সাক্ষাতের দাবী করেছে। আবার কোনো কোনো দল কুরআনের আয়াত:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

অর্থ: "তাঁকে কোনো দৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারে না আর তিনি সকল দৃষ্টি পরিবেষ্টন কারী। (সূরা আনআম: ১০৩)

অনেকে এ আয়াতের আলোকে পরকালে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে। কিতাব ও সুন্নাত থেকে প্রমাণিত আকীদা এই যে, যে কোনো মানুষের জন্য, চাই সে নবীই হোক না কেন, এ পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষাৎ সম্ভব নয়। কুরআন মাজীদে মূসা (আ)-এর ঘটনা অত্যন্ত পরিষ্কার করে বর্ণনা করা হয়েছে, যখন তিনি ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে সীনা নামক দ্বীপে পৌছলেন তখন আল্লাহ তাকে তূর পাহাড়ে ডাকলেন। আর সেখানে চল্লিশ দিন অবস্থান করার পর, তাকে তাওরাত দান করলেন। তখন মূসা (আ) আল্লাহর দিদারের আগ্রহ করলো, তাই তিনি আরয করলেন:

رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ

অর্থ: "হে আমার প্রভু! আমাকে অনুমতি দাও যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই।"

আল্লাহ উত্তরে বললেন: হে মূসা! তুমি আমাকে কখনো দেখতে পাবে না। তবে তুমি সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাও যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকতে পারে, তা হলে তখন তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। অতপর তার প্রতিপালক যখন পাহড়ের ওপর আলোক সম্পাৎ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দিল। আর মূসা (আ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল, যখন তার চেতনা ফিরে আসল, তখন সে বলল আপনি মহিমাময়, আপনি পবিত্র সত্তা, আমি তওবা করছি। আমিই সর্বপ্রথম (গায়েবের প্রতি) ঈমান আনলাম। (বিস্তারিত দেখুন সূরা আরাফ: ১৪৩)

এ ঘটনা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার সম্ভবই না। মেরাজের ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে আয়েশা (রা) এর বর্ণনাও এ আকীদার কথাই প্রমাণ করে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বলে মুহাম্মদ ﷺ স্বীয় রবের সাথে সাক্ষাৎ করেছে সে মিথ্যুক। (বুখারী ও মুসলিম)

এ দুনিয়ায় যখন নবীগণ আল্লাহকে দেখতে পারে নি, তাহলে উম্মতের কোনো ব্যক্তির এ দাবী করা যে, সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করেছে তা মিথ্যা ব্যতীত আর কি হতে পারে? পরকালে আল্লাহর সাক্ষাৎ কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহর বাণী:

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ

অর্থ: "নেককারদের জন্য উত্তম প্রতিদান ব্যতীতও আরো প্রতিদান থাকবে।" (সূরা ইউনুস: ২৬)

এ আয়াতের তাফসীরে সুহাইব রূমী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত পাঠ করেছেন এবং বলেছেন: যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে তখন এক আহ্বানকারী আহ্বান করবে হে জান্নাতীরা! আল্লাহ তোমাদের সাথে এক ওয়াদা করেছিলেন, তিনি আজ তা পূর্ণ করতে চান। তারা বলবে সে কোনো ওয়াদা? আল্লাহ তাঁর স্বীয় দয়ায় আমাদের আমলসমূহ মিযানে ভারী করে দেন নি? আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান নি? তখন পর্দা উঠে যাবে এবং জান্নাতবাসী আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে। সুহাইব বলেন: আল্লাহর কসম! আল্লাহকে দেখার চেয়ে জান্নাতবাসীদের জন্য আনন্দদায়ক এবং চোখের শান্তি দায়ক আর কিছুই থাকবে না। (মুসলিম)

অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করেন:

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ. إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

অর্থ: "সেদিন কোন কোন মুখ মণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" (সূরা কিয়ামাহ: ২২-২৩)

এ আয়াতে জান্নাতীগণ আল্লাহর দিকে তাকানোর কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, জাবীর বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম তিনি ১৪ তারিখের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন: জান্নাতে তোমরা তোমাদের রবকে এমনভাবে দেখবে যেমনভাবে এ চাঁদকে দেখছ। সেদিন আল্লাহকে দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না। (বুখারী)

অতএব ঐ লোকেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা দাবী করে যে, তারা এ পৃথিবীতে আল্লাহকে দেখেছে এবং তারাও ধোঁকায় পড়েছে যারা মনে করে যে, কিয়ামতের দিনও আল্লাহকে দেখা যাবে না। সঠিক আকীদা হলো এই যে, দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার অসম্ভব, তবে অবশ্যই পরকালে জান্নাতীরা আল্লাহকে দেখতে পাবে। যা হবে অত্যন্ত বড় নিআমত যার মাধ্যমে বাকী সমস্ত নিআমত পূর্ণতা লাভ করবে।

জান্নাতে প্রবেশকারী মানুষ: উল্লেখিত শিরোনামে এ গ্রন্থে একটি অধ্যায় সামিল করা হলো। যেখানে কতিপয় গুণে গুনান্বিত ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশের সু সংবাদ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে দু'টি জিনিস স্পষ্ট করা প্রয়োজন মনে করছি। প্রথমত: এ অধ্যায়ে আলোচিত গুণাবলীর উদ্দেশ্যও মোটেও এ নয় যে, এগুলো ব্যতীত আর এমন কোনো গুণাবলী নেই যে, যা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এ অধ্যায়ে আমরা শুধু ঐ সমস্ত হাদীসমূহ বাছাই করেছি যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে।" এবং "তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে করে কোনো সন্দেহ বা অপব্যাখ্যার অবকাশ না থাকে।

দ্বিতীয়ত: যে সমস্ত গুণাবলীর কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতে প্রবেশ করার সুসংবাদ দিয়েছেন তা থেকে এ অর্থ বুঝা মোটেও ঠিক হবে না যে, যে ব্যক্তি উল্লেখিত গুণাবলীর কোনো একটিতে গুণান্বিত হবে সে সরাসরি জান্নাতে চলে যাবে। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ একটি অপরটির সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত যে একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করা সম্ভব নয়। যে কোনো ব্যক্তির ইসলামের রুকনসমূহের যতই আমল থাকুকনা কেন, সে যদি পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, তাহলে তাকে এ কবীরা গুনাহর শাস্তি ভোগ করার জন্য জাহান্নামে যেতে হবে। তবে যদি সে তাওবা করে, আর আল্লাহ তাঁর বিশেষ রহমতে তাকে ক্ষমা করে দেন, তা হবে আলাদা বিষয়। অতএব এ অধ্যায়ের উল্লিখিত হাদীস সমূহের সঠিক অর্থ হবে এই যে, যে ব্যক্তি তাওহীদের

ওপর বিশ্বাসী হয়ে, ইসলামের রুকনসমূহ পালন করার জন্য পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা করে, মানুষের হক আদায় করার ব্যাপারে কোনো প্রকার অলসতা দেখায় না, কবীরা গুনাহ্ থেকে বাঁচার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে, এমন ব্যক্তির মধ্যে যদি উল্লেখিত গুণাবলীর মধ্য থেকে কোনো একটি বা তার অধিক গুণ থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তার স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে নাজানা পাপসমূহ ক্ষমা করে প্রথমেই তাকে জান্নাতে দিবেন এবং তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, যাদের মধ্যে উল্লেখিত গুণাবলীর মধ্য থেকে কোনো একটি থাকবে, যদিও সে কোনো কবীরা গুনাহ্‌র কারণে জাহান্নামে যায়ও শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাকে তার ঐ গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে জাহান্নাম থেকে বের করে অবশ্যই জান্নাতে দিবেন। যেমন এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেছেন, কোনো এক সময় ঐ ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে যে একনিষ্ঠভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলেছে, আর তার অন্তরে শুধু সরিষা পরিমাণ ভাল আছে। (মুসলিম)

(এ ব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন)।

প্রাথমিকভাবে জান্নাত থেকে বঞ্চিত মানুষ

এ গ্রন্থে "জান্নাত থেকে প্রাথমিকভাবে বঞ্চিত থাকা মানুষ" নামক অধ্যায়টি শামিল করা হলো, এখানে ঐ সমস্ত কবীরা গুনাহ্‌র কথা আলোচনা করা হবে, যার কারণে মুসলমান স্বীয় পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রথমে জাহান্নামে যাবে। এরপর জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ অধ্যায়েও সমস্ত কবীরা গুনাহ্‌র কথা আলোচনা করা হয় নি, যা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে, বরং শুধু ঐ সমস্ত হাদীসসমূহ বাছাই করা হয়েছে যেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্পষ্টভাবে "ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না" বা "আল্লাহ্ তার ওপর জান্নাত হারাম করেছেন।" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। যাতে করে কোনো কথা বলার বা অপব্যাখ্যার অবকাশ না থাকে।

একথা স্মরণ থাকা দরকার যে, সগীরা গুনাহ্ কোনো সৎকাজের মাধ্যমে (তাওবা ব্যতীতই) আল্লাহ্ স্বীয় দয়ায় ক্ষমা করে দেন। কিন্তু কবীরা গুনাহ্ তাওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হয় না। আর কবীরা গুনাহ্‌র শাস্তি হলো জাহান্নাম। প্রত্যেক কবীরা গুনাহ্‌র শাস্তিও গুনাহ্ হিসেবে পৃথক পৃথক। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো কোনো ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন টাখনু পর্যন্ত স্পর্শ করবে। আবার কোনো কোনো ব্যক্তির কোমর পর্যন্ত স্পর্শ করবে এবং কোনো কোনো ব্যক্তির গর্দান পর্যন্ত স্পর্শ করবে। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কোনো কোনো লোকের সমস্ত শরীরেই আগুন স্পর্শ করবে, তবে সেজদার স্থানটুকু আগুনের স্পর্শ থেকে মুক্ত থাকবে। (ইবনে মাজাহ)

কবীরা গুনাহ্ শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহ্ সমস্ত কালিমা পড়া মুসলমানকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

ঈমানদারগণের একথা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে, জাহান্নামে কিছুক্ষণ থাকাতো দূরের কথা বরং তার মাঝে এক পলক থাকাই মানুষকে দুনিয়ার সমস্ত নিআমত, আরাম আয়েশের কথা ভুলিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের অনুভূতিগতভাবে এ চেষ্টা চালাতে হবে যে, জাহান্নাম থেকে সে বেঁচে থাকে এবং প্রথমবারে জান্নাতে প্রবেশ কারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ জন্য দু'টি বিষয় গুরুত্বের সাথে দেখা দরকার।

প্রথমত: কবীরা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা, আর যদি কখনো অনিচ্ছা সত্ত্বে কবীরা গুনাহ্ হয়ে যায়, তাহলে দ্রুত আল্লাহর নিকট তাওবা করে ভবিষ্যতে তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য দৃঢ় মনোভাব রাখা।

দ্বিতীয়ত: এমন আমল অধিকহারে করা যার ফলে আল্লাহ্ স্বয়ং কবীরা গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন। যেমন নবী ﷺ-এর বাণী : "যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার বলার পর, একবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়াহুল হামদু, ওয়ালহুয়া আলা কুল্লি সায়্যিন কাদীর, বলে আল্লাহ তার সমস্ত সগীরা গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা তুল্য হয়।" (মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করার পূর্বে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়া ইউহয়ী ওয়াইউমি, ওয়াহুয়া হাইয়ুত্যুন লাইয়ামুতু, বিয়াদিহিল খাইর, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন কাদীর। অর্থ: আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁর জন্যই সমস্ত বাদশাহী, তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা, তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন, তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যুবরণ করবেন না, তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ, তিনি সর্ব বিষয়ের ওপর শক্তিমান। এ দুআ পাঠ করবে তার আমলনামায় আল্লাহ্ দশ লক্ষ নেকী লিখে দিবেন এবং দশ লক্ষ গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন এবং দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। (তিরমিযী)

দরূদের ফযীলত সম্পর্কে নবী ﷺ এরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তার

দশটি গুনাহ্ ক্ষমা করেন। তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তা্ই বেশি বেশি করে সিজদা করো। (অর্থাৎ বেশি বেশি করে নফল নামায আদায় কর) (ইবনে মাজাহ্)

কবীরা গুনাহ থেকে পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকা এবং নিয়মিত তাওবা করা এবং সগীরা গুনাহ্সমূহকে ক্ষমাকারী আমলসমূহ ধারাবাহিক ভাবে বেশি বেশি করে করার পরও আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের আশা রাখা যে, তিনি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন এবং প্রথম সুযোগেই আমাকে জান্নাতে প্রবেশকারীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী এবং অত্যন্ত দয়াময়।

একটি বাতিল আক্বীদার অপনোদন

কোনো কোনো লোক এ বিশ্বাস রাখে যে, বুযুরগানে দ্বীন এবং ওলীগণ যেহেতু আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ এবং আল্লাহর প্রিয়, তাই তাদের মাধ্যম বা ওসীলা করা বা তাদের হাতে হাত রাখলে আমরাও তাদের সাথে সরাসরি জান্নাতে চলে যাব। তাদের এ আক্বীদার পক্ষে তারা বড় বড় অফিসারদের উদাহরণও পেশ করে থাকে, যেমন কেউ কোনো মন্ত্রী মা গভর্ণরের নিকট যেতে হলে তাকে ঐ মন্ত্রী বা গভর্ণরের কোনো ঘনিষ্ঠ লোকের সুপারিশ লাগবে। এভাবে আল্লাহর নিকট তার ক্ষমা পেতে হলেও কোনো না কোনো ওসীলা বা মাধ্যম লাগবেই। কোনো কোনো বুযুর্গ নিজেরা এ দাবী করে থাকে যে, আমাদের সাথে মিশে সে সরাসরি জান্নাতে চলে যাবে। আর এজন্য ঐ ধরনের দুনিয়াবী উদাহরণসমূহ পেশ করা হয়ে থাকে। যেমন ইনজিনের পিছনের গাড়ির সাথে সংযোজিত ডাব্বাও ঐ স্থানেই পৌঁছবে যেখানে ইনজিন পৌঁছে ইত্যাদি। কোনো নবী বা কোনো ওলীর বা কোনো সৎ লোকের সাথে সুসম্পর্ক থাকাই কি জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট? আসুন এ প্রশ্নের উত্তর কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে খুঁজে দেখি।

কুরআন মাজীদে একথার প্রতি বারবার ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ একাকী আল্লাহর নিকট হিসাব দেয়ার জন্য উপস্থিত হবে। কারো সাথে কোনো ধন-সম্পদ থাকবে না, না থাকবে কোনো সন্তান-সন্ততি, না কোনো নবী বা ওলী বা হযরত। আল্লাহর বাণী:

وَنَرِثُهُ مَا يَقُوْلُ وَيَأْتِيْنَا فَرْداً

অর্থ: "সে এ বিষয়ে কথা বলে, তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা।" (সূরা মারইয়াম: ৮০)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন:

وَكُلُّهُمْ آتِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً

অর্থ: "এবং কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়।" (সূরা মারইয়াম: ৯৫)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন:

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ

অর্থ: "আর তোমরা আমার নিকট এককভাবে এসেছো, যেভাবে প্রথম আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছো, আর আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সে সুপারিশ কারীদেরকে দেখছি না। যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবী করতে যে, তাদেরকে তোমাদের কাজ-কর্মে (আমার সাথে) শরিক করতে। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আর তোমরা যা কিছু ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট থেকে উধাও হয়ে গেছে। (সূরা আনআম: ৯৪)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ অত্যন্ত স্পষ্ট করে তিনটি জিনিস বর্ণনা করেছেন:

১. কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ হিসাব দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকট একাকী উপস্থিত হবে।

২. কিয়ামতের দিন বুযুর্গ, ওলী, পীর, ফকীরের ওপর ভরসা কারীদেরকে হেয়ো করা হবে এ বলে যে, দেখ আজ তারা কোথাও তোমাদের দৃষ্টি গোচরও হচ্ছে না।

৩. স্বীয় বুযুর্গ, ওলী, পীরের ভক্তরা তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে কিন্তু তাদের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের বুযুর্গ, ওলী, পীরের সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে না।

এ আক্বীদাকে স্পষ্ট করার জন্য কুরআনে আল্লাহ্ কিছু উদাহরণ পেশ করেছেন:

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوْحٍ وَامْرَأَةَ لُوْطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَقِيْلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ

অর্থ: "আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য নূহ (আ) ও লূত (আ)-এর স্ত্রীদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে নূহ (আ) ও লূত (আ) তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারলো না এবং তাদেরকে বলা হলো জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ করো।" (সূরা তাহরীম: ১০)

এ আয়াতে আল্লাহ্ এ আক্বীদা স্পষ্ট করেছেন যে, কিয়ামতের দিন কোনো নবীর সাথে সম্পর্ক থাকা বা তার সাথে চলা-ফিরা করাই জান্নাতে জাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। নবী ﷺ স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রা) কে সম্বোধন করে উপদেশ দিয়েছেন যে,

يَا فَاطِمَةُ، أَنْقِذِيْ نَفْسِكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّيْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا

অর্থ: "হে ফাতেমা! তুমি তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। কেননা আল্লাহ্র নিকট আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আযর সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতা আযরকে এমন অবস্থায় দেখতে পাবে যে তার মুখ কাল, আবর্জনাময় হয়ে আছে, ইবরাহীম (আ) বলবে: আমি কি তোমাকে দুনিয়াতে বলি নাই যে, আমার নাফরমানী করবে না? তাঁর পিতা বলবে: ঠিক আছে আজ আর আমি তোমার নাফরমানী করবো না। ইবরাহীম আল্লাহ্র নিকট দরখাস্ত করবে যে, হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলে যে, কিয়ামতের দিন আমাকে অপমানিত করবে না। কিন্তু এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে যে আমার পিতা আজ তোমার রহমত থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ্ বলবেন: আমি কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম করেছি। অতপর আল্লাহ্ ইবরাহীম (আ) কে সম্বোধন করে বলবেন: ইবরাহীম! দেখ তোমার উভয় পায়ের নিচে কি? ইবরাহীম (আ) তাকিয়ে দেখবেন ময়লা আবর্জনা মিশ্রিত একটি প্রাণী ফেরেশতাগণ তাকে পদাঘাত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছে। (বুখারী)

ময়লা আবর্জনায় মিশ্রিত প্রাণী মূলত তা হবে ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আযর। একটি প্রাণীর আকৃতিতে তাকে জাহান্নামে এজন্য নিক্ষেপ করা হবে যাতে তাঁর পিতাকে মানুষের আকৃতিতে দেখে মায়ায় না পড়ে যান। কিন্তু আল্লাহর বিধান স্ব স্থানে স্থির থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সঠিক আক্বীদা তাওহীদ এবং সৎ আমলের ওপর না থাকবে ততক্ষণ কোনো নবী, ওলী, বা আল্লাহর নেক বান্দার সাথে সু সম্পর্ক থাকা, বা প্রিয় হওয়া, কাউকে না জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে, আর না জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে।

এ সম্পর্কে এখানে দু'টি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার মনে করছি:

প্রথমত: কিয়ামতের দিন নবী, সৎলোক, এবং শহীদগণ সুপারিশ করবে তা সম্পূর্ণ সত্য এবং কিতাব ও সুন্নাতের মাধ্যমে প্রমাণিত। কিন্তু সে সুপারিশ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর অনুমতি ক্রমে হবে। কোনো নবী, ওলী বা কোনো শহীদ তার স্ব ইচ্ছায় আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার সাহস দেখাতে পারবে না। আর এ সুপারিশও হবে একমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্য যার ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য আল্লাহ অনুমতি দিবেন।

আল্লাহর বাণী:

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

অর্থা: "(আল্লাহর) অনুমতি ব্যতীত কে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে।" (সূরা বাক্বারা: ২৫৫)

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর ওলী কে? কিয়ামতের দিন কাকে সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে, আর কাকে তা দেয়া হবে না, তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। কোনো ব্যক্তি এ দাবী করতে পারবে না যে, ওমুক ব্যক্তি আল্লাহর ওলী তাই সে অবশ্যই সুপারিশের অনুমতি পাবে। না কোনো ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে এ দাবী করতে পারবে যে, আমাকে আল্লাহ অবশ্যই সুপারিশের অনুমতি দিবেন। আমি ওমুক ওমুকের জন্য সুপারিশ করবো। কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে লোকেরা আল্লাহর ওলী বলা বাস্তবেই সে আল্লাহর ওলী বা প্রিয় হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। অসম্ভব নয় যে, যে মৃত ব্যক্তিকে লোকেরা ওলী মনে করে, তার ওসীলা ধরতে তার কবরে নযর-নিয়াজ পেশ করতেছে, সে ব্যক্তি নিজেই কোনো গুনাহর কারণে আল্লাহর আযাব ভোগ করতেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে কোনো এক ব্যক্তিকে শহীদ বলা হলো, তখন তিনি বললেন: কখনো না। গনীমতের মাল থেকে একটি চাদর চুরি করার কারণে আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি। (তিরমিযী)

সারকথা হলো এই যে, ওলী ও বুযর্গদের ওসীলা ধরে বা তাদের সাথে সুসম্পর্ক থাকার কারণে জান্নাতে চলে যাওয়ার আক্বীদা সম্পূর্ণই একটি ভ্রান্তি এবং শয়তানের চক্রান্ত। যে ব্যক্তি আসলেই জান্নাত কামনা করে তার উচিত খালেসভাবে তাওহীদ ও সঠিক আক্বীদা অনুযায়ী আমল করা।

আল্লাহর বাণী:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْلِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ أَحَدًا

অর্থাঃ "সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" (সূরা কাহাফঃ ১১০)

আর জান্নাতে যাওয়ার সঠিক রাস্তা এটাই।

মু'মিনরা হুশিয়ার

আল্লাহ আদম (আ) কে সৃষ্টি করার পর ফেরেশতাগণকে হুকুম দিয়েছেন যে, আদমকে সেজদা করো। ইবলীস ব্যতীত সবাই তাকে সেজদা করেছিল। আল্লাহ ইবলীসকে জিজ্ঞেস করলেন: আমার নির্দেশ সত্ত্বেও কে তোমাকে সেজদা দিতে বাধা দিল। ইবলীস বললোঃ আমি আদমের চাইতে উত্তম, তাকে তুমি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আর আমাকে আগুন দিয়ে। আল্লাহ্ বললেন : তোমার অধিকার নেই যে, তুমি এখানে অহংকার করো, তুমি এখান থেকে বের হও। নিশ্চয় তুমি লাঞ্ছিত ও অপমানিত। ইবলিস আবার বললোঃ আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দিন। আল্লাহ্ বললেনঃ তোমাকে সুযোগ দেয়া হলো। তখন ইবলীস এ ঘোষণা দিল যে, হে আল্লাহ! যেভাবে তুমি আমাকে (সেজদার নির্দেশ দিয়ে) পথভ্রষ্ট করেছো, এমনিভাবে আমিও মানুষকে সঠিক রাস্তা থেকে পথ ভ্রষ্ট করার জন্য তাদের পিছনে লেগে থাকবো। সামনে পিছনে ডানে বামে সকল দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে রাখবো, আর তাদের অধিকাংশকেই তুমি অকৃতজ্ঞ পাবে। আল্লাহ্ বললেনঃ তুমি এখান থেকে লাঞ্ছিত ও পদদলিত হয়ে বের হয়ে যাও, আর জেনে রাখ যে, মানুষের মধ্য থেকে যারা তোমার কথা মানবে তুমি সহ তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। অতপর আল্লাহ্ আদম (আ) কে লক্ষ্য করে বললেনঃ তুমি এবং তোমার স্ত্রী এ জান্নাতে বসবাস করো। সেখান থেকে যা খুশি তা খাও, কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না। অন্যথায় তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। হিংসা ও প্রতিরোধ প্রত্যাসী ইবলীস আদম (আ)-এর নিকট এসে বললোঃ তোমার রব তো তোমাকে ঐ বৃক্ষ থেকে বারণ করেছে এজন্য যে, তুমি যেন ঐ বৃক্ষের নিকট গিয়ে ফেরেশতা না বনে যাও বা চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতের অধিবাসী না হয়ে যাও। এবং সাথে সাথে ইবলীস কসম খেয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করাল যে, আমি

তোমার কল্যাণকামী এবং তোমার বন্ধু। এভাবে ইবলীস আদম ও তাঁর স্ত্রীকে ধোকায় ফেলার ব্যাপারে সফল হয়ে গেল, যার ফলে আদম (আ) ও হাওয়া (আ) বড় নিআমত জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। তখন আল্লাহ্ আদম ও হাওয়াকে পৃথিবীতে থাকার নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে কিছু নির্দেশ ও বিধি-বিধান দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, হে আদম সন্তান। আর যেন এমন না হয় যে, শয়তান আবার তোমাদেরকে এভাবে ফেতনায় ফেলে, যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে ফেতনায় ফেলে জান্নাত থেকে বের করেছিল এবং তাদের পোশাক তাদের শরীর থেকে খুলে দিয়েছিল। যেন তাদের লজ্জাস্থান একে অপরের সামনে খুলে যায়। (বিস্তারিত দেখুন সূরা আরাফ)।

আল্লাহ্ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে, আদম সন্তানদেরকে বার বার সতর্ক করেছেন যে, হে আদম সন্তান! শয়তান তোমাদের স্পষ্ট শত্রু। তার চক্রান্তে পড় না। তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

কিছু আয়াতের উদ্ধৃতি:

১. হে লোকেরা! শয়তানের অনুসরণ করো না, সে তোমাদের স্পষ্ট দুশমন। (সূরা বাক্বারাঃ ২০৮)

২. শয়তান মানুষকে ওয়াদা দেয়, তাদেরকে আশার আলো দেখায়, কিন্তু স্মরণ রাখ শয়তানের সমস্ত ওয়াদা চক্রান্ত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

৩. (লোকেরা)! সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সে শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। (সূরা লুকমানঃ ৩৩)

আল্লাহর স্পষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও মানুষ কতইনা সহজভাবে শয়তানের চক্রান্তে পড়ে নিজেকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করেছে। এর অনুমান প্রত্যেক মানুষ তার বাস্তব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে নিয়ে চিন্তা করলে নিজেই তা বুঝতে পারবে।

দুনিয়ার এ সংক্ষিপ্ত জীবনের তুলনায় পরকালের দীর্ঘজীবনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে বুঝিয়েছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার হাতের আঙ্গুলকে কোনো সমুদ্রের মধ্যে রেখে আবার তুলে নেয় তাহলে তার আঙ্গুলের সাথে যে সামান্য পানি লেগেছে এটা দুনিয়ার জীবনের ন্যায়, আর বিশাল সমুদ্র পরকালের জীবনের ন্যায়। (মুসলিম)

যদি এ উদাহরণকে আমরা গাণিতিকভাবে বুঝতে চাই, তাহলে এভাবে তা বুঝা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণনা অনুযায়ী, উম্মতে মুহাম্মদীর বয়স ষাট ও সত্তর বছরের মাঝামাঝি। এ বাণী অনুযায়ী দুনিয়াতে মানুষের জীবন বেশি

থেকে বেশি হলে সত্তর বছর ধরা যায়। দুনিয়ার গণনার সর্বশেষ সংখ্যার দশগুণকে, পরকালের জীবনের সাথে অনুমান করে উভয়ের তুলনা করলে, দুনিয়ার সত্তর বছর জীবন যাপনকারী ব্যক্তি, দুনিয়ার প্রতি মিনিটের বিনিময়ে, পরকালে এক কোটি তের লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শত বছর জীবন যাপন করবে। চাই সে জান্নাতের অফুরন্ত নিআমতের মধ্যে থাকুক আর জাহান্নামের কঠিন শাস্তি তে থাকুক।

উল্লেখ্যঃ দুনিয়া ও আখেরাতের এ পরিসংখ্যানও একান্তই আনুমানিক বাস্তবিক নয়। চিন্তা করুন আমরা কি আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা এক মিনিটের জীবনকে সুন্দর ও কারুকার্যময় করার জন্য ব্যয় করবো, না এক কোটি তের লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শত বছরের জীবনকে সুন্দর ও কারুকার্যময় করার জন্য ব্যয় করবো কিন্তু ইবলীস শুধু এক সেকেন্ডের জীবনকে আমাদের জন্য এত চিত্তাকর্ষক করে দিয়েছে যে, এর ফলে আমরা কোটি বছর দীর্ঘ চিরস্থায়ী নিআমতসমূহ থেকে আমরা গাফেল হয়ে আছি, আর এক সেকেন্ডের সংক্ষিপ্ত জীবনের রং তামাশায় পিনপতন হীন নিমগ্ন হয়ে আছি, এ শয়তানের ধোঁকায় ও চক্রান্তে পরকালে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছি। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে নিমগ্ন থাকা, আর পরকালের দীর্ঘজীবনের কথা ভুলে যাওয়ার চিত্র কদমে কদমে আমাদের সামনে ফুটে উঠে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ "ফজর নামাযের দু'রাকআত (সুন্নাত) দুনিয়া ও এর মাঝে যাকিছু আছে তা থেকে উত্তম।" (তিরমিযী)

চিন্তা করুন "দুনিয়া ও এর মাঝে যাকিছু আছে" এতে আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং বাকী সমস্ত রাষ্ট্রের সম্পদ অন্তর্ভুক্ত আছে। পৃথিবীর অনুদঘাটিত সম্পদও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ দু'রাকআত সুন্নাত আদায়ের জন্য কতজন মুসলমান ফজরের আযানের সাথে সাথে উঠে? অথচ দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যে কত মুসলমান ফজরের আযানের আগে উঠে যায়। কত ব্যবসায়ী এমন আছে যে, তার ব্যবসার জন্য সারা রাত জাগ্রত থাকে, কত কৃষক এমন আছে যে, সে তার যমীনে কাজ করার জন্য সারা রাত কষ্ট করে। কত ছাত্র এমন আছে যে, সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় সারা রাত পড়াশুনার মাঝে কাটায়। কিন্তু ফজরের নামাযের দু'রাকআত (সুন্নাত) পড়ার ভাগ্য কজনের হয়? দুনিয়ার লোভ ও আশা-আকাঙ্খা আমাদেরকে পরকালের চিরস্থায়ী নিআমতে ভরপুর জান্নাত থেকে বঞ্চিত করতেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ "দানের মাধ্যমে সম্পদ কমে না।" (মুসলিম)

অর্থাৎঃ প্রকাশ্যভাবে সম্পদ কমা সত্ত্বেও আল্লাহ তাতে এত বরকত দেন যে, সামান্য দান হওয়া সত্ত্বেও এর মাধ্যমে আল্লাহু বহু মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে

দেন। কিন্তু শয়তান বাহ্যিক পরিমাণ গুণে আমাদেরকে দেখায় যে, হাজার টাকা থেকে যদি একশত টাকা দান করা হয় তাহলে নয়শত টাকা থাকবে এতে সম্পদ বাড়বে কি করে বরং কমবে। তোমার ঘরের প্রয়োজনীয়তা, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া, চিকিৎসা, অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয়তার এত বিশাল চার্ট তুমি কিভাবে পূরণ করবে। মানুষ তখন তার ঘনিষ্ট কল্যাণকামীর সামনে চলে আসে, অথচ এ ইবলীস আদম সন্তানকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করার পাথেয় যোগাচ্ছে।

আল্লাহর বাণী "আমি সুদের মাধ্যমে সম্পদ কমিয়ে দেই।" (সূরা বাক্বারা: ২৭৬)

নবী ﷺ বলেন: যেকোনভাবে অর্জিত হারাম সম্পদে লালিত শরীর সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। (ত্বাবারানী)।

ঐ আগুন যার এক মুহূর্ত দুনিয়ার সমস্ত নিআমত ও আরাম আয়েশকে ভুলিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। আগুনের পোশাক, আগুনের উড়না, আগুনের বিছানা, আগুনের ছাদ, আগুনের ছাতা, পান করার জন্য গরম পানি, খাওয়ার জন্য বিষাক্ত কাঁটাদার খাদ্য, আগুনে সৃষ্ট সাপ ও বিচ্ছু কিন্তু সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, আরামদায়ক জীবন, সন্তানদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষা, একে অপরের তুলনায় বড় হওয়া, পার্থিব মর্যাদা ও সম্মান লাভ করা, মিথ্যা আমিত্ব, মিথ্যা সম্মান, মিথ্যা শান্তি প্রতিষ্ঠার ধারণাকে অভিশপ্ত ইবলীস এতো চিত্তাকর্ষক করেছে যার ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সতর্কবাণী পরাজিত, আর ইবলীসের চক্রান্ত বিজয়ী হয়েছে।

(লা-হাওলা ওয়ালাকুয়্যাতা ইল্লাহ বিল্লাহ।)

আল্লাহর বাণী:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

অর্থ: "অবশ্যই আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে আত্মা তৃপ্তি লাভ করে।" (সূরা রা'দ : ২৮)

আল্লাহর এ স্পষ্ট বাণী সত্ত্বেও অভিশপ্ত ইবলীশ মানুষকে বিভিন্ন প্রকার শান্তি লাভের চক্রান্তে ফেলে রেখেছে, কাউকে স্বীয় পীর সাহেবের কবরে মান্নত মানার মধ্যে শান্তি মনে হয়, আবার কারো স্বীয় পীরের কদম বুসীতে তৃপ্তি হাসিল হয়। কারো মদ পানে শান্তি লাগে, কারো অন্য মহিলার কণ্ঠ শোনা, গান-বাজনা শোনার মধ্যে তৃপ্তি মনে হয়। কারো সোনা-চান্দ ও সম্পদের পাহাড় গড়ার মধ্যে শান্তি মনে হয়, কারো সরকারী উচ্চ পদ লাভে শান্তি মনে হয়, কারো সাংসদ ও মন্ত্রী হওয়ায় বা উপদেষ্টা হওয়ায় শান্তি মনে হয়। চিন্তা করুন আদম সন্তানের কত মানুষ এমন হবে যে, আল্লাহর স্মরণে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে আগ্রহী, আর

কত লোক এমন যে অভিশপ্ত ইবলীসের চক্রান্তে পড়ে আছে, আর এই হলো ঐ বাস্তব অবস্থা যা থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে আগেই সতর্ক করেছেন।

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِيْنَ

অর্থ: "শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং তাদেরকে সৎ পথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ।" (সূরা আনকাবুত: ৩৮)

দুনিয়া হাসিলের জন্য সমস্ত মানষ এ নীতির ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ পরিশ্রমী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘরে বসে থেকে কেউ আরাম দায়ক জীবন যাপন করতে পারবে না। কৃষক ফসল লাভের জন্য রাত-দিন মাঠে কাজ করে, ব্যবসায়ী লাভবান হওয়ার জন্য রাত-দিন দোকানে বসে থাকে। চাকুরীজীবী বেতন লাভের জন্য মাসভর ডিউটি করতে থাকে, শ্রমিক পয়সা লাভের জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করতে থাকে, ছাত্র পরীক্ষায় পাস করার জন্য বছর ব্যাপী লিখা-পড়া করতে থাকে। মানব জীবনে এ ধরনের পরিশ্রম করা এতো স্বাভাবিক ব্যাপার যে, এ ব্যাপারে কেউ কাউকে সবক দেয়ারও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা ও চক্রান্ত পরিলক্ষিত হয় যে, মুসলমানদের বহু সংখ্যক লোক এমন আছে যারা মনে করে আমাদের জান্নাত ও জাহান্নামে যাওয়া আল্লাহ্ আগেই লিখে রেখেছেন, তাহলে আমল করার আর কি প্রযোজন। আবার কোনো লোক এ চক্রান্তে পড়ে আছে যে, যখন আল্লাহ্ চাইবেন তখন নামায পড়ব। বা আপনি আমাদের জন্য দুআ করুন যেন আল্লাহ্ আমাদেরকে নামায পড়ার তাওফীক দেন। আবার কোনো কোনো লোক এ ধোকায় পড়ে আছে যে, আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়ালু তিনি সবকিছু ক্ষমা করে দিবেন। দুনিয়ার ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টা আর দ্বীনের ব্যাপারে ভাগ্য ও আল্লাহর দয়ার দোহাই দিয়ে আমল ত্যাগ করা অভিশপ্ত শয়তানের ঐ ধোঁকা ও চক্রান্ত যে ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে স্পষ্ট এরশাদ হয়েছে,

لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيْلًا

অর্থাৎ: "যদি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দাও তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার বংশধরদের সমূলে নষ্ট করে ফেলবো"। (সূরা বনী ইসরাঈল: ৬২)

নবী ﷺ এরশাদ করেন, যাকে মুসলমানদের দায়িত্বশীল করা হলো অথচ সে তা যথোপোযুক্তভাবে আদায় করলো না সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ বাণীর ফলে সালফে সালেহীনগণ সবসময় সরকারী দায় দায়িত্ব থেকে দূরে থাকতেন। আর যদি কাউকে এ দায়িত্ব পালন করতে হতো তাহলে সে আল্লাহ ভীতি, দ্বীনদারী ও আমানতদারীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন।

ওমর ফারুক (রা)-এর যুগে হিমস শহরের গভর্নর ইয়াজ বিন গনম (রা) মৃত্যু বরণ করেন, তখন ওমর ফারুক (রা) সাঈদ বিন আমের (রা) কে হিমস শহরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তাতে সাঈদ অপারগতা প্রকাশ করলেন, তখন ওমর জোর করেই তাকে দায়িত্ব দিলেন। গভর্নর থাকাকালে অল্পতুষ্টি ও দুনিয়া বিমুখতায় সাঈদের অবস্থা ছিল এই যে, মাসিক বেতন পাওয়ার পর স্বীয় পরিবারের খরচের পয়সা রেখে বাকী ফকীর ও মিসকীনদের মাঝে বন্টন করে দিতেন। স্ত্রী জিজ্ঞেস করত যে আপনি বাকী পয়সা কোথায় খরচ করেন? উত্তরে তিনি বলতেন আমি তা ঋণ দিয়ে দেই। একদা ওমর ফারুক (রা) হিমসে আসলেন এবং দায়িত্বশীলদেরকে বললেন যে, এখানকার গরীব লোকদের লিষ্ট তৈরী কর, যাতে তাদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা যায়। তাঁর নির্দেশক্রমে লিষ্ট তৈরী করা হলো, আর লিষ্টের প্রথমেই সাঈদ বিন আমের (রা)-এর নাম ছিল, ওমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন কে এ সাঈদ? লোকেরা বলল: আমাদের গভর্ণর। তার সংসারের খরচ মিটিয়ে যা থাকে সে তা গরীব দুঃখীদের মাঝে বণ্টন করে দেয়। একথা শুনে ওমর (রা) আশ্চর্য হলেন এবং এক হাজার দীনারের একটি ব্যাগ সাঈদ (রা) এর নিকট এ নির্দেশ নামা দিয়ে পাঠালেন যে, এ টাকা নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করো। দূত ব্যাগটি নিয়ে তাঁকে দিল, আর অনিচ্ছাসত্ত্বেই তিনি বলে ফেললেন: ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। স্ত্রী শুনে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে, আমীরুল মু'মিনীন ইন্তেকাল করেছেন নাকি? তিনি বললেন: না এর চেয়েও বড় ঘটনা ঘটেছে।

স্ত্রী জিজ্ঞেস করল: কি কিয়ামতের কোনো আলামত দেখা দিয়েছে? তিনি বললেন: না এর চেয়েও বড় ঘটনা ঘটেছে, স্ত্রী খুব গভীরভাবে জিজ্ঞেস করল: বলুন তো মূল ঘটনাটি কি?

সাঈদ (রা) বললেন: দুনিয়া ফেতনা সহ আমার ঘরে প্রবেশ করেছে: স্ত্রী বলল: চিন্তিত হবেন না বরং তার কোনো সমাধান দেখুন।

গভর্ণর ব্যাগটি একদিকে রেখে নামাযে দাড়িয়ে গেলেন সারা রাত আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করলেন, সকাল বেলা দেখতে পেল ইসলামী সেনাদল ঘরের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছে, তখন তিনি ব্যাগটি হাতে নিয়ে সমস্ত টাকা সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।

হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা)-কে মাদায়েনের গভর্ণর করে পাঠানো হলো, মাদায়েন বাসীকে একত্র করে আমীরুল মু'মিনীন ওমর (রা)-এর দেয়া ফরমান পড়ে শোনালেন। হে দেশবাসী! হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা)-কে তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হলো। তার নির্দেশ শোন এবং তার অনুসরণ করো। আর সে যা কিছু তোমাদের নিকট চায় তোমরা তা তাকে দাও। ফরমান পাঠ শেষ হলে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো আপনার কি কি প্রয়োজন তা আমাদেরকে বলুন আমরা আপনার জন্য তা ব্যবস্থা করছি। হুযাইফা বলল: আমি যতদিন এখানে থাকবো ততদিন দু'বেলা খাবার আর আমার গাধার জন্য তার আহার। এর চেয়ে বেশি কিছু আমি তোমাদের নিকট চাই না।

সরকারী উচ্চপদ থেকে পশ্চাদপসরণের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইমাম আবু হানিফা (রা) কায়েম করেছেন, ইসলামের ইতিহাস কিয়ামত পর্যন্ত তা স্মরণ করবে। আব্বাসীয় খলিফা আবু জা'ফর মানসূর তাকে ডেকে প্রধান বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিতে চাইলেন। তখন তিনি বললেন: বিচারক এমন দুঃসাহসী হওয়া দরকার যে, বাদশা ও তার সন্তান এবং সিপাহসালারের বিরুদ্ধেও বিচার করতে পারবে। আর আমার মধ্যে এ হিম্মত নেই। একথা শুনে বাদশা তাকে জেলে পাঠিয়ে দিল। সেখানে তাকে বেত্রাঘাতও করা হয়েছিল কিন্তু তবুও তিনি এ পদ গ্রহণ করেন নি। এমন কি জেলেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এ ছিল ঐ বিশাল ব্যক্তিত্ব যারা জান্নাত ও জাহান্নামের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো, যার ফলে ইবলীসের কোনো চক্রান্ত তাদের পা স্পর্শ করতে পারে নি। বর্তমান সমাজের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখুন যে, ইবলীস আদম সন্তানের জন্য সরকারী উচ্চপদ ও দায়িত্ব লাভের জন্য এত হন্য করে তুলেছে যে, এ ময়দানে অজ্ঞ মুর্খরা তো আছেই, বহু জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গও ইবলীসের এ চক্রান্তে পড়ে আছে। ইসলাম, গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, এবং জনসেবা করা সরকারী উচ্চপদ ব্যতীত কি সম্ভব নয়? চিন্তা করুন ঐ উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের আলোকে যে, ইবলীস আদম সন্তানকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করার জন্য কি কি ব্যবস্থা করে রেখেছে। এ পদ ও দায়িত্ব লাভের জন্য মিথ্যা নির্বাচন, ধোঁকাবাজি, চক্রান্ত, মিথ্যা অঙ্গিকার, ঝগড়া-বিবাদ, গালী-গালাজ, মিথ্যা অপবাদ, অভিসম্পাত, মানুষকে অনুগত বাধ্য রাখা, সাধারণ সমর্থনের বেঁচা-কেনা, ভ্রান্তি, এমনকি হত্যা ও লুটপাটের মত কবীরা গুনাহ পর্যন্ত ইবলীস মানুষের জন্য অত্যন্ত সহজ ও আরামদায়ক করে তুলেছে, আর এ মানুষ

ইবলীসদের চক্রান্তে পড়ে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার দূর্ভাগ্যকে অন্ধভাবে মেনে নিচ্ছে।

কুরআন মাজীদে আল্লাহর এরশাদ:

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَن تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থ: "যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি।" (সূরা নূর: ১৯)

ইবলীস বে-হায়া ও অশ্লীল কাজ-কর্মকে আদম সন্তানের জন্য এত মনপুত করে তুলেছে যে, আল্লাহর এ স্পষ্ট সতর্কতার পরও ইবলীসের চক্রান্তে লিপ্ত আদম সন্তান বিভিন্নভাবে বে-হায়া ও অশ্লীলতা বিস্তারে নিমগ্ন আছে।

বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম সুন্দর সুন্দর নামে অত্যন্ত সু-বিন্নস্ত ভাবে, সরকারী বে-সরকারী অফিস আদালত, সিনেমা, টিভি, রেডিও, দৈনিক, বিভিন্ন দৈনিকের বিশেষ কোড়পত্র, সাপ্তাহিক, দৈনিক, মাসিক, অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের সাথে রাত দিন ভরে ইবলীসের অনুসরণে মহাব্যস্ত আছে, অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কিছু কিছু সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে বাধা দেয়ার পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত সাপ্তাহিক, দৈনিক এবং মাসিকও প্রতিষ্ঠান চালানোর মিথ্যা অজুহাতে, মনভোলা ভাব নিয়ে বিনা বাক্য ব্যয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইবলীসের বে-হায়াপনাকে বিস্তারের খেদমত আনজাম দিচ্ছে। আর তারা আল্লাহর আযাবের সতর্ক বাণীকে পিছনে ফেলে এবং শয়তানের মনোলোভা সুন্দর দলীল, আশা, আকাঙ্খায় নিমগ্ন আছে, যা তাদেরকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত কারী এবং জাহান্নামের হকদার কারী।

অতএব হে মরদে মু'মিন হুশিয়ার! এ দুনিয়া সরাসরি ধোঁকা ও চক্রান্তের স্থান। আল্লাহর বাণী:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

অর্থ: "আর পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্পদ ব্যতীত আর কিছুই নয়।" (সূরা আলে ইমরান: ১৮৫)

এখানের আসল রূপ সেটা নয় যা বাহ্যত দেখা যাচ্ছে। দুনিয়ার জীবন যাপন এ রঙমহলের পর্দার অন্তরাল অত্যন্ত তিক্ততা ও দুর্দশা এবং পরীক্ষা রয়েছে। দুনিয়ার নায্য নিআমত ও মান-সম্মান নামক পর্দার পিছন অত্যন্ত লাঞ্ছনাময় এবং

লজ্জাস্কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ বাণী "দুনিয়ার মিষ্টতা পরকালের তিক্ততা, আর দুনিয়ার তিক্ততা পরকালের মিষ্টতা।" (ত্বাবারানী ও আহ্মদ)

যাকাতহীন সোনা-চাঁদীর স্তুপ সোনা-চাঁদী নয় বরং জলন্ত আগুন, সুদ, ঘুষ, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, অন্যান্য হারাম মাধ্যম সমূহের অর্জিত সম্পদ সম্পদ নয় বরং আগুনের সাপ ও বিচ্ছু, মিথ্যা, চাল-চক্রান্তের মাধ্যমে অর্জিত পদমর্যাদা, সম্মান, গৌরব হবে আগুনের জিঞ্জির। বে-হায়াপনার মাধ্যমে বিস্তার কৃত ব্যবসা ব্যবসা নয় বরং কঠিন আযাব।

হে বনী আদম হুশিয়ার! এ দুনিয়া একটি ক্ষণস্থায়ী ঠিকানা মাত্র, যেখানে তোমাকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য, তোমার মূল আবাস জান্নাত। যে দিকে তোমাকে খুব দ্রুত যেতে হবে। তোমার চীরস্থায়ী শত্রু অভিশপ্ত ইবলীস, চায় যেভাবে তোমার পিতা-মাতা আদম ও হাওয়াকে ধোঁকা ও চক্রান্তের মাধ্যমে জান্নাত থেকে বের করেছে, এমনিভাবে তোমাকেও দুনিয়ার চাল চক্রান্তে ফেলে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করতে। মানুষের প্রতি তার উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ:

رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ

অর্থ: "হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে বিপদগামী করলেন, তজ্জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কর্মকে অবশ্যই শোভনীয় করে তুলবো এবং আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করেই ছাড়বো।" (সূরা হিজর: ৩৯)

অতএব হে মরদে মু'মিন হুশিয়ার! খবরদার! অভিশপ্ত শয়তানের সমস্ত ওয়াদা মিথ্যা এবং বাতিল, তার ধোঁকায় কখনো পড়বে না। যেই তার ধোঁকায় পড়বে তাকে সে তার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাবে:

أَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ

অর্থ: "স্মরণ রেখ এটা স্পষ্ট ক্ষতি।" (সূরা যুমার : ১৫)

জান্নাতের অস্তিত্বের প্রমাণ

মাসআলা-১: রামাযান মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হলো:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন রামাযানের আগমন ঘটে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। আর জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করা হয়। (মুসলিম ২/১০৭৯)

মাসআলা-২: কবরে জান্নাতী ব্যক্তিকে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখানো হয়:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ، فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ»

অর্থ: "ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন তোমাদের কোনো লোক মৃত্যুবরণ করে তখন সকাল, সন্ধ্যা তার ঠিকানা তার সামনে পেশ করা হয়, যদি জান্নাতী হয় তাহলে জান্নাতে (তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়) আর যদি জাহান্নামী হয় (তাহলে জাহান্নামে তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়)"। (বুখারী ৪/৩২৪০)

মাসআলা-৩: নবী ﷺ জান্নাতে ওমর (রা)-এর ঠিকানা দেখে এসেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِذْ قَالَ: " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ. فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوْا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا. فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُوْلَ اللهِ "

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা নবী ﷺ এর নিকট ছিলাম তখন তিনি বললেনঃ আমি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম হঠাৎ করে আমি আমাকে জান্নাতে দেখতে পেলাম? আমি একটি অট্টালিকার পাশে এক মহিলাকে ওযু করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম যে, এ অট্টালিকাটি কার? তারা বলল : এটা ওমর বিন খাত্তাব (রা)-এর আমি তখন তার আত্মমর্যাদা রোধের কথা চিন্তা করলাম। তাই আমি ফিরে গেলাম। তখন ওমর (রা) কাঁদলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আপনার ওপর আত্মমর্যাদা বোধ দেখাব?" বুখারী ৪/৩২৪২)

জান্নাতের নামসমূহ

মাসআলা-৪: জান্নাতের একটি নাম দারুসসালামঃ (নিরাপত্তার ঘর)

وَاللهُ يَدْعُوَا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِىْ مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থ: "আর আল্লাহ শান্তি ও নিরাপত্তালয়ের প্রতি (জান্নাতের প্রতি) আহ্বান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা ইউনুস: ৩৫)

মাসআলা-৫: জান্নাতের অপর নাম দারুল মুত্তাকীন
(পরহেযগার লোকদের গৃহ):

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْا خَيْرًا لِّلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ـ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآؤُوْنَ كَذٰلِكَ يَجْزِى اللهُ الْمُتَّقِيْنَ

অর্থ: "পরহেযগারদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল করেছেন, তারা বলে মহা কল্যাণ। যারা এ জগতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে এবং পরকালের গৃহ আরো উত্তম। পরহেযগারদের গৃহ কি চমৎকার? সর্বদা বসবাসের উদ্যান, তারা যাতে প্রবেশ করবে তার পাদদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয়। তাদের জন্য তাতে তাই রয়েছে যা তারা চায়। এমনিভাবে প্রতিদান দিবেন আল্লাহ পরহেযগারদের কে"। (সূরা আন নাহল: ৩০.৩১)

মাসআলা-৬: জান্নাতের অপর নাম দারুল কারার (স্থায়ী বসবাসের গৃহ):

يٰقَوْمِ إِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

অর্থ: "হে আমার কাওম, পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ"। (সূরা আল মু'মিন: ৩৯)

মাসআলা-৭: জান্নাতের অপর নাম মাকামুন আমীন (নিরাপদ স্থান):

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ أَمِيْنٍ. فِيْ جَنَّاتٍ وَعُيُوْنٍ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে। উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে"। (সূরা দুখান: ৫১-৫২)

মাসআলা-৮: জান্নাতকে দারুল আখেরা (পরকালের ঘর ও) বলা হয়:

وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

অর্থ: "পরহেযগারদের জন্য পরকালের ঘরই উত্তম, তারা কি এখনো বুঝে না।" (সূরা ইউসুফ: ১০৯)

মাসআলা-৯: জান্নাতকে জান্নাতুন নায়ীম (নিআমত ভরপুর জান্নাত) ও বলা হয়:

وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ. أُوْلٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ. فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ

অর্থ: "অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যশীল, অবদানের উদ্যানসমূহে।" (সূরা ওয়াকিয়াহ: ১০,১২)

মাসআলা-১০: জান্নাতকে জান্নাতে আদনও বলা হয় :

أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُوْنَ ثِيَاباً خُضْراً مِّنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً

অর্থ: এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণের চুড়ি দিয়ে এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু সিল্কের সবুজ পোশাক। তারা সেখানে (থাকবে) আসনে হেলান দিয়ে। কী উত্তম প্রতিদান এবং কী সুন্দর বিশ্রামস্থল ! (সূরা কাহাফ ১৮:৩১)

আলকুরআনের আলোকে জান্নাত

মাসআলা-১১: ঈমান আনার পর সৎ আমলকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে:

মাসআলা-১২: জান্নাতের ফলসমূহের নাম ও আকৃতির দিক থেকে দুনিয়ার ফলের অনুরূপ হবে:

মাসআলা-১৩: জান্নাতী মহিলাগণ বাহ্যিক ত্রুটি যেমন (হায়েয, নেফাস) এবং অভ্যান্তরীন ত্রুটি যেমন: (রাগ, গিবত, হিংসা) ইত্যাদি থেকে পবিত্র থাকবে:

মাসআলা-১৪: জান্নাতের জীবন হবে চিরস্থায়ী:

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيْهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

অর্থ: আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। যখনই তাদেরকে জান্নাত থেকে কোনো ফল খেতে দেয়া হবে, তারা বলবে, 'এটা তো পূর্বে আমাদেরকে খেতে দেয়া হয়েছিল'। আর তাদেরকে তা দেয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করে এবং তাদের জন্য তাতে থাকবে পূতঃপবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে হবে স্থায়ী। (সূরা বাক্বারা ২:২৫)

মাসআলা-১৫: জান্নাতীগণ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রকার অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

মাসআলা-১৬ : জান্নাতীরা জান্নাতে আল্লাহর দীদার লাভ করবেঃ

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থ: যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম (জান্নাত) এবং আরও বেশি। আর ধূলোমলিনতা ও লাঞ্ছনা তাদের চেহারাগুলোকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতবাসী। তারা তাতে স্থায়ী হবে।

(সূরা ইউনুস ১০:২৬)

মাসআলা-১৭ : ঈমানদারদের মধ্য থেকে যাদের অন্তরে পরস্পরের ব্যাপারে কোনো প্রকার হিংসা বা অপছন্দনীয়তা থাকবে জান্নাতে যাওয়ার পর আল্লাহ তা মিটিয়ে দেবেনঃ

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থ: আর তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা ছিলো, আমি তা বের করে নিয়েছি। তাদের নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। আর তারা বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এর জন্য আমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন। আর আমরা হিদায়াত পাওয়ার ছিলাম না, যদি না আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দিতেন। অবশ্যই আমার রবের রাসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছেন' এবং তাদেরকে ডাকা হবে যে, 'ঐ হলো জান্নাত, তোমরা যা আমল করেছো, তার বিনিময়ে তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী করা হয়েছে'।

(সূরা আরাফ ৭:৪৩)

মাসআলা-১৮ : জান্নাতে জান্নাতীরা কখনো ক্ষুধা এবং পিপাসা অনুভব করবে নাঃ

মাসআলা-১৯ : জান্নাতে না বেশি ঠাণ্ডা হবে না বেশি গরম বরং নাতিশীতোষ্ণ থাকবেঃ

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ

অর্থ: "তোমাকে এই দেয়া হলো যে, তুমি এতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং বস্ত্রহীন হবে না। আর তোমার পিপাসাও হবে না এবং রোদ্রের কষ্টও পাবে না। (সূরা ত্বহা: ১১৮, ১১৯)

মাসআলা-২০ : একই বংশের নেককার লোকেরা যেমন: বাপ-দাদা, স্ত্রী-সন্তান, ইত্যাদি জান্নাতে একই স্থানে থাকবে:

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ۔ سَلٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

অর্থ: স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাতে তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষগণ, তাদের স্ত্রীগণ ও তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সৎ ছিল তারা প্রবেশ করবে। আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে। (আর বলবে) 'শান্তি তোমাদের উপর, কারণ তোমরা সবর করেছো, আর আখিরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম'। (সূরা রা'আদ ১৩:২৩-২৪)

মাসআলা-২১ : জান্নাতীদের জান্নাতে কোনো প্রকার কষ্ট বা পরিশ্রম করতে হবে না:

لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ

অর্থ: "তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না।" (সূরা হিজর: ৪৮)

মাসআলা-২২ : জান্নাতে জান্নাতীদের সাথে যথেষ্ট সম্মানজনক ব্যবহার করা হবে:

মাসআলা-২৩ : জান্নাতের খাদেমরা জান্নাতী লোকদের জন্য সাদা রংয়ের সুমিষ্টি মদের পান পাত্র পেশ করবে:

মাসআলা-২৪ : জান্নাতী মদ নেশা মুক্ত হবে।

মাসআলা-২৫ : পাখার নীচে লুকায়িত সুরক্ষিত ডিমের চেয়ে নরম ও সুন্দর চোখ বিশিষ্ট হুরেইন জান্নাতীদেরকে পুরস্কার স্বরূপ দেয়া হবে:

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ـ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ ـ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ـ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ـ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ـ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ـ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ـ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ـ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ

অর্থ: তাদের জন্য থাকবে নির্ধারিত রিযিক, ফলমূল; আর তারা হবে সম্মানিত, নি'আমত-ভরা জান্নাতে, মুখোমুখি পালঙ্কে। তাদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপাত্র, সাদা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে থাকবে না ক্ষতিকর কিছু[২] এবং তারা এগুলো দ্বারা মাতালও হবে না। তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না, ডাগরচোখা। তারা যেন আচ্ছাদিত ডিম। (সূরা সাফ্‌ফাত ৩৭:৪১-৪৯)

মাসআলা-২৬ : জান্নাতীদের জন্য জান্নাতে আদনে এমন বাগানসমূহ থাকবে যার দরজাসমূহ তাদের জন্য সর্বদা খোলা থাকবেঃ

মাসআলা-২৭ : জান্নাতীরা সেকেন্ডের মধ্যে যথেষ্ট ফল-মূল, পানীয় পান করবে তা সাথে সাথেই হজম হয়ে যাবেঃ

মাসআলা-২৮ঃ জান্নাতী হুরগণ খুব সুন্দর লাজুক ও সুন্দর চোখ বিশিষ্ট তারা তাদের স্বামীদের সম বয়স্কা হবেঃ

মাসআলা-২৯ : জান্নাতের নিআমতসমূহ কখনো কমবেও না এবং শেষও হবে না।

وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ـ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ـ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ـ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ـ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ـ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ

অর্থ: আর মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই রয়েছে উত্তম নিবাস– চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজাসমূহ থাকবে তাদের জন্য উন্মুক্ত। সেখানে তারা হেলান দিয়ে আসীন থাকবে, সেখানে তারা বহু ফলমূল ও পানীয় চাইবে। আর তাদের নিকটে থাকবে আনতনয়না সমবয়সীরা। হিসাব দিবস সম্পর্কে তোমাদেরকে এ ওয়াদাই

---

[২] غول অর্থ নেশা, মাতলমি, মাথাব্যথা ও পেটের পীড়া।

দেয়া হয়েছিল। নিশ্চয় এটি আমার দেয়া রিযিক, যা নিঃশেষ হবার নয়। (সূরা সোয়াদ ৩৮:৪৯-৫৪)

মাসআলা-৩০ : জান্নাতীরা জান্নাতে তাদের সতী স্ত্রীদেরকে নিয়ে আনন্দময় জীবন যাপন করবেঃ

মাসআলা-৩১ : জান্নাতে দম্পতীদের সামনে সোনার পাত্রে বিভিন্ন প্রকার খানা পরিবেশন করা হবে এবং সোনার পান পাত্রে বিভিন্ন প্রকার পানীয় পেশ করা হবেঃ

মাসআলা-৩২ : জান্নাতে চক্ষু ও অন্তর জুড়ানোর মত সর্বপ্রকার ব্যবস্থাপনা থাকবেঃ

মাসআলা-৩৩ : জান্নাতী লোকদের সম্মানের ও উৎসাহের জন্য বলা হবে যে, তোমাদের আমলের প্রতিদান স্বরূপ তোমাদেরকে এ নিআমত ভরপুর জান্নাত দান করা হলোঃ

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ـ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ـ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُوْنَ

অর্থ: তোমরা সস্ত্রীক সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো। স্বর্ণখচিত থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে, সেখানে মন যা চায় আর যাতে চোখ তৃপ্ত হয় তা-ই থাকবে এবং সেখানে তোমরা হবে স্থায়ী। আর এটিই জান্নাত, নিজেদের আমলের ফলস্বরূপ তোমাদেরকে এর অধিকারী করা হয়েছে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক ফলমূল, যা থেকে তোমরা খাবে। (সূরা যুখরুফ ৪৩:৭০-৭৩)

মাসআলা-৩৪ : জান্নাতে কোনো প্রকার দুঃখ বেদনা, মুসিবত ও চিন্তা থাকবে না।

মাসআলা-৩৫ : জান্নাতীদের পোশাক চিকন ও পুরু রেশমের তৈরী হবে।

মাসআলা-৩৬ : সুন্দর ও আকর্ষণীয় চোখ সম্পন্ন নারীর সাথে তাদের মিলন হবেঃ

মাসআলা-৩৭ : জান্নাতে মৃত্যু আসবে না বরং চিরস্থায়ী জীবন যাপন করবে।

মাসআলা-৩৮ : সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারীরা জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্ত থাকবে।

মাসআলা-৩৯ : আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয়।

মাসআলা-৪০ : জান্নাতে প্রবেশ করাই মূল সফলতা ও কামিয়াবী।

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي مَقَامٍ أَمِيْنٍ - فِيْ جَنَّاتٍ وَعُيُوْنٍ - يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِيْنَ - كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُوْرٍ عِيْنٍ - يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِيْنَ - لاَ يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْأُوْلَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ - فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অর্থ: নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, বাগ–বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে, তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখী হয়ে। এরূপই ঘটবে, আর আমি তাদেরকে বিয়ে দেব ডাগর নয়না হূরদের সাথে। সেখানে তারা প্রশান্তচিত্তে সকল প্রকারের ফলমূল আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর সেখানে তারা আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। তোমার রবের অনুগ্রহস্বরূপ, এটাই তো মহা সাফল্য। (সূরা দুখান ৪৪:৫১-৫৭)

মাসআলা-৪১ : জান্নাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পানি, দুধ, মধু, মদ ইত্যাদির ঝর্ণা থাকবে যা থেকে জান্নাতীরা পান করবেঃ

মাসআলা-৪২ : জান্নাতের ঝর্ণা এবং পানীয়সমূহের রং ও স্বাদ সর্বদা একই রকমের থাকবেঃ

মাসআলা-৪৩ : জান্নাতীদেরকে আল্লাহ সমস্ত গুনাহ থেকে মুক্ত করে জান্নাতে দিবেন।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَآ أَنْهَارٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ

অর্থ: " মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ, দুধের ঝর্ণাধারা, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সূরার নহরসমূহ এবং আছে পরিশোধিত মধুর ঝর্ণাধারা। তথায় তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফলমূল আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা।" (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:১৫)

মাসআলা-৪৪ : সু-সন্তানদেরকে তাদের আদর্শ বাপ-দাদার সাথে জান্নাতে একত্র করা হবে। যদি জান্নাতে তাদের পরস্পরের স্তরের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে তাহলে নিম্নস্তরের লোকদেরকে আল্লাহ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে উভয়কে উচ্চস্তরে মিলিত করবেন। যাতে জান্নাতে তারা সকলে একে অপরকে দেখে আনন্দ উপভোগ করতে পারেঃ

وَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيْمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِم مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِىءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

অর্থ: আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করে, আমরা তাদের সাথে তাদের সন্তানদের মিলন ঘটাব এবং তাদের কর্মের কোনো অংশই কমাব না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কামাইয়ের ব্যাপারে দায়ী থাকবে। (সূরা তূর ৫২:২১)

মাসআলা-৪৫: জান্নাতীদেরকে সুস্বাদু ফলের সাথে তাদের রুচীসম্মত গোশতও পরিবেশন করা হবেঃ

মাসআলা-৪৬ : জান্নাতীরা খানা-পিনার সময় অন্তরঙ্গভাবে আলাপচারিতা করবেঃ

মাসআলা-৪৭ : জান্নাতীদের খাদেমরা এতো সুন্দর হবে যেন তারা সংরক্ষিত মুক্তাঃ

وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ - يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَأْساً لاَّ لَغْوٌ فِيْهَا وَلاَ تَأْثِيْمٌ - وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ -

অর্থ: আর আমি তাদেরকে অতিরিক্ত দেব ফলমূল ও গোশ্‌ত যা তারা কামনা করবে। তারা পরস্পরের মধ্যে পানপাত্র বিনিময় করবে; সেখানে থাকবে না কোনো বেহুদা কথাবার্তা এবং কোনো পাপকাজ। আর তাদের সেবায় চারপাশে ঘুরবে বালকদল; তারা যেন সুরক্ষিত মুক্তা। (সূরা তূর ৫২:২২-২৪)

মাসআলা-৪৮: জান্নাতে আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের জন্য দু'টি করে বাগান থাকবে, যা নিআমতের দিক থেকে সাধারণ মু'মিনদের বাগানের তুলনায় উত্তম হবে:

মাসআলা-৪৯: উভয় বাগানে দু'টি করে ঝর্ণা থাকবে, আরো থাকবে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ফল ও রেশমী আসনসমূহ:

মাসআলা-৫০ : জান্নাতীদের স্ত্রীগণ যথেষ্ট লাজুক, পবিত্র, হিরা ও মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল ও সুন্দর হবে তারা শুধু তাদের স্বামীর সেবায় নিমগ্ন থাকবে:

মাসআলা-৫১ : জান্নাতীদের স্ত্রীগণকে জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে। আর এরপর তাদেরকে আর কোনো জ্বিন ও ইনসানের স্পর্শ তাদের শরীরে লাগেনি (একমাত্র তাদের জান্নাতী স্বামীই তাদেরকে উপভোগ করবে):

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ـ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ـ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ـ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ـ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ـ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ـ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ـ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ

অর্থ: আর যে তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে, তার জন্য থাকবে দু'টি জান্নাত। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানই বহু ফলদার শাখাবিশিষ্ট। সুতরাং তোমাদের রবের কোনো্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? উভয়ের মধ্যে থাকবে দু'টি ঝর্ণাধারা যা প্রবাহিত হবে। সুতরাং তোমাদের রবের কোনো্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল থেকে থাকবে দু' প্রকারের। সুতরাং তোমাদের রবের কোনো্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? সেখানে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় তারা হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে এবং দু' জান্নাতের ফল-ফলাদি থাকবে নিকটবর্তী। সুতরাং তোমাদের রবের কোনো্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? সেখানে

থাকবে স্বামীর প্রতি দৃষ্টি সীমিতকারী মহিলাগণ, যাদেরকে ইতঃপূর্বে স্পর্শ করেনি কোনো মানুষ আর না কোনো জ্বিন। সুতরাং তোমাদের রবের কোনো নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? তারা যেন হীরা ও প্রবাল। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?

(সূরা রাহমান ৫৫:৪৬-৫৯)

মাসআলা-৫২ : সাধারণ মু'মিনদেরকেও দু'টি করে বাগান দেয়া হবে তবে তা বিশেষ বান্দাদের বাগানের তুলনায় কম মর্যাদাপূর্ণ হবে:

মাসআলা-৫৩ : তাদের বাগান সমূহের ঝর্ণা ও সুস্বাদু ফল-মূল থাকবে:

মাসআলা-৫৪ : সতী, পবিত্র, সুন্দর, আকর্ষণীয় চোখবিশিষ্ট, হুরেরা তাদের স্ত্রী হবে, যাদেরকে ইতিপূর্বে আর কেউ স্পর্শ করে নি:

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ ـ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ مُدْهَآمَّتَانِ ـ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ فِيْهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ـ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ـ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ـ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِي الْخِيَامِ ـ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَآنٌّ ـ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ مُتَّكِئِيْنَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ـ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ ـ

অর্থ: আর ঐ দু'টি জান্নাত ছাড়াও আরো দু'টি জান্নাত রয়েছে। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? জান্নাত দু'টি গাঢ় সবুজ সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? এ দু'টিতে থাকবে অবিরাম ধারায় উচ্ছলমান দু'টি ঝর্ণাধারা। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? এ দু'টিতে থাকবে ফলমূল, খেজুর ও আনার। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? সেই জান্নাতসমূহে থাকবে উত্তম চরিত্রবতী অনিন্দ্য সুন্দরীগণ। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? তারা হুর, তাঁবুতে থাকবে সুরক্ষিতা। সুতরাং তোমাদের রবের

কোন্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? যাদেরকে ইতঃপূর্বে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ আর না কোন জ্বিন । সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? তারা সবুজ বালিশে ও সুন্দর কারুকার্য খচিত গালিচার উপর হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? তোমার রবের নাম বরকতময়, যিনি মহামহিম ও মহানুভব। (সূরা রাহমান ৫৫:৬২-৭৮)

মাসআলা-৫৫ : জীবন ব্যাপী মনের হারাম কামনা থেকে নিজেকে সংরক্ষণ কারী এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী জান্নাতে যাবেঃ

মাসআলা-৫৬ : জান্নাতে না বেশি গরম হবে না বেশি ঠাণ্ডা বরং নাতিশীতোষ্ণ সুন্দর আবহাওয়া থাকবেঃ

মাসআলা-৫৭ : জান্নাতের খাদেম জান্নাতীগণকে চাঁদী ও স্ফটিক নির্মিত পান পাত্রে পানি পরিবেশন করবেঃ

মাসআলা-৫৮ : জান্নাতের ফলসমূহ এতো নাগালের মধ্যে থাকবে যে, জান্নাতী চাইলে তা দাড়িয়ে, শুয়ে, বসে, গ্রহণ করতে পারবেঃ

মাসআলা-৫৯ : সালসাবীল নামক জান্নাতের ঝর্ণা থেকে এমন মদ প্রবাহিত হবে যাতে আদার স্বাদ মিশ্রিত থাকবেঃ

মাসআলা-৬০ : প্রত্যেক জান্নাতীর বাগানগুলো এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের ন্যায় দৃশ্যমান হবে :

মাসআলা-৬১ : জান্নাতীদেরকে চাঁদীর কংকন পরানো হবেঃ

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيْراً ـ مُّتَّكِئِيْنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْساً وَلاَ زَمْهَرِيْراً ـ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلاً ـ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَاْ ـ قَوَارِيْرَاْ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْراً ـ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلاً ـ عَيْناً فِيْهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيْلاً ـ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَّنْثُوْراً ـ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْماً وَمُلْكاً كَبِيْراً ـ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ

سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوٓا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا - إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا -

অর্থ: আর তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল তার পরিণামে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্রের পুরস্কার প্রদান করবেন। তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে আসীন থাকবে। তারা সেখানে না দেখবে অতিশয় গরম, আর না অত্যধিক শীত। তাদের উপর সন্নিহিত থাকবে উদ্যানের ছায়া এবং তার ফলমূলের থোকাসমূহ তাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করা হবে। তাদের চারপাশে আবর্তিত হবে রৌপ্যপাত্র ও স্ফটিক স্বচ্ছ পানপাত্র রূপার ন্যায় শুভ্র স্ফটিক পাত্র; যার পরিমাপ তারা নির্ধারণ করবে। সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে পাত্রভরা আদা-মিশ্রিত সূরা, সেখানকার এক ঝর্ণা যার নাম হবে সালসাবীল। আর তাদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করবে চিরকিশোরেরা; তুমি তাদেরকে দেখলে বিক্ষিপ্ত মুক্তা মনে করবে। আর তুমি যখন দেখবে তুমি সেখানে দেখতে পাবে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিরাট সাম্রাজ্য। তাদের উপর থাকবে সবুজ ও মিহি রেশমের পোশাক এবং মোটা রেশমের পোশাক, আর তাদেরকে পরিধান করানো হবে রূপার চুড়ি এবং তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়। (তাদেরকে বলা হবে) 'এটিই তোমাদের পুরস্কার; আর তোমাদের প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসাযোগ্য।'

(সূরা দাহার ৭৬:১২-২২)

মাসআলা-৬২ : উজ্জ্বল চেহারা, সর্বপ্রকার অনর্থক কথাবার্তা মুক্ত পরিবেশ, প্রবাহমান ঝর্ণা, সুউচ্চ আসন, সারি সারি গালিচা এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট, এসবই জান্নাতের নিআমত যা থেকে জান্নাতীরা উপকৃত হবে:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ - لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ - فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ - لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً - فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ - فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ - وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ - وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ - وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ -

অর্থ: সেদিন অনেক চেহারা হবে লাবণ্যময়। নিজেদের চেষ্টা-সাধনায় সন্তুষ্ট। সুউচ্চ জান্নাতে সেখানে তারা শুনবে না কোনো অসার বাক্য। সেখানে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণাধারা, সেখানে থাকবে সুউচ্চ আসনসমূহ। আর প্রস্তুত

পানপাত্রসমূহ। আর সারি সারি বালিশসমূহ। আর বিস্তৃত বিছানো কার্পেটরাজি। (সূরা গাশিয়া ৮৮:৮-১৬)

মাসআলা-৬৩ : জান্নাতে কন্টকহীন কুল বৃক্ষ থাকবে। আরো থাকবে কাঁদি কাঁদি কলা ও ঘন এবং দীর্ঘ ছায়া। প্রবাহমান পানির ঝর্ণা, আনন্দ উদযাপনের স্থানঃ

মাসআলা-৬৪ : জান্নাতী লোকদের দুনিয়ার সতী স্ত্রীদেরকে আল্লাহ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি গুণ থাকবে। কুমারী, স্বামীর সম বয়স্কা, প্রাণ ভরে স্বামী ভক্তিপূর্ণঃ

وَأَصْحَابُ الْيَمِيْنِ مَآ أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ ـ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ـ وَطَلْحٍ مَّنضُوْدٍ ـ وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ـ وَمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ ـ وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ـ لاَّ مَقْطُوْعَةٍ وَلاَ مَمْنُوْعَةٍ ـ وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ـ إِنَّآ أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَآءً ـ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً ـ عُرُباً أَتْرَاباً ـ لِّأَصْحَابِ الْيَمِيْنِ ـ

অর্থঃ "যারা ডান দিকে থাকবে তারা কত ভাগ্যবান। তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বরই বৃক্ষে এবং কাঁদি কাঁদি কলায়। আর দীর্ঘ ছায়ায় এবং প্রবাহমান ঝর্ণায়। আর প্রচুর ফলমূলের মাঝে। যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়। আরো থাকবে সমুন্নত শয্যায়। আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতপর তাদেরকে চিরকুমারী। কামিনী, সমবয়স্কা। ডান দিকের লোকদের জন্য।" (সূরা ওয়াকিয়াঃ ২৭-৩৮)

মাসআলা-৬৫ : জান্নাতে কাফুর নামক ঝর্ণা থেকে এমন শরাব প্রবাহিত হবে যে, যাতে কাফুরের স্বাদ থাকবে এবং তা জান্নাতীদেরকে পান করানো হবেঃ

মাসআলা-৬৬ : জান্নাতে সমস্ত কাজ জান্নাতীদের ইচ্ছা অনুযায়ী চোখের পলকে সুসম্পন্ন হয়ে যাবেঃ

إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْراً ـ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْراً

অর্থঃ "নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে কাফুর মিশ্রিত পানীয়। এটা একটি ঝর্ণা, যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা একে প্রবাহিত করবে।" (সূরা দাহার : ৫-৬)

মাসআলা-৬৭ : জান্নাতের নিআমতসমূহ জান্নাতীদের মন ও দৃষ্টিকে শান্ত করবে:
মাসআলা-৬৮ : পৃথিবীতে জান্নাতের নিআমত সম্পর্কে কল্পনা করাও সম্ভব নয়:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থ: "কেউ জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত আছে।" (সূরা সাজদা : ১৭)

জান্নাতের মাহাত্ম

মাসআলা-৬৯ : জান্নাতের নিআমত এবং তার বৈশিষ্ট্য হুবহু বর্ণনা করা ও পৃথিবীতে তা মানুষকে বুঝানো তো দূরের কথা এমন কি তার কল্পনাও অসম্ভব:

سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه يَقُوْلُ: شَهِدْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا وَصَفَ فِيْهِ الْجَنَّةَ حَتَّى انْتَهَى، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ آخِرِ حَدِيْثِهِ: «فِيْهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ}

অর্থ: "সাহাল বিন সা'দ আসসায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কোনো এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম, সেখানে তিনি জান্নাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে ছিলেন এবং যথেষ্ট গুণাবলীর কথা বর্ণনা করলেন। এরপর শেষে বললেন: তাতে রয়েছে এমন জিনিস যা কোনো দিন কোন চক্ষু দেখে নি, কোন কান কোন দিন এ ব্যাপারে কোন কিছু শোনে নি। মানুষের অন্তরেও এ ব্যাপারে কোনো দিন কোনো চিন্তা জাগে নি। অতপর পাঠ করলেন: "তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। আর তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউ জানে না তার কৃতকর্মের নয়ন-প্রিতিকর কি কি প্রতিদান লুকায়িত আছে।[৩] (মুসলিম ৪/২৮২৫)[৪]

---

[৩] সূরা সাজদা : ১৭
[৪] কিতাব বাদউল খালক, বাব মাযায়া ফি সিফাতিল জান্নাহ।

মাসআলা-৭০ : জান্নাতে লাঠি পরিমাণ স্থানও পৃথিবী ও পৃথিবীতে বিদ্যমান সমস্ত সম্পদের চেয়ে উত্তম:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا»

অর্থ: "সাহাল বিন সা'দ আসসায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতে একটি লাঠির সমান স্থান দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম। (বুখারী ৪/৩২৫০)[৫]

মাসআলা-৭১: জান্নাতে কামান বরাবর স্থান দুনিয়ার সবকিছু যাতে সূর্য উদিত ও অস্তমিত হয় তা থেকে উত্তম:

নোট: এ সম্পর্কিত হাদীসটি ১৩৫ নং মাসআলায় দেখুন।

মাসআলা-৭২ : জান্নাতের নিআমতসমূহ থেকে কোনো একটি নিআমত নখ পরিমাণ যদি এ দুনিয়ায় প্রকাশিত হয় তাহলে আকাশ ও যমীন আলোকিত হয়ে যাবে:

নোট: এ সম্পর্কিত হাদীসটি ২২৬নং মাসআলায় দেখুন।

মাসআলা-৭৩ : জান্নাতে যদি মৃত্যু থাকতো তাহলে জান্নাতীরা জান্নাতের নিআমতসমূহ দেখে আনন্দে মৃত্যুবরণ করতো:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رضي الله عنه يَرْفَعُهُ، قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُتِيَ بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الْأَمْلَحِ، فَيُوْقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُذْبَحُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ حُزْنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ»

অর্থ: "আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে সাদা কাল রং বিশিষ্ট বকরীর ন্যায় জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে উপস্থিত করে, তাকে যবাই করা হবে। জান্নাতী ও জাহান্নামীরা এ দৃশ্য অবলোকন করবে। যদি আনন্দে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হতো তাহলে

---

[৫] কিতাব বাদউল খালক, বাব মাযায়া ফি সিফাতিল জান্নাহ।

জান্নাতীরা আনন্দে মৃত্যুবরণ করতো। আর যদি দুঃখে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হত তাহলে জাহান্নামীরা দুঃখে মৃত্যুবরণ করতো। (তিরমিযী ৪/২৫৫৮)[৬]

মাসআলা-৭৪ : জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্বের রাস্তা থেকে পাওয়া যাবেঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا»

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোনো যিম্মীকে (ইসলামী রাষ্ট্রের বিধর্মী প্রজা) হত্যা করবে সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না। অথচ তাঁর সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্বের রাস্তা থেকে পাওয়া যাবে।" (বুখারী ৪/৩১৬৬)[৭]

মাসআলা-৭৫ : জান্নাতের সবকিছু দুনিয়ার সব কিছু থেকে উত্তম এবং উন্নত হবে। শুধু নামের দিক থেকে এক রকম হবেঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ يُشْبِهُ مَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا الْأَسْمَاءُ

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ জান্নাতের কোনো জিনিস শুধু নাম ব্যতীত, দুনিয়ার কোনো জিনিসের অনুরূপ নয়"। (আবু নুআইম)[৮]

মাসআলা-৭৬ : জীবন ব্যাপী দুঃখ-কষ্টে অতিক্রম কারী ব্যক্তি জান্নাতে এক পলক চোখ পড়া মাত্র দুনিয়ার সমস্ত দুঃখ-কষ্টের কথা ভুলে যায়ঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ

---

[৬] আবওয়াব সিফাতুল জান্নাত। বাব মাযায়া ফী খুলুদি আহলিল জান্না। (২/২০৭৩)

[৭] কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাব ইলমু মান কাতালা মোয়াহিদান।

[৮] আলবানী সংকলিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা হাদীস নং-২১৮৮।

يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ "

অর্থ: "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, যে দুনিয়াতে অত্যন্ত আরাম-আয়েশের সাথে জীবন যাপন করেছে। অতপর তাকে ক্ষণিকের জন্য জাহান্নামে দিয়ে আবার বের করে আনা হবে, এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, হে আদম সন্তান! তুমি কি দুনিয়াতে কোনো সুখ-শান্তি দেখেছো? তুমি কি কোনো নিআমত ভোগ করেছো? সে বলবে: হে আমার প্রভু! তোমার কসম কখনো না।

অতপর জান্নাতীদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, যে দুনিয়াতে জীবন ব্যাপী দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে। অতপর তাকে ক্ষণিকের জন্য জান্নাতে দিয়ে আবার বের করে আনা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে হে ইবনে আদম! তুমি কি কখনো কোনো দুঃখ-কষ্ট দেখেছো? তোমার জীবনে কি কোনো দুঃখ কষ্ট এসেছিল? সে বলবে: হে আমার প্রভু! তোমার কসম কখনো তা আসে নি। আমি কখনো কোনো দুঃখ-কষ্টে জীবন যাপন করি নি।" (মুসলিম ৪/২৮০৭)[১]

মাসআলা-৭৭ : জান্নাতের নিআমত এবং মর্যাদা দেখার পর জান্নাতীদের আকাঙ্ক্ষা :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا»

অর্থ: "মুয়ায (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতীরা কোনো জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে না তবে শুধু ঐ সময়ের জন্য যে সময়টি তারা (দুনিয়াতে) আল্লাহর স্মরণে ব্যয় করে নি"। (ত্বাবারানী)

[১] কিতাব সিফাতুল মুনফিকীন, বাব ফিল কুফফার।

জান্নাতের প্রশস্ততা

মাসআলা-৭৮ : জান্নাতের সর্ব নিম্ন আনুমানিক প্রশস্ততার পরিমাণ পৃথিবী এবং সমস্ত আকাশের সম পরিমাণ, আর সর্বোচ্চ প্রশস্ততার কোনো পরিমাণ নেই। (তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন):

وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

অর্থ: "তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে মোত্তাকীনদের জন্য"। (সূরা আলে ইমরান : ১৩৩)

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

অর্থ: "কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে। (সূরা সাজদা ৩২:১৭)

মাসআলা-৭৯ : জান্নাত দেখার পরই সঠিকভাবে বুঝা যাবে যে জান্নাত কত বিশাল এবং তাঁর নিআমত কত অসংখ্য:

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

অর্থ: সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে পাত্রভরা আদা-মিশ্রিত সূরা, (সূরা দাহর ৭৬:১৭)

মাসআলা-৮০ : জান্নাতে শত স্তর আছে আর প্রত্যেক স্তরের মাঝে এত দূরত্ব রয়েছে যতটা দূরত্ব আছে আকাশ ও যমীনের মাঝে:

নোট: এ সম্পর্কিত হাদীসটি ৯৯ নং মাসআলায় দেখুন।

মাসআলা-৮১ : জান্নাতের একটি বৃক্ষের ছায়া এতো লম্বা হবে যে, কোনো অশ্বারোহী ঐ ছায়ায় শত বছর চলার পরও তা অতিক্রম করতে পারবে না:

নোট: এ সম্পর্কিত হাদীসটি ১৩৫টি নং মাসআলায় দেখুন।

মাসআলা-৮২ : সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারীকে এ দুনিয়ার চেয়ে দশগুণ বড় জান্নাত দান করা হবে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنَ النَّارِ. رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا. فَيُقَالُ لَهُ: انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ". قَالَ: "فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ. فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ. فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِيْ كُنْتَ فِيْهِ. فَيَقُوْلُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ. فَيَتَمَنَّى. فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا". قَالَ: "فَيَقُوْلُ: أَتَسْخَرُ بِيْ وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟". قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرٰى فَيَقُوْلُ إِنِّيْ لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلٰكِنِّيْ عَلٰى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ.

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জাহান্নাম থেকে সর্বশেষে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আমি চিনি, তার অবস্থা হবে এই যে, সে হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বের হবে, তাকে বলা হবে চলো, যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন দেখবে যে, পূর্ব থেকেই সমস্ত লোক জান্নাতে স্ব স্ব স্থান দখল করে রেখেছে। তখন তাকে বলা হবে তোমার কি ঐ সময়ের কথা স্মরণ আছে, যে সময় তুমি জাহান্নামে ছিলে? সে বলবে হ্যাঁ। তখন তাকে বলা হবে চাও, সে চাইবে। তখন তাকে বলা হবে তোমার জন্য রয়েছে তুমি যা চেয়েছ তা এবং তার সাথে আরো দেয়া হলো দুনিয়ার চেয়ে আরো দশগুণ বেশি। তখন বলবে হে আল্লাহ! তুমি বাদশা হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছো? বর্ণনাকারী বলেন: আমি দেখলাম একথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসেছেন এমনকি তাঁর দাত দেখা গেল। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তাকে বলা হবে নিশ্চয়ই আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। তবে আমি যা করতে চাই তাতে আমি সর্বশক্তিমান। (মুসলিম ১৯১৮৬)[১০]

নোট: রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তির উত্তর শুনে এজন্য হেসেছেন যে, আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে বান্দাদের ধারণা এতো অল্প যে, আল্লাহর নির্দেশকে অসম্ভব মনে করে, তাই সে ঠাট্টা বলে সম্বোধন করেছে।

---

[১০] কিতাবুল ইমান, বাব ইসবাতুশ শাফায়া।

মাসআলা-৮৩ : জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তিকে দুনিয়ার দশগুণ স্থান দেয়ার পরও জান্নাতে অনেক জায়গা বাকী থাকবে। যা পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ নতুন সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করবেন:

قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُوْلُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَبْقَى مِنَ الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْقَى ثُمَّ يُنْشِئُ اللهُ تَعَالَى لَهَا خَلْقًا مِمَّا يَشَاءُ

অর্থ: "আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতে যতটুকু স্থান আল্লাহ চাইবেন ততটুকু স্থান খালী থেকে যাবে। অতপর আল্লাহ তার ইচ্ছা অনুযায়ী অন্য এক সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করবেন।" (মুসলিম ৪/২৮৪৮)[১১]

জান্নাতের দরজা

মাসআলা-৮৪ : জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের সময় ফেরেশতাগণ জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দিবেন:

মাসআলা-৮৫ : দরজা দিয়ে প্রবেশের সময় ফেরেশতাগণ জান্নাতবাসীদের নিরাপত্তার জন্য দুয়া করবে:

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ

অর্থ: আর যারা তাদের রবকে ভয় করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে এসে পৌঁছবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা ভাল থাক। অতএব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে (জান্নাতে) প্রবেশ করো'। (সূরা যুমার ৩৯:৭৩)

[১১] কিতাবুল জান্নাত, সিফাত বাবু জাহান্নাম।

মাসআলা-৮৬ : সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করা হবেঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُوْلُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُوْلُ: بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ "

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আমি (সর্বপ্রথম) জান্নাতের দরজার সামনে আসবো এবং তা খুলতে বলবো, দ্বার রক্ষী (ফেরেশতা) বলবে কে তুমি? আমি বলবোঃ মুহাম্মদ, তখন সে বলবে আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে আপনার পূর্বে আর কারো দরজা না খুলতে। (মুসলিম ১৯১৯৭)[১২]

আরো বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ»

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি উম্মত আমার হবে। আর আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা নক করবো।" (মুসলিম ১৯১৯৬)[১৩]

মাসআলা-৮৭ : জান্নাতের আট দরজাঃ

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لاَ يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُوْنَ»

---

[১২] কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাতুশশাফায়া।

[১৩] কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাতুশশাফায়া।

অর্থ: "সাহাল বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে যার মধ্যে একটির নাম রাইয়্যান, যার মধ্য দিয়ে একমাত্র রোযাদারগণই প্রবেশ করবে।" (বুখারী ৪৯৩২৫৭)[১৪]

মাসআলা-৮৮ : জান্নাতের অন্যান্য দরজা সমূহের নাম হলো "বাবুস্সালাহ" "বাবুল জিহাদ" বাবুস্সাদাকা"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ نُوْدِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ يُدْعَى مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ يُدْعَى مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ يُدْعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ» ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর এক জোড়া জিনিস ব্যয় করেছে (যেমন: দু'টি ঘোড়া, দু'টি তলোয়ার) তাকে জান্নাতে এ বলে ডাকা হবে যে, হে আল্লাহর বান্দা তুমি যা ব্যয় করেছো তা উত্তম। আর যে ব্যক্তি নামাযী ছিল তাকে বাবুসসালাহ্ দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি জিহাদী ছিল তাকে বাবুল জিহাদ দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি দান-খয়রাত করতো তাকে বাবুসসাদাকা দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি রোযাদার ছিল তাকে বাবুর রাইয়্যান দিয়ে ডাকা হবে। (এ কথা শুনে) আবু বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল! কোনো ব্যক্তিকে জান্নাতের সমস্ত দরজাগুলি দিয়ে আহ্বান করার প্রয়োজন হবে কি? আর এমন কি কেউ আছে যাকে জান্নাতের সমস্ত দরজাগুলি দিয়ে ডাকা হবে? নবী ﷺ বললেন: হ্যাঁ আছে। আর আমি আশা করছি তুমিই হবে ঐ ব্যক্তি।" (নাসায়ী ৪/২২৩৮)[১৫]

---

[১৪] কিতাব বাদউল খালক, বাব মা যায়া ফি সিফাতিল জান্নাহ।

[১৫] কিতাবুল জিহাদ, বাবু মান আনফাকা যাওযাইনি ফী সাবীলিল্লাহ।

মাসআলা-৮৯ : জান্নাতের একটি দরজার প্রশস্ততা প্রায় বার তেরশ কি.মি. সমানঃ

মাসআলা-৯০ : কোনো প্রকার হিসাব নিকাশ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ কারীদের দরজার নাম "বাব আইমান"।

(হে আল্লাহ তুমি তোমার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِيْ حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالٰى يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى"

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, শাফায়াতের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে , আল্লাহ তা'আলা বলবেন: হে মুহাম্মদ! তোমার উম্মতের মধ্য থেকে ঐ সমস্ত লোকদেরকে আইমান দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও যাদের কোনো হিসাব-নিকাশ নেই। আর তারা অন্য লোকদের সাথেও শরীক আছে যারা জান্নাতের অন্যান্য দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (অর্থাৎ: তারা যদি অন্য কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে চায় তাহলে তাও তারা করতে পারবে) কসম ঐ সত্তার যার হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ। জান্নাতের দু'টি চৌকাঠের মাঝের দূরত্ব হলো মক্কা ও হিজর (বাহরাইনের একটি শহরের নাম) এর দূরত্বের সমান। বা তিনি বলেছেন, মক্কা ও বাসরার দূরত্বের সমান।" (মুসলিম ১/১৯৪)[১৬]

নোট: মক্কা-হিজরের মাঝের দূরত্ব হলো ১১৬০ কি.মি.। আর মক্কা বাসরার মাঝের দূরত্ব হলো ১২৫০ কি. মি.।

মাসআলা-৯১ : কোনো প্রকার হিসাব ব্যতীত সত্তর হাজার লোক এক সাথে আইমান নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ কেউ সামনে পিছনে হবে নাঃ

---

[১৬] কিতাবুল ঈমান, বাব ইসরাতুশশাফায়া।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُوْنَ أَلْفًا، أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ لَا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَيُّهُمَا قَالَ مُتَمَاسِكُوْنَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ، وُجُوْهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ»

অর্থ: "সাহাল বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বা সাত লক্ষ লোক বর্ণনাকারী আবু হাজেম সঠিকভাবে জানেন না যে, রাসূল ﷺ কোনো সংখ্যাটির কথা বলেছেন। তারা একে অপরর হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করে। (অর্থাৎ তারা সবাই একই সাথে একবারে জান্নাতে প্রবেশ করবে) ঐ জান্নাতীদের চেহারা ১৪ তারিখের রাতের চাঁদের ন্যায় চমকাতে থাকবে। (মুসলিম ১/২১৯)[১৭]

নোট: মুসলিমের বর্ণনায় এক হাদীসে সত্তর হাজারের কথা বর্ণিত হয়েছে। (এর সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন)

মাসআলা-৯২ : ভাল করে ওযু করার পর কালেমা শাহাদাত পাঠকারী ব্যক্তি জান্নাতের আট দরজার মধ্য থেকে যে কোনো দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

অর্থ: "ওমার বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি ভাল করে ওযু করে এর পর এ দুআ পাঠ করে-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

[১৭] কিতাবুল ঈমান, বাব আদ্দালীল আলা দুখুলি ত্বাওয়ায়িফিল মুসলিমীন আল জান্নাত বিগাইরি হিসাব।

অর্থ: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয়, সে তখন যেটি দিয়ে খুশি সেটি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)[১৮]

মাসআলা-৯৩ : রীতিমত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী, রমযানে রোযা পালনকারিনী, সতী, স্বীয় স্বামীর আনুগত্যশীল নারী জান্নাতের আট দরজার মধ্য থেকে যে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خُمُسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ"

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথভাবে আদায় করে, রমযানে রোযা রাখে, লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে, স্বীয় স্বামীর অনুগত থাকে, কিয়ামতের দিন তাকে বলা হবে, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি তা দিয়ে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো।" (ইবনে হিব্বান ৯/৪২৬৩)[১৯]

মাসআলা- ৯৪ : তিনজন অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তি জান্নাতের আট দরজার মধ্য থেকে যে কোনো এক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে?

عَنْ أَنَسِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ»

অর্থ: "আনাস বিন মালেক (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: যে মুসলমান ব্যক্তির তিনজন নাবালেগ সন্তান মৃত্যুবরণ করলো (আর সে তাতে ধৈর্যধারণ করলো) সে জান্নাতের আট দরজাতেই তাদের সাক্ষাৎ লাভ করবে এবং এর যে দরজা দিয়ে খুশি তা দিয়েই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" (ইবনে মাজা)[২০]

---

[১৮] কিতাবুত তাহারা, বাব যিকরিল মুস্তাহাব আকিবাল ওযূ।
[১৯] আলবানীর সম্পাদিত সহীহ আল জামে আসসাগীর, খ.-৩, হাদীস নং-৬৭৩।
[২০] কিতাবুল জানায়েয, বাব মাযায়া ফী সাওয়াবি মান অসীবা লিওয়ালেদিহি। (১/১৩০৩)

মাসআলা-৯৫ : সোম ও বৃহস্পতিবার দিন জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়ে থাকে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয়, যে আল্লাহর সাথে শিরক করে নি। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে তার জন্য কোনো ভাইয়ের সাথে হিংসা রাখে। (তাদের উভয়ের সম্পর্কে) ফেরেশতাকে বলা হয় যে, তাদের জন্য অপেক্ষা কর যাতে তারা পরস্পরে মিলিত হয়ে যায়।" (মুসলিম ৪/২৫৬৫)[২১]

মাসআলা-৯৬ : রমযানে পূর্ণ মাস ব্যাপী জান্নাতের আট দরজা খোলা থাকে:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন রমযান আসে তখন আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, আর জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করা হয়।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)[২২]

---

[২১] কিতাবুল বির ওয়া সিলা, বাব সাহানা।
[২২] আল লু 'লু' ওয়াল মারজান, খ.১, হাদীস নং ৬৫২।

জান্নাতের স্তরসমূহ

মাসআলা-৯৭ : জান্নাতের উন্নত স্থানসমূহ জান্নাতীদের স্তর অনুযায়ী উঁচু নীচু হয়:

لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ

অর্থ: "কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ, এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি খেলাফ করেন না।" (সূরা যুমার: ২০)

মাসআলা-৯৮ : জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানজনক স্তর "ওসীলা" যার রওনাক বখস হবেন আমাদের প্রিয় নবী ﷺ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَسَلُوا الْوَسِيلَةَ» . قَالُوْا وَمَا الْوَسِيلَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে তখন আল্লাহ্‌র নিকট আমার জন্য "ওসীলার" দুআা করবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ওসীলা কি? তিনি বললেন: জান্নাতের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানজক স্তর, যা শুধু একজন লোকই হাসিল করবে, আর আমি আশা করছি সে ব্যক্তি আমিই হব"। (আহমদ)[২৩]

মাসআলা-৯৯ : জান্নাতে শত স্তর আর প্রত্যেক স্তরের মাঝে এত দূরত্ব যেমন আকাশ ও যমীনের মাঝে দূরত্ব:

মাসআলা-১০০ : জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরের নাম "ফিরদাউস"। যা থেকে জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবাহিত।

মাসআলা-১০১ : প্রত্যেক মু'মিনের উচিত জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর ফিরদাউস পাওয়ার জন্য দু'আ করা।

---

[২৩] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৭৫৮৮।

মাস্‌আলা-১০২ : ফিরদাউসের উপরে আল্লাহর আরশ:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُوْنُ الْعَرْشُ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْئَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ»

অর্থ: "ওবাদা বিন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতে শত স্তর আছে, প্রত্যেক স্তরের মাঝে দূরত্ব হলো আকাশ ও যমীনের দূরত্বের সমান। আর ফিরদাউস তার মধ্যে সর্বোচ্চস্তরে আছে। আর সেখান থেকেই জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবাহমান। এর উপরে রয়েছে আরশ। তোমরা আল্লাহর নিকট জান্নাতের জন্য দুআ করলে জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য দুআ করবে। তিরমিযী ৪/২৫৩১)[২৪]

মাসআলা-১০৩: জান্নাতের নিচের স্তরে অবস্থানকারীরা উপরের স্তরের জান্নাতীদেরকে দেখে মনে করবে এ যেন দূরবর্তী কোনো নক্ষত্র :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ، مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ» قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ، قَالَ: «بَلَى وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ، رِجَالٌ آمَنُوْا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِيْنَ»

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতী লোকেরা তাদের উপরস্ত জান্নাতীদেরকে দেখে মনে করবে যে দূরবর্তী আকাশের পূর্ব বা পশ্চিম প্রান্তের কোনো তারকা চমকাচ্ছে। এত দূরত্ব হবে জান্নাতীদের পরস্পরের স্তরের পার্থক্যের কারণে। সাহাবাগণ বললো হে

---

[২৪] আবওয়াবুল জান্না, বাব মাযায়া ফী সিফাত দারাজাতিল জানুত (২/৬০৫৬)

আল্লাহর রাসূল! ঐ উচ্চস্তরে নবীগণ ব্যতীত আর কেউ পৌঁছতে পারবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: কেন নয়, ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, তারা ঐ সমস্ত লোক হবে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তার রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে। (বুখারী ৪/৩২৫৬)[২৫]

মাসআলা-১০৪ : জান্নাতে শতস্তর রয়েছে, আর প্রত্যেক স্তরের মাঝে রয়েছে শতবছরের রাস্তার দূরত্ব:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতে শতস্তর রয়েছে। আর প্রত্যেক স্তরের মাঝে দূরত্ব হলো শত বছরের। (তিরমিযী ৪/২৫২৯)[২৬]

মাসআলা-১০৫ : আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে একে অপরকে মহাব্বত কারীর ঘর (জান্নাতে) পূর্ব প্রান্তে বা পশ্চিম প্রান্তে উদিত উজ্জ্বল তারকার ন্যায় মনে হবে:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْمُتَحَابِّيْنَ لَتُرَى غُرَفُهُمْ فِي الْجَنَّةِ كَالْكَوْكَبِ الطَّالِعِ الشَّرْقِيِّ أَوِ الْغَرْبِيِّ فَيُقَالُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَيُقَالُ: هَؤُلَاءِ الْمُتَحَابُّوْنَ فِي اللهِ

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে একে অপরকে মহাব্বত কারীর ঘর জান্নাতে তোমরা এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন পূর্ব প্রান্তে বা পশ্চিম প্রান্তে উদিত কোনো তারকা। লোকেরা জিজ্ঞেস করবে ইনি কে? তাদেরকে বলা হবে এরা হলো: আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে একে অপরকে মহাব্বত কারী।" (আহমদ ১৮/১১৮২৯)[২৭]

---

[২৫] কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা।
[২৬] আবওয়াবুল জান্না, বাব মাযায়া ফী সিফাত দারাজাতিল জান্না (২/২০৫৪)
[২৭] কিতাবু আহলিল জান্না, বাব মানাযিলুল মোতাহাব্বিনা ফীল্লাহি তাআলা।

মাসআলা-১০৬ : "সাবেকীন"-দের জন্য স্বর্ণের দু'টি করে বাগান আর আসহাবুল ইয়ামিনদের জন্য রূপার দু'টি করে বাগান :

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ: «جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ لِلسَّابِقِينَ، وَجَنَّتَانِ مِنْ وَرِقٍ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ»

অর্থ: আবুবকর বিন আবু মূসা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতে 'সাবেকীনদের' জন্য দু'টি স্বর্ণের বাগান এবং 'আসহাবুল ইয়ামিনদের' জন্য দু'টি করে রূপার বাগান থাকবে।" (বাইহাকী ৪/১৪১৫)[২৮]

নোট: সাবেকীন বলা হয় সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারীগণকে। আর আসহাবুল ইয়ামিন বলা হয় সমস্ত নেককার লোকদেরকে। সাবেকীনগণ আসহাবুল ইয়ামিন থেকে উত্তম।

(এ ব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত)

জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ

মাসআলা-১০৭ : জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ সর্বপ্রকার ছোট বড় নাপাকী এবং ময়লা-আবর্জনা থেকে পাক-পবিত্র থাকবে:

وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অর্থ: আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়। এটাই মহাসফলতা। (সূরা তওবা ৯:৭২)

মাসআলা-১০৮ : জান্নাতের অট্টালিকাসমূহে সমস্ত প্লেটসমূহ হবে সোনা-চাঁদির :

মাসআলা-১০৯ : জান্নাতীদের অট্টালিকাসমূহে সর্বদা চন্দন কাঠ জ্বলতে থাকবে, যার ফলে তাদের অট্টালিকাসমূহ সুঘ্রাণযুক্ত হবে:

---

[২৮] আননিহায়া লি ইবনে কাসীর, খ. ২ হাদীস নং-৩৪৬।

মাসআলা-১১০ : জান্নাতীদের ঘাম থেকে মেশক আম্বরের ঘ্রাণ আসবেঃ

মাসআলা-১১১ : জান্নাতে থুথু, নাকের পানি, পায়খানা পেসাব হবে নাঃ

আসআলা-১১২ঃ সমস্ত জান্নাতী শোকরগুজার হবে কেউ কারো প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রাখবে নাঃ

মাসআলা-১১৩ : জান্নাতীরা প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠ করবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوْرَتُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لاَ يَبْصُقُوْنَ فِيْهَا، وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ، آنِيَتُهُمْ فِيْهَا الذَّهَبُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، يُرَى مُخُّ سُوْقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ، قُلُوْبُهُمْ قَلْبٌ رَجُلٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُوْنَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا»

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী দলটির চেহারা হবে ১৪ তারিখের চাঁদের মতো উজ্জল। তাদের থুথু আসবে না আর না আসবে নাকের পানি। তাদের আংটি থেকে চন্দনের সুগন্ধি আসবে। জান্নাতীদের ঘাম থেকে মেশক আম্বরের সুগন্ধি আসবে। প্রত্যেক জান্নাতীর এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে যাদের সৌন্দর্যের কারণে তাদের পায়ের গোছার গোশতের ভিতর দিয়ে হাড্ডির মজ্জা দেখা যাবে। জান্নাতীদের পরস্পরের মাঝে কোনো মতভেদ থাকবে না। না তাদের মাঝে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে। বরং তারা সমমনা হয়ে সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করবে।" (বুখারী ৪/৩২৪৫)

মাসআলা-১১৪ : জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ সোনা-চাঁদির ইট দিয়ে নির্মিত হবেঃ

মাসআলা-১১৫ : জান্নাতের কঙ্করসমূহ হবে মোতি ও ইয়াকুতের, আর মাটি হবে জাফরানেরঃ

মাসআলা-১১৬ : জান্নাতে মৃত্যু হবে না, জান্নাতী চিরকাল জিবিত থাকবেঃ

মাসআলা-১১৭ : জান্নাতে বার্ধক্যও আসবে না বরং জান্নাতী চিরকাল যুবক থাকবে:

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِمَّ خُلِقَ الْخَلْقُ؟ قَالَ: «مِنَ الْمَاءِ» . قُلْتُ: الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ: «لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوْتُ، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوْتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ، وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! সৃষ্টিকে কি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : পানি দিয়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : জান্নাত কি দিয়ে নির্মিত? তিনি বললেন: একটি ইট চাঁদির এবং আরেকটি ইট স্বর্ণের। তার সিমেন্ট সুগন্ধি যুক্ত মেশক আম্বর। তার কঙ্কর মোতি ও ইয়াকুতের। তার মাটি জাফরানের। যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে সে জীবন যাপন করবে, কোনো কষ্ট তার দৃষ্টিগোচর হবে না। চিরকাল জিবিত থাকবে মৃত্যু হবে না। জান্নাতীদের কাপড় কখনো পুরানো হবে না। আর তাদের যৌবন কখনো বিনষ্ট হবে না। (তিরমিযী)[২৯]

মাসআলা-১১৮ : জান্নাতে আদন আল্লাহ স্বীয় হাতে নির্মাণ করেছেন:

মাসআলা-১১৯: জান্নাতে আদনের অট্টালিকাসমূহ এক ইট হবে সাদা মোতির আরেক ইট হবে কাল মোতির, এক ইট হবে লাল ইয়াকুতের আরেক ইট হবে সবুজ পান্নার। তার মাটি হবে মেশকের, তার কনকর হবে মুক্তার, তার ঘাস হবে জাফরানের:

عَنْ أَنَسٍ ﷺ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَلَقَ اللهُ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهِ، لَبِنَةً مِنْ دُرَّة بَيْضَاءَ، وَلَبِنَةً مِنْ يَاقُوْتَةٍ حَمْرَاءَ، وَلَبِنَةً مِنْ زَبَرْجَدَةَ خَضْرَاءَ. مِلَاطُهَا الْمِسْكُ، وحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ، وحَشِيْشُهَا الزَّعْفَرَانُ. ثُمَّ قَالَ لَهَا: انطِقِي. قَالَتْ: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ

---

[২৯] আবওয়া সিফাতিল জান্না, বাব মাযায়া ফী সিফাতিল জান্না ওয়া নায়ীমিহা। (২/২০৫০)

اللهُ: وَعِزَّتِي، وَجَلَالِي لَا يُجَاوِرُنِي فِيْكِ بَخِيْلٌ". ثُمَّ تَلَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

অর্থ: "আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতে আদন আল্লাহ স্বীয় হস্তে নির্মাণ করেছেন। যার একটি ইট সাদা মোতি, আরেকটি লাল ইয়াকুতের, আর অপরটি সবুজ পান্নার। তার মাটি মেশকের তার কঙ্করসমূহ মুক্তার, আর ঘাসসমূহ জাফরানের। জান্নাত নির্মাণের পর, আল্লাহ জান্নাতকে জিজ্ঞেস করলেন কিছু বল: জান্নাত বলল ঈমানদার লোকেরা মুক্তি পেয়েছে। অতপর আল্লাহ্ এরশাদ করেন: আমার ইজ্জত ও মর্যাদার কসম! কোনো বখীল তোমার মাঝে প্রবেশ করবে না। অতপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত পাঠ করলেন: যে ব্যক্তি কার্পণ্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম। (সূরা হাশর: ৯)[৩০]

নোট: উল্লেখিত হাদীসে বখীল অর্থ যারা যাকাত প্রদান করে না।

মাসআলা-১২০ : জান্নাতের কোনো কোনো অট্টালিকায় স্বর্ণের বাগান থাকবে, যার প্রত্যেকটি জিনিস স্বর্ণের হবে। আবার কোনো কোনো অট্টালিকায় চাদির বাগান থাকবে যার প্রত্যেকটি জিনিস চাঁদির হবে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا، وَمَا فِيْهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا، وَمَا فِيْهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوْا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ»

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দু'টি বাগান হবে চাঁদির, যার পাত্র এবং সবকিছুই হবে চাঁদির। দু'টি বাগান হবে স্বর্ণের, যার পাত্র এবং সবকিছুই হবে স্বর্ণের। মানুষের জন্য জান্নাতে আদনে আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে কোনো বাধা থাকবে না তবে একমাত্র তাঁর মহানুভবতার চাদর, যা তাঁর চেহারার উপর থাকবে।" (মুসলিম ১/১৮০)[৩১]

---

[৩০] ইবনু আবুদ্দুনিয়া, আন নিহায়া লি ইবনে কাসীর, খ. ২ (হাদীস নং-৩৫২)
[৩১] কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাাত রুইয়াতুল মু'মিনীন ফীল জান্না রাব্বাহুম সুবহানাহু ওয়া তাআলা।

মাসআলা-১২১ : জান্নাতের অট্টালিকাসমূহে সাদা মোতির নির্মিত, বড় বড় সুন্দর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه فِيْ حَدِيْثِ الإِسْرَاءِ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ. فَإِذَا فِيْهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤَ. وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ

অর্থ: "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে মেরাজের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: অতপর আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হলো, যাতে সাদা মোতির নির্মিত গম্বুজ আছে, আর তার মাটি হলো মেশক আম্বরের।" (মুসলিম)[৩২]

জান্নাতের তাঁবুসমূহ

মাসআলা-১২২: প্রত্যেক জান্নাতীর অট্টালিকায় তাবু থাকবে যেখানে হুরেরা অবস্থান করবে:

حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِي الْخِيَامِ. فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

অর্থ: "তারা তাঁবুতে সুরক্ষিত হুর, অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোনো কোনো অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে।" (সূরা রহমান: ৭২-৭৩)

মাসআলা-১২৩ : জান্নাতের প্রতিটি তাবু ৬০ মাইল প্রশস্ত হবে। ভিতরে খুব সুন্দর মোতি খোদাই করে নির্মাণ করা হয়েছে:

মাসআলা-১২৪ : ঐ তাবুসমূহে জান্নাতীদের স্ত্রীরা থাকবে যারা সর্বদাই তাদের (স্বামীদের) আগমনের অপেক্ষায় অপেক্ষমান থাকবে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةٌ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا سِتُّوْنَ مِيلًا. فِيْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ، مَا يَرَوْنَ الآخَرِيْنَ، يَطُوْفُ عَلَيْهِمِ الْمُؤْمِنُ»

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতে মোতি খচিত একটি তাবু থাকবে, যার প্রশস্ততা হবে ষাট মাইল, ঐ তাবুর প্রত্যেক কর্ণারে অবস্থান করবে মু'মিনের স্ত্রীরা। যাদেরকে অন্য অট্টালিকার লোকেরা দূরত্ব এবং প্রশস্ততার কারণে দেখতে পাবে না। মু'মিন ব্যক্তি এ স্ত্রীদের মাঝে ঘুরে বেড়াবে। (মুসলিম ৪/২৮৩৮)[৩৩]

---

[৩২] কিতাবুল ঈমান, বাব ইসরা বিরাসলিল্লা ﷺ ইলাযসামাওয়াত।

[৩৩] কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা।

জান্নাতের বাজার

মাসআলা-১২৫ : জান্নাতে প্রত্যেক জুমার দিন বাজার জমবেঃ

মাসআলা-১২৬ : জুমার দিন বাজারে অংশগ্রহণকারী জান্নাতীদের সৌন্দর্য পূর্ব থেকে বেশি হবেঃ

মাসআলা-১২৭ : মহিলারা শুক্রবারের বাজারে উপস্থিত হবেনা কিন্তু ঘরে বসে থাকা অবস্থায়ই আল্লাহ তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দিবেনঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوْقًا، يَأْتُوْنَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُّ رِيْحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُوْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَزْدَادُوْنَ حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُوْنَ إِلَى أَهْلِيْهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوْا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُوْلُ لَهُمْ أَهْلُهُمْ: وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُوْلُوْنَ: وَأَنْتُمْ، وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا "

অর্থ: "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ জান্নাতে একটি বাজার আছে, যেখানে প্রত্যেক শুক্রবারে জান্নাতীরা উপস্থিত হবে। উত্তর দিক থেকে একটি বাতাস এসে যখন জান্নাতীদের শরীর ও পোশাকে লাগবে তখন তা তাদের সৌন্দর্যকে আরো বৃদ্ধি করবে। যখন তারা সেখান থেকে তাদের ঘরে ফিরে আসবে তখন (এসে দেখবে যে) তাদের স্ত্রীদের সৌন্দর্যও আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, স্ত্রীরা স্বামীদেরকে বলবে যে আল্লাহর কসম! আমাদেরকে ছেড়ে যাওয়ার পর তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে, জান্নাতীরা বলবেঃ আল্লাহর কসম আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমাদের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।"

(মুসলিম ৪/২৮৩৩)[৩৪]

---

[৩৪] কিতাবুল জান্নাহ ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা।

জান্নাতের বৃক্ষসমূহ

মাসআলা-১২৮ : জান্নাতে সর্বপ্রকার ফলের গাছ থাকবে, তবে খেজুর, আনার আঙ্গুরের গাছ বেশি পরিমাণে থাকবেঃ

(আল্লাহই এ ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত)

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ـ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

অর্থ: "সেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও আনার। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোনো কোনো অনুগ্রহ অস্বীকার করবে।"

(সূরা রহমান: ৬৮,৬৯)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً ـ حَدَآئِقَ وَأَعْنَاباً

অর্থ: "এবং নিশ্চয়ই মুত্তাকীনদের জন্যই সফলতা, (সুশোভিত) উদ্যানসমূহ ও নানাবিধ আঙ্গুর।" (সূরা নাবা: ৩১-৩২)

মাসআলা-১২৯ : জান্নাতের বৃক্ষ কাটাবিহীন হবেঃ

মাসআলা-১৩০ : কলা ও বরই জান্নাতের বৃক্ষঃ

মাসআলা-১৩১ : জান্নাতে বৃক্ষসমূহের ছায়া অনেক লম্বা হবেঃ

وَأَصْحَابُ الْيَمِيْنِ مَآ أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ ـ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ـ وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ـ وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ـ وَمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ـ وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ

অর্থ: "আর ডান দিকের দল কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল। তারা থাকবে (এক উদ্যানে) সেখানে আছে কন্টকহীন কুল বৃক্ষ। কাঁদি ভরা কলা বৃক্ষ। সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবাহমান পানি ও প্রচুর ফলমূল। (সূরা ওয়াকিয়াহ: ২৭-৩২)

মাসআলা-১৩২ : জান্নাতের বৃক্ষসমূহ এতো সবুজ হবে যে, তাদের রং সবুজ কাল মিশ্রিত হবেঃ

মাসআলা-১৩৩ : জান্নাতের বৃক্ষসমূহ সর্বদা শস্য-শ্যামল থাকবেঃ

مُدْهَآمَّتَانِ ـ فَبِأَيِّ آلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

অর্থ: "ঘন সবুজ এ উদ্যান দু'টি, সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুর কোনো অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে।" (সূরা রহমান: ৬৪-৬৫)

মাসআলা-১৩৪ : জান্নাতের বৃক্ষসমূহের শাখাসমূহ শস্য-শ্যামল, লম্বা ও ঘন হবেঃ

ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ۔ فَبِأَيِّ آلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

অর্থ: "উভয়টিই বহু শাখাপল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুর কোনো কোনো অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে।" (সূরা রহমান: ৪৮-৪৯)

মাসআলা-১৩৫ : জান্নাতের একটি বৃক্ষের ছায়া এতো লম্বা হবে যে, উষ্ট্রারোহী একাধারে শতবছর চলার পরও ঐ ছায়া শেষ হবে নাঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ، وَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ {وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ} وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ"

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোনো অশ্বারোহী শত বছর চলার পরও শেষ প্রান্তে পৌছতে পারবে না। যদি চাও তাহলে পাঠ কর (সূরা রহমানের আয়াত) "লম্বা ছায়া" জান্নাতে কোনো ব্যক্তির ধনুক রাখার সমান জায়গা দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম, যার মাঝে সূর্য উদিত হয় ও অস্তমিত হয়।" (বুখারী ৪/৩২৫২)[৩৫]

মাসআলা-১৩৬ : জান্নাতের সমস্ত বৃক্ষের মূল স্বর্ণের হবেঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতের প্রতিটি বৃক্ষের মূল হবে স্বর্ণের।

(তিরমিযী ৪/২৫২৫)[৩৬]

---

[৩৫] কিতাব বাদউল খালক, বাব মাযায়া ফী সিফাতিল জান্নাহ।

[৩৬] আবওয়াব সিফাতিল জান্নাহ, বাব মাযায়া ফী সিফা আসজারিল জান্নাহ।

মাসআলা-১৩৭ : কোনো কোনো খেজুর গাছের মূল সবুজ পান্নার হবে, আর তার শাখার মূলগুলো হবে লাল বর্ণের:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: نَخْلُ الْجَنَّةِ جُذُوْعُهَا زُمُرُّدٌ أَخْضَرُ، وَوَرَقُهَا ذَهَبٌ أَحْمَرُ، وَسَعَفُهَا كِسْوَةٌ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا مُقَطَّعَاتُهُمْ وَحُلَلُهُمْ، وَثَمَرُهَا أَمْثَالُ الْقِلَالِ أَوِ الدِّلَاءِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبْدِ لَيْسَ لَهُ عَجَمٌ

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জান্নাতের খেজুর গাছের মূল সবুজ পান্নার হবে, আর তার শাখার মূলগুলো হবে লাল বর্ণের। আর তা দিয়ে জান্নাতীদের পোশাক তৈরী করা হবে। ঐ খেজুর মটকা বা বালতির মতো হবে যা দুধ থেকে সাদা, মধু থেকেও মিষ্টি, মাখন থেকেও নরম, মোটেও শক্ত হবে না।" (শারহুসসুন্না)[৩৭]

মাসআলা-১৩৮ : যে তাসবির সওয়াব জান্নাতে চারটি উত্তম বৃক্ষ রোপন হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا، فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا الَّذِيْ تَغْرِسُ؟» قُلْتُ: غِرَاسًا لِي، قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: " قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، يُغْرَسْ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একটি বৃক্ষ রোপন করতেছিলেন, এমন সময় তার পাশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ পথ অতিক্রম করছিলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন হে আবু হুরাইরা! তুমি কি রোপণ করতেছো? তিনি বললেন আমার জন্য একটি গাছ লাগাচ্ছি। তিনি বললেন: আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম বৃক্ষ রোপনের জন্য বলবো না? সে বললো হ্যাঁ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তিনি বললেন: বলো: সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু

---

[৩৭] কিতাবুল ফিতান, বাব সিফাতিল জান্নাহ ওয়া আহলিহা।

আল্লাহু আকবার, এই প্রত্যেকটি শব্দের বিনিময়ে তোমাদের জন্য জান্নাতে একটি করে বৃক্ষ রোপন করা হবে।" (ইবনে মাজা ২/৩৮০৭)[৩৮]

মাসআলা-১৩৯ : যে তাসবির সাওয়াব জান্নাতে খেজুর বৃক্ষরোপনের পরিমাণঃ

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ "

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বলে সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর বৃক্ষ রোপন করা হয়।" (তিরমিযী ৫/৩৪৬৪)

মাসআলা-১৪০ : তুবা জান্নাতের একটি বৃক্ষের নাম, যার ছায়া শতবছরের রাস্তার সমান :

মাসআলা-১৪১ : তুবা বৃক্ষের ফলের শীষ দিয়ে জান্নাতীদের পোশাক তৈরী করা হবেঃ

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوْبٰى شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَسِيْرَتُهَا مِائَةَ عَامٍ ثِيَابُ اَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ اَكْمَامِهَا۔

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বিলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তুবা জান্নাতের একটি বৃক্ষের নাম, যার ছায়া হবে শতবছরের চলার পথের সমান। জান্নাতীদের পোশাক তার শীষ দিয়ে তৈরী করা হবে।" (আহমদ)[৩৯]

মাসআলা-১৪২ : যাইতুন জান্নাতের একটি বৃক্ষের নাম:

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীস ৪১০ নং মাসআলায় দেখুন।

---

[৩৮] কিতাবুল আদব, বাব ফাযলিত্তাসবিহ (২/৩০২৯)
[৩৯] আলবানী রচিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা। খ. ৩, হাদীস নং-১৯৫৮।

জান্নাতের ফলসমূহ

(মহান আল্লাহর নিকট এ কামনা করি যেন তিনি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তা খাওয়ার তাওফীক দান করেন।)

মাসআলা-১৪৩ : জান্নাতের ফল জান্নাতীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকবেঃ

মাসআলা-১৪৪ : জান্নাতে মৌসুমী প্রত্যেক ফল সর্বদাই থাকবেঃ

মাসআলা-১৪৫ : জান্নাতের ফল ভোগ করার জন্য কারো নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে না।

মাসআলা-১৪৬ : জান্নাতের ফলের মজুদ কখনো শেষে হবে নাঃ

মাসআলা-১৪৭ : জান্নাতের ফল কখনো নষ্ট হবে নাঃ

মাসআলা-১৪৮ : কলা ও বরই জান্নাতের ফলঃ

وَأَصْحَابُ الْيَمِيْنِ مَآ أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ ۔ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ۔ وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۔ وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ۔ وَمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ

অর্থ: "আর ডান দিকের দল কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল। তারা থাকবে (এক উদ্যানে) সেখানে আছে কন্টকহীন কুল বৃক্ষ। কাঁদি ভরা কলা বৃক্ষ। সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবাহমান পানি ও প্রচুর ফলমূল। (সূরা ওয়াকিয়াহ: ২৭-৩২)

أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا

অর্থ: "যারা মুত্তাকী এটা তাদের কর্মফল, আর কাফিদের কর্মফল অগ্নি।" (সূরা রাআদ: ৩৫)

মাসআলা-১৪৯ : জান্নাতে প্রত্যেক জান্নাতীর পছন্দ মতো সর্বপ্রকার ফল মূল মজুদ থাকবেঃ

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلَالٍ وَعُيُوْنٍ ۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ۔ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْــًٔا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۔ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থ: নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে ছায়া ও ঝর্ণাবহুল স্থানে, আর নিজেদের বাসনানুযায়ী ফলমূল-এর মাধ্যে। (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা যে আমল

করতে তার প্রতিদানস্বরূপ তৃপ্তির সাথে পানাহার করো; সৎকর্মশীলদের আমরা এমন-ই প্রতিদান দিয়ে থাকি। (সূরা মুরসালাত ৭৭:৪১-৪৪)

মাসআলা-১৫০ : জান্নাতের ফল সর্বদা জান্নাতীদের নাগালের মধ্যে থাকবে, দাড়িয়ে, বসে, চলা ফিরা করা অবস্থায়, যখন খুশি তখনই তা তারা ভক্ষণ করতে পারবেঃ

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً

অর্থ: "সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাদের উপর থাকবে এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্বাধীন করা হবে।" (সূরা দাহর: ১৪)

মাসআলা-১৫১ : জান্নাতের খেজুর মটকা বা বালতির মত হবে যা দুধ থেকেও সাদা, মধু থেকেও মিষ্টি, মাখন থেকেও নরমঃ

নোট" এ সংক্রান্ত হাদীস ১৩৭ নং মাসআলায় দেখুন।

মাসআলা-১৫২ : জান্নাতের ফলের শীষ এতো বড় হবে যে, তা যদি পৃথিবীতে আসতো তাহলে সাহাবাগণ কিয়ামত পর্যন্ত তা খেয়ে শেষ করতে পারত নাঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. فِيْ حَدِيْثِ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِيْ مَقَامِكَ. ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ. قَالَ: «إِنِّيْ أُرِيْتُ الْجَنَّةَ. فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا. وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا»

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে সূর্যগ্রহণের নামায সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস এসেছে যে, সাহাবাগ রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে (নামাযের সময়) দেখলাম যেন আপনি কোনো কিছু নিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আবার থেমে গেলেন। তিনি বললেনঃ আমি জান্নাত দেখছিলাম আর তার একটি শীষ নিতে চাইলাম, কিন্তু যদি আমি তা নিতাম তাহলে তোমরা যত দিন দুনিয়ায় থাকতে ততদিন তোমরা তা খেতে পারতে।" (বুখারী ১/৭৪৮)[৪০]

মাসআলা-১৫৩ : জান্নাতের একটি শীষ যদি পৃথিবীতে আসতো তাহলে আকাশ ও যমীনের সমস্ত মাখলুক তা খেয়ে শেষ করতে পারতো নাঃ

---

[৪০] কিতাব সালাতিল খুসুফ।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَمَا فِيْهَا مِنَ الزَّهْرَةِ وَالنَّضْرَةِ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ لِآتِيَكُمْ بِهِ، فَحِيْلَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ، وَلَوْ أَتَيْتُكُمْ بِهِ لَأَكَلَ مِنْهُ مِنْ بَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَنْقُصُوْنَهُ"

অর্থ: "যাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার সামনে জান্নাত ও তাতে বিদ্যমান সমস্ত নিআমত পেশ করা হলো, ফল-ফুল, সবুজ সজিব জিনিসসমূহ। আমি তোমাদের জন্য ওখান থেকে আঙ্গুরের একটি থোকা নিতে চাইলাম, কিন্তু আমাকে থামিয়ে দেয়া হলো, যদি ঐ থোকাটি তোমাদের জন্য নিয়ে আসতাম তা হলে আকাশ ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টি জীব যদি তা খেত তাহলে তা খেয়ে শেষ করতে পারতো না।" (আহমদ)[৪১]

নোট: জান্নাতের নিআমত সম্পর্কে বর্ণিত এ সমস্ত হাদীস অন্তত মুসলমানদের জন্য কোনো আশ্চার্য বিষয় নয়। যারা গত ছয় হাজার বছর থেকে জমজম কূপকে প্রবাহিত হতে দেখে আসছে, যা থেকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ উপকৃত হচ্ছে, রমযান ও হজ্জ এর সময় সমস্ত মানুষ প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব-চোখে তা অবলোকন করে, লোকেরা শুধু আত্মতৃপ্তির সাথে তা পান করে তাই নয়, বরং স্ব স্ব এলাকায় প্রত্যাবর্তন কালে বাধাহীনভাবে যার যত খুশি সে তত পরিমাণে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এরপরও পানির মধ্যে কখনো কোনো কমতি হচ্ছে না বা শেষও হচ্ছে না। আর কিয়ামত পর্যন্ত এ পানি এভাবেই ব্যবহৃত হতে থাকবে। (সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম)।

মাসআলা-১৫৪ : খেজুর, আনার ও আঙ্গুর জান্নাতের ফল:

নোট: এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসটি ১২৮ নং মাসআলায় দেখুন।

মাসআলা-১৫৫ : আনজীর জান্নাতী ফল:

মাসআলা-১৫৬ : জান্নাতের সমস্ত ফল আটিহীন হবে:

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اُهْدِىَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَبَقٌ مِنْ تِيْنٍ فَقَالَ كُلُوْا وَاَكَلَ مِنْهُ وَقَالَ لَوْ قُلْتُ إِنَّ فَاكِهَةً نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ لَقُلْتُ

---

[৪১] অনে নেহায়া লিইবনে কাসীর, (২/৩৬৭)

هَذِهِ لِأَنَّ فَاكِهَةَ الْجَنَّةِ بِلَا عَجَمٍ فَكُلُوْا مِنْهَا فَإِنَّهَا تَقْطَعُ الْبَوَاسِيْرَ وَتَنْفَعُ مِنَ النُّقُوْسِ.

অর্থ: "আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ কে এক প্লেট আনজীরা হাদীয়া দেয়া হলো, তিনি বললেন: খাও, তিনি নিজেও তা থেকে খেলেন, আর বললেন: যদি আমি কোনো ফল সম্পর্কে বলি যে, এটা জান্নাত থেকে আগত ফল, তাহলে এই সেই ফল, কেননা জান্নাতের ফল আটি বিহীন হবে। অতএব খাও, আনজীর অশ্বরোগের ঔষধ, আর তা গ্রন্থির ব্যাথা দূর করে। (ইবনে কায়্যিম তার তিব্বুননববীতে তা উল্লেখ করেছেন।)[৪২]

মাসআলা-১৫৭ : জান্নাতী যখন কোনো বৃক্ষের ফল পাড়বে তখন সাথে সাথে ওখানে আরেকটি নতুন ফল হয়ে যাবে:

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَزَعَ ثَمَرَةً مِنَ الْجَنَّةِ عَادَتْ مَكَانَهَا أُخْرَى»

অর্থ: "সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন কোনো ব্যক্তি জান্নাতের কোনো ফল পাড়বে তখন তার স্থলে অন্য একটি ফল হয়ে যাবে।" (ত্ববারানী)[৪৩]

জান্নাতের নদীসমূহ

মাসআলা-১৫৮ : জান্নাতে সুস্বাদু পানি, সুস্বাদু দুধ, সুমিষ্ট শরাব এবং স্বচ্ছ মধুর নদী প্রবাহিত হচ্ছে:

মাসআলা-১৫৯ : জান্নাতের নদীসমূহের পানীয়র রং ও স্বাদ সর্বদা একই রকমের থাকবে:

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَآ أَنْهَارٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى

[৪২] তিব্বুন নববী পৃ, ৩১৮।
[৪৩] মাজমাউয্যাওয়ায়েদ (১০/৪১৪)

অর্থ: মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ, দুধের ঝর্ণাধারা, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সূরার নহরসমূহ এবং আছে পরিশোধিত মধুর ঝর্ণাধারা। (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:১৫)

মাসআলা-১৬০ : সাইহান, জাইহান, ফোরাত, নীল জান্নাতের নদী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ، وَالْفُرَاتُ وَالنِّيْلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সাইহান, জাইহান, ফোরাত, ও নীল জান্নাতের নদী। (মুসলিম ৪/২৮৩৯)[৪৪]

মাসআলা-১৬১ : কাওসার জান্নাতের নদী যার পানি দুধ থেকেও সাদা এবং মধু থেকেও অধিক মিষ্টি হবে:

মাসআলা-১৬২ : কাওসার আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ কে দেয়া উপহার:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْكَوْثَرُ؟ قَالَ: «ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيْهِ اللهُ يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، فِيهَا طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ» قَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذِهِ لَنَاعِمَةٌ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكَلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا»

অর্থ: "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেসিত হলেন কাউসার কি? তিনি উত্তরে বললেন: এ হলো একটি নদী যা আমাকে আমার আল্লাহ জান্নাতে দিবেন। যার পানি দুধের চেয়েও সাদা হবে, মধুর চেয়েও মিষ্টি হবে এবং সেখানে এমন পাখি থাকবে যাদের গর্দান হবে উটের ন্যায়। ওমর (রা) বলেছেন: ঐ পাখীরা খুব আনন্দে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: ঐ পাখীগুলোকে ভক্ষণকারী আরো আনন্দে আছে।" (তিরমিযী ৪/২৫৪২)[৪৫]

নোট: বিস্তারিত জানার জন্য হাউজে কাওসার অধ্যায় দেখুন।

---

[৪৪] কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা।

[৪৫] আবওয়াবুল জান্নাহ, বাব মাযায়া ফী সিফাত তাইরিল জান্নাহ।

মাসআলা-১৬৩ : জান্নাতীরা নিজেদের ইচ্ছামত জান্নাতের নদীসমূহ থেকে ছোট ছোট নদী বের করে তাদের অট্টালিকাসমূহে নিয়ে যেতে পারবেঃ

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ، ثُمَّ تُشَقَّقُ الأَنْهَارُ بَعْدُ»

অর্থ: "হাকীম বিন মোয়াবিয়া তার পিতা থেকে তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: জান্নাতে পানি, মধু, দুধ ও শরাবের নদী থাকবে। অতপর ঐ সমস্ত নদী থেকে আরো ছোট ছোট নদী বের করা হবে।" (তিরমিযী ৪/২৫৭১)[৪৬]

নোট: উল্লেখিত হাদীসের সাথে ১৬৬ নং মাসআলাও দেখুন।

মাসআলা-১৬৪ : জান্নাতের একটি নদীর নাম হায়াত, যার পানি জাহান্নাম থেকে বেরকৃতদের শরীরে দেয়া হবে, ফলে তারা দ্বিতীয়বার চারা গাছের ন্যায় সজিব হবেঃ

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ، وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: اُنْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوْهُ، فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا حُمَمًا قَدْ اِمْتَحَشُوْا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ، أَوِ الْحَيَا، فَيَنْبُتُوْنَ فِيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً؟"

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ স্বীয় দয়ায় যাকে খুশী তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। (অতপর দীর্ঘদিন পর বলবেন) দেখ যে ব্যক্তির অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের

---

[৪৬] আবওয়াবুল জান্না, বাব মাযায়া ফী সিফাত আনহারিল জান্না।

করো। তখন তারা এমন অবস্থায় বের হবে যে তাদের শরীর কয়লার ন্যায় জ্বলে গেছে, তখন তাদেরকে হায়াত বা হায়া নামক নদীতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা এমনভাবে সজিব হয়ে উঠবে, যেমন বন্যার আবর্জনার মাঝে চারাগাছ সজিব হয়ে উঠে। তোমরা কি কখনো দেখনি যে কেমন হলুদ রং বিশিষ্ট হয়ে উঠে?" (মুসলিম ১/১৮৪)[৪৭]

জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ

মাসআলা-১৬৫ : জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম "সালসাবীল" যা থেকে আদা মিশ্রিত স্বাদ আসবেঃ

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۔ قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْراً ۔ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلاً ۔ عَيْناً فِيْهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيْلاً

অর্থ: "তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্র এবং স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পান পাত্রে। রুপালী স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা তা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে।

সেখানে পান করতে দেয়া হবে আদা মিশ্রিত পানীয়। জান্নাতের এমন এক ঝর্ণা যার নাম "সালসাবীল"। (সূরা দাহর : ১৫-১৮)

মাসআলা-১৬৬ : জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম কাফুর, যা পানে জাহান্নামীরা আত্মতৃপ্তি লাভ করবে।

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْراً ۔ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْراً

অর্থ: "সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে কাফুর। এমন একটি প্রশ্রবণের যা থেকে আল্লাহর বান্দারা পান করবে, তারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে।" (সূরা দাহর: ৫-৬)

---

[৪৭] কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাতুসশাফায়া।

মাসআলা-১৬৭ : জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম "তাসনীম" যার স্বচ্ছ পানি একমাত্র আল্লাহর বিশেষ বান্দাদেরকে পান করার জন্য দেয়া হবে:

মাসআলা-১৬৮ : সৎকর্মশীল (যাদের স্তর বিশেষ বান্দাদের চেয়ে একটু নীচু হবে) তাদেরকে উত্তম পানীয়ের সাথে তাসনীমের পানি মিশ্রণ করে দেয়া হবে:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ـ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنظُرُوْنَ ـ تَعْرِفُ فِي وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ـ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ـ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ـ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ ـ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ

অর্থ: নিশ্চয় নেককাররাই থাকবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে। সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে। তুমি তাদের চেহারাসমূহে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লাবণ্যতা দেখতে পাবে। তাদেরকে সীলমোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় থেকে পান করানো হবে। তার মোহর হবে মিসকের। আর প্রতিযোগিতাকারীদের উচিত এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা। আর তার মিশ্রণ হবে তাসনীম থেকে। তা এক প্রস্রবণ, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে। (সূরা মুতাফফিফীন ৮৩:২২-২৮)

মাসআলা-১৬৯ : কোনো কোনো ঝর্ণা থেকে সাদা উজ্জ্বল সুস্বাদু পানীয় প্রবাহিত হবে:

أُوْلٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ـ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُوْنَ ـ فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ ـ عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ ـ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ـ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ ـ لاَ فِيْهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُوْنَ ـ

অর্থ: তাদের জন্য থাকবে নির্ধারিত রিযিক, ফলমূল; আর তারা হবে সম্মানিত, নি'আমত-ভরা জান্নাতে, মুখোমুখি পালঙ্কে। তাদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপাত্র, সাদা, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে থাকবে না ক্ষতিকর কিছু[৪৮] এবং তারা এগুলো দ্বারা মাতালও হবে না। (সূরা সাফ্ফাত ৩৭:৪১-৪৭)

---

[৪৮] غول অর্থ নেশা, মাতলমি, মাথাব্যথা ও পেটের পীড়া।

মাসআলা-১৭০ : কোনো কোনো ঝর্ণা ফোয়ারার ন্যায় উদ্বেলিত হবেঃ

فِيْهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ۔ فَبِأَيِّ آلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

অর্থ: "তথায় আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ, অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোনো অবদানকে অস্বীকার করবে।" (সূরা রহমান: ৬৬-৬৭)

মাসআলা-১৭১ : জান্নাতীদের আত্মা ও চক্ষু তৃপ্তির জন্য সর্বদা পানির ঝর্ণা ও জলপ্রপাতও জান্নাতে থাকবেঃ

فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ

অর্থ: "সেখানে আছে প্রবাহমান ঝর্ণাসমূহ" (সূরা গাসিয়া : ১২)

وَمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ

অর্থ: সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবাহমান পানি। (সূরা ওয়াকিয়া: ৩০-৩১)

মাসআলা-১৭২ : উল্লেখিত ঝর্ণাসমূহ ব্যতীত জান্নাতীদের আরামের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের আরো ঝর্ণা থাকবেঃ

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ أَمِيْنٍ۔ فِيْ جَنَّاتٍ وَعُيُوْنٍ

অর্থ: "মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে। উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে" (সূরা দুখান :৫১-৫২)

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلَالٍ وَعُيُوْنٍ۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ

অর্থ: মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে। তাদের রুচিসম্মত ফলসমূহের প্রাচুর্যের মধ্যে।" (সূরা মুরসালাত: ৪১-৪২)

কাওসার নদী

(আল্লাহ তার স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদেরকে তা থেকে পানি পান করান)

মাসআলা১৭৩ : কাওসার জান্নাতের একটি নদী যা আল্লাহ শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা দিবেনঃ

মাসআলা-১৭৪ : কাওসার নদী জান্নাতের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে উন্নত নদী :

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَيْنَمَا أَنَا أَسِيْرُ فِي الْجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ، حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ، قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ، الَّذِيْ أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِيْنُهُ أَوْ طِيْبُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ "

অর্থঃ "আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ (মেরাজের সময়) আমি জান্নাত দেখতেছিলাম, সেখানে আমি একটি নদী দেখতে পেলাম যার উভয় তীরে মোতি খচিত গম্বুজ রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম হে জিবরাঈল! এগুলো কি? সে বললোঃ এ হলো কাওসার যা আপনাকে আপনার প্রভু দিয়েছেন। আর তার মাটি বা সুগন্ধি মেশক আম্বরের ন্যায়" (বুখারী ৮/৬৫৮১)[৪৯]

মাসআলা-১৭৫ : কাওসার নদীর উভয় তীর স্বর্ণ নির্মিত, তার কঙ্করসমূহ মোতি ও ইয়াকুতের। আর মাটি মেশকের চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়ঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْكَوْثَرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ، حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ»

অর্থঃ "আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কাওসার জান্নাতের একটি নদী, যার উভয় তীর স্বর্ণ নির্মিত, তার পানি

[৪৯] কিতাবুর রিকাক, বাব ফিলহাউয।

ইয়াকুত ও মোতির উপর প্রবাহমান। তার মাটি মেশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধিময়, তার পানি মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি এবং বরফের চেয়ে অধিক সাদা। (তিরমিযী ৫/৩৩৬১)[৫০]

মাসআলা-১৭৬ : কাওসার নদীতে উটের গর্দানের ন্যায় উঁচু প্রাণী থাকবে, যা ভক্ষণে জান্নাতীরা তৃপ্তিলাভ করবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীস ১৬২ নং মাসআলায় দেখুন।

* উল্লেখ্য যে হাউজে কাওসার এবং কাওসার নদী পৃথক জিনিস, কাওসার নদী জান্নাতের ভিতরে থাকবে, আর হাউজে কাওসার জান্নাতের বাহিরে হাশরের মাঠে থাকবে। যেখানে রাসূল ﷺ মিম্বরে আসন গ্রহণ করে স্বীয় হস্তে ঈমানদারদেরকে পানি পান করিয়ে তাদের পিপাসা মিটাবেন। (আল্লাহই এ ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত)

* কাওসারের ব্যাপারে হাউজে কাওসার সম্পর্কিত হাদীসসমূহও আমরা এখানে উল্লেখ করেছি।

হাউজে কাওসার

মাসআলা-১৭৭ : হাউজে কাওসারে পানি পান করানোর দায়িত্ব স্বয়ং রাসূল ﷺ পালন করবেনঃ

মাসআলা-১৭৮ : ইয়ামেনবাসীদের সম্মানে রাসূল ﷺ অন্যদেরকে হাউজে কাওসার থেকে দূর করে দিবেনঃ

মাসআলা-১৭৯ : হাউজে কাওসারের প্রশস্ততা মদীনা এবং আম্মানের দূরত্বের সমান। (প্রায় এক হাজার কি.মি.)

মাসআলা-১৮০ : হাউজে কাওসারের পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি হবেঃ

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُوْدُ النَّاسَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ». فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ: «مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ» وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ: «أَشَدُّ

---

[৫০] আবওয়াব তাফসীর বাব তাফসীর সূরাতুল কাওসার।

بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقٍ»

অর্থ: "সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: হাউজে কাওসারের পার্শ্বে আমি ইয়ামানবাসীদের সম্মানে অন্য লোকদেরকে স্বীয় লাঠি দিয়ে দূর করে দিব। এমনকি পানি ইয়ামান বাসীর প্রতি প্রবাহিত হতে থাকবে আর তারা তা পানে তৃপ্তি লাভ করবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, হাউজের প্রশস্ততা কতটুকু। তিনি বললেন: মদীনা থেকে ওমানের দূরত্বের সমান। এরপর হাউজের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তা কেমন হবে? তিনি বললেন: দুধের চেয়ে অধিক সাদা, মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি, এরপর তিনি বললেন আমার হাউজে জান্নাত থেকে দু'টি নালা প্রবাহিত হবে, তার একটি হবে স্বর্ণের, অপরটি হবে রূপার। (মুসলিম ৪/২৩০১)[৫১]

নোট: আম্মান জর্ডানের রাজধানী, যা মদীনা থেকে এক হাজার কি.মি. দূরে। অন্যান্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাউজে কাওসারের চতুর্পার্শ্ব সমান সমান। নবী ﷺ বলেন: "হাউজের প্রশস্ততা তার দৈর্ঘের সমান।" (তিরমিযী)

মাসআলা-১৮১ : হাউজে কাওসারের কিনারে সোনা-চাঁদির গ্লাস থাকবে যার সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমান:

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُرَى فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ»

অর্থ: "আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেন: হাউজে কাওসারের পাড়ে তোমরা আকাশের তারকার সমান সংখ্যক গ্লাস দেখতে পাবে।" (মুসলিম)[৫২]

মাসআলা-১৮২ : কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বর হাউজে কাওসারের পার্শ্বে রাখা হবে। তার ওপর আরোহণ করে তিনি তাঁর উম্মতদেরকে পানি পান করাবেন:

---

[৫১] কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ইসবাত হাওজিন্নাবী ﷺ.

[৫২] কিতাবুল ফাযায়েলল, বাব ইসবাত হাওজিন্নাবী, ﷺ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার ঘর ও মিম্বরের মাঝে যে স্থানটি আছে তা জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান। আর আমার মিম্বর (কিয়ামতের দিন) আমার হাউজের পার্শ্বে রাখা হবে।" (বুখারী ২/১১৯৬)[৫৩]

মাসআলা-১৮৩ : যে ব্যক্তি একবার হাউজে কাওসারের পানি পান করবে তার আর কখনো পানির পিপাসা হবে না:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ. فِيْهِ أَبَارِيْقُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا»

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতে তোমাদের সামনে একটি হাউজ থাকবে, যার একটি কঙ্কর যারবা থেকে আজরার (সিরিয়ার দু'টি শহরের নাম) মাঝের দূরত্বের সমান হবে। যার পার্শ্বে আকাশের তারকা সংখ্যক গ্লাস রাখা হবে। যে ব্যক্তি ওখান থেকে একবার পানি পান করবে সে আর কখনো পিপাসিত হবে না।" (মুসলিম ৪/২২৯৯)[৫৪]

মাসআলা-১৮৪ : হাউজে কাওসারের পানি সর্বপ্রথম পান করবে গরীব মুহাজিরগণ (মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত কারীরা):

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ وُرُوْدًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ، الشُّعْثُ رُءُوْسًا، الدُّنُسُ ثِيَابًا، الَّذِيْنَ لَا يَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ، وَلَا يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ»

---

[৫৩] কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ইসবাত হাওজিন্নাবী, ﷺ.
[৫৪] কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ইসবাত হাওজিন্নাবী, ﷺ.

অর্থ: "সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেন: আমার হাউজে সর্বপ্রথম আগমনকারী হবে গরিব মুহাজিরগণ। এলোকেশি, ময়লা কাপড় পরিধানকারী, সুখী সমৃদ্ধশালী মহিলাদেরকে বিবাহ করতে অক্ষম ব্যক্তিবর্গ। যাদের জন্য আমীর ওমরাদের দরজা উন্মুক্ত থাকে না।" (তিরমিযী)[৫৫]

মাসআলা-১৮৫ : কিয়ামতের দিন প্রত্যেক নবীকে হাউজ দেয়া হবে যা থেকে তাঁর উম্মতরা পানি পান করবে:

মাসআলা-১৮৬ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাউজে আগন্তুকদের সংখ্যা অন্যান্য নবীদের উম্মতদের তুলনায় অধিক হবে:

عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً»

অর্থ: "সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন: নিশ্চয়ই প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে হাউজ থাকবে, আর প্রত্যেক নবী পরস্পরের সাথে গৌরব করবে যে, কার হাউজে পানি পানকারীর সংখ্যা বেশি। আমি আশা করছি যে আমার হাউজে আগন্তকদের সংখ্যা বেশি হবে।" (তিরমিযী ৪/২৪৪৩)[৫৬]

মাসআলা-১৮৭ : হাউজে কাওসারের পাশে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতদের সামনে থাকবেন:

মাসআলা-১৮৮ : বিদআতীরা রাসূলুল্লা ﷺ-এর হাউজ থেকে বিতাড়িত হবে:

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال " أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ، حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ

---

[৫৫] আবওয়াব সিফাতিল কিয়ামা, বাবা মাযায়া ফী সিফাতিল হাউজ, (২/১৯৮৯)

[৫৬] আবওয়াব সিফাতিল কিয়ামা, বাব মাযায়া ফি সিফাতিল হাউজ (২/১৯৮৮)

لِأُنَاوِلَهُمْ اخْتُلِجُوا دُونِي. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصَحَابِي. فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ"

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেন আমি হাউজে কাওসারের পাশে তোমাদের আগে থাকবো। তোমাদের মধ্যে কিছু লোক সেখানে আসবে, অতপর তাদেরকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে, আমি বলবো: হে আমার প্রভু! এরাতো আমার উম্মত। বলা হবে আপনি জানেন না যে, আপনার পরে তারা কি কি বিদআত চালু করেছে।" (বুখারী ৯/৭০৪৯)[৫৭]

মাসআলা-১৮৯ : কাফিররা হাউজে কাওসারের নিকট এসে পানি পান করতে চাইবে কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিবেন:

মাসআলা-১৯০ : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতদেরকে ওযুর কারণে উজ্জ্বল হাত ও কপাল দেখে চিনতে পারবেন:

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَذُوْدُ عَنْهُ الرِّجَالَ. كَمَا يَذُوْدُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الْغَرِيْبَةَ عَنْ حَوْضِهِ . قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ. تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ. مِنْ أَثَرِ الْوُضُوْءِ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ»

অর্থ: "হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন: ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ। আমি হাউজ থেকে অমুসলিমদেরকে এমন ভাবে দূর করে দিব, যেমন উটের মালিকরা তাদের পাল থেকে অন্য মালিকের উটকে তাড়িয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া রাসূলূল্লাহ! আপনি আমাদেরকে চিনবেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তোমরা আমার নিকট আসবে এমতাবস্থায় যে অযুর কারণে তোমাদের হাত, পা, কপাল ইত্যাদি চমকাতে থাকবে। এ গুণ তোমরা ব্যতীত অন্য কোনো উম্মতের হবে না।" (ইবনে মাজা)[৫৮]

---

[৫৭] কিতাবুর রিকাক, বাব ফীল হাউজ।
[৫৮] কিতাবুয যুহদ, বাব ফীল হাউজ (২/৩৪৭১)

জান্নাতীদের খানাপিনা

মাসআলা-১৯১ : জান্নাতীদের প্রথম খানা হবে মাছ, এর পরবর্তী খাবার হবে গরুর গোশ্‌ত:

মাসআলা-১৯২ : জান্নাতীদের সর্বপ্রথম পানীয় হবে সালসাবীল নামক কূপের পানি:

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ: أَيْنَ يَكُوْنُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُوْنَ الْجِسْرِ» قَالَ: فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً؟ قَالَ: «فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ» قَالَ الْيَهُوْدِيُّ: فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «زِيَادَةُ كَبِدِ النُّوْنِ» . قَالَ: فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ: «يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِيْ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا» قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «مِنْ عَيْنٍ فِيْهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيْلًا» قَالَ: صَدَقْتَ.

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দাঁড়িয়ে ছিলাম, ইতিমধ্যে ইহুদীদের পাদ্রীদের মধ্য থেকে একজন পাদ্রী আসলো এবং জিজ্ঞেস করল যে, যেদিন আকাশ ও জমিন প্রথম পরিবর্তন করা হবে তখন মানুষ কোথায় থাকবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পুলসিরাতের নিকটবর্তী এক অন্ধকার স্থানে। অতপর ইহুদী আলেম জিজ্ঞেস করলো, সর্বপ্রথম কে পুলসিরাত পার হবে? তিনি বললেন: গরীব মুহাজিরগণ। (মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত কারীরা) ঐ ইহুদী পাদ্রী আবার জিজ্ঞেস করলো, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর সর্বপ্রথম তাদেরকে কি খাবার পরিবেশন করা হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: মাছের কলিজা, ইহুদী জিজ্ঞেস করলো এরপর কি পরিবেশন করা হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: এর

পর জান্নাতীদের জন্য জান্নাতে পালিত গরুর গোশত পরিবেশন করা হবে। এরপর ইহুদী পাদ্রী জিজ্ঞেস করলো খাওয়ার পর পানীয় কি পরিবেশন করা হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: সালসাবীল নামক ঝর্ণার পানি। ইহুদী পাদ্রী বললো: তুমি সত্য বলেছো"। (মুসলিম)[৫৯]

মাসআলা-১৯৩ : আমাদের বর্তমান এ পৃথিবী জান্নাতীদের রুটি হবে।

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَكُوْنُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً، يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ، نُزُوْلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ»

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন: কিয়ামতের দিন এ পৃথিবী একটি রুটির ন্যায় হবে, আল্লাহ স্বীয় হস্তে তা এমনভাবে উলট পালট করবেন যেমন তোমাদের কেউ সফররত অবস্থায় তার রুটিকে উলট পালট করে। আর ঐ রুটি দিয়ে জান্নাতীদের মেহমানদারী করা হবে।" (বুখারী ৮/৬৫২০, মুসলিম)[৬০]

মাসআলা-১৯৪ : জান্নাতে সবচেয়ে উন্নতমানের পানীয় হবে তাসনীম যা শুধু আল্লাহর বিশেষ বান্দাদেরকে পরিবেশন করা হবে:

মাসআলা-১৯৫ : জান্নাতের স্বচ্ছ ও পরিষ্কার শরাব "রাহিক" পানে সমস্ত জান্নাতীরা আত্মতৃপ্তি লাভ করবে:

মাসআলা-১৯৬ : জান্নাতীদের সেবায় "রাহিকের" মুখবন্ধ পান পাত্র পেশ করা হবে:

মাসআলা-১৯৭ : "রাহিক" পান করার পর জান্নাতীরা মুখে মেশকের স্বাদ অনুভব হবে:

নোট: ১৬৮ নং মাসআলার আয়াত দ্র:।

মাসআলা-১৯৯ : জান্নাতে সাদা উজ্জ্বল পানীয়ও জান্নাতীদের সম্মানার্থে মজুদ থাকবে।

---

[৫৯] কিতাবুল হায়েয, বায়ান মনিউর রজুলি ওয়াল মারয়া।

[৬০] মেশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ফিতান, বাবুল হাশর, ফসলুল আউয়্যাল।

মাসাআলা-২০০ : জান্নাতের শরাব পান করার পর কোনো প্রকার মাতলামী ভাব দেখা দিবে নাঃ

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ - بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ - لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ

অর্থ: তাদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপাত্র, সাদা, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে থাকবে না ক্ষতিকর কিছু[৬১] এবং তারা এগুলো দ্বারা মাতালও হবে না। (সূরা সাফ্ফাত ৩৭:৪৫-৪৭)

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَاْ - قَوَارِيْرَاْ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا

অর্থ: "তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্র এবং স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পান পাত্রে। রুপালী স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা তা যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে।" (সূরা দাহর: ১৫-১৬)

মাসআলা-২০১ : জান্নাতীদের সেবায় ত্বাহুর শরাব পেশ করা হবেঃ

নোটঃ ২১৯ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২০২ : জান্নাতীদেরকে এমন শরাব পান করানো হবে যার মধ্যে আদার স্বাদ থাকবেঃ

নোটঃ ১৬৫ মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২০৩ : জান্নাতীদের সেবায় এমন শরাবও পেশ করা হবে যার মধ্যে কাফুরের স্বাদ থাকবেঃ

নোটঃ ১৬৬ মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২০৪ : জান্নাতীদের পানের জন্য সু স্বাদু পানি, সু মিষ্টি দুধ, সু স্বাদু শরাব, পরিষ্কার স্বচ্ছ মধুর নদীও জান্নাতে বিদ্যমান থাকবেঃ

নোটঃ ১৫৮ নং মাসআলা দ্রঃ।

---

[৬১] غول অর্থ নেশা, মাতলমি, মাথাব্যথা ও পেটের পীড়া।

মাসআলা-২০৫ : তীব্র গতিসম্পন্ন ঝর্ণার পানি দ্বারাও জান্নাতীরা আত্মতৃপ্তি লাভ করবে:

فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ

অর্থ: তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝর্ণা" (সূরা গাসিয়া : ১২)

মাসআলা-২০৬ : জান্নাতের শরাব পানে জান্নাতীদের মাথায় কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না।

মাসআলা-২০৭ : জান্নাতীদের পছন্দনীয় ফল তাদের রুচি অনুযায়ী তাদের সামনে পেশ করা হবে:

মাসআলা-২০৮: পছন্দনীয় পাখির গোশতও তাদের জন্য বিদ্যমান থাকবে:

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ـ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيْقَ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ـ لاَّ يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُوْنَ ـ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ـ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ

অর্থ: " তাদের আশ–পাশে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা, পানপাত্র, জগ ও প্রবাহিত ঝর্ণার শরাবপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, তা পানে না তাদের মাথা ব্যথা করবে, আর না তারা মাতাল হবে। আর (ঘোরাফেরা করবে) তাদের পছন্দমত ফল নিয়ে। আর পাখির গোশ্‌ত নিয়ে, যা তারা কামনা করবে। (সূরা ওয়াক্বিয়াহ ৫৬:১৭-২১)

মাসআলা-২০৯ : জান্নাতীদের মেহমানদারীর জন্য অন্যান্য ফল ব্যতীত খেজুর, আঙ্গুর, আনার, বরই, আনজীর ইত্যাদি ফলও থাকবে।

নোট: এ গ্রন্থের "জান্নাতের ফল" নামক অধ্যায় দ্র:

মাসআলা-২১০ : হাউজে কাওসারে উড়ে বেড়ানো পাখির গোশ্‌ত ভক্ষণে জান্নাতীরা তৃপ্তিলাভ করবে:

নোট: এ বিষয়ের হাদীস ১৬২ নং মাসআলায় দ্র: ।

মাসআলা-২১১ : সকাল সন্ধ্যায় জান্নাতীদের খাবার পরিবেশনের ধারা বাহিকতা চালু থাকবে:

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا

অর্থ: "এবং সকাল সন্ধ্যায় তাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা থাকবে।"

(সূরা মারইয়াম: ৬২)

মাসআলা-২১২ : জান্নাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে একশ লোকের খাবারের শক্তি দেয়া হবেঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يُفِيْضُ مِنْ جِلْدِهِ فَإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمُرَ»

অর্থ: "যায়েদ বিন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেনঃ জান্নাতীদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে খানা-পিনা যৌন শক্তি, স্বামী-স্ত্রীর মিলন ইত্যাদির ব্যাপারে একশত লোকের সমপরিমাণ শক্তি দেয়া হবে। তাদের পায়খানা প্রস্রাবের অবস্থা হবে এই যে, তাদের শরীর থেকে ঘাম বের হবে ফলে তাদের পেট আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে।" (ত্বাবারানী)[৬২]

মাসআলা-২১৩ : জান্নাতীদের খানা-পিনা ঘাম ও ঢেঁকুরের মাধ্যমে হজম হয়ে যাবেঃ

নোটঃ এ বিষয়ে হাদীসটি ২৮৮ নং মাসআলায় দ্রঃ।

মাসআলা-২১৪ : জান্নাতীদের খানা-পিনা সোনা-চাঁদি এবং সাদা চমকদার কাঁচের থালে পরিবেশন করা হবেঃ

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ـ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُوْنَ

অর্থ: স্বর্ণখচিত থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে, সেখানে মন যা চায় আর যাতে চোখ তৃপ্ত হয় তা-ই থাকবে এবং সেখানে তোমরা হবে স্থায়ী। আর এটিই জান্নাত, নিজদের আমলের ফলস্বরূপ তোমাদেরকে এর অধিকারী করা হয়েছে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক ফলমূল, যা থেকে তোমরা খাবে। (সূরা যুখরূফ ৪৩:৭১-৭৩)

---

[৬২] আলবানী সংকলিত সহীহ আল জামে' আস সাগীর, হাদীস নং-১৬২৩।

জান্নাতীদের পোশাক ও অলংকার

মাসআলা-২১৫ : জান্নাতীরা পাতলা ও মোটা সবুজ রেশমের কাপড় পরিধান করবে:

মাসআলা-২১৬ : জান্নাতীরা হাতে সোনার অলংকার ব্যবহার করবে:

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ـ أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُوْنَ ثِيَاباً خُضْراً مِّنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً

অর্থ: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, নিশ্চয় আমি এমন কারো প্রতিদান নষ্ট করবো না, যে সুকর্ম করেছে। এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণের চুড়ি দিয়ে এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু সিল্কের সবুজ পোশাক। তারা সেখানে (থাকবে) আসনে হেলান দিয়ে। কী উত্তম প্রতিদান এবং কী সুন্দর বিশ্রামস্থল।

(সূরা কাহাফ ১৮:৩০-৩১)

মাসআলা-২১৭ : খাঁটি রেশমী কাপড়ের পোশাক, খাঁটি স্বর্ণের অলংকার, খাঁটি মোতির অলংকার এবং মোতি মিশ্রিত স্বর্ণের অলংকারও জান্নাতীরা ব্যবহার করবে:

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

অর্থ: যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। (সূরা হাজ্জ ২২:২৩)

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

অর্থ: চিরস্থায়ী জান্নাত, এতে তারা প্রবেশ করবে। যেখানে তাদেরকে স্বর্ণের চুড়ি ও মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। (সূরা ফাত্বির ৩৫:৩৩)

মাসআলা-২১৮ : মোটা ও পাতলা রেশম ব্যতীত সুন্দুস এবং ইস্তেবরাক নামক রেশমও জান্নাতীরা ব্যবহার করবে:

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ أَمِيْنٍ ـ فِيْ جَنَّاتٍ وَعُيُوْنٍ ـ يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِيْنَ ـ كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُوْرٍ عِيْنٍ ـ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِيْنَ ـ لاَ يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُوْلَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ـ فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

অর্থ: নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, বাগ–বাগিচা ও ঝর্নাধারার মধ্যে, তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখী হয়ে। এরূপই ঘটবে, আর আমি তাদেরকে বিয়ে দেব ডাগর নয়না হূরদের সাথে। সেখানে তারা প্রশান্তচিত্তে সকল প্রকারের ফলমূল আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর সেখানে তারা আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। তোমার রবের অনুগ্রহস্বরূপ, এটাই তো মহা সাফল্য। (সূরা দুখান ৪৪:৫১-৫৭)

মাসআলা-২১৯ : জান্নাতীরা চাঁদির অলংকারও ব্যবহার করবে:

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَّنْثُوْراً ـ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْماً وَمُلْكاً كَبِيْراً ـ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوْا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوْراً ـ إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوْراً

অর্থ: আর তাদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করবে চিরকিশোরেরা; তুমি তাদেরকে দেখলে বিক্ষিপ্ত মুক্তা মনে করবে। আর তুমি যখন দেখবে তুমি সেখানে দেখতে পাবে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিরাট সাম্রাজ্য। তাদের উপর থাকবে সবুজ ও মিহি রেশমের পোশাক এবং মোটা রেশমের পোশাক, আর তাদেরকে পরিধান করানো হবে রূপার চুড়ি এবং তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়। (তাদেরকে বলা হবে) 'এটিই তোমাদের পুরস্কার; আর তোমাদের প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসাযোগ্য।' (সূরা দাহর ৭৬:১৯-২২)

মাসআলা-২২০ : জান্নাতীদের পোশাক কখনো পুরাতন হবে না:

নোট: এ সংক্রান্ত হাদীস ২৮৬ নং মাসআলায় দ্র: ।

মাসআলা-২২১ : জান্নাতী মহিলারা একই সাথে সত্তর জোড়া পোশাক পরিধান করে সজ্জিত হবে, যা এতো উন্নতমানের হবে যে, এর ভিতর দিয়ে তাদের পায়ের গোছার মজ্জা দৃষ্টিগোচর হবে।

নোট: এ সংক্রান্ত হাদীসটি ২৫১ নং মাসআলায় দ্র: ।

মাসআলা-২২২ : জান্নাতী মহিলাদের উড়না মান ও দামের দিক থেকে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ থেকে মূল্যবান হবে:

এ সংক্রান্ত হাদীসটি ২৪৯ নং মাসআলায় দ্র:

মাসআলা-২২৩ : খেজুরের ডালের সুক্ষ্ম সূতা দিয়ে জান্নাতীদের পোশাক তৈরী করা হবে যা হবে লাল স্বর্ণের:

নোট: এ সংক্রান্ত হাদীস ১৩৭ নং মাসআলায় দ্র: ।

মাসআলা-২২৪ : জান্নাতীরা উন্নতমানের রেশমের রুমাল ব্যবহার করবে:

عَنْ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِثَوْبٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَجَعَلُوْا يَعْجَبُوْنَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِيْنِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِيْ الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا»

অর্থ: "বারা বিন আযেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট একটি রেশমী কাপড় আনা হলো, লোকেরা এর সৌন্দর্য এবং পাতলা অবলোকনে আশ্চর্যবোধ করলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: জান্নাতে সাদ বিন মুয়াযের রুমাল এর চেয়েও উন্নত মানের।" (বুখারী)[৬৩]

মাসআলা-২২৫ : অযুর পানি যেখানে যেখানে পৌছে ওখান পর্যন্ত জান্নাতীদেরকে অলংকার পরানো হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ، حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: মু'মিনকে ঐ পর্যন্ত অলংকার পরানো হবে যে পর্যন্ত অযুর পানি পৌছে।" (মুসলিম)[৬৪]

মাসআলা-২২৬ : জান্নাতীদের ব্যবহার করা অলংকারের যে কোনো একটির চমকের সামনে সূর্যের আলো আড়াল হয়ে যাবে:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُومِ»

অর্থ: "সাদ বিন আবু ওক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: জান্নাতের জিনিস সমূহের মধ্য থেকে নখ বরাবর কোনো জিনিস যদি পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়, তাহলে আকাশ ও যমীনের মাঝে যাকিছু আছে তাকে আলোকময় করে তুলবে। আর যদি একজন জান্নাতী পুরুষ তার অলংকারসহ পৃথিবীকে উকি দেয়, তাহলে সূর্যের আলো

[৬৩] কিতাব বাদউল খালক, বাব মাযায়া ফী সিফাতিল জান্না।
[৬৪] কিতাবুত্তাহারা বাবু ইস্তিহবাব ইতালাতুল গোররা।

এমনভাবে আড়াল হয়ে যাবে যেভাবে সূর্যের আলো তারকার আলোকে আড়াল করে দেয়।" (তিরমিযী ৪/২৫৩৮)[৬৫]

মাসআলা-২২৭ : জান্নাতীদের অলংকারের মধ্যে ব্যবহৃত একটি মোতি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ থেকে মূল্যবান:

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اَلْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ مِنْ أَقَارِبِهِ "

অর্থ: "মেকদাদ বিন মা'দী কারিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: শহীদের জন্য আল্লাহর নিকট ছয়টি ফযীলত রয়েছে, (১) শহীদের সমস্ত গুনাহ মাফ, আর তার শাহাদাতের সময়ই তাকে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখানো হয়। (২) কবরের আযাব থেকে তাকে সংরক্ষণ করা হয়। (৩) কিয়ামতের দিন দুশ্চিন্তা থেকে তাকে রক্ষা করা হবে। (৪) তার মাথায় সম্মানের এমন এক তাজ রাখা হবে যার একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও তার মাঝে বিদ্যমান প্রত্যেক জিনিসের চেয়ে মূল্যাবন হবে। (৫) জান্নাতে ৭২ জন হুরে ইনের সাথে তার বিয়ে হবে। (৬) আর সে তার সত্তর জন নিকট আত্মীয়ের জন্য সুপারিশ করবে।" (তিরমিযী)[৬৬]

---

[৬৫] আবওয়াব সিফাতিল জান্না। বাব মাযায়া ফি সিফাতি আহলিল জান্না। (২/২০৬১)

[৬৬] সহীহ জামে তিরমিযী, আলবানী, খ. ২, হাদীস নং-১৩৫৮।

জান্নাতীদের বৈঠক ও আসনসমূহ

মাসআলা-২২৮ : জান্নাতীরা দূর্লব ও মূল্যবান রেশমী বিছানায় হেলান দিয়ে স্বীয় বাগান ও ঘরে বসবেঃ

مُتَّكِئِيْنَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

অর্থ: সেখানে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় তারা হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে এবং দুই জান্নাতের ফল–ফলাদি থাকবে নিকটবর্তী। সুতরাং তোমাদের রবের কোনো্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? (সূরা রাহমান ৫৫:৫৪-৫৫)

মাসআলা-২২৯ : জান্নাতীরা সামনা সামনি রাখা খুব সুন্দর খাটে বসবেঃ

مُتَّكِئِيْنَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُوْرٍ عِيْنٍ

অর্থ: সারিবদ্ধ পালঙ্কে তারা হেলান দিয়ে বসবে; আর আমি তাদেরকে মিলায়ে দেব ডাগরচোখা হূর-এর সাথে। (সূরা তূর ৫২:২০)

মাসআলা-২৩০ : জান্নাতীরা সামনাসামনি রাখা খাটে বসে চাহিদা মতো পানাহারে আত্মতৃপ্তি লাভ করবেঃ

أُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ۔ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُوْنَ ۔ فِي جَنَّاتِ النَّعِيْمِ ۔ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ ۔ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۔ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ ۔ لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ۔ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ۔ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ

অর্থ: তাদের জন্য থাকবে নির্ধারিত রিযিক, ফলমূল; আর তারা হবে সম্মানিত, নি'আমত-ভরা জান্নাতে, মুখোমুখি পালঙ্কে। তাদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপাত্র, সাদা, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে

থাকবে না ক্ষতিকর কিছু[৬৭] এবং তারা এগুলো দ্বারা মাতালও হবে না। তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না, ডাগরচোখা। তারা যেন আচ্ছাদিত ডিম। (সূরা সাফ্ফাত ৩৭:৪১-৪৯)

মাসআলা-২৩১ : সোনা, চাঁদি ও জাওহারের মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরি আসনসমূহ পরস্পরের সামনে বসে জান্নাতীরা সুরাপাত্র পানের আগ্রহ প্রকাশ করবে:

أُوْلَٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۔ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ۔ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۔ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۔ مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ۔ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۔ بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيْقَ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۔ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۔

অর্থ: তারাই সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। তারা থাকবে নিআমতপূর্ণ জান্নাতসমূহে। বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে, আর অল্পসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে। স্বর্ণ ও দামী পাথরখচিত আসনে! তারা সেখানে হেলান দিয়ে আসীন থাকবে মুখোমুখি অবস্থায়। তাদের আশ–পাশে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা, পানপাত্র, জগ ও প্রবাহিত ঝর্ণার শরাবপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, তা পানে না তাদের মাথা ব্যথা করবে, আর না তারা মাতাল হবে। (সূরা ওয়াক্বিয়াহ ৫৬:১০-১৯)

মাসআলা-২৩২ : জান্নাতীদের বসার আসন দূর্লব সবুজ রং ও কার্পেট দ্বারা নির্মিত হবে:

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۔ فَبِأَيِّ آلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

অর্থ: সেখানে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় তারা হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে এবং দুই জান্নাতের ফল–ফলাদি থাকবে নিকটবর্তী। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নিআমতকে তোমরা অস্বীকার করবে ? (সূরা রাহমান ৫৫:৫৪)

---

[৬৭] غول অর্থ নেশা, মাতলামি, মাথাব্যথা ও পেটের পীড়া।

মাসআলা-২৩৩ : কোনো কোনো আসন উচু স্তরে থাকবে যা মখমল ও নরম কার্পেটের তৈরি খুব সুন্দর বিছানা ও মূল্যবান বালিশ সজ্জিত থাকবে জান্নাতীরা যেখানে খুশি সেখানে তাদের বৈঠকখানা স্থাপন করতে পারবেঃ

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ـ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ـ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ـ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ

অর্থ: "তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন এবং সংরক্ষিত পান পাত্র। সারি সারি গালিচা তার বিস্তৃত বিছানা বিছানো কার্পেট। (সূরা গাসিয়া : ১৩-১৬)

মাসআলা-২৩৪ : জান্নাতীরা ঘনছায়াময় স্থানে মসনদ স্থাপন করে স্বীয় স্ত্রীদের সাথে আনন্দময় আলাপচারিতায় মেতে উঠবেঃ

অর্থ: "এ দিন জান্নাতীরা আনন্দে ব্যস্ত থাকবে। তারা ও তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে।" (সূরা ইয়াসীন: ৫৫-৫৬)

জান্নাতীদের সেবক

মাসআলা-২৩৫ : জান্নাতীদের সেবকরা সর্বদা শৈশব বয়সী হবেঃ

মাসআলা-২৩৬ : জান্নাতীদের সেবক সর্বদা মোতির ন্যায় সুন্দর ও মনপুত দৃশ্যমান হবেঃ

মাসআলা-২৩৭ : জান্নাতীদের সেবক এত চৌকশ হবে যে, চলতে ফিরতে এমন মনে হবে যেন বিক্ষিপ্ত মোতিঃ

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا

অর্থ: আর তাদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করবে চিরকিশোরেরা; তুমি তাদেরকে দেখলে বিক্ষিপ্ত মুক্তা মনে করবে। (সূরা দাহর ৭৬:১৯)

মাসআলা-২৩৮ : জান্নাতীদের সেবক ধুলাবালি মুক্ত মোতির ন্যায় পরিচ্ছন্ন থাকবেঃ

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ

অর্থ: "সুরক্ষিত মোতি সদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে।" (সূরা তূর: ২৪)

মাসআলা-২৩৯ : মুশরিকদের নাবালেগ বয়সে মৃত্যুবরণকারী কিছু বাচ্চা জান্নাতীদের সেবক হবেঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذُنُوْبٌ يُعَاقَبُوْنَ بِهَا فَيَدْخُلُوْنَ النَّارَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ حَسَنَةٌ يُجَازَوْنَ بِهَا فَيَكُوْنُوا مِنْ مُلُوْكِ الْجَنَّةِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُمْ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

অর্থঃ "হযরত আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম মুশরিকদের (নাবালেগ বয়সে মৃত্যুবরণ কারী) বাচ্চাদের সম্পর্কে, যে তাদের কোনো পাপ নেই, যে কারণে তারা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে, বা এমন কোনো সাওয়াবও নেই যার ওসীলায় তারা জান্নাতের বাদশা হবে। তাহলে তাদের কি হবে? তিনি উত্তরে বললেনঃ তারা জান্নাতীদের খাদেম হবে।" (আবু নুয়াইম ওধাবু ইয়ায়লা)[৬৮]

জান্নাতের রমণী

মাসআলা-২৪০ : জান্নাতী মহিলারা সর্বপ্রকার প্রকাশ্য দোষ-ত্রুটি (হায়েয, নেফাস ইত্যাদি) এবং অপ্রকাশ্য দোষ-ত্রুটি (রাগ, হিংসা ইত্যাদি) মুক্ত হবেঃ

وَلَهُمْ فِيْهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

অর্থঃ "সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র স্ত্রীরা এবং তারা ওখানে অনন্তকাল থাকবে"। (সূরা বাকারাঃ ২৫)

মাসআলা-২৪১ : জান্নাতে প্রবেশকারী মহিলাদেরকে আল্লাহ নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন এবং তারা কুমারী অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবেঃ

মাসআলা-২৪২ : জান্নাতী মহিলা তার স্বামীর সাথে মিলন হওয়ার পরও চিরকাল কুমারী থাকবেঃ

মাসআলা-২৪৩ : জান্নাতী মহিলারা তাদের স্বামীদের সম বয়সী হবেঃ

মাসআলা-২৪৪ : জান্নাতী মহিলারা তাদের স্বামী প্রেমী হবেঃ

فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

[৬৮] আলবানী সংকলিত সিলসিলা সহীহা, হাদীস নং-১৪৬৮।

অর্থ: সেই জান্নাতসমূহে থাকবে উত্তম চরিত্রবতী অনিন্দ্য সুন্দরীগণ। সুতরাং তোমাদের রবের কোনো্ নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? (সূরা রাহমান ৫৫:৭০-৭১)

মাসআলা-২৪৫ : জান্নাতী মহিলারা সৌন্দর্য এবং চারিত্রিক গুণাবলীর দিক থেকে অতুলনীয় হবেঃ

إِنَّآ أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَآءً ـ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً ـ عُرُباً أَتْرَاباً ـ لِّأَصْحَابِ الْيَمِيْنِ

অর্থ: নিশ্চয় আমি হুরদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করবো। অতঃপর তাদেরকে বানাব কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়সী। ডানদিকের লোকদের জন্য। (সূরা ওয়াক্বিয়াহ ৫৬:৩৫-৩৮)

মাসআলা-২৪৬ : জান্নাতের আনন্দের পূর্ণতা লাভ হবে রমণীদের সাথে মিলনের মাধ্যমেঃ

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ

অর্থ: "তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো।" (সূরা যুখরূফ: ৭০)

মাসআলা-২৪৭ : ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে জান্নাতে প্রবেশকারী নারীরা মর্যাদার দিক থেকে হুরদের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান হবেঃ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قُلْتُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنِي . نِسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ أَمِ الْحُوْرُ الْعِيْنِ؟ قَالَ: "بَلْ نِسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، كَفَضْلِ الظِّهَارَ عَلَى الْبِطَانَةِ". قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَبِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: "بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ اللهَ، عَزَّ وَجَلَّ،

অর্থ: "উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহ রাসূল! ﷺ বলুন যে, পৃথিবীর নারীরা উত্তম না জান্নাতের হুরেরা? তিনি বললেন: বরং পৃথিবীর নারীরা হুরদের চেয়ে উত্তম। যেমন কাপড়ের বাহিরের দিকটি ভিতরের দিকের চেয়ে উত্তম। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা

কেন? তিনি বললেন: তাদের নামায রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের কারণে যা তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকে।" (ত্ববারানী)[৬৯]

মাসআলা-২৪৮ : জান্নাতের নারীরা যদি একবার দুনিয়ার দিকে ঝুকে তাহলে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত জায়গা আলোকময় হয়ে যাবে:

মাসআলা-২৪৯ : জান্নাতের নারীর মাথার উড়না পৃথিবীর সমস্ত নিআমত থেকে মূল্যবান:

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا. وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا. وَلَنَصِيْفُهَا عَلٰى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا»

অর্থ: "আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পথে বের হওয়া, দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার সবকিছু থেকে উত্তম। যদি জান্নাতী রমণীদের মধ্য থেকে কোনো রমণী পৃথিবীতে উঁকি দিত, তাহলে পূর্ব থেকে পশ্চিম-এর মাঝে যাকিছু আছে সব কিছু আলোক উজ্জ্বল হয়ে যেত। আর সমস্ত জাগয়াকে সুগন্ধিতে ভরে দিত, জান্নাতের নারীর মাথার উড়না পৃথিবীর সমস্ত নিআমত থেকে মূল্যাবান।" (বোখরী ৮/৬৫৬৮)[৭০]

মাসআলা-২৫০ : জান্নাতে প্রত্যেক জান্নাতীর বিয়ে আদম সন্তানদের মধ্য থেকে দু'জন মহিলার সাথে হবে:

মাসআলা-২৫১ : জান্নাতী মহিলারা একই সাথে সত্তর জোড়া পোশাক পরিধান করে সজ্জিত হবে, যা এতো উন্নতমানের হবে যে, এর ভিতর দিয়ে তাদের শরীর দেখা যাবে:

মাসআলা-২৫২ : মহিলারা এতো সুন্দর হবে যে, তাদের শরীরের ভিতরের হাড্ডির মজ্জা বাহির থেকে দেখা যাবে:

---

[৬৯] মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ, খ. ১০, পৃ. ৪১৭, ৪১৮।
[৭০] মেশকাতুল মাসাবিহ, বাব সিফাতিল জান্না ওয়া আহলিহা, আল ফাসলুল আওয়াল।

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُ وُجُوْهِهِمْ عَلَى مِثْلِ ضُوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُوْنَ حُلَّةً يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا»

অর্থ: আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। দ্বিতীয় দলটির চেহারা আকাশে আলোকময় কোনো তারকার ন্যায় হবে। উভয় দলের পুরুষদেরকে দু'জন করে স্ত্রী দেয়া হবে। প্রত্যেক স্ত্রী সত্তর জোড়া করে কাপড় পরিধান করে থাকবে। আর ঐ কাপড় এতো পাতলা হবে সে এর মধ্য দিয়ে তাদের পায়ের গোছার মজ্জা দেখা যাবে।" (তিরমিযী ৪/২৫৩৫)[৭১]

عَنْ مُحَمَّدٍ رضي الله عنه قَالَ: إِمَّا تَفَاخَرُوْا وَإِمَّا تَذَاكَرُوْا: الرِّجَالُ فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُ أَمِ النِّسَاءُ؟ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: أَوَ لَمْ يَقُلْ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّتِي تَلِيْهَا عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ، يُرَى مُخُّ سُوْقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ؟»

অর্থ: "মোহাম্মদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: লোকেরা পরস্পরে ফখর করতে ছিল বা বলতে ছিল যে, জান্নাতে পুরুষের সংখ্যা বেশি হবে না মহিলার সংখ্যা। আবু হুরাইরা (রা) বললেন: আবুল কাসেম ﷺ কি বলেন নি যে, সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। দ্বিতীয় দলটির চেহারা আকাশে আলোকময় কোনো তারকার ন্যায় হবে। উভয় দলের পুরুষদেরকে দুজন করে স্ত্রী দেয়া হবে। এদের পায়ের

---

[৭১] আবওয়াবুল জান্না, বাব মাযায়া ফি সিফাতিল জান্না। (২/২০৫৭)

গোছার হাড্ডির মধ্য দিয়ে তাদের পায়ের গুচ্ছের মজ্জা দেখা যাবে।" (মুসলিম ৪/২৮৩৪)[৭২]

قَالَ إِبْنُ كَثِيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فَالْمُرَادُ مِنْ هٰذَا اِنَّ هَاتَيْنِ مِنْ بَنَاتِ اٰدَمَ وَمَعَهُمَا مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ مَا شَاءَ عَزَّ وَجَلَّ. وَاللهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

অর্থ: "ইবনে কাসীর (রা) বলেন: এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, এ উভয় রমণী আদম সন্তানদের মধ্য থেকে হবে। আর তাদের উভয়ের সাথে থাকবে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হুরেইনরা।" (এ ব্যাপারে আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত)

মাসআলা-২৫৩ : জান্নাতে প্রবেশকারী রমণীরা তাদের ইচ্ছা ও পছন্দানুযায়ী তাদের দুনিয়ার স্বামীদেরকে গ্রহণ করবে। তবে এর জন্য শর্ত হলো এই যে, ঐ স্বামীকেও জান্নাতী হতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তাদেরকে অন্য কোনো জান্নাতীর সাথে বিয়ে দিয়ে দিবেন:

মাসআলা-২৫৪ : যে মহিলাদের দুনিয়াতে একাধিক স্বামী ছিল ঐ রমণীদেরকে তাদের ইচ্ছা ও পছন্দানুযায়ী তাদের দুনিয়ার স্বামীদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হবে:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْأَةُ مِنَّا تَتَزَوَّجُ الزَّوْجَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ، ثُمَّ تَمُوْتُ فَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَيَدْخُلُوْنَ مَعَهَا، مَنْ يَكُوْنُ زَوْجَهَا مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ، إِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَتَخْتَارُ أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا، فَتَقُوْلُ: يَا رَبِّ، إِنَّ هَذَا كَانَ أَحْسَنَهُمْ مَعِي خُلُقًا فِي دَارِ الدُّنْيَا فَزَوِّجْنِيْهِ، يَا أُمَّ سَلَمَةَ ذَهَبَ حُسْنُ الْخُلُقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»

অর্থ: "উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমাদের মধ্য থেকে কোনো কোনো মহিলা দুনিয়ায় একাধিক স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, মৃত্যুর পর যদি ঐ মহিলা জান্নাতে যায় এবং তার সমস্ত স্বামীরাও যদি জান্নাতে যায় তাহলে এদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি তার স্বামী হবে? নবী ﷺ বললেন: হে উম্মে সালামা! ঐ মহিলা তার স্বামীদের

[৭২] কিতাবুল জান্নাত ওয়া সিফাত নায়ীমিহা।

মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে বাছাই করবে। আর সে নিঃসন্দেহে উত্তম চরিত্রের অধিকারী স্বামীকেই বেছে নিবে। মহিলা আল্লাহর নিকট আরয করবে যে, হে আমার প্রভু! এ ব্যক্তি দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি ভাল চরিত্র নিয়ে আমার সাথে চলেছে, অতএব তার সাথেই আমাকে বিয়ে দিন। হে উম্মে সালামা উত্তম চরিত্র দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কল্যাণের মধ্যে উত্তম।" (ত্বাবারানী)[৭৩]

হুরেইন

মাসআলা-২৫৫ : জান্নাতের অন্যান্য নিআমতের ন্যায় হুরেইনও একটি নিআমত হবেঃ

মাসআলা-২৫৬ : কোনো কোনো হুরেইন ইয়াকুত ও মুক্তার ন্যায় লাল হবেঃ

মাসআলা-২৫৭ : অতুলনীয় সুন্দরের সাথে সাথে হুরেইনরা সতিত্ব ও লজ্জাশীলাতায়ও তারা নিজেরা নিজেদের তুলনা হবেঃ

মাসআলা-২৫৮ : মানব হুরদেরকে ইতিপূর্বে অন্য কোনো মানুষ স্পর্শ করে নি, জ্বিন হুরদেরকেও ইতিপূর্বে অন্য কোনো জ্বিন স্পর্শ করে নিঃ

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَآنٌّ - فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ - فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

অর্থ: "তথায় থাকবে আয়তনয়না রমনীগণ, কোনো জ্বিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে স্পর্শ করেনি। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোনো অবদানকে অস্বীকার করবে? প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোনো অবদানকে অস্বীকার করবে"? (সূরা রহমান : ৫৬-৫৯)

নোটঃ উল্লেখ্য মু'মিন ও সৎ মানুষের ন্যায় মু'মিন ও সৎ জ্বিনেরাও জান্নাতে যাবে। ওখানে যেমন মানব পুরুষের জন্য মানব নারী ও মানব হুর থাকবে তেমনি পুরুষ জ্বিনের জন্যও নারী জ্বিন ও জ্বিন হুর থাকবে। অর্থাৎ মানুষের জন্য তার সমজাতীয় এবং জ্বিনের জন্যও তার সমজাতীয় জোড়া থাকবে। (এ ব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত)

---

[৭৩] আন নিহায়া ফি ইবনে কাসীর, ফিল ফিতন ওয়াল মালাহেম। ২য় খন্ড. পৃ. ৩৮৭।

মাসআলা-২৫৯ : হুরেরা এতোটা লজ্জাশীল হবে যে, স্বীয় স্বামী ব্যতীত আর কারো দিকে চোখ তুলে তাকাবে নাঃ

মাসআলা-২৬০ : হুরেরা ডিমের ভিতর লুকায়িত পাতলা চামড়ার চেয়েও অধিক নরম হবেঃ

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ. كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ

অর্থ: "তাদের নিকট থাকবে নত আয়তলোচনা তরুণীগণ যেন তারা সুরক্ষিত ডিম।" (সূরা সাফ্‌ফাত: ৪৯-৪৯)

মাসআলা-২৬১ : জান্নাতের হুরেরা সুন্দর লাজুক চক্ষু বিশিষ্ট, মোতির ন্যায় সাদা এবং স্বচ্ছতা ও রং প্রতি নিখুঁত হবে যেন সংরক্ষিত স্বর্ণালংকারঃ

وَحُوْرٌ عِيْنٌ. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ. جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থ: "তথায় থাকবে আয়তনয়নমা হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়, তারা যাকিছু করতো তার পুরস্কার স্বরূপ"। (সূরা ওয়াক্বিয়া : ২২-২৪)

মাসআলা-২৬২ : হুরদের সাথে জান্নাতী পুরুষদের নিয়মতান্ত্রিক ভাবে বিয়ে হবেঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. مُتَّكِئِيْنَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُوْرٍ عِيْنٍ

অর্থ: তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান করো, তোমরা যে আমল করতে তার বিনিময়ে। সারিবদ্ধ পালঙ্কে তারা হেলান দিয়ে বসবে; আর আমি তাদেরকে মিলিয়ে দেব ডাগরচোখা হূর-এর সাথে। (সূরা তূর ৫২:১৯-২০)

মাসআলা-২৬৩ : হুরেরা তাদের স্বামীদের সমবয়সী হবেঃ

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ. هَٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ

অর্থ: "তাদের নিকট থাকবে আয়তনয়না সমবয়স্কা রমণীগণ। তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে বিচার দিবসের জন্য।" (সূরা সোয়াদ: ৫২-৫৩)

মাসআলা-২৬৪ : সুন্দর মোতির তাবুতে হুরেরা থাকবে, যেখানে জান্নাতী পুরুষদের সাথে তাদের সাক্ষাত হবেঃ

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ - فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ - فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

অর্থ: "সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোনো কোনো অবদানকে অস্বীকার করবে? তাবুতে অবস্থান কারিণী হুরগণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোনো অবদানকে অস্বীকার করবে?" (সূরা রহমান: ৭২-৭৫)

মাসআলা-২৬৫ : জান্নাতে স্বীয় স্বামীদেরকে আনন্দ দানে হুরদের সংগীত:

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: انَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحُوْرَ الْعِيْنَ يَتَغَنَّيْنَ فِي الْجَنَّةِ يَقُلْنَ: نَحْنُ الْحُوْرُ الْحِسَانُ خُبِئْنَا لِأَزْوَاجٍ كِرَامٍ

অর্থ: "আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: জান্নাতে আকর্ষণীয় চক্ষু বিশিষ্ট হুরেরা সংগীত পরিবেশন করবে এ বলে:

আমরা সুন্দর এবং সতী ও সৎচরিত্রের অধিকারীণী হুর, আমরা আমাদের স্বামীদের অপেক্ষায় অপেক্ষমান ছিলাম।" (ত্বাবারানী)[৭৪]

মাসআলা-২৬৬ : ঈমানদারদের জন্য জান্নাতের হুরদেরকে আল্লাহ বাছাই করে রেখেছেন:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ: لَا تُؤْذِيْهِ، قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ، أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا"

অর্থ: "মুয়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন কোনো মহিলা তার স্বামীকে কোনো কষ্ট দেয়, তখন আয়তনয়না হুরদের মধ্য থেকে মু'মিনের স্ত্রী বলবে যে আল্লাহ তেমাকে ধ্বংস করুক। তাকে

---

[৭৪] আলবানী সংকলিত সহীহ জামে আসসাগীর, হাদীস নং-১৫৯৮।

কষ্ট দিওনা, সে অল্প দিনের জন্য তোমার নিকট আছে অতি শীঘ্রই সে তোমাদেরকে ছেড়ে চলে আসবে।" (ইবনে মাজাহ ১/২০১৪)[৭৫]

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاسْتَقْبَلَتْنِيْ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ۔

অর্থ: "বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি জান্নাতে প্রবেশ করার সময় এক যুবতী আমাকে অভ্যর্থনা জানাল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার? সে বলল যে আমি যায়েদ বিন হারিসার"। (ইবনে আসাকির)[৭৬]

মাসআলা-২৬৭ : প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম ব্যক্তি যদি প্রতিশোধ না নেয় তাহলে সে তার পছন্দমত হুরকে বিবাহ করবে:

নোট: এ সংক্রান্ত হাদীসটি ৩১৮ নং মাসআলা দ্রঃ।

জান্নাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি

মাসআলা-২৬৮ : জান্নাতে জান্নাতীদের আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা হবে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় সফলতা:

وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অর্থ: "আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়। এটাই মহাসফলতা।"

(সূরা তাওবা ৯:৭২)

---

[৭৫] ইবনে মাজাহ, আলবানী, ১ম খ. হাদীস নং-১৬৩৭।

[৭৬] সহীহ আল জামে' আসসগীর, আলবানী, হাদীস নং-৩৩৬১।

মাসআলা-২৬৯ : জান্নাতীদেরকে আল্লাহ্ স্বয়ং তার সন্তুষ্টির কথা তাদেরকে জানাবেনঃ

মাসআলা-২৬৬ : জান্নাতে আল্লাহ্ জান্নাতীদের সাথে কথা বলবেনঃ

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ: هَلْ رَضِيْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى؟ يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ. فَيَقُوْلُ: أَلَا أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُوْلُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا "

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ্ জান্নাতীদেরকে বলবেন হে জান্নাতীরা! তারা বলবে হে আমাদের প্রভু আমরা তোমার সামনে উপস্থিত, সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে, আল্লাহ বলবেন তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছো? তারা বলবে হে আমাদের প্রভু! আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না! তুমি আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছ তোমার সৃষ্টির অন্য কাউকে তা দাও নি। আল্লাহ্ বলবেন আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস দিব না? জান্নাতীরা বলবে হে আল্লাহ্! এর চেয়ে উত্তম আর কি আছে? আল্লাহ বলবেনঃ আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলাম। এখন থেকে আমি আর কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না।"

(মুসলিম ৪/২৮২৯)[৭৭]

---

[৭৭] কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাত নায়ীমিহা।

জান্নাতে আল্লাহর সাক্ষাত

মাসআলা-২৭১ : আল্লাহর দীদারের সময় জান্নাতীদের চেহারা খুশিতে উজ্জ্বল থাকবেঃ

وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ـ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

অর্থঃ "সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।" (সূরা ক্বিয়ামাহঃ ২২-২৩)

মাসআলা-২৭২ : জান্নাতে জান্নাতীরা এত স্পষ্টভাবে আল্লাহকে দেখবে যেমন ১৪ তারিখের রাতে চাঁদকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّاسَ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «هَلْ تُمَارُوْنَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوْا: لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: «فَهَلْ تُمَارُوْنَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ» قَالُوْا: لَا، قَالَ: " فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ،

অর্থ "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো হে আল্লাহর রাসূল ﷺ কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখবো? রাসূলূল্লাহ ﷺ বললেনঃ ১৪ তারিখের রাতের চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোনো সমস্যা হয়? তারা বললোঃ না হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, স্বচ্ছ আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোনো সমস্যা হয়? তারা বললোঃ না। তখন তিনি বললেনঃ তোমরা এভাবেই তোমাদের রবকে দেখতে পারবে।" (মুসলিম)[৭৮]

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُوْلُ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اَمَا اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُّوْنَ فِي رُؤْيَتِهِ ـ

[৭৮] কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাত রুইয়াতুল মু'মিনীন ফিল আখেরা রাব্বাহুম সুবহানাহু ওয়া তায়ালা।

অর্থ: "জারীর বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি ১৪ তারিখের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন: অতি শীঘ্রই কোনো বাধা ব্যতীত তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে। যেমন এ চাঁদকে বিনা বাধায় দেখতে পাচ্ছ।" (মুসলিম)[৭৯]

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا أَزِيْدُكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوْا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ "

অর্থ: "সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন: জান্নাতীরা জান্নাতে যাওয়ার পর আল্লাহ বলবেন: তোমাদের কি আরো কোনো দাবী আছে? তারা বলবে হে আল্লাহ! তুমি কি আমাদের চেহারাকে আলোকিত করো নি? তুমি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাও নি? তুমি কি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও নি? (এর পর আমরা আর কি দাবী করতে পারি!) এরপর হঠাৎ করে আল্লাহ ও জান্নাতীদের মাঝের পর্দা উঠে যাবে, আর তখন জান্নাতীরা তাদের রবকে সরাসরি দেখবে আর তাদের এ দেখা জান্নাতের সমস্ত নিআমত থেকে উত্তম হবে।"

(মুসলিম ১/১৮১)[৮০]

মাসআলা-২৭৩ : দুনিয়াতে আল্লাহর দিদার সম্ভব নয়:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: «نُوْرٌ أَنَّى أَرَاهُ»

---

[৭৯] কিতাবুল মাসাজিদ, ওয়া মাওয়াযিয়িসসালা, বাব সালাতুসসুবহি ওয়াল আসর।

[৮০] কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাত রুইয়াতুল মু'মিনীন ফিল আখেরা রাব্বাহুম সুবহানাহু ওয়া তায়ালা।

অর্থ: "আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? তিনি উত্তরে বললেন: তিনি তো নূর আমি তা কি করে দেখবো"? (মুসলিম ১/১৭৮)[৮১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} ، قَالَ: «رَأَى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ»

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে ঐ ব্যাপারে। (অর্থাৎ) তিনি জিবরীল (আ) কে দেখেছেন যে, তার ছয় শত পাখা আছে।" (মুসলিম ১/১৭৪)[৮২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} ، قَالَ: «رَأَى جِبْرِيْلَ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী "নিশ্চয় সে (মুহাম্মদ) তাকে (জিবরাঈলকে) আরেকবার দেখেছিল। বর্ণনাকারী বলেন: তিনি (মুহাম্মদ) জিবরাঈল (আ)-কে দেখেছেন।"

(মুসলিম ১/১৭৫)[৮৩]

মাসআলা-২৭৪ : কিয়ামতের দিন আল্লাহর দিদার লাভের দুআ:

عَنْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رضي الله عنه كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدْعُوْ صَلَاةً «اَللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِيْ، اَللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، كَلِمَةَ الْاِخْلَاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ،وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ، بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ

---

[৮১] কিতাবুল ঈমান, বাব মা'না কাওলুল্লাহি আযযা ওয়া জাল্লা, ওয়ালাকাদ রায়াহু নাযলাতান উখরা।"
[৮২] কিতাবুল ঈমান, বাব মা'না কাওলুল্লাহি আযযা ওয়া জাল্লা, ওয়ালাকাদ রায়াহু নাযলাতান উখরা।"
[৮৩] কিতাবুল ঈমান, বাব মা'না কাওলুল্লাহি আযযা ওয়া জাল্লা, ওয়ালাকাদ রায়াহু নাযলাতান উখরা।"

ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيْمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ»

অর্থ: "আম্মার বিন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ নামাযে এ দুআ করতেন যে, হে আল্লাহ! তোমার অদৃশ্য জ্ঞান ও সৃষ্টির ওপর তোমার ক্ষমতার ওসীলায় তোমার নিকট দুআ করছি যে, তুমি আমাকে ঐ সময় পর্যন্ত জিবিত রাখ যতোক্ষণ পর্যন্ত জিবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয়। হে আল্লাহ আমি দৃশ্য ও অদৃশ্যে তোমাকে ভয় করার তাওফিক লাভের জন্য দুআ করছি, রাগ ও সন্তুষ্ট উভয় অবস্থায়ই তোমার জন্য একনিষ্ঠ থাকার তাওফিক কামনা করছি। তোমার নিকট এমন নিআমত কামনা করছি যা কখনো শেষ হবে না। এমন চক্ষু তৃপ্তি কামনা করছি যা সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। তোমার সকল ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকার তাওফিক কামনা করছি। মৃত্যুর পর আরামদায়ক জীবন কামনা করছি। আর তোমার চেহারা দেখার স্বাদ আস্বাদনের তাওফিক কামনা করছি। তোমার দিদার লাভের আকাঙ্খা প্রকাশ করছি। আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি এমন অপারগতা থেকে যা আমার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর। আর তোমার আশ্রয় কামনা করছি এমন ফেতনা থেকে যা পথভ্রষ্ট করবে। হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সৌন্দর্য মণ্ডিত করো। আর আমাদেরকে হিদায়াতের পথের পথিকদের অনুসারী করো।" (নাসায়ী)[৮৪]

জান্নাতীদের গুণাবলী

মাসআলা-২৭৫ : জান্নাতীরা জান্নাতে যাওয়ার পর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

---

[৮৪] কিতাবুসসালা বাব আযযিকর বা'দাসসালা।

অর্থঃ "আর তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা ছিল, আমি তা বের করে নিয়েছি। তাদের নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। আর তারা বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এর জন্য আমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন। আর আমরা হিদায়াত পাওয়ার ছিলাম না, যদি না আল্লাহ্ আমাদেরকে হিদায়াত দিতেন। অবশ্যই আমার রবের রাসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছেন এবং তাদেরকে ডাকা হবে যে, ঐ হলো জান্নাত, তোমরা যা আমল করেছো, তার বিনিময়ে তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী করা হয়েছে"।

(সূরা আরাফ ৭:৪৩)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ

অর্থঃ "আর তারা বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের প্রতি তার ওয়াদাকে সত্য করেছেন। আর আমাদেরকে যমীনের অধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাসের জায়গা করে নেব। অতএব (নেক) আমলকারীদের প্রতিফল কতইনা উত্তম!"

(সূরা যুমার ৩৯:৭৪)

মাসআলা-২৭৬ : জান্নাতে জান্নাতীদের প্রার্থনা হবে "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা" আর তারা পরস্পর পরস্পরের সাথে সাক্ষাতে" আসসালামু আলাইকুম বলবে। আর প্রত্যেক কথার শেষে" আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" বলবেঃ

دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থঃ "সেখানে তাদের কথা হবে, 'হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র মহান' এবং তাদের অভিবাদন হবে, 'সালাম'। আর তাদের শেষ কথা হবে যে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল সৃষ্টির রব।" (সূরা ইউনুস ১০:১০)

মাসআলা-২৭৭ : জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের সময় ফেরেশতারা তাদের জন্য বরকত ও নিরাপত্তার জন্য দুআ করবেঃ

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ

অর্থ: "আর যারা তাদের রবকে ভয় করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে এসে পৌঁছবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা ভাল ছিলে। অতএব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে প্রবেশ করো'।" (সূরা যুমার ৩৯:৭৩)

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

অর্থ: "ফেরেশতারা তাদের নিকট আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে, বলবে তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" (সূরা রাদ: ২৩-২৪)

মাসআলা-২৭৮ : স্বয়ং আল্লাহও জান্নাতীদেরকে সালাম করবে:

سَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

অর্থ: "করুনাময় পালকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'।" (সূরা ইয়াসীন: ৫৮)

মাসআলা-২৭৯ : সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারীদের চেহারা ১৪ তারিখের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে:

মাসআলা-২৮০ : দ্বিতীয় দলটির চেহারা আকাশের উজ্জ্বল তারকার ন্যায় হবে:

মাসআলা-২৮১ : জান্নাতে কোনো ব্যক্তি অবিবাহিত থাকবে না প্রত্যেকের কমপক্ষে দু'জন করে স্ত্রী থাকবে:

নোট: এ সংক্রান্ত হাদীসটি ২৫৪ নং মাসআলা দ্র:

মাসআলা-২৮২ : জান্নাতীদের চেহারা সর্বদা সতেজ ও হাসি খুশি থাকবে:

নোট: এ সংক্রান্ত হাদীসটি ৬২ নং মাসআলায় দ্র:

মাসআলা-২৮৩ : জান্নাতীরা সর্বদা সুস্থ থাকবে কখনো রোগাক্রান্ত হবে না।

মাসআলা-২৮৪ : জান্নাতীরা সর্বদা যুবক বয়সী থাকবে কখনো বৃদ্ধ হবে না।

মাসআলা-২৮৫ : জান্নাতীরা সর্বদা জীবিত থাকবে মৃত্যু তাদেরকে কখনো গ্রাস করবে না।

মাসআলা-২৮৬ : জান্নাতীরা সর্বদা আনন্দের মাঝে থাকবে কখনো চিন্তিত হবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا " فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন: (কিয়ামতের দিন) এক আহ্বানকারী আহ্বান করে বলতে থাকবে, তোমরা সর্বদা সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না। সর্বদা জীবিত থাকবে কখনো মত্যু বরণ করবে না। সর্বদা যৌবনকাল নিয়ে থাকবে কখনো বৃদ্ধ হবে না। সর্বদা আনন্দে মেতে থাকবে কখনো চিন্তিত হবে না। আর আল্লাহর বাণীর ও এ অর্থই "এই সেই জান্নাত যার উত্তরসূরি তোমাদেরকে করা হয়েছে, ঐ আমলের ওসীলায় যা **তোমরা করতেছিলে।" (মুসলিম ৪/২৮৩৭)**[৮৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: «مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ»

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সর্বদা আনন্দে মেতে থাকবে, কখনো চিন্তিত হবে না, তাদের পোশাকও পুরাতন হবে না। না যৌবন শেষ হবে।" (মুসলিম ৪/২৮৩৬)[৮৬]

---

[৮৫] কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা।

[৮৬] কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা।

মাসআলা-২৮৭ : জান্নাতীদের পায়খানা পেসাবের প্রয়োজন দেখা দিবে না।

মাসআলা-২৮৮ : জান্নাতীদের খানা পিনা ঘাম ও ঢেকুরের মাধ্যমে হজম হয়ে যাবে।

মাসআলা-২৮৯ : জান্নাতীরা নিঃশ্বাস ত্যাগ করার ন্যায় প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর প্রশংসা করবেঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُوْنَ، وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ، وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ، كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ»

অর্থ: "জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতীরা পানাহার করবে কিন্তু থুথু ফেলবে না, এবং পায়খানা পেসাবও করবে না। না নাকে পানি আসবে। সাহাবাগণ আরয করল, তাহলে তাদের খাবার কোথায় যাবে? তিনি উত্তরে বললেনঃ ঢেঁকুর ও ঘামের মাধ্যমে তা হজম হবে। জান্নাতীরা এমনভাবে আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠ করবে যেমন তারা শ্বাস গ্রহণ করে। (মুসলিম ৪/২৮৩৫)[৮৭]

মাসআলা-২৯০ : জান্নাতীরা ঘুমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে নাঃ

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلنَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ، وَلَا يَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ»

অর্থ: "জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘুম মৃত্যুর ভাই, তাই জান্নাতীদের মৃত্যু হবে না।" (আবু নুআইম)[৮৮]

মাসআলা-২৯১ : সমস্ত জান্নাতীদের কাঁধ হবে ষাট হাতঃ

---

[৮৭] আলবানী সংকলিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা, হাদীস নং-৩৬৭।

[৮৮] আলবানী সংকলিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা, হাদীস নং-১০৮৭।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ آدَمَ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا. فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنَ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তি আদম (আ)-এর ন্যায় ষাট হাত লম্বা হবে, (প্রথমে মানুষ ষাট হাত ছিল) পরবর্তীতে তারা খাট হতে লাগলো শেষে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।" (মুসলিম ৪/২৮৪১)[৮৯]

মাসআলা-২৯২ : জান্নাতীদের চেহারায় দাড়ি-গোফ থাকবে না:

মাসআলা-২৯৩ : জান্নাতীদের চোখ অলৌকিক ভাবে লাজুক হবে:

মাসআলা-২৯৪ : জান্নাতীদের বয়স ৩০-৩৩ বছরের মাঝামাঝি হবে:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِيْنَ أَبْنَاءَ ثَلَاثِيْنَ أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِيْنَ سَنَةً»

অর্থ: "মুয়ায বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের সময় তাদের চেহারায় কোনো দাড়ি, গোফ থাকবে না। চক্ষুদ্বয় লাজুক হবে। বয়স হবে ৩০-৩৩ এর মাঝামাঝি"। (তিরমিযি ৪/২৫৪৫)[৯০]

মাসআলা-২৯৫ : জান্নাতীরা যা কামনা করবে তা সাথে সাথেই পূর্ণ হবে:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي»

[৮৯] কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা।
[৯০] সিফাত আবওয়াবিল জান্না, বাব মাযায়া ফি সিন্নি আহলিল জান্না (২/২০৬৪)

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি জান্নাতে যদি সন্তান কামনা করে তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব হয়ে যাবে।" (ইবনে মাজা ৪/২৫৬৩)[৯১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ، قَالَ: فَبَذَرَ، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، فَيَقُولُ اللهُ: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَيْءٌ". فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: وَاللهِ لاَ تَجِدُهُ إِلَّا قُرَيْشِيًّا، أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ একদা তাঁর সাহাবীদের সাথে কথা বলতে ছিলেন আর তাঁর পাশে একজন গ্রাম্য লোক বসছিলো, তিনি বললেন: জান্নাতীদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার রবের নিকট কৃষি কাজ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে। আল্লাহ বলবেন: তুমি যা চাচ্ছ তা কি তোমার নিকট নেই? জান্নাতী বলবে, কেন সবই আছে, কিন্তু কৃষি কাজ আমার পছন্দনীয়, তাই আমি তা করতে চাই। তখন ঐ ব্যক্তি যমীনে বিচ বপন করবে, মুহূর্তের মধ্যেই তার ফল আসবে এবং কাটার উপযুক্ত হয়ে যাবে। বরং পাহাড় সমান ফসল হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ বলবেন: হে আদম সন্তান! এখন খুশি হও, তোমার পেট কোনো কিছুতেই ভরবে না। গ্রাম্য লোকটি বললো: আল্লাহর কসম! এ লোকটি অবশ্যই কুরাইশ বা আনসারদের মধ্য থেকে হবে, কেননা তারাই কৃষি কাজ করে, আমরা কখনো কৃষি কাজ করি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা শুনে মুচকি হাসলেন।" (বুখারী ৩/২৩৪৮)[৯২]

---

[৯১] কিতাবুযযুহদ, বাব সিফাতুল জান্নাহ (২/৩৫০০)

[৯২] কিতাবুল মাযরাজা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ , هَلْ نَصِلُ إِلَى نِسَائِنَا فِي الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ فِي الْيَوْمِ إِلَى مِائَةِ عَذْرَاءَ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের নিকট যাব? তিনি বললেন: এক ব্যক্তি প্রতিদিন একশ কুমারী নারীর নিকট যাবে।" (আবু নুআইম)[৯৩]

আদম সন্তানদের মধ্যে জান্নাতী ও জাহান্নামীর হার

মাসআলা-২৯৭ : হাজারে মাত্র একজন জান্নাতে যাবে আর বাকী ৯৯৯ জন যাবে জাহান্নামে।

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا آدَمُ فَيَقُوْلُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ. قَالَ يَقُوْلُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ قَالَ: فَذَاكَ حِيْنَ يَشِيبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ " قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّنَا ذَالِكَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرُوْا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ أَلْفًا. وَمِنْكُمْ رَجُلٌ»

অর্থ: "আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ বলবেন, হে আদম! আদম (আ) বলবে: হে আল্লাহ আমি তোমার আনুগত্যে উপস্থিত, আর সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতেই। তখন আল্লাহ বলবেন: সৃষ্টির মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে পৃথক করো। আদম বলবে: জাহান্নামীদের সংখ্যা কত? আল্লাহ বলবেন: এক হাজারের মধ্যে ৯৯৯ জন। নবী ﷺ বলেন: এটা ঐ সময় যখন বাচ্চা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, আর গর্ভধারিনীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে, আর তুমি লোকদেরকে দেখে বেহুশ বলে মনে করবে, অথচ

---

[৯৩] আলবানী সংকলিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা, ১ম খ. হাদীস নং-১০৮৭।

তারা বেহুশ নয়, বরং আল্লাহর আযাব এতো কঠিন হবে যে, লোকেরা হুশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। বর্ণনাকারী বলেন: একথা শুনে সাহাবাগণ হয়রান হয়ে গেল, আর বলতে লাগলো, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ তাহলে আমাদের মধ্যে এমন সৌভাগ্যবান কে হবে যে জান্নাতে যাবে? তিনি বললেন: আশান্বিত হও। ইয়াজুজ মাজুজের সংখ্যা এতো বেশি হবে যে, ৯৯৯ জন তাদের মধ্য থেকে হবে আর বাকী একজন তোমাদের মধ্য থেকে।" (মুসলিম ১/২২২)[৯৪]

সংখ্যাগরিষ্ঠ জান্নাতী মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত

মাসআলা-২৯৮ : জান্নাতীদের দুই তৃতীয়াংশ মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত আর বাকী এক তৃতীয়াংশ হবে সমস্ত নবীদের উম্মত:

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُوْنَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ»

অর্থ: "বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: জান্নাতীদের একশ বিশটি কাতার হবে, যার মধ্যে আশি কাতার হবে মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত আর বাকী চল্লিশ কাতার হবে অন্যান্য উম্মত।" (তিরমিযী ৪/২৫৪৬)[৯৫]

মাসআলা-২৯৯ : জান্নাতীদের অর্ধেক সংখ্যক হবে মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالَ: فَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالَ: فَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ. مَا

---

[৯৪] কিতাবুল ঈমান, বাব বয়ান কাউনু হাযিহিল উম্মা নিসফ আহলিল জান্না।
[৯৫] আবওয়াবুল জান্না, বাব মাযায কাম সফ আহলিল জান্না (২/২০৬৫)।

الْمُسْلِمُوْنَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ. أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَبْيَضَ»

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন মাউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেন তোমরা কি এতে খুশি নও যে, অতপর বললেন: জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ তোমাদের মধ্য থেকে হবে? একথা শুনে আমরা আনন্দে আল্লাহু আকবার বললাম। অতপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তোমরা কি এতে খুশি নও যে, জান্নাতীদের এক তৃতীয়াংশ তোমরা হবে? আমরা আনন্দে আবারো আল্লাহু আকবার বললাম। আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আমি আশা করতেছি যে, জান্নাতীদের অর্ধেক তোমরা হবে, আর এর কারণ এই যে, কাফিরদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা এমন যেমন কাল চুল বিশিষ্ট এক শরীরে একটি সাদা চুল, বা সাদা চুল বিশিষ্ট শরীরে একটি কাল চুল। (মুসলিম ১/২২১)[৯৬]

নোট: প্রথম হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদীর সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ বলে বলেছেন আর পরবর্তী অংশে বলেছেন অর্ধেক, মূলত উভয় অংশের মাধ্যমে জান্নাতে উম্মতে মুহম্মদীর সংখ্যাধিক্য বুঝানোই উদ্দেশ্য।

(আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন)

মাসআলা-৩০০ : মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবে:

মাসআলা-৩০১ : প্রত্যেক হাজারের সাথে আরো একহাজার করে (অর্থাৎ ৪৯ লক্ষ) লোক মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের মধ্য থেকে জান্নাতে যাবে:

মাসআলা-৩০২ : এতদ্ব্যতীত আল্লাহর তিন লুফ পূর্ণ (যার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন) মানুষও উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে জান্নাতে যাবে:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: «وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِيْنَ أَلْفًا. لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ، وَلَا عَذَابَ. مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُوْنَ أَلْفًا. وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّي

[৯৬] কিতাবুল ঈমান, বাব বয়ান কাওনু হাযিহিল উম্মা নিসফ আহলিল জান্না।

অর্থ: "আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার রব আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাব ও শাস্তিহীন ভাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর এ প্রত্যেক হাজারের সাথে আরো সত্তর হাজার লোক জান্নাতে যাবে। এর সাথে আরো আল্লাহর তিন লুফপূর্ণ লোক জান্নাতে যাবে।" (তিরমিযী)[৯৭]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ» . قَالُوْا: مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُوْنَ، وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ، وَلَا يَكْتَوُوْنَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَنْ تجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ»

অর্থ: "ইমরান বিন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! ঐ সৌভাগ্যবানরা কারা? তিনি বললেন: তারা ঐসমস্ত লোক যারা কোনো দিন (অসুস্থতার কারণে) কোনো চিকিৎসা বা ঝাড় ফুকের বা ছেঁক দেয়ার ব্যবস্থা করে নি। বরং তারা শুধু তাদের রবের উপর ভরসা করে থাকে। উক্কাসা (রা) বললেন: হে আল্লাহর নবী! আমার জন্য দু'আ করুন আমিও যেন তাদের একজন হতে পারি। নবী ﷺ বললেন: তুমি তাদের একজন।" (মুসলিম ১/২১৮)[৯৮]

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيْمٌ، فَظَنَنْتُ

---

[৯৭] কিতাবুল ঈমান, বাব বয়ান কাওনু হাযিহিল উম্মা নিসফ আহলিল জান্না।

[৯৮] কিতাবুল ঈমান, বাব দলীল আলা দুখুল ত্বয়িফা মিনাল মুসলিমীন আল জান্না বিগাইরি হিসাব।

أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيْلَ لِي: هَذَا مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَقَوْمُهُ، وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ، فَقِيْلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ، فَقِيْلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ"

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমার সামনে বিভিন্ন নবীর উম্মতদেরকে পেশ করা হলো, কোনো কোনো নবী এমন ছিল যাদের সাথে দশজন লোকও ছিল না। আবার কোনো কোনো নবীর সাথে এক বা দুজন লোক ছিল, আবার কোনো কোনো নবীর সাথে কোনো লোকই ছিল না। এমতাবস্থায় আমার সামনে এক বিশাল জনসমুদ্র আসল, আমি ভাবলাম তারা আমার উম্মত, কিন্তু আমাকে বলা হলো যে, এ হলো মূসা (আ) এবং তাঁর উম্মত। আমাকে বলা হলো আপনি আকাশের কর্ণারের দিকে তাকান, আমি দেখতে পেলাম সেখানেও এক বিশাল জনসমুদ্র। অতপর আমাকে বলা হলো আপনি আকাশের অন্য কর্ণারের দিকে তাকান, আমি দেখলাম সেখানেও এক বিশাল জনসমুদ্র। তখন আমাকে বলা হলো এরা হলো আপনার উম্মত। যাদের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে এবং শাস্তি ছাড়াই ভাবে জান্নাতে যাবে।" (মুসলিম ১/২২০)[৯৯]

জান্নাতে প্রবেশকারী আমলসমূহ কঠিন

মাসআলা-৩০৩ : জান্নাত কঠিন এবং মানুষের মন তিক্তকারী আমল দ্বারা ঢাকা রয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيْلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا "، قَالَ: «فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللهُ لِأَهْلِهَا

[৯৯] কিতাবুল ঈমান বাব দলীল আলা দুখুল ত্বয়েফা মিনাল মুসলিমীন আল জান্না বিগাইরি হিসাব।

فِيْهَا» . قَالَ: " فَرَجَعَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا " ، قَالَ: " فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا، فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا "

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন আল্লাহ জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন তখন জিবরাঈল (আ)-কে জান্নাতের দিকে পাঠালেন এবং বললেন: জান্নাত এবং জান্নাতীদের জন্য যে, নিআমত আমি প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে আস। জিবরাঈল (আ) এসে তা দেখলেন এবং জান্নাত ও জান্নাতীদের জন্য যে নিআমত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তা দেখলো, এরপর আল্লাহর নিকট আসলো, এবং বললো তোমার ইয্যতের কসম! যে-ই এর কথা শুনবে সে অবশ্যই তাতে প্রবেশ করবে। অতপর আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে জান্নাতকে কষ্টকর আমলসমূহ দিয়ে ঢেকে দাও। এরপর আল্লাহ জিবরাঈল (আ)-কে দ্বিতীয়বার নির্দেশ দিলেন তুমি আবার জান্নাতে যাও এবং জান্নাতীদের জন্য আমি যে নিআমত প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে আস। জিবরীল গেল তখন জান্নাত কষ্টকর আমলসমূহ দ্বারা ঢাকা ছিল, তখন সে আল্লাহর নিকট ফিরে এসে বললো: তোমার ইয্যতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে এতে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। অতপর আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিলেন যে, এখন জাহান্নামের দিকে যাও এবং জাহান্নামীদের জন্য আমি যে শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে আস যে, কিভাবে তার এক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করছে, জিবরাঈল সবকিছু দেখে ফিরে এসে বললো: তোমার ইযযতের কসম! এমন কোনো লোক হবে না যে তার সম্পর্কে শোনবে অথচ সেখানে সে প্রবেশ করবে। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, জাহান্নামকে মনের কামনা দিয়ে ঢেকে দাও। আল্লাহ জিবরাঈলকে দ্বিতীয়বার বললেন: তুমি

আবার যাও, তখন জিবরাঈল দ্বিতীয় বার গেল এবং সবকিছু দেখে এসে বললোঃ তোমার ইয্যতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে, এখন এখান থেকে কোনো ব্যক্তিই মুক্তি পাবে না, সবাই সেখানে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী ৪/২৫৬০)[১০০]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ জান্নাত কষ্টকর আমলসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে, আর জাহান্নাম মনের কামনা দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে।" (মুসলিম ৪/২৮২২)[১০১]

মাসআলা-৩০৪ : জান্নাত পেতে হলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন রয়েছেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ»

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ভয় করেছে সে পালিয়েছে, আর যে পালিয়েছে সে লক্ষস্থলে পৌছেছে। জেনে রেখ আল্লাহর সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান, জেনে রেখ আল্লাহর সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান, আর যেনে রেখ আল্লাহর সম্পদ হলো জান্নাত।" (তিরমিযী ৪/২৪৫০)[১০২]

মাসআলা-৩০৫ : নিআমতে ভরপুর জান্নাত অন্বেষণকারী পৃথিবীতে কখনো নিশ্চিন্তায় ঘুমাতে পারবে নাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا»

---

[১০০] আবওয়াব সিফাতুল জান্না, মাযায়া ফি আন্নাল জান্না হুফফাত বিল মাকারিহ (২/২০৭৫)
[১০১] কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাত নায়ীমিহা।
[১০২] আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা (২/১৯৯৩)

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমি জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী ব্যক্তিকে কখনো ঘুমাতে দেখি নি। আর জান্নাত অন্বেষণকারীকেও কখনো ঘুমাতে দেখি নি। (তিরমিযী ৪/২৬০১)[১০৩]

মাসআলা-৩০৬ : পরকালে মর্যাদা ও পুরস্কৃত হওয়ার আমলসমূহ পার্থিব দিক থেকে তিক্ত:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «حُلْوَةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الْآخِرَةِ، وَمُرَّةُ الدُّنْيَا حُلْوَةُ الْآخِرَةِ»

অর্থ: "আবু মালেক আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ পৃথিবীর মিষ্টতা পরকালের তিক্ততা। আর পৃথিবীর তিক্ততা পরকালের মিষ্টতা।" (আহমদ, হাকেম ৩৭/২২৮৯৯)[১০৪]

মাসআলা-৩০৭ : মু'মিনের জন্য দুনিয়া কারাগারের ন্যায়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ পৃথিবী মু'মিনের জন্য কারাগারের ন্যায় আর কাফিরের জন্য জান্নাতের ন্যায়।" (মসলিম ৪/২৯৫৬)[১০৫]

জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি

মাসআলা-৩০৮ : রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন:

নোটঃ এ সম্পর্কিত হাদীস ৮৬ নং মাসআলায় দ্রঃ

মাসআলা-৩০৯ : আবু বকর ও ওমর (রা) ঐ সমস্ত জান্নাতীদের সরদার হবেন যারা বৃদ্ধ বয়সে ইন্তেকাল করেছেন:

---

[১০৩] আবওয়াব সিফাতুন ন্নার, বাব ইন্না লিন্নারি নফসাইন। (২/২০৯৭)
[১০৪] সহীহ্ আলজামে আসসাগীর লি আলবানী, ৩য় খন্ড, হাদীস নং-৩১৫০।
[১০৫] কিতাবুযযুহদ।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَانِ سَيِّدَا كُهُوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ إِلَّا النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ. يَا عَلِيُّ لَا تُخْبِرْهُمَا»

অর্থ: "আলী বিন আবু তালেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম হঠাৎ করে আবুবকর ও ওমর (রা)ও চলে আসলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তারা উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুবরণকারী মুসলমানদের সরদার হবে, চাই তারা পূর্ববর্তী উম্মতের লোক হোক আর পরবর্তী উম্মতের। তবে নবী-রাসূলগণ ব্যতীত। হে আলী তুমি এ সংবাদ তাদেরকে দিওনা।" (তিরমিযী ৫/৩৬৬৫)[১০৬]

মাসআলা-৩১০ : হাসান ও হুসাইন (রা) জান্নাতে ঐ সমস্ত লোকদের সরদার হবে যারা যৌবনকালে মৃত্যুবরণ করেছে:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: হাসান ও হুসাইন (রা) জান্নাতী যুবকদের সরদার হবে।" (তিরমিযী ৫/৩৭৬৮)[১০৭]

মাসআলা-৩১২ : খাদীজা (রা)-কে নবী ﷺ জান্নাতে একটি ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: بَشَّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيْجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ

---

[১০৬] আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আবুবকর সিদ্দীক (৩/২৮৯৭)

[১০৭] আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আবু মুহাম্মদ আল হাসান ওয়াল হুসাইন।

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদীজা (রা)-কে জান্নাতে একটি ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন।" (মুসলিম)[১০৮]

মাসআলা-৩১৩ : আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতের সু সংবাদ দিয়েছেন:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: «أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُوْنِي زَوْجَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟». قُلْتُ: بَلَى قَالَ: «فَأَنْتِ زَوْجَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন হে আয়েশা! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার স্ত্রী হবে? আয়েশা বললো কেন নয়? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার স্ত্রী।" (হাকেম)[১০৯]

মাসআলা-৩১৪ : (তালহা রায়িাল্লাহ আনহু-এর স্ত্রী) উম্মে সুলাইমকেও নবী ﷺ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন:

মাসআলা-৩১৫ : বেলাল (রা)-কে নবী ﷺ জান্নাতে একটি ঘরের সু সংবাদ দিয়েছেন:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ، ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِي فَإِذَا بِلَالٌ»

অর্থ: "জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমাকে জান্নাত দেখানো হলো, আমি আবু তালহা (রা)-এর স্ত্রী উম্মে সুলাইমকে সেখানে দেখতে পেলাম, অতপর আমি সামনে অগ্রসর হয়ে কোনো মানুষের চলার আওয়াজ পেলাম, হঠাৎ দেখলাম বেলাল কে।" (মুসলিম ৪/২৪৫৭)[১১০]

---

[১০৮] কিতাবুল ফাযায়েল, বাব মিন ফাযায়েল খাদীজা।

[১০৯] সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী। হাদীস নং-১১৪২।

[১১০] কিতাবুল ফাযায়েল, বাব মিন ফাযায়েল উম্মে সুলাইম।

মাসাআলা-৩১৬ : ওমর (রা)-কে নবী ﷺ জান্নাতে একটি ঘরের সু সংবাদ দিয়েছেন:

নোট: ৩নং মাসআলার হাদীস দ্র:

মাসআলা-৩১৭ : তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রা)-কে নবী ﷺ জান্নাতের সু সংবাদ দিয়েছেন:

عَنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ فَنَهَضَ إِلَى صَخْرَةٍ. فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَأَقْعَدَ تَحْتَهُ طَلْحَةَ. فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ. قَالَ: فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: أَوْجَبَ طَلْحَةُ.

অর্থ: "যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু জোড়া কাপড় পরিধান করেছিলেন। তিনি একটি পাথরের উপর আরোহণ করতে ছিলেন কিন্তু তিনি তাতে চড়তে পারতেছিলেন না। তখন তিনি তালহা (রা)-কে তার নীচে বসালেন এবং তার ওপর আরোহণ করে তিনি তাতে চড়লেন। যুবায়ের বলেন, এ সময় আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: তালহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।" (তিরমিযী ৬/৩৭৩৮)[১১১]

মাসআলা-৩১৮ : সা'দ বিন মুয়াষ (রা) জান্নাতী:

নোট: এ সংক্রান্ত হাদীস ২২৪ নং মাসআলা দ্র:

মাসআলা-৩১৯ : বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং বৃক্ষের নীচে বাইয়াত গ্রহণ কারীরা জান্নাতী:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ رَجُلٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ"

[১১১] আবওয়াবুল মানাকেব বাব মানাকেব আবু মুহাম্মদ তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (৩/২৯৩১)।

অর্থ: "জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: বদরের যুদ্ধে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী কোনো লোক জাহান্নামী হবে না।" (আহমদ ২৩/১৫২৬২)[১১২]

নোট: হুদায়বিয়ার সন্ধি ৬ হি: যিলকাদ মাসে সংঘটিত হয়, সাহাবাগণ হুদায়বিয়ার ময়দানে একটি গাছের নীচে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতে হাত রেখে তাঁর অনুগত্যে জীবন দেয়ার ওপর বাইয়াত গ্রহণ করে। আর ঐ বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী সমস্ত সাহাবাগণকে আসহাবুসসাজারা বলা হয়।

মাসআলা-৩২০ : আবদুল্লাহ বিন সালামকে নবী ﷺ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন:

عَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه يَقُوْلُ: مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «لِحَيٍّ يَمْشِي، إِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ»

অর্থ: "সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কোনো জীবিত চলমান ব্যক্তির ব্যাপারে একথা বলতে শুনি নি যে সে জান্নাতী তবে শুধু আবদুল্লাহ বিন সালামকে একথা বলেছেন।" (মুসলিম ৪/২৪৮৩)[১১৩]

নোট: সা'দ (রা) শুধু আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা)-কেই এ সুসংবাদ দিতে শুনেছেন তাই তিনি তার ব্যাপারেই বর্ণনা করেছেন, কিন্তু অন্যান্য সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অন্য সাহাবীদেরকেও জান্নাতের সু সংবাদ দিতে শুনেছেন তাই তারা অন্যদের কথাও বর্ণনা করেছেন।

মাসআলা-৩২১ : মারইয়াম বিনতে ইমরান, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ ﷺ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী খাদীজা ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া জান্নাতী রমণীদের সরদার হবে:

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيِّدَاتُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ، فَاطِمَةُ، وَخَدِيْجَةُ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ»

---

[১১২] সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী। হাদীস নং-২১৬০।

[১১৩] আবওয়াব মানাকেব, বাব ফজল মান বাইয়া তাহতাসসাজারা। (৩/৩০৩৩)

অর্থ: "জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতী রমণীদের সরদার মারইয়াম বিনতে ইমরান-এর পরে ফাতেমা, খাদীজা, ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া।" (তাবারানী)[১১৪]

মাসআলা-৩২২ : যায়েদ বিন আমর (রা) জান্নাতী:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ لِزَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ دَرَجَتَيْنِ.

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি জান্নাতে প্রবেশ করে যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইলের দু'টি স্তর দেখতে পেলাম।" (ইবনে আসাকের)[১১৫]

মাসআলা-৩২৩ : আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম (রা) জান্নাতী:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا جَابِرُ، أَلَا أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَبِيْكَ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: "مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ: يَا عَبْدِيْ، تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِيْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، تُحْيِيْنِي فَأُقْتَلُ فِيْكَ ثَانِيَةً، قَالَ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُوْنَ. قَالَ: يَا رَبِّ، فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِيْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ": {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ}.

অর্থ: "যাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উহুদ যুদ্ধের দিন যখন আবদুল্লাহ বিন হারাম (রা) শহীদ হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: হে যাবের! আমি কি তোমাকে ঐ কথা বলবো না, যা আল্লাহ তোমার পিতা সম্পর্কে বলেছেন? আমি বললাম: কেন নয়? তিনি বললেন: আল্লাহ কোনো

---

[১১৪] সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী। হাদীস নং-১৪৩৪।
[১১৫] সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী। হাদীস নং-১৪০৬।

ব্যক্তির সাথে পর্দার আড়াল ব্যতীত কথা বলেন নি। কিন্তু তোমার পিতার সাথে কোনো পর্দা ব্যতীত কথা বলেছে এবং বলেছেন হে আমার বান্দা! তুমি যা চাওয়ার তা চাও, আমি তোমাকে দিব। তোমার পিতা বলেছে হে আমার রব? আমাকে দ্বিতীয় বার জীবিত করো, যাতে আমি তোমার রাস্তায় শহীদ হতে পারি। আল্লাহ্ বললেন: আমার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, মৃত্যুর পর দুনিয়াতে আর ফেরত আসা যাবে না। তোমার পিতা বললো: হে আমার রব! তাহলে তুমি আমার পক্ষ থেকে দুনিয়াবাসীকে আমার এ পয়গাম শুনিয়ে দাও যে, (আমি দ্বিতীয় বার শহিদ হয়ে মৃত্যুবরণের আকাঙ্খা করেছিলাম) তখন আল্লাহ্ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে কর না। বরং তারা জীবিত। তারা তাদের পালনকর্তার নিকট রিযিক প্রাপ্ত হয়।" (সূরা আলে ইমরান: ১৬৯) (ইবনে মাজা ২/২৮০০)[১১৬]

মাসআলা-৩২৪ : আম্মার বিন ইয়াসার এবং সালমান ফারসী (রা) জান্নাতী:

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ اِلٰى ثَلَاثَةٍ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَسَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

অর্থ: "আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাত তিন ব্যক্তির প্রতি আসক্ত, আলী, আম্মার এবং সালমান (রা)" (হাকেম)[১১৭]।

মাসআলা-৩২৫ : জা'ফর বিন আবু তালেব এবং হামজা (রা) জান্নাতী:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ الْبَارِحَةَ فَنَظَرْتُ فِيهَا فَإِذَا جَعْفَرٌ يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ، وَإِذَا حَمْزَةُ مُتَّكِئٌ عَلَى سَرِيرٍ»

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: গতরাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম যে, জা'ফর

---

[১১৬] সহীহ সুনানে ইবনে মাজা লি আলবানী, খ. ২য়, হাদীস নং-২২৫৮।

[১১৭] সহীহ আল জামে আসসাগীর লি আলবানী, (হাদীস নং-১৫৯৪)

ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর হামযা খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে।" (ত্বাবারানী ১/২৫৫)[১১৮]

মাসআলা-৩২৬ : যায়েদ বিন হারেসা (রা) জান্নাতী:

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاسْتَقْبَلَتْنِي جَارِيَةٌ شَابَّةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ.

অর্থ: "বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি জান্নাতে প্রবেশ করতেই আমাকে এক যুবতী স্বাগতম জানালো, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কার জন্য? সে বললো: যায়েদ বিন হারেসার জন্য।" (ইবনে আসাকের)[১১৯]

মাসআলা-৩২৭ : গুমাইসা বিনতে মিলহান (রা) জান্নাতী:

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشَفَةً، بَيْنَ يَدَيَّ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الْخَشَفَةُ؟ فَقِيلَ: الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ

অর্থ: "আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি জান্নাতে প্রবেশ করে আমার সামনে কারো চলার আওয়াজ পেলাম আমি (জিবরাঈলকে) জিজ্ঞেস করলাম এ কিসের আওয়াজ? আমাকে বলা হলো যে এটা গুমাইসা বিনতে মিলহানের চলার আওয়াজ।" (আহমদ ১৯/১২২৫৬)[১২০]

নোট: উল্লেখ্য যে গুমাইসা বিনতে মিলহানের শশুর ও ছেলে ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল, আর তার ভাই হারাম বিন মিলহান বি'র মাউনার ঘটনায় শহীদ হয়েছিল। আর সে নিজে কুবরুস দ্বীপে আক্রমণ করে প্রত্যাবর্তনকারী সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর ঐ সফরেই তিনি আল্লাহর প্রিয় হয়ে গিয়ে ছিলেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

---

[১১৮] সহীহ আল জামে আসসাগীর লি আলবানী, (হাদীস নং-৩৩৫৮)
[১১৯] সহী আল জামে আসগারীর লি আলবানী, (হাদীস নং-৩৩৬১)
[১২০] সহীহ আল জামে আসসাগীর লি আলবানী, (হাদীস নং-৩৩৬৩)

মাসআলা-৩২৮ : হারেসা বিন নোমান (রা) জান্নাতী:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيْهَا قِرَاءَةً فَقُلْتُ: قِرَا مَنْ هَذَا؟ قَالُوْا: قِرَاءَةُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ كَذَلِكُمُ الْبِرُّ، كَذَلِكُمُ الْبِرُّ"

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি জান্নাতে প্রবেশ করে ক্বেরাতের আওয়াজ শুনতে পেলাম, আমি জিজ্ঞেস করলাম এ কে? ফেরেশতা উত্তরে বললো : হারেসা বিন নোমান। একথা শুনে তিনি বললেন: এটিই নেকীর প্রতিদান এটিই নেকীর প্রতিদান।" (হাকেম ২/১০০৪)[১২১]

মাসআলা-৩২৯ : মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত কারীদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَعْلَمُ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي؟» قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ: " الْمُهَاجِرُوْنَ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ وَيَسْتَفْتِحُوْنَ، فَيَقُوْلُ لَهُمُ الْخَزَنَةُ، أَوَ قَدْ حُوسِبْتُمْ، فَيَقُوْلُوْنَ بِأَيِّ شَيْءٍ نُحَاسَبُ، وَإِنَّمَا كَانَتْ أَسْيَافُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا فِي سَبِيلِ اللهِ، حَتَّى مِتْنَا عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَيُفْتَحُ لَهُمْ، فَيَقِيلُوْنَ فِيْهِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا النَّاسُ

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা কি জান যে, আমার উম্মতের মধ্যে কোন্ দলটি সর্ব প্রথম জান্নাতে যাবে? আমি বললাম: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বললেন: মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত কারীরা কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজায় আসবে আর তাদের জন্য দরজা খুলে যাবে। জান্নাতের দারওয়ান তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের হিসাব নিকাশ হয়ে গেছে? তখন তারা বলবে কিসের হিসাব? আমাদের তরবারী আল্লাহর পথে আমাদের কাঁধে ছিল আর

---

[১২১] সহীহ আল জামে আসসাগীর লি আলবানী, (হাদীস নং-৩৩৬৬)

ঐ অবস্থায়ই আমরা মৃত্যুবরণ করেছি। তখন জান্নাতের দরজা তাদের জন্য খুলে দেয়া হবে, আর তারা অন্যদের জান্নাতে প্রবেশের চল্লিশ বছর পূর্বে সেখানে প্রবেশ করে আনন্দ করতে থাকবে।" (হাকেম)[১২২]

মাসআলা-৩৩০ : ইবনে দাহ্দাহ (রা) জান্নাতী:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ دَحْدَاحِ لَمْ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمْ مِنْ عَذْقٍ مُعَلَّقٍ أَوْ مُدَلًى فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ.

অর্থ: "জাবির বিন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনে দাহদার জানাযার নামায পড়ানোর পর তাঁর পাশে উন্মুক্ত পিঠ বিশিষ্ট একটি ঘোড়া আনা হলো, এক ব্যক্তি তা ধরলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে আরোহণ করলেন। ঘোড়াটি তখন ভয়ে ভিত হয়ে বলতে লাগল আমরা সবাই আপনার পিছনে পিছনে চলতে ছিলাম, হঠাৎ লোকদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলো যে, নবী ﷺ বলেছেন: ইবনে দাহদার জন্য জান্নাতে কত ফল ঝুলছে।" (মুসলিম)[১২৩]

মাসআলা-৩৩১ : উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা) জান্নাতী:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ جِبْرِيلُ: رَاجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ"

অর্থ: "আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জিবরীল আমাকে বলেছে যে, আপনি হাফসা (রা) থেকে প্রত্যাবর্তন করুন, কেননা সে অধিক রোযাদার ও অধিক নফল নামায আদায়কারী এবং সে জান্নাতে আপনার স্ত্রী।" (হাকেম)[১২৪]

মাসআলা-৩৩২ : উক্কাসা (রা) জান্নাতী:

নোট: এ সংক্রান্ত হাদীসটি ৩০২ নং মাসআলা দ্রঃ।

---

[১২২] সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী। (হাদীস নং-৮৫২)
[১২৩] কিতাবুল জানায়েয, বাব রকুবুল মুসাল্লি আলা আল জানাযা ইযা ইনসারাফা।
[১২৪] সহীহ আল জামে আসসাগীর লি আলবানী, খ. ৪, হাদীস নং-৪৭২৭।

জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিদের গুণাবলী

মাসআলা-৩৩৩ : নরম দিল, খোশ মেজাজ, সর্বদা আল্লাহ্ ভিতু কারো কোনো ক্ষতিকারী নয় ধৈর্যশীল ব্যক্তি জান্নাতী হবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ، أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ»

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ জান্নাতে প্রবেশ করবে এমন ব্যক্তি যাদের অন্তরসমূহ হবে পাখীর অন্তরের ন্যায়।" (মুসলিম ৪/২৮৪০)[১২৫]

মাসআলা-৩৩৪ : জান্নাতে গরীব-মিসকীন, ফকীর পরমুখাপেক্ষী দুর্বল লোকদের সংখ্যাধিক্য হবেঃ

حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالُوا: بَلَى. قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ» ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟» قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ»

অর্থঃ "হারেসা বিন ওহাব (রা) নবী ﷺ-কে বলত শুনেছেন তিনি বলেছেনঃ আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের গুণাবলীর কথা বললোনা? সাহাবাগণ বললঃ হ্যাঁ বলুন। তিনি বললেনঃ প্রত্যেক দুর্বল, লোকচোখে হেয়, কিন্তু সে যদি কোনো বিষয়ে আল্লাহর নামে কসম করে তাহলে আল্লাহ তার কসম পূর্ণ করবেন। অতপর তিনি বললেন : আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের কথা বলবো না? তারা বললোঃ বলুন। তিনি বললেনঃ প্রত্যেক ঝগড়াকারী, দুশ্চরিত্র, অহংকারী ব্যক্তি।" (মুসলিম ৪/২৮৫৩)

মাসআলা-৩৩৫ : নমর দিল, ভদ্র, খোশ মেজাজ, প্রত্যেক ভাল লোক যাকে চিনেঃ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حُرِّمَ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ النَّاسِ»

---

[১২৫] কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা।

অর্থ: "ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: প্রত্যেক নমর দিল ভদ্র এবং মানুষের সাথে মিশুক লোকদের জন্য জাহান্নাম হারাম।" (আহমাদ ৭/৩৯৩৮)

মাসআলা-৩৩৬ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণকারী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى» . قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَنْ أَبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে যাবে তবে ঐ সমস্ত লোক ব্যতীত যারা জান্নাতে যেতে চায় না। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলো হে আল্লাহর রাসূল কে জান্নাতে যেতে চায়না? তিনি বললেন: যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে সে জান্নাতে যাবে আর যে আমার নাফরমানী করে সে জাহান্নামী"। (বুখারী ৯/৭২৮০)[১২৬]

মাসআলা-৩৩৭ : আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যে ব্যক্তি প্রতি দিন বার রাকআত নামায (ফজরের পূর্বে দু'রাকাত, যোহরের পূর্বে চার রাকআত, পরে দু'রাকআত, মাগরিবের পরে দু'রাকআত, ইশার পরে দু'রাকআত সুন্নাত) আদায় করে সে জান্নাতে যাবে:

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَقُوْلُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا. غَيْرَ فَرِيْضَةٍ. إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

অর্থ: "নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ফরয ব্যতীত বার রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।" (মুসলিম ১/৭২৮)[১২৭]

---

[১২৬] কিতাবুল ইতিসাম বিল কিতাবি ওয়াসসুন্না। বাব ইকতেদা বি সুনানি রাসূলিল্লাহ।

[১২৭] কিতাব সালাতুল মুসাফিরীন, বাব ফযলু সুনানিরত্মাতিবা।

মাসআলা-৩৩৮ : আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী জান্নাতে যাবে:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ» فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

অর্থ: "আবু আয়্যুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল: আমাকে এমন কোনো আমলের কথা বলেন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন: আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, যখন ঐ লোক ফিরে যেতে লাগল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তাকে যা করতে বলা হলো যদি সে এর ওপর আমল করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম ১/১৩)[১২৮]

মাসআলা-৩৩৯ : চরিত্রবান, তাহাজ্জুদগুজার, অধিক পরিমাণে নফল রোযা আদায়কারী ও অন্যকে খাদ্যদানকারী জান্নাতে যাবে:

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا» فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «هِيَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ»

অর্থ: "আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতে এমন কিছু ঘর আছে যার ভিতর থেকে বাহিরের সবকিছু দেখা যাবে, আবার বাহির থেকে ভিতরের সবকিছু দেখা যাবে। এক বেদুইন ব্যক্তি দাড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ ঘর কার জন্য? তিনি বললেন: ঐ ব্যক্তির জন্য যে ভাল কথা বলে, অন্যকে আহার করায়, অধিক পরিমাণে নফল রোযা রাখে, আর যখন

---

[১২৮] কিতাবুল ঈমান, বাব বয়ানুল ঈমান আল্লাযী ইয়াদখুলুল জান্না।

লোকেরা আরামে নিদ্রারত থাকে তখন উঠে নামায আদায় করে।" (তিরমিযী ৪/২৫২৭)[১২৯]

মাসআলা-৩৪০ : ন্যায়পরায়ন বাদশাা, অপরের প্রতি অনুগ্রহকারী, নরম অন্তর, কারো নিকট কোনো কিছু চায় না এমন ব্যক্তিও জান্নাতে যাবেঃ

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ و أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٍ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ , وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِيْ قُرْبَى , وَمُسْلِمٌ فَقِيْرٌ عَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَالٍ

অর্থ: "ইয়াজ বিন হিমার মুজাসেয়ী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তিন প্রকারের লোক জান্নাতে যাবে। ন্যায় পরায়ন বাদশা, সত্যবাদী, নেক আমল কারী, আর ঐ ব্যক্তি যে প্রত্যেক আত্মীয়ের সাথে এবং প্রত্যেক মুসলমানের সাথে দয়া করে। ঐ ব্যক্তি যে লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে এবং বিনা প্রয়োজনে কারো নিকট কোনো কিছু চায় না।" (মুসলিম)[১৩০]

মাসআলা-৩৪১ : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনায় আনন্দ অনুভব কারী, ইসলামকে সন্তুষ্টচিত্তে স্বীয় দ্বীন হিসেবে বিশ্বাসকারীও জান্নাতে যাবেঃ

عن أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَالَ: رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বলে যে আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।" (আবু দাউদ)[১৩১]

---

[১২৯] আবওয়াবুল জান্না, বাব মা যায়া ফি সিফাত গুরাফিল জান্না (২/২০৫১)

[১৩০] কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা, বাব সিফাতু আহলিল জান্না ওয়ান্নার।

[১৩১] আবওয়াবুল বিতর, বাব ফিল ইস্তেগফার (১/১৩৫৩)

মাসআলা-৩৪২ : দুই বা দুয়ের অধিক কন্যাকে সু-শিক্ষা দানকারী এবং বালেগা হওয়ার পর তাদেরকে সুপাত্রে পাত্রস্থকারী ব্যক্তিও জান্নাতী হবেঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ» وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা তাদের প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্যন্ত লালন পালন করলো, কিয়ামতের দিন আমি ও ঐ ব্যক্তি এক সাথে উপস্থিত হবো, একথা বলে তিনি তাঁর দুই আঙ্গুলকে একত্র করে দেখালেন যে এভাবে)। (মুসলিম ৪/২৬৩১)[১৩২]

মাসআলা-৩৪৩ : ওযুর পর দুই রাকআত নফল নামায (তাহিয়্যাতুল ওযু) রীতিমত আদায়কারীও জান্নাতী হবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ: عِنْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ «يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ، عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْفَعَةً، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ» قَالَ بِلَالٌ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً، مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا تَامًّا، فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُوْرِ، مَا كَتَبَ اللهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ফজরের নামাযের পর বেলাল (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন হে বেলাল! ইসলাম গ্রহনের পর তোমার এমনকি আমল আছে যার বিনিময়ে তুমি পুরস্কৃত হওয়ার আশা রাখ? কেননা আজ রাতে আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার চলার শব্দ পেয়েছি। বেলাল (রা) বললোঃ আমি এর চেয়ে অধিক কোনো আমল তো দেখছি না যে, দিনে বা রাতে যখনই আমি ওজু করি তখনই যতটুকু আল্লাহ তাওফীক দেন ততটুকু নফল নামায আমি আদায় করি। (বুখারী ও মুসলিম ৪/২৪৫৮)[১৩৩]

---

[১৩২] কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব ফযলুল ইহসান ইলালবানাত।
[১৩৩] মোখতাসার সহীহ মুসলিম লি আলবানী, হাদীস নং-১৬৮২।

মাসআলা-৩৪৪ : যথাযথ নামাযী, স্বামীর অনুগত স্ত্রী জান্নাতী হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيْلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ"

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযান মাসে রোযা রাখে, স্বীয় লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে, স্বীয় স্বামীর অনুগত থাকে কিয়ামতের দিন তাকে বলা হবে যে, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি তা দিয়ে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো।" (ইবনে হিব্বান)[১৩৪]

মাসআলা-৩৪৫: আম্বিয়া, শহীদ, ঈমানদারদের নবজাতক শিশু মৃত্যুবরণকারী এবং জীবন্ত প্রথিত সন্তান (জাহিলিয়াতের যুগে যা করা হত) জান্নাতী হবে:

عَنْ حَسْنَاءُ بِنْتُ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَتْ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيْدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُوْدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْوَئِيْدُ فِي الْجَنَّةِ»

অর্থ: "হাসনা বিনতে মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাকে আমার চাচা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ কে জিজ্ঞেস করেছি যে, কোনো ধরনের লোকেরা জান্নাতী হবে? তিনি বললেন: নবীরা জান্নাতী, শহীদরা জান্নাতী, মৃত্যুবরণকারী নবজাতক শিশু জান্নাতী, (জাহিলিয়াতের যুগে) জীবন্ত প্রথিত শিশু জান্নাতী।" (আবু দাউদ ৩/১৫২১)[১৩৫]

মাসআলা-৩৪৬ : আল্লাহর পথে জিহাদকারী জান্নাতী হবে:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ،

---

[১৩৪] সহীহ আল জামে আসসাগীর ওয়া যিয়াদাতিহি লি আলবানী, খ. ১ম, হাদীস নং-৬৭৩।
[১৩৫] কিতাবুল জিহাদ, বাব ফি ফাযলি শুহাদা। (২/২২০০)

অর্থ: মুয়ায বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করেছে যতক্ষণ কোন উটের দুধ দোহন করতে সময় লাগে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।" (তিরমিযী ৪/১৬৫৭)[১৩৬]

মাসআলা-৩৪৭ : মুত্তাকী এবং চরিত্রবান লোক জান্নাতে যাবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ. فَقَالَ: «تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ» . وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ. فَقَالَ: «اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো কোনো আমলের কারণে সর্বাধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন: তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) ও উত্তম চরিত্র।" (তিরমিযী ৪/২০০৪)[১৩৭]

মাসআলা-৩৪৮ : ইয়াতীমের লালন পালনকারী জান্নাতী হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ইয়াতীমের লালন পালনকারী, চাই ইয়াতীম তার আত্মীয় হোক আর অনাত্মীয় ও আমি জান্নাতে এ দু'আঙ্গুলের ন্যায় এ বলে তিনি তাঁর দু'আঙ্গুলকে একত্র করে দেখালেন যে এভাবে এক সাথে থাকবো। ইমাম মালেক (রহ) শাহাদাত ও মধ্যাঙ্গুলের প্রতি ইশারা করে দেখিয়েছেন।" (মুসলিম ৪/২৯৮৩)[১৩৮]

---

[১৩৬] আবওয়াব ফজলুল জিহাদ, বাবা মা মায়া ফিল মুজাহিদ ওয়াল মুকাতিব, ওয়ান্নাকিহ, (২/১৩৫৩)
[১৩৭] কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব মাযায়া ফি হুসনিল খুলক।
[১৩৮] কিতাবুযযুহদ, বাব ফজলুল ইহসান ইলা আল আরমিলা ওয়াল মিসকীন ওয়াল ইয়াতীম।

মাসআলা-৩৪৯ : যার হজ্জ কবুল হয়েছে সে জান্নাতী হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: এক ওমরা থেকে অপর ওমরার মাঝে যে পাপ করা হয়, পরবর্তী ওমরা তার জন্য কাফ্ফারা। আর কবুল হজ্জের একমাত্র প্রতিদান হলো জান্নাত।" (বুখারী ৩/১৭৭৩ও মুসলিম)[১৩৯]

মাসআলা-৩৫০ : মসজিদ নির্মাণকারী জান্নাতী হবে:

عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلّٰهِ، بَنَى اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ»

অর্থ: "ওসমান বিন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ বানাবে আল্লাহ তার জন্য অনুরূপ একটি ঘর জান্নাতে নির্মাণ করবেন।" (মুসলিম)[১৪০]

মাসআলা-৩৫১ : লজ্জাস্থান ও জিহ্বা সংরক্ষণকারী জান্নাতী হবে:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ»

অর্থ: "সাহাল বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি তার দাড়ী ও গোফের মধ্যবর্তী স্থান (মুখ) এবং তার উভয় পায়ের মধ্যবর্তীস্থান (লজ্জা স্থান) সংরক্ষণের জিম্মা গ্রহণ করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মা গ্রহণ করবো।" (বুখারী ৮/৬৪৭৪)[১৪১]

---

[১৩৯] কিতাবুল ওমরা, বাব উজুবুল ওমরা ওয়া ফযলুহা।

[১৪০] কিতাবুযযুহেদ, বাব ফযলু বিনায়িল মাসজিদ।

[১৪১] কিতাবুর রিকাক, বাব হিফযুল লিসান।

মাসআলা-৩৫২ : প্রতিবেশীর প্রতি উত্তম আচরণকারী জান্নাতী হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فُلَانَةُ تَصُوْمُ النَّهَارَ، وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ، وَتُؤْذِي جِيْرَانَهَا؟ قَالَ: «هِيَ فِي النَّارِ» . قَالُوْا: فُلَانَةُ تُصَلِّي الْمَكْتُوْبَاتِ، وَتَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ، وَلَا تُؤْذِي جِيْرَانَهَا؟ قَالَ: «هِيَ فِي الْجَنَّةِ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! ওমুক মহিলা দিনে রোযা রাখে রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে, কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, নবী ﷺ বললেন: সে জাহান্নামী, অতপর সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলো যে, অন্য এক মহিলা শুধু ফরয নামায আদায় করে, আর পনিরের এক টুকরা করে তা দান করে, কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে কোনো কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন: সে জান্নাতী।" (আহমদ)[১৪২]

মাসআলা-৩৫৩ : আল্লাহর নিরানব্বই নাম মুখস্তকারী জান্নাতী হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহর এক কম একশত অর্থাৎ, নিরানব্বইটি নাম আছে, যে ব্যক্তি তা মুখস্ত করবে সে জান্নাতে যাবে।" (তিরমিযী ৫/৩৫০৭)[১৪৩]

মাসআলা-৩৫৪ : কুরআনের সংরক্ষণকারী জান্নাতে যাবে:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اقْرَأْ وَاصْعَدْ. فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ»

---

[১৪২] তামামুল মিন্না বিবায়ানিল খিসাল আল মুওজেবা বিল জান্না, হাদীস নং-১৩৬।
[১৪৩] আললুলু ওয়াল মারজান (২য় খ. হাদীস নং-১৭১৪)

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কুরআন সংরক্ষণকারী যখন জান্নাতে যাবে তখন তাকে বলা হবে কুরআন পাঠ করতে থাক এবং এক এক স্তর করে আরোহণ করতে থাক। তখন সে প্রত্যেক আয়াত পাঠের মাধ্যমে এক স্তর করে আরোহণ করবে। এমনকি তার সংরক্ষিত (মুখস্ত কৃত) সর্বশেষ আয়াত পাঠ করে সে তার নিদৃষ্ট স্থানে আরোহণ করবে এবং সেটাই তার ঠিকানা হবে।" (ইবনে মাজা ২/৩৭৮০)[১৪৪]

মাসআলা-৩৫৫ : বেশি বেশি সালাম বিনিময়কারী জান্নাতী হবে:

عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَاأَيُّهَا النَّاسُ» أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ "

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: হে মানবমন্ডলী! সালাম বিনিময় করো, মানুষকে আহার করাও, যখন মানুষ ঘুমন্ত থাকে তখন নামায পড়, তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী)[১৪৫]

মাসআলা-৩৫৬ : রুগী দেখাশোনাকারী জান্নাতী হবে:

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَائِدُ الْمَرِيْضِ فِيْ مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ»

অর্থ: সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: রুগীর দেখাশোনাকারী যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত সে জান্নাতের বাগানে থাকে।" (মুসলিম ৪/২৫৬৮)[১৪৬]

---

[১৪৪] কিতাবুল আদব, আবওয়াবুযযিকর, বাব সাওয়াবুল কুরআন, (২/৩০৪৭)
[১৪৫] আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা, অনুচ্ছেদ নং (১০/২০১৯)
[১৪৬] কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব ফযলু ইয়াদাতিল মারিয।

মাসআলা-৩৫৭ : আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে দ্বীনের জ্ঞান অন্বেষণকারী জান্নাতী হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য পথ চলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" (মুসলিম)[১৪৭]

মাসআলা-৩৫৮ : সঠিকভাবে ওযু করার পর কালেমা শাহাদাত পাঠকারী জান্নাতী হবে:

নোট: এ সংক্রান্ত হাদীস ৯২ নং মাসআলা দ্রঃ

মাসআলা-৩৫৯ : সকাল-সন্ধ্যা সায়্যেদুল ইস্তেগফার পাঠকারী জান্নাতী হবে:

عَنْ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُوْلَ: اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ " قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

অর্থ: সাদ্দাদ বিন আওস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সায়্যেদুল ইস্তেগফার হলো "আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, খালাকতানী, ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা, ওয়া ওয়াদিকা মাস্তাতাতু, আউজুবিকা মিন সাররি মা সানাতু, আবুওলাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া, আবু লাকা বিজ্জানবি, মাগফিরলী ফাইন্নাহু লাইয়াগফিরুজুনুবা ইল্লা আন্তা।

[১৪৭] কিতাবুল যিকর ওয়াদ দু'আ বাব ফযলুল ইজতেমা আলা তেলওয়াতিল কুরআন।

অর্থ: "হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কোনো ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দা, আর আমি আমার সাধ্যমত তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্টতা থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি, আমার প্রতি তোমার নিআমতের স্বীকৃতি প্রদান করছি, আর আমি আমার গুনাহখাতা স্বীকার করছি, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো, নিশ্চয় তুমি ব্যতীত গুনাহ মাফকারী আর কেউ নেই। যে ব্যক্তি একীনসহ এদুআ দিনের বেলা পাঠ করে, আর সন্ধ্যার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি রাতের বেলা ইকীন সহ এদুআ পাঠ করে এবং সকাল হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে সেও জান্নাতী।" (বুখারী ৮/৬৩০৬)[১৪৮]

মাসআলা-৩৬০ : যার চোখ অন্ধ হয়ে যায় আর সে তাতে ধৈর্যধারণ করে সে জান্নাতী হবে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ "

অর্থ: "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আল্লাহ বলেন: আমি যখন আমার কোনো প্রিয় বান্দাকে তার দু'টি প্রিয় অঙ্গ (চোখ দ্বারা) আমি পরীক্ষা করি, আর সে তাতে ধৈর্যধারণ করে তখন এর বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করি।" (বুখারী ৭/৫৬৫৩)[১৪৯]

মাসআলা-৩৬১ : পিতা-মাতার সেবাকারী জান্নাতী হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ» قِيْلَ: مَنْ؟ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ»

---

১৪৮ মোখতাসার সহীহ বুখারী লি যুবাইদী, হাদীস নং-২০৭০।

১৪৯ কিতাবুল মারায, বাব ফযলু মান যাহাবা বাসারুহু।

অর্থ: "আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন: ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধুলণ্ঠিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধুলণ্ঠিত থেকে, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধুলণ্ঠিত হোক, যে তার পিতা-মাতাকে বা তাদের কোনো একজনকে বা উভয়কে বৃদ্ধ বয়সে পেল অথচ তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করতে পারলো না।" (মুসলিম ৪/২৫৫১)[১৫০]

মাসআলা-৩৬২ : মুসলমানদের কোনো কষ্টদায়ক বস্তু দূরকারী জান্নাতী হবে :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الشَّجَرَةَ كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِيْنَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا فَدَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: একটি গাছ মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতে ছিল, তখন এক ব্যক্তি এসে তা কেটে দিল, এর বিনিময়ে সে জান্নাত লাভ করলো।" (মুসলিম)[১৫১]

মাসআলা-৩৬৩ : রোগে ধৈর্যধারণকারী জান্নাতী হবে:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ. أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ. وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ. فَادْعُ اللهَ لِي. قَالَ: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ. وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ» فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ. فَادْعُ اللهَ لِي أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ. فَدَعَا لَهَا

অর্থ: "আতা বিন আবী রাবাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী রমণী দেখাবো না? আমি বললাম কেন নয়, তিনি এক মহিলার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন: গত কাল যে মহিলাটি, নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো: যে, আমি মৃগী রুগী, আর এ রোগে আক্রান্ত হলে আমার সতর খুলে যায়, তাই আপনি কি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করবেন যেন আল্লাহ্ আমাকে সুস্থ করেন? তিনি বললেন: যদি তুমি চাও তাহলে ধৈর্য ধরো আর এর বিনিময়ে তুমি জান্নাত লাভ করবে। আর যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার জন্য দুয়া করি, তিনি তোমাকে সুস্থ করে দিবেন, তখন ঐ মহিলা বললো: আমি ধর্য্যধারণ করবো। কিন্তু সাথে আবেদনও করছি যে এ রোগে আক্রান্ত হলে আমার সতর খুলে যায়, আপনি

---

[১৫০] কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব তাকদীম বিরুল ওয়ালিদাইন আলা তাতাউ' বিসসালা।

[১৫১] কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব ফাজলু ইযালাতিল আযা মিনাত্তারীক।

আমার জন্য দুআ করুন যাতে আমার সতর না খুলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য এ দুআ করলেন।" (বুখারী ৭/৫৬৫২)[১৫২]

মাসআলা-৩৬৪ : নবী, শহিদ, সিদ্দীক, মৃত্যুবরণ কারী নবজাতক শিশু, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতকারী জান্নাতী হবেঃ

মাসআলা-৩৬৫ : স্বীয় স্বামীর ভক্ত, অধিক সন্তান জন্মদানে কষ্ট সহ্যকারী এবং স্বামীর নির্যাতনে ধৈর্যধারণ কারীনী জান্নাতী হবেঃ

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» . قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: «النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ. وَالشَّهِيْدُ فِي الْجَنَّةِ. وَالصِّدِّيْقُ فِي الْجَنَّةِ. وَالْمَوْلُوْدُ فِي الْجَنَّةِ. وَالرَّجُلُ يَزُوْرُ أَخَاهُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ فِي الْجَنَّةِ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» . قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: " اَلْوَدُوْدُ الْوَلُوْدُ الَّتِي إِنْ ظَلَمَتْ أَوْ ظُلِمَتْ قَالَتْ: هَذِهِ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ. لَا أَذُوْقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى "

অর্থঃ "কা'ব বিন ওজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমি কি জান্নাতী পুরুষদের কথা তোমাদেরকে বলবো না? তারা বললেন, বলুন হে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন নবী, শহীদ, সিদ্দীক, মৃত্যুবরণকারী নবজাতক শিশু, দূর থেকে স্বীয় মুসলিম ভাইকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেখতে আসে এমন ব্যক্তি জান্নাতী, (তিনি আরো বলেন) আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী মহিলাদের ব্যাপারে অবগত করাব না? সাহাবীরা বললো ইয়া রাসূলুল্লাহ! স্বীয় স্বামী ভক্ত, অধিক সন্তান প্রসবে ধৈর্য ধারণকারী, ঐ সতী নারী যে তার স্বামীর অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করে বলে যে, আমার হাত তোমার হাতে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত রাগ করবো না যতক্ষণ না তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও।" (ত্বাবারানী)[১৫৩]

---

[১৫২] কিতাবুল মারজা, বাব ফাজলু মান ইয়ুসরাউ মিনাররিহ।
[১৫৩] আল জামে আসসাগীর লি আলবানী, হাদীস নং-২৬০১।

মাসআলা-৩৬৬ : শরিয়তে হালালকৃত বিষয়সমূহকে হালাল এবং হারামকৃত বিষয়সমূহকে হারাম বলে জানা এবং সে অনুযায়ী আমলকারীও জান্নাতী হবে:

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَ حَلَّلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

অর্থ: "জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! যদি আমি ফরয নামায আদায় করি, রমযানে রোযা রাখি শরিয়তে হালালকৃত বিষয়সমূহকে হালাল বলে জানি এবং শরিয়তে হারামকৃত বিষয়সমূহকে হারাম বলে জানি, আর এর চেয়ে অধিক আর কোনো কিছু না করি, তাহলে কি আমি জান্নাত পাব? তিনি বললেন: হ্যাঁ। (মুসলিম ১/১৫)[১৫৪]

মাসআলা-৩৬৭ : দু'জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চার মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তি জান্নাতী হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: «لَا يَمُوْتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ»

অর্থ: "আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারী মহিলাকে লক্ষ্য করে বললেন: তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করে আর সে তাতে সাওয়াবের আশা নিয়ে ধৈর্য্যধারণ করে সে জান্নাতী হবে, তাদের মধ্যে এক মহিলা জিজ্ঞেস করলো ইয়া রাসূলুল্লাহ যদি দু'জন মৃত্যুবরণ করে? তিনি বললেন: দুজন মৃত্যুবরণ করলেও। (মুসলিম ৪/২৬৩২)[১৫৫]

---

[১৫৪] কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান আল্লাজি ইয়াদুখুলুল জান্না।

[১৫৫] কিতাবুল বিররি ওয়াসসিলা, বাব ফাজলু মান ইয়ামুতু লাহু ওলাদ ফাইয়াহসাবুহু।

মাসআলা-৩৬৮ : প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠকারী জান্নাতী হবে:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوْتَ»

অর্থ: "আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জন্য মৃত্যু ব্যতীত জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে আর কোনো বাধা নেই।" (নাসায়ী, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী)[১৫৬]

মাসআলা-৩৬৯ : লা-হাওলা ওলা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ" বেশি বেশি করে পাঠকারী জান্নাতী হবে:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ»

অর্থ: "আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের খনি সম্পর্কে অবগত করাবো না? আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! অবশ্যই অবগত করাবেন, তিনি বললেন: লা-হাওলা ওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" (বলা)। (ইবনে মাজা ২/৩৮২৫)[১৫৭]

মাসআলা-৩৭০ : "সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি" বেশি বেশি পাঠকারী জান্নাতী হবে:

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ "

---

[১৫৬] সিলসিলা আহাদীস সহীহা লি আলবানী, খ. ২, হাদীস নং-৯৭২।

[১৫৭] সুনান ইবনে মাজা লি আল বানী, খ. ২য়, হাদীস নং-৩০৮৩।

অর্থ: "জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি "সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি" (বড়ত্বের অধিকারী আল্লাহ তাঁর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করছি) এ দুআ পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়।" (তিরমিযী ৪/৩৪৬৪)[১৫৮]

মাসআলা-৩৭১ : যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে সে জান্নাতী হবে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَلَهُ الْجَنَّةُ»

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে অন্যায়ভাবে নিহত হলো সে জান্নাতী।" (নাসায়ী ৭/৪০৮৬)[১৫৯]

মাসআলা-৩৭২ : যে নারী অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাত হওয়াতে ধৈর্যধারণ করে সে জান্নাতী :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ»

অর্থ: "মুয়ায বিন জাবাল (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেন, ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাতের মাধ্যমে ভূমিষ্ট হওয়া বাচ্চা, তার মায়ের আঙ্গুল ধরে টেনে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তবে এ শর্তে যে ঐ মহিলা সাওয়াবের আশায় তাতে ধৈর্য্যধারণ করেছিলো।" (ইবনে মাজাহ ১/১৬০৯)[১৬০]

মাসআলা-৩৭৩ : ন্যায়বিচার কারী বিচারক জান্নাতী হবে:

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ مُتَعَمِّدًا أَوْ قَضَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُمَا فِي النَّارِ.

---

[১৫৮] সহীহ জামে আত তিরমিযী, লি আলবানী, ৩য় খ. হাদীস নং-২৭৫৭।
[১৫৯] কিতাব তাহরিমিদ্দাম, বাব মান কাতালা দুনা মালিহি ৩/৩৮০৮)।
[১৬০] কিতাবুল জানায়েয, বাব মাযায়া ফি মান উসীবা বি সাকত (১/১৩০৫)

অর্থ: "বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দু'প্রকারের বিচারক জাহান্নামী হবে, আর এক প্রকার জান্নাতী হবে, ঐ বিচারক যে সত্যকে বুঝেছে এবং ঐ অনুযায়ী বিচার করেছে সে জান্নাতী হবে, আর যে বিচারক সত্যকে বুঝেছে এবং জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে বিচার করেছে এবং ঐ বিচারক যে, কোনো যাচাই বাছাই ব্যতীত বিচার করেছে সেও জাহান্নামী হবে।" (হাকেম)[১৬১]

মাসআলা-৩৭৪ : যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইয্যত রক্ষার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করলো সে জান্নাতী হবে:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ بِالْغِيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ»

অর্থ: "আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের অনুপস্থিতিতে তার অপমান থেকে তাকে রক্ষা করলো তার ব্যাপারে আল্লাহর দায়িত্ব হলো যে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা।" (আহমদ)[১৬২]

মাসআলা-৩৭৫ : কারো নিকট কখনো হাত পাতে না এমন ব্যক্তিও জান্নাতে যাবে:

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟

অর্থ: "সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি আমাকে এ বিষয়ে জিম্মাদারী দিবে যে, সে কারো নিকট কখনো হাত পাতবে না আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হবো।" (আবু দাউদ ২/১৬৪৩)[১৬৩]

মাসআলা-৩৭৬ : রাগ দমন কারী ব্যক্তি জান্নাতী হবে:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَغْضَبْ، وَلَكَ الْجَنَّةُ»

---

[১৬১] সহীহ্ আল জামে; আসসাগীর লি আলবানী, খ. ৩য়, হাদীস নং-৪১৭৪।
[১৬২] সহীহ্ আল জামে' আসসাগীর লি আলবানী, খ. ৫ম, হাদীস নং-৬১১৬।
[১৬৩] কিতাবুয যাকাত, বাব কারাহিয়্যাতুল মাসআলা (১/১৪৪৬)

অর্থ: "আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তুমি রাগ করো না তোমার জন্য জান্নাত।" (ত্বাবারানী ১/২১)[১৬৪]

মাসআলা-৩৭৭ : আসর ও ফজরের নামায নিয়মিত জামাতের সাথে আদায়কারী ব্যক্তি জান্নাতী হবে:

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

অর্থ: "আবুবকর বিন আবু মূসা আল আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি দু'টি ঠাণ্ডার সময় নামায আদায় করে সে জান্নাতী হবে।" (বুখারী ১/৫৭৪)[১৬৫]

মাসআলা-৩৭৮ : যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত নিয়মিত আদায় করে সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে:

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ»

অর্থ: "উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলূল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাকআত নামায (নিয়মিত) আদায় করে তার ওপর আল্লাহ জাহান্নাম হারাম করেছেন।" (তিরমিযী ২/৪২৭)[১৬৬]

মাসআলা-৩৭৯ : একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায়কারী জান্নাতী হবে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

অর্থ: "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায তাকবীরে উলার সাথে

---

[১৬৪] সহীহ আল জামে আসসাগীর লি আলবানী, খ. ৬ষ্ঠ, হাদীস নং-৭২৫১।
[১৬৫] কিতাবুসসাল, বাব ফাজলু সালাতিসসুবহি ওয়াল আসর।
[১৬৬] কিতাবুস সালাহ বাব (১/৩১৫)

জামাতের সাথে নামায আদায় করে তার জন্য দু'টি মুক্তি লিখা হয়, একটি জাহান্নাম থেকে আর অপরটি মুনাফিকী থেকে।" (তিরমিযী ১/২৪১)[১৬৭]

মাসআলা-৩৮০ : নিম্নোক্ত সাত ব্যক্তি জান্নাতী হবেঃ (১) ন্যায়বিচারক, (২) যৌবন কালে ইবাদত কারী, (৩) মসজিদের সাথে অন্তরের সম্পর্ক স্থাপনকারী, (৪) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী, (৫) আল্লাহর ভয়ে একান্ত ক্রন্দনকারী, (৬) আল্লাহর ভয়ে সুন্দরী রমণীর খারাপ প্রলোভনকে ত্যাগকারী, (৭) গোপনে আল্লাহর পথে দান কারীঃ

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ "

অর্থঃ "আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সাত প্রকার লোককে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ার নীচে ছায়া দিবেন, ন্যায়বিচারক বাদশাহ, আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন যুবক, ঐ ব্যক্তি যার অন্তর একবার মসজিদ থেকে বের হয়ে আসার পর আবার মসজিদে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকে, যে দু'জন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই একে অপরকে ভালবাসে এবং এ উদ্দেশ্যে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ঐ ব্যক্তি যে একা একা আল্লাহর স্মরণে অশ্রুপ্রবাহিত করে, ঐ ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চ বংশের মহিলা ব্যভিচারের জন্য আহ্বান করলো আর সে তার উত্তরে বললোঃ আমি আল্লাহকে ভয় করি। ঐ ব্যক্তি যে এমনভাবে দান করে সে তার বাম হাত জানে না যে তার ডান হাত কি দান করেছে।" (তিরমিযী ৪/২৩৯১)[১৬৮]

---

[১৬৭] আবওয়াবুসসালাহ, বাব ফি ফাযলি তাকবীরাতুল উলা। (১/২০০)

[১৬৮] কিতাবুযযুহদ, বাব মাযায়া ফি হুব্বিল্লাহ (২/১৯৪৯)

মাসআলা-৩৮১ : অপরকে ক্ষমাকারী জান্নাতী হবে:

عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَتَمَ غَيْظًا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَ، دَعَاهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مَا مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ يُزَوِّجُهُ مِنْهُ مَا شَاءَ"

অর্থ: "মুয়ায (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নিতে পরিপূর্ণভাবে সক্ষম ছিল কিন্তু সে প্রতিশোধ না নিয়ে রাগকে দমন করল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সমস্ত সৃষ্টি জীবের সামনে উপস্থিত করে, তাকে হুরেইন বাছাই করার স্বাধীনতা দিবেন, তাদের মধ্যে যাকে খুশি তাকে সে বিয়ে করবে।" (আহমদ ২৪/১৫৬৩৭)[১৬৯]

মাসআলা-৩৮২ : অহংকার, খিয়ানত, ঋণ থেকে মুক্ত ব্যক্তি জান্নাতী হবে:

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ: الْكِبْرِ، وَالْغُلُوْلِ، وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ"

অর্থ: "সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি অহংকার, খিয়ানত, ঋণ থেকে মুক্ত থাকে সে জান্নাতী হবে।" (তিরমিযী ৪/১৫৭২)[১৭০]

মাসআলা-৩৮৩ : আযানের উত্তর দাতা জান্নাতী হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي، فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

অর্থ: "আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, তখন বেলাল (রা) দাড়িয়ে আযান দিলেন, যখন সে আযান শেষ করলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস সহ মুয়ায্যনের ন্যায় বলবে সে জান্নাতী হবে।" (নাসায়ী ২/৬৭৪)[১৭১]

---

[১৬৯] সহীহ আল জামে; আসসাগীর লি আলবানী, খ. ৫ম হাদীস নং-৬৩৯৪।

[১৭০] আবওয়াবুসসাইব, বাব আল গালুল (২/১২৭৮)

[১৭১] কিতাবুল আযান, বাব সাওয়াবু জালিকা (১/৬৫০)

প্রাথমিকভাবে জান্নাত থেকে বঞ্চিত লোকেরা

মাসআলা-৩৮৩ : মিথ্যা কসম করে অন্যের হক নষ্টকারী জান্নাতে যাবে না:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ»

অর্থ: "আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে কোনো ব্যক্তির হক নষ্ট করলো, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করেছেন এবং জান্নাত হারাম করেছেন, এক ব্যক্তি বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ যদিও সাধারণ কোনো বিষয় হয়? তিনি বললেন: যদিও কোনো ডালের একটি শাখাই হোক না কেন।" (মুসলিম ১/১৩৭)[১৭২]

মাসআলা-৩৮৪ : হারামভাবে সম্পদ উপার্জন ও ভক্ষণকারী জান্নাতে যাবে না:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ»

অর্থ: "আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে শরীর হারাম খাদ্য দিয়ে লালিত হয়েছে তা জান্নাতে যাবে না।" (বাইহাকী ১/৮৩)[১৭৩]

মাসআলা-৩৮৫ : পিতা-মাতার অবাধ্য, দাইউস, পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলা জান্নাতে যাবে না:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُّوْثُ، وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ"

---

[১৭২] কিতাবুল ঈমান, বাব ওয়ায়ীদ মান ইকতাতায়া হাক্কুমুসলিম বিয়ামীনিহি।

[১৭৩] মিশকাতুল মাসাবীহ, লি আলবানী, কিতাবুল বুয়ু, বাব কাসব ওয়া তালাবুল হালাল (২/২৭৮৭)

অর্থ: "ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, পিতা-মাতার অবাধ্য, দাইউস ও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলা।" (হাকেম)[১৭৪]

মাসআলা-৩৮৬ : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ»

অর্থ: "মুহাম্মদ বিন জুবাইর বিন মুতয়িম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।" (তিরমিযী ৩/১৯০৯)[১৭৫]

মাসআলা-৩৮৭ : স্বীয় অধিনস্তদেরকে প্রতারণাকারী বিচারক জান্নাতে যাবে না:

عَنِ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: «مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»

অর্থ: "মা'কাল বিন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: মুসলমানদের ওপর প্রতিনিধিত্বকারী শাসক, যদি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে তার অধিনস্তদেরকে ধোঁকা দিয়েছে তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন।" (বুখারী ৯/৭১৫১)[১৭৬]

মাসআলা-৩৮৮ : উপকার করে খোঁটা দেয়, পিতা-মাতার অবাধ্য, সর্বদা মদ পানকারী জান্নাতে যাবে না:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ»

---

[১৭৪] কিতাবুল জামে আসসাগীর লি আলবানী, খ. ৩, (হাদীস নং৩০৫৮)
[১৭৫] আবওয়াবুল বির ও ওয়াস সিলা, বাব সিলাতুর রেহেম (২/১৫৫৯)
[১৭৬] কিতাবুল আহকাম বাব মান ইস্তারা রায়িয়্যা ফালাম ইয়ানফা।

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: উপকার করে খোঁটা দেয়, পিতা-মাতার অবাধ্য, সর্বদা মদ পান করে এমন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না।" (নাসায়ী ৮/৫৬৭২)[১৭৭]

মাসআলা-৩৮৯ : প্রতিবেশীকে কষ্ট দাতা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

অর্থ: "আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যার অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (মুসলিম ১/৪৬)[১৭৮]

মাসআলা-৩৯০ : অশ্লীল ভাষী ও বদ মেজাজী লোক জান্নাতে যাবে না:

عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ وَهْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ»

অর্থ: "হারেসা বিন ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: অশ্লীল ভাষী ও বদ মেজাজী লোক জান্নাতে যাবে না।" (আবু দাউদ ৪/৪৮০১)[১৭৯]

মাসআলা-৩৯১ : অহংকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (মুসলিম ১/৯১)[১৮০]

---

[১৭৭] কিতাবুল আসতুর বিহি, বাব আর রুইয়া ফিল মুদমিনীনা ফিল খামর (৩/৫২৪১)

[১৭৮] কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান তাহরীম ইযা আল জার।

[১৭৯] কিতাবুল আদব, বাব ফি হুসনিল খুলক। (৩/৪০১৭)

[১৮০] কিতাবুল ঈমান বাব তাহরীমুল কিবর।

মাসআলা-৩৯২ : চোগলখোর জান্নাতে যাবে না:

عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ»

অর্থ: "হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (আবু দাউদ ৪/৪৮৭১)[১৮১]

নোট: কোনো কোনো হাদীসে নাম্মাম শব্দ এসেছে। উভয় শব্দের অর্থ একই।

মাসআলা-৩৯৩ : জেনে বুঝে নিজেকে অন্য পিতার প্রতি সম্পর্ক কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না:

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»

অর্থ: "সা'দ বিন আবু ওক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি জেনে বুঝে নিজেকে অন্য পিতার প্রতি সম্পর্ক করে তার জন্য জান্নাত হারাম।" (বুখারী ৮/৬৭৬৬)[১৮২]

মাসআলা-৩৯৪ : বিনা কারণে তালাক দাবীকারী মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করবে না:

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»

অর্থ: "সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে মহিলা তার স্বামীর নিকট বিনা কারণে তালাক দাবী করে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।" (তিরমিযী ৩/১১৮৭, ইবনে মাজাহ)[১৮৩]

---

[১৮১] কিতাবুল আদব, বাব ফিল কাত্তাত (৩/৪০৭৬)

[১৮২] কিতাবুল ফারায়েয, বাব মান ইদ্দায়া গাইরা আবিহি।

[১৮৩] সহীহ সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবুত্তালাক, বাব ফি মুখতালিয়াত, (২/৩৫৪৮)

মাসআলা-৩৯৫ : কালো রংয়ের কলপ ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে নাঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُوْنُ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»

অর্থঃ "আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ শেষ যামানায় কিছু লোক কবুতরের পায়খানার ন্যায় কালো কলপ ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।" (আবু দাউদ ৪/৪২১২)[১৮৪]

নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে বলা যাবে না যে সে জান্নাতী

মাসআলা-৩৯৬ : নির্দিষ্ট করে কোনো ব্যক্তিকে বলা যে, সে জান্নাতী এটা নাজায়েযঃ

মাসআলা-৩৯৭ : কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী তার সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছেঃ

أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ، امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ رضي الله عنها وَهِيَ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَنَّهُ اقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ رضي الله عنه فَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ، دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ: لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا يُدْرِيْكِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَكْرَمَهُ؟» فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللهُ؟ فَقَالَ: «أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ،

---

[১৮৪] কিতাবুল লিবাস, বাব মাযায়া ফি খিজাবিসসওদা (৯২/৩৫৪৮)

وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَاللهِ مَا أَدْرِي، وَأَنَا رَسُولُ اللهِ، مَا يُفْعَلُ بِي»
قَالَتْ: فَوَاللهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا

অর্থ: "উম্মুল আলা আনসারী (রা) নবী ﷺ-এর নিকট যারা বাইয়াত করেছিল তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি বলেছেন: লটারীর মাধ্যমে মুহাজিরদেরকে আনসারদের মাঝে বন্টন করা হয়েছিলো, আমাদের ভাগে ওসমান বিন মাযউন (রা) পড়েছিল, আমরা তাকে আমাদের ঘরে উঠালাম, তখন সে অসুস্থ হয়ে ঐ রোগে মৃত্যুবরণ করলো। মৃত্যুর পর তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরানো হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন, আমি বললাম হে আবু সায়েব, (ওসমান বিন মাযউন (রাযিয়াল্লাহু আনহু এর কুনিয়াত) তোমার প্রতি আল্লাহ রহম করুন। তোমার ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তোমাকে ইয্যত দিক, রাসূল (স) বললেন: উম্মুল আলা তুমি কি করে জানলে যে, আল্লাহ তাকে ইযযত দিয়েছেন, আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আল্লাহ কাকে ইয্যত দিবেন? তিনি বললেন: নিঃসন্দেহে ওসমান ইন্তেকাল করেছে, আল্লাহর কসম! আমিও আল্লাহর নিকট তার জন্য কল্যাণ কামনা করছি, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি নিজেও জানি না যে কিয়ামতের দিন আমার কি অবস্থা হবে? অথচ আমি আল্লাহর রাসূল। উম্মুল আলা (রা) বলেন: আল্লাহর কসম! এর পর আমি আর কারো ব্যাপারে বলি নি যে সে পাপ মুক্ত।" (বুখারী)[১৮৫]

নোট: (১) নবী ﷺ যে সমস্ত সাহাবাগণের নাম নিয়ে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তাদেরকে জান্নাতী বলা জায়েয আছে।

(২) নিজের ব্যাপারে নবী ﷺ যে কথা বলেছেন, তা হলো আল্লাহর বড়ত্ব, গৌরব, অ-মুখাপেক্ষিতা ও ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেছেন, যার বাহ্যিকতা অন্য হাদীসে এভাবে এসেছে যে, কোনো ব্যক্তি তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যাবে না। জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহ রাসূল! আপনিও কি নন? তিনি বললেন: হ্যাঁ আমিও। তবে হ্যাঁ আমার প্রভু স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকে ঢেকে রাখবেন। (মুসলিম)

(৩) উসমান বিন মাযউন (রা) দুই বার হাবশায় হিজরতের সুযোগ লাভ করেছিলেন। এরপর তৃতীয় বার মদীনায় হিজরতের সুযোগ লাভ করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার তার কপালে চুমু দিয়ে বলেছিলেন যে,

---

[১৮৫] কিতাবুল জানাযেয, বাবুদ্দুখুল আলাল মায়্যিত বা'দাল মাউত ইযা আদরাজা ফি আকফানিহি।

তুমি পৃথিবী থেকে এমনভাবে বিদায় নিয়েছো যে তোমার আচল পৃথিবীর সাথে বিন্দু পরিমাণেও একাকার হয়ে যায়নি। এরপরও তার ব্যাপারে এক মহিলা তাকে জান্নাতী বলে আখ্যায়িত করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বাধা দিলেন।

মাসআলা-৩৯৮ : যুদ্ধের ময়দানে এক ব্যক্তি নিহত হলে সাহাবাগণ তাকে জান্নাতী মনে করতে লাগলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ কখনো নয় সে জাহান্নামীঃ

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا قَدِ اسْتُشْهِدَ، قَالَ: «كَلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ بِعَبَاءَةٍ قَدْ غَلَّهَا»

অর্থঃ "ওমর বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! ওমুক ব্যক্তি শাহাদাত বরণ করেছে তিনি বললেনঃ কখনো নয় গণীমতের মাল থেকে একটি চাদর চুরি করার কারণে আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি।" (তিরমিযী ৪/১৫৭৪)[১৮৬]

মাসআলা-৩৯৯ : কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তি চাই সে বড় মোত্তাকী, আলেম, ওলী, পীর, ফকীর, দরবেশই হোক না কেন তাকে নিশ্চিত জান্নাতী বলা না জায়েযঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيْلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيْلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কোনো ব্যক্তি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জান্নাতে যাওয়ার আমল করতে থাকে, শেষ পর্যায়ে সে আবার জাহান্নামে যাওয়ার আমল শুরু করে এবং এ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে। আবার কোনো ব্যক্তি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জাহান্নামে যাওয়ার আমল করতে থাকে এরপর শেষ পর্যায়ে জান্নাতে যাওয়ার আমল শুরু করে এবং এ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে।" (মুসলিম ৪/২৬৫১)[১৮৭]

---

[১৮৬] আবওয়াবুসসিয়ার, বাব আল গুলু (৭/১২৭৯)

[১৮৭] কিতাবুল কদর।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

অর্থঃ "সাহাল বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মানুষের দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তি জান্নাতে যাওয়ার আমল করতে পারে, অথচ সে জাহান্নামী হবে, আবার মানুষের দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তি জাহান্নামে যাওয়ার আমল করতে পারে অথচ সে জান্নাতী হবে।" (মুসলিম)[১৮৮]

নোটঃ এমনিতেই তো কবর ও মাযারসমূহে নযর-নেয়াজ দেয়া বিভিন্ন জিনিস লটকানো বড় শিরক, এ হাদীসের আলোকে এটি একটি অর্থহীন কাজও বটে। আর তা এজন্য যে, যে কোনো মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না যে সে সেখানে আরামের ঘুম ঘুমাচ্ছে না শাস্তি ভোগ করতেছে।

জান্নাতে বিগত দিনের স্মরণ

মাসআলা-৪০০ : পুরাতন সাথীর স্মরণ ও তার সাথে সাক্ষাতের শিক্ষামূলক দৃশ্যঃ

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ ۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيْنٌ ۔ يَقُوْلُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ۔ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۔ قَالَ تَاللهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِيْنِ ۔ وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۔ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ۔ إِلاَّ مَوْتَتَنَا الأُوْلَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۔ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۔ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ ۔

---

[১৮৮] কিতাবুল কদর।

অর্থ: " অতঃপর তারা মুখোমুখি হয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে । তাদের একজন বলবে, ('পৃথিবীতে) আমার এক সঙ্গী ছিল', সে বলতো, 'তুমি কি সে লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা বিশ্বাস করে'। 'আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব তখনও কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে'? আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা কি উঁকি দিয়ে দেখবে?' অতঃপর সে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে (পৃথিবীর সঙ্গীকে) দেখবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। সে বলবে, 'আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিলে'। 'আমার রবের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো (জাহান্নামে) হাযিরকৃতদের একজন হতাম'। (জান্নাতবাসী ব্যক্তি বলবে) 'তাহলে আমরা কি আর মরব না'? 'আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া, আর আমরা কি আযাবপ্রাপ্ত হব না'? 'নিশ্চয় এটি মহাসাফল্য!' এরূপ সাফল্যের জন্যই 'আমলকারীদের আমল করা উচিত। (সূরা সাফ্ফাত ৩৭:৫০-৬১)

মাসআলা-৪০১ : জান্নাতীরা তাদের বৈঠকসমূহে পৃথিবীর জীবনের কথা স্মরণ করবেঃ

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ـ قَالُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ـ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ـ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ

অর্থ: আর তারা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তারা বলবে, 'পূর্বে আমরা আমাদের পরিবারের মধ্যে শঙ্কিত ছিলাম।' 'অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করেছেন এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন।' নিশ্চয় পূর্বে আমরা তাঁকে ডাকতাম; নিশ্চয় তিনি ইহসানকারী, পরম দয়ালু। (সূরা তূর ৫২:২৫-২৮)

আ'রাফের অধিবাসীগণ

মাসআলা-৪০২ : জান্নাত জাহান্নামের মাঝে একটি উঁচু স্থানে কিছু লোক জীবন যাপন করবে তাদেরকে আ'রাফের অধিবাসী বলা হয়ঃ

মাসআলা-৪০৩ : আ'রাফের অধিবাসীদের পাপ ও সাওয়াব বরাবর হবে তাই তারা জান্নাতেও যেতে পারবেন না জাহান্নামে, কিন্তু আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতে যাওয়ার আশাবাদী তারা হবেঃ

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ

অর্থ: আর তাদের মধ্যে থাকবে পর্দা এবং আ'রাফের[১৮৯] উপর থাকবে কিছু লোক, যারা প্রত্যেককে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে। আর তারা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডাকবে যে, 'তোমাদের উপর সালাম'। তারা (এখনো) তাতে প্রবেশ করেনি তবে তারা আশা করবে। (সূরা আ'রাফ ৭:৪৬)

মাসআলা-৪০৪ : আ'রাফের অধিবাসীরা জাহান্নামীদেরকে দেখে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে:

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

অর্থ: আর যখন তাদের দৃষ্টিকে আগুনের অধিবাসীদের প্রতি ফেরানো হবে, তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালিম কওমের অন্তর্ভুক্ত করবেন না'। (সূরা আ'রাফ ৭:৪৭)

মাসআলা-৪০৫ : আ'রাফবাসীদের পক্ষ থেকে তাদের পরিচিত কিছু জাহান্নামীদেরকে শিক্ষণীয় সম্বোধন:

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ـ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ

অর্থ: আর আ'রাফের অধিবাসীরা এমন লোকদেরকে ডাকবে, যাদেরকে তারা চিনবে তাদের চিহ্নের মাধ্যমে, তারা বলবে, 'তোমাদের দল এবং যে বড়াই তোমরা করতে তা তোমাদের উপকারে আসেনি'। এরাই কি তারা যাদের ব্যাপারে তোমরা কসম করতে যে, আল্লাহ তাদেরকে রহমতে শামিল করবেন না? 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদের উপর কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিত হবে না'। (সূরা আরাফ ৭:৪৮-৪৯)

---

[১৮৯] জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী প্রাচীরকে আ'রাফ বলে।

দু'টি বিরোধপূর্ণ বিশ্বাস ও তার দু'টি বিরোধ পূর্ণ প্রতিফল

মাসআলা-৪০৬ : পৃথিবীতে সুখ-শান্তি ও নিআমত পেয়ে আনন্দে বসবাসকারী কাফির পৃথিবীতে ঈমানদারদের সাধারণ জীবন যাপন দেখে হাসত এবং বিদ্রুপ করতো, পরকালে ঈমানদাররা জান্নাতের নিয়ামত ও আনন্দে জীবন যাপন করবে এবং কাফিরদের দুরবস্থা দেখে হাসবে এবং তাদেরকে বিদ্রুপ করবেঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُواْ يَضْحَكُوْنَ ـ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ـ وَإِذَا انقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُواْ فَكِهِيْنَ ـ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَٰٓؤُلَاۤءِ لَضَاۤلُّوْنَ ـ وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَافِظِيْنَ ـ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ـ عَلَى الأَرَآئِكِ يَنظُرُوْنَ ـ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُوْنَ

অর্থ: নিশ্চয় যারা অপরাধ করেছে তারা মু'মিনদেরকে নিয়ে হাসতো। আর যখন তারা মু'মিনদের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা তাদেরকে নিয়ে চোখ টিপে বিদ্রূপ করতো। আর যখন তারা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতো তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে ফিরে আসতো। আর যখন তারা মু'মিনদেরকে দেখত তখন বলতো, 'নিশ্চয় এরা পথভ্রষ্ট'। আর তাদেরকে তো মু'মিনদের হিফাযতকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি। অতএব আজ মু'মিনরাই কাফিরদেরকে নিয়ে হাসবে। উচ্চ আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে। কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হলো তো? (সূরা মুতাফফিফীন ৮৩:২৯-৩৬)

পৃথিবীতে জান্নাতের কিছু নিআমত

মাসআলা-৪০৭ : হাজরে আসওয়াদ (কাল পাথর) জান্নাতের পাথর সমূহের মধ্যে একটি পাথরঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ»

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে আনিত পাথর, যা দুধ থেকেও সাদা ছিল, কিন্তু মানুষের পাপ তাকে কাল করে দিয়েছে।" (তিরমিযী ৩/৮৭৭)[১৯০]

মাসআলা-৪০৮ : আজওয়া খেজুর (এক প্রকার উন্নত মানের খেজুরের নাম) জান্নাতী ফলঃ

---

[১৯০] আবওয়াবুল জান্না, বাব ফযল হাজরিল আসওয়াদ (১/৬৯৫)

মাসআলা-৪০৯ : মাকামে ইবরাহীম জান্নাতের পাথরঃ

মাসআলা-৪১০ : যাইতুন জান্নাতের একটি গাছঃ

عن رَافِعَ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْعَجْوَةُ وَالصَّخْرَةُ وَالشَّجَرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ»

অর্থঃ "রাফে' বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আজওয়া খেজুর, পাথর (মাকামে ইবরাহীম) এবং (বৃক্ষ) যাইতুন গাছ জান্নাত থেকে আনিত।" (হাকেম)[১৯১]

মাসআলা-৪১১ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুজরা ও মিম্বরের মধ্যবর্তীস্থান জান্নাতের একটি অংশঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي»

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আমার হুজরা ও মিম্বরের মধ্যবর্তীস্থান জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান, আর আমার মিম্বর আমার হাউজের ওপর।" (বুখারী ২/১১৯৬)[১৯২]

মাসআলা-৪১২ : মেহেদী জান্নাতের সুগন্ধিসমূহের মধ্যে একটি সুগন্ধিঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ رَيْحَانِ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْحِنَاءُ.

অর্থঃ "আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ জান্নাতীদের জন্য সুঘ্রাণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুঘ্রাণ হবে মেহেদীর সুঘ্রাণ।" (ত্বারাবানী)[১৯৩]

মাসআলা-৪১৩ : বকরী জান্নাতের প্রাণীসমূহের মধ্যে একটি প্রাণীঃ

---

[১৯১] তাহকীক মোস্তফা আবদুল কাদের, দারুল কুতুব আর ইলমিয়্যা, বাইরুত। (৪/২২৬)

[১৯২] কিতাবুসসালা ফি মাসজিদি মাক্কা ওয়া মাদীন।

[১৯৩] সিলসিলা আহাদীস আসসাহীহা লি আলবানী খ. ৩, হাদীস নং-১৪২০।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْغَنَمُ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ، فَامْسَحُوا رُغَامَهَا، وَصَلُّوْا فِيْ مَرَابِضِهَا»

অর্থ: "আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: বকরী জান্নাতের প্রাণীসমূহের মধ্যে একটি প্রাণী, তার থাকার স্থান থেকে তার পায়খানা ও পেশাব পরিষ্কার করো এবং সেখানে নামায আদায় করো।" (বাইহাকী)[১৯৪]

মাসআলা-৪১৩ : বুতহান উপত্যকা জান্নাতের উপত্যকা সমূহের মধ্যে একটি উপত্যকা:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. «بُطْحَانُ عَلَى بُرْكَةٍ مِنْ بُرَكِ الْجَنَّةِ»

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: বুতহান জান্নাতের উপত্যকা সমূহের মধ্যে একটি উপত্যকা।" (বাযযার)[১৯৫]

নোট: বুতহান মদীনার নিটকবর্তী স্থান কুবার পার্শ্বস্থ একটি উপত্যকা।

জান্নাত লাভের দুআসমূহ

মাসআলা-৪১৫ : আল্লাহর নিকট জান্নাত চাওয়ার কতিপয় দুআ নিম্নরূপ:

এক

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا»

---

[১৯৪] সিলসিলা আহাদীস আসসাহীহা লি আলবানী খ. ৩, হাদীস নং-১১২৮।
[১৯৫] সিলসিলা আহাদীস আসসাহীহা লিআলবানী খ. ৩, হাদীস নং-৭৬৯।

অর্থ: হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট সর্বপ্রকার ভাল কামনা করছি, তা তাড়াতাড়ি হোক বা দেরী করে হোক, যা আমি জানি বা জানি না, আর তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সর্বপ্রকার অকল্যাণ থেকে, তা তাড়াতাড়ি হোক বা দেরী করে হোক, যা আমি জানি অথবা জানি না, হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট প্রত্যেক ভাল কামনা করছি যা তোমার নিকট তোমার বান্দা এবং নবী মুহাম্মদ ﷺ কামনা করেছে। আর প্রত্যেক ঐ অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যা থেকে তোমার বান্দা এবং নবী মুহাম্মদ ﷺ আশ্রয় কামনা করেছে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত চাচ্ছি এবং এমন কথা ও কাজের সুযোগ কামনা করছি যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নাম থেকে এবং এমন কথা ও কাজ থেকে যা তার নিকটবর্তী করে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আবেদন করছি তুমি আমাকে যে ফায়সালা করেছো তা যেন আমার জন্য কল্যাণকর হয়। (ইবনে মাজাহ ২/৩৮৪৬)"[১৯৬]

দুই

«اَللَّهُمَّ اُقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِي دِيْنِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا»

অর্থ: "হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এতটা ভয় দান করো যা আমাদের ও আমাদের পাপের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করবে। আর আমাদেরকে এতটুকু আনুগত্য করার তাওফীক দান করো যা আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাবে, আর এতটা একীন দান করো যা পৃথিবীর মুসিবতসমূহ সহ্য করা আমাদের জন্য সহজ করে দেয়। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে যতদিন জীবিত রাখবে ততদিন তুমি আমাদের কান, চোখ, ও অন্যান্য শক্তি দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করো। আর যে ব্যক্তি আমাদের ওপর যুলুম করে তার নিকট থেকে তুমি প্রতিশোধ নাও। আর দুশমনের বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো। দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের ওপর মুসিবত চাপিয়ে দিওনা। দুনিয়াকে আমাদের জীবনের বড় উদ্দেশ্য করো না। আর না দুনিয়াকে আমাদের জ্ঞানের লক্ষ্য উদ্দেশ্যে

---

[১৯৬] সহীহ সুনানে ইবনে মাজা লি আল বানী, খ. ২, হাদীস নং-৩১০২।

পরিণত করিও। আর এমন ব্যক্তিকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিও না যে আমাদের ওপর অনুগ্রহ করবে না। (তিরমিযী) ৫/৩৫০২)"[১৯৭]

তিন

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট তোমার রহমতের মাধ্যমসমূহ এবং তোমার ক্ষমার উপাদানসমূহ কামনা করছি, আরো কামনা করছি প্রত্যেক নেকীর অংশ। হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট জান্নাত লাভের মাধ্যমে সফলতা কামনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাচ্ছি।"[১৯৮]

চার

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِىْ وَتَضَعَ وِزْرِيْ وَتُصْلِحَ اَمْرِىْ وَتُطَهِّرَ قَلْبِىْ وَتُحَصِّنَ فَرْجِىْ وَتُنَوِّرَ قَلْبِىْ وَتَغْفِرَلِىْ ذَنْبِىْ وَاَسْئَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ.

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুআ করছি যে, তুমি আমার স্মরণকে উচ্চ করো এবং আমার বোঝা হালকা করো। আমার আমলসমূহকে সংশোধন করো। আমার আত্মাকে পবিত্র করো। আমার লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করো। আমার অন্তরকে আলোকিত করো। আমার পাপসমূহ ক্ষমা করো। আর আমি তোমার নিকট জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা কামনা করছি।"[১৯৯]

পাঁচ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَسْتَجِيْرُكَ مِنَ النَّارِ

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত কামনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাচ্ছি।" (একথাটি তিনবার বলতে হবে)

---

[১৯৭] সহীহ জামে আত তিরমিযী, লি আর বানী, খ. ৩, হাদীস নং-২৭৩০।

[১৯৮] মোস্তাদরাক হাকেম (১/৫২৫)

[১৯৯] মোস্তাদরাক হাকেম (১/৫২০)

অন্যান্য মাসাআলা

মাসআলা-৮১৬ : শুধু আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহেই জান্নাতে প্রবেশ সম্ভব:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ» فَقِيْلَ: وَلَا أَنْتَ؟ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَتِهِ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেন: কোনো ব্যক্তি তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যেতে পারবে না। জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি? তিনি বললেন: হ্যাঁ আমিও। তবে আমার প্রভু আমাকে স্বীয় রহমত দ্বারা ঢেকে নিবেন। (মুসলিম ৪/২৮১৬)[২০০]

মাসআলা-৪১৭ : যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তিনবার জান্নাত লাভের জন্য দুয়া করে তার জন্য জান্নাত সুপারিশ করে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ: اَللّٰهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ: اَللّٰهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ

অর্থ: "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি তিন বার আল্লাহর নিকট জান্নাত লাভের জন্য দুয়া করে তখন জান্নাত তার জন্য বলে হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহর নিকট জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করে তার ব্যাপারে জাহান্নাম বলবে হে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও।" (তিরমিযী ৪/২৫৭২)[২০১]

মাসআলা-৪১৮ : আল্লাহর পথে হিজরতকারী ফকীর মিসকীনরা ধনীদের চাইতে পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ»

---

[২০০] কিতাব সিফাতুল মুনাফিকীন, বাব লানয়দখিলাল জান্না আহাদুন বি আমালিহি।

[২০১] আবওয়াবুল জান্না, বাব মাযায়া ফি সিফাত আনহারিল জান্না (২/২০৭৯)

অর্থ: "আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: গরীব মুহাজিররা (হিজরতকারী) ধনীদের চেয়ে পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাত যাবে।" (তিরমিযী ৪/২৩৫১)[২০২]

মাসআলা-৪১৯ : প্রত্যেক মানুষের জন্য জান্নাত ও জাহান্নামে জায়গা থাকে কিন্তু যখন একজন লোক জাহান্নামে চলে যায় তখন জান্নাতে তার স্থান টুকু জান্নাতীদেরকে দিয়ে দেয়া হয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ: مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ، فَإِذَا مَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ}

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমাদের মাঝে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার জন্য দু'টি স্থান নেই। একটি জান্নাতে অপরটি জাহান্নামে, কিন্তু মৃত্যুর পর যখন কোনো ব্যক্তি জাহান্নামে চলে যায় তখন জান্নাতীরা জান্নাতে তার স্থানটির অধিকারী হয়ে যায়। আর আল্লাহর বাণী:

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ

অর্থ: "তারাই হবে উত্তরাধিকারী" (সূরা মু'মিনীন: ১০) (ইবনে মাজা ২/৪৩৪১)[২০৩]

মাসআলা-৪২০ : নবী ﷺ-এর সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশকারীকে জান্নাতীরা 'জাহান্নামী' বলে ডাকবে:

عَنْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ»

---

[২০২] আবওয়াবুযযুহদ, বাব মাযায়া আন্না ফুকারাইল মুহাজিরিন ইয়াদখুলুনাল জান্না কাবলা আগনিয়া ইহিম।

[২০৩] কিতাবুযযুহদ, বাব সিফাতুল জান্না। (২/৩৫০৩)

অর্থ: "ইমরান বিন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত—তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: কিছু লোক মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুপারিশ ক্রমে জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে, লোকেরা (তখনো) তাদেরকে 'জাহান্নামী' বলে ডাকবে।" (আবু দাউদ ৪/৪৭৪০)[২০৪]

নোট: তাদেরকে আঘাত করার জন্য 'জাহান্নামী' বলা হবে না, বরং তাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করানো জন্য তাদেরকে এভাবে ডাকা হবে যাতে করে তারা বেশি বেশি করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

মাসআলা-৪২১ : জান্নাতী ব্যক্তির রুহ কিয়ামতের পূর্বে জান্নাতে পৌঁছে যায়:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرَةِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يُبْعَثُ»

অর্থ: "আবদুর রহমান বিন কা'ব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তার পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন: মু'মিন ব্যক্তির রূহ মৃত্যুর পর জান্নাতের বৃক্ষসমূহে উড়ে বেড়ায়। ঐ দিন পর্যন্ত যে দিন মানুষের পুনরুত্থান হবে সেদিন তা তাদের শরীরে ফেরত পাঠানো হবে।" (ইবনে মাজাহ ২/৪২৭১)[২০৫]

মাসআলা-৪২২ : মু'মিনরা সর্বদা আল্লাহর রহমতের আশাবাদী এবং তাঁর আযাবের ভয়ে ভিত থাকতে হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: فَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِيْ عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْئَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِيْ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ

---

[২০৪] কিতাবুসসুন্না, বাব ফিশশাফায়া (৩/৩৯৬৬)
[২০৫] কিতাবুযযুহদ, বাব যিকরুল কবর। (২/৩৪৪৬)

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যদি কাফির জানত যে আল্লাহর দয়া কত বড় তাহলে সে জান্নাত থেকে নিরাশ হতো না। আর যদি মু'মিন জানতো যে আল্লাহর শাস্তি কত কঠিন তাহলে সে জাহান্নাম থেকে নির্ভয় হত না।" (বুখারী ৮/৬৪৬৯)[২০৬]

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي بِالْمَوْتِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَجِدُكَ؟» . قَالَ: وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنِّي أَرْجُو اللهَ، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوْبِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ»

অর্থ: "আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সা) মৃত্যুশয্যায় শায়িত এক অসুস্থ যুবকের নিকট গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কেমন লাগছে? সে বলরো হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আল্লাহর কসম! আমার ভয়ও হচ্ছে আবার আল্লাহর রহমতেরও আশা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: এ মুহূর্তে যদি কোনো অন্তরে ভয় ও আশার সংমিশ্রণ ঘটে তাহলে আল্লাহ তার কামনা অনুযায়ী বান্দার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করেন। আর তার ভয় অনুযায়ী তাকে হেফাজত ও নিরাপত্তা দেন।" (তিরমিযী ৩/৯৮৩)[২০৭]

মাসআলা-৪২৩ : মৃত্যুবরণকারী মুশরিকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদের ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِيْنَ، فَقَالَ: «اَللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মৃত্যুবরণকারী মুশরিকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা

---

২০৬ কিতাবুর রিকাক, বাব আর রাজা মায়াল খাওফ।

২০৭ সহীহ জামে আত তিরমিযী, লি আলবানী, খ. ১ম হাদীস নং-৭৮৫।

হলে তিনি বললেন: আল্লাহ ভাল করে জানেন যে তারা বড় হয়ে কি আমল করতো)" (বুখারী ২/১৩৮৩)[২০৮]

মাসআলা-৪২৪ : মৃত্যুবরণকারী মুসলমানদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদেরকে জান্নাতে ইবরাহিম ও সারা (আ) লালন-পালন করবেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطْفَالُ الْمُسْلِمِيْنَ فِي جَبَلٍ فِي الْجَنَّةِ يَكْفُلُهُمْ إِبْرَاهِيْمُ وَسَارَةُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ حَتَّى يَدْفَعُوْهُمْ إِلَى آبَائِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মুসলমানদের মৃত্যুবরণকারী অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদেরকে জান্নাতের একটি পাহাড়ে ইবরাহিম ও সারা (আ) লালন-পালন করতে থাকবেন এর পর কিয়ামতের দিন তাদেরকে তাদের পিতা-মাতার নিকট হস্তান্তর করবে।" (ইবনে আসাকের)[২০৯]

মাসআলা-৪২৫ : জান্নাত ও তার নিআমত সমূহ আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের নিদর্শন:

মাসআলা-৪২৬ : জাহান্নাম ও তার কষ্ট আল্লাহর শাস্তির নিদর্শন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَحَاجَّتِ النَّارُ، وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ، وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ، وَسَقَطُهُمْ، وَعَجَزُهُمْ، فَقَالَ اللهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْؤُهَا، فَأَمَّا

---

[২০৮] মোখতাসার সহীহ আল বুখারী, লি যুবাইদী, হাদীস নং-৬৯৬।

[২০৯] সিলসিলাতুল আহাদিস আস সহীহা লি আলবানী, খ. ১ম, হাদীস নং-১৪৬৭।

النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ، فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا، فَتَقُوْلُ: قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ"

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পরে আলোচনা করলো যে, জাহান্নাম বললো: আমার মাঝে অহংকারী ও অত্যাচারীরা প্রবেশ করবে, জান্নাত বললো: আমার মাঝে শুধু দুর্বল ও অক্ষম লোকেরাই আসবে। তখন আল্লাহ্ জান্নাতকে বললেন: তুমি আমার রহমত, আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে খুশি তাকে তোমার মাধ্যমে দয়া করবো। আর জাহান্নামকে বললেন: তুমি আমার শাস্তি আমি আমার বান্দাদের মাঝে যাকে খুশি তাকে তোমার মাধ্যমে শাস্তি দিব এবং তুমি ভরপুর হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: জাহান্নাম তো মানুষের দ্বারা ভরপুর হবে না। তবে আল্লাহ্ তার মধ্যে স্বীয় পা প্রবেশ করাবেন, তখন সে বলবে যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, তখন তা ভরপুর হয়ে যাবে। তার এক অংশ আরেক অংশের সাথে একাকার হয়ে যাবে। (মুসলিম ৪/২৮৪৬)[২১০]

মাসআলা-৪২৭ : প্রত্যেক জান্নাতী জান্নাতে তার ঠিকানা পৃথিবীতে তার বাসস্থানের চেয়ে বেশি চিনবে:

মাসআলা-৪২৮ : জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেককে একে অপরের অধিকার আদায় করতে হবে:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوْا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَتَقَاصُّوْنَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا نُقُّوْا وَهُذِّبُوْا، أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَدَلُّ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا،

---

[২১০] কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা।

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন ঈমানদাররা জাহান্নামের ওপর বাধা পুলসিরাত অতিক্রম করে যাবে তখন জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝে এক পুলের ওপর তাদেরকে আটকিয়ে দেয়া হবে, পৃথিবীতে একে অপরের ওপর যে যুলুম করেছে তখন তার বদলা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে নিবে। (এভাবে) যখন সমস্ত ঈমানদাররা পাক পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! প্রত্যেক জান্নাতী জান্নাতে তার ঠিকানাকে পৃথিবীতে তার ঠিকানার চেয়ে বেশি চিনবে।" (বুখারী ৩/২৪৪০)[২১১]

মাসআলা-৪২৯ : মৃত্যুকে যবাই করার দৃশ্যঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَدْخَلَ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ، قَالَ: أُتِيَ بِالْمَوْتِ مُلَبَّبًا، فَيُوْقَفُ عَلَى السُّوْرِ الَّذِيْ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَطَّلِعُوْنَ خَائِفِيْنَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَطَّلِعُوْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ يَرْجُوْنَ الشَّفَاعَةَ، فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ: هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ، هُوَ الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِنَا، فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّوْرِ ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ"

অর্থঃ "আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন আল্লাহ জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তখন মৃত্যুকে টেনে আনা হবে এবং একটি দেয়ালের ওপর রাখা হবে, যা জান্নাত ও জাহান্নামীদের মাঝে থাকবে। অতপর বলা হবে হে জান্নাতবাসী! তারা ভয়ে ভিত হয়ে তাকাবে, অতপর বলা হবে হে জাহান্নাম বাসীরা! তারা

[২১১] কিতাবুল মাযালেম, বাব কিসাসুল মাযালেম।

আনন্দিত হয়ে তাকাবে। তারা সুপারিশের আশা করবে, এরপর জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরা কি একে চিন? জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীরা বলবে হ্যাঁ আমরা চিনি। এ হলো মৃত্যু যা পৃথিবীতে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, তখন তাকে দেয়ালে রেখে জবাই করে দেয়া হবে, এরপর বলা হবে হে জান্নাতবাসীরা! আজকের পর আর মৃত্যু নেই চিরস্থায়ী ভাবে জান্নাতে থাকবে। আর হে জাহান্নামীরা! আজকের পর আর মৃত্যু নেই চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাক।" (তিরমিযী ৪/২৫৫৭)

মাসআলা-৪৩০ : যে ব্যক্তির অন্তরে বিন্দু পরিমাণে ঈমান থাকবে পরিশেষে আল্লাহ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেনঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে, আর তার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে সেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। (এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে) আবার যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে আর তার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে সেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।" (মুসলিম ১/১৯৩)[২১২]

---

[২১২] কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাতুসসাফায়া ওয়া ইখরাজুল মুয়াহহেদীন মিনান্নার।

তৃতীয় অধ্যায়
জাহান্নামের আযাব

জাহান্নাম অত্যন্ত খারাপ অবস্থান স্থল, অত্যন্ত খারাপ আবাস, অত্যন্ত খারাপ ঠিকানা। যা আল্লাহ কাফির, মুশরিক, ফাসিক, ফাজিরদের জন্য নির্মাণ করে রেখেছেন। আল্লাহ কুরআন মাজীদে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের ব্যাপারেই বিস্ত ারিত বর্ণনা পেশ করেছেন। তবে তুলনামূলকভাবে জাহান্নাম ও তার শাস্তির কথা বেশি বর্ণিত হয়েছে, হয়তোবা এর কারণ এও হতে পারে যে, অধিকাংশ মানুষ উৎসাহের চাইতে ভয়ের মাধ্যমে বেশি প্রতিক্রিয়াশীল হয়। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)।

জাহান্নাম সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখিত কিছু বর্ণনা নিম্নরূপ

১. জাহান্নাম দেখামাত্রই কাফিরদের চেহারা কালো হয়ে যাবে। (সূরা ইউনুস: ২৭)

২. জাহান্নামী শাস্তিতে অস্থির হয়ে মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু তাদের মৃত্যু হবে না। (সূরা ফুরকান: ১৩)

৩. জাহান্নামের আগুন জাহান্নামীদের চেহারার গোশ্ত বিদগ্ধ করবে এবং তাদের জিহ্বা বের হয়ে আসবে।

৪. অতপর সে সেখানে (জাহান্নামে) মরবেও না বাঁচবেও না। (সূরা আ'লা: ১৩)

৫. জাহান্নামের আগুন মানুষের হৃদয়কে গ্রাস করবে।

৬. জাহান্নাম তার অধিবাসীদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে।

৭. জাহান্নামে থাকবে তার অধিবাসীদের আর্তনাদ, ফলে তারা কিছুই শুনতে পাবে না। (সূরা আম্বিয়া: ১০০)

৮. জাহান্নামীদেরকে খাবার হিসেবে দেয়া হবে কাটাদার যাক্কুম বৃক্ষ এবং দুর্গন্ধময় বৃক্ষের খাদ্য। (সূরা দুখান: ৪৩)

৯. জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত রক্ত এবং ক্বাশি ও গরম পানি হবে তাদের পানীয়। (সূরা ইবরাহীম: ১৬-১৭)

১০. জাহান্নামীদেরকে আগুনের পোশাক পরানো হবে।

১১. জাহান্নামীদের হাত ও পা শৃঙ্খলিত করা হবে, আর অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল। (সূরা ইবরাহীম: ৪৯-৫০)

১২. জাহান্নামীদের জন্য থাকবে আগুনের উড়না ও বিছানা। (সূরা আ'রাফ)

১৩. জাহান্নামীদের জন্য থাকবে আগুনের ছাতি ও আগুনের কার্পেট। (সূরা যুমারঃ ১৬)
১৪. জাহান্নামীদের জন্য থাকবে আগুনের পানীয়। (সূরা কাহাফঃ২৯)
১৫. জাহান্নামীদের গলদেশে থাকবে আগুনের বেড়ি। (সূরা হাক্কাহঃ ৩০)
১৬. জাহান্নামীদের পায়ে থাকবে ভারী বেড়ি। (সূরা মুযযাম্মিলঃ ১২)
১৭. জাহান্নামীদেরকে বিষাক্ত গরম হাওয়া ও বিষাক্ত গরম ধুয়া দিয়ে আযাব দেয়া হবে। (সূরা ওয়াক্বিয়াঃ ৪২-৪৩)
১৮. জাহান্নামীদের উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামে। (সূরা ক্বামারঃ ৪৮)
১৯. জাহান্নামীদেরকে 'সাউদ' নামক আগুনের পাহাড়ে চড়ানোর মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে। (সূরা মুদ্দাস্‌সিরঃ ১৭)
২০. জাহান্নামীদেরকে লোহার হাতুড়ি ও গুর্জ দিয়ে আঘাত করা হবে। (সূরা হাজ্জঃ ২১)

নোটঃ উপরে উল্লেখিত আয়াতসমূহে হুবহু আয়াতের তরজমা দেয়া হয়নি, বরং তার ভাবার্থ পেশ করা হয়েছে।

জাহান্নাম সম্পর্কে হাদীসের উদ্ধৃতি নিম্নরূপ

১. জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত একটি পাথর সত্তর বছর পর তার নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছবে। (মুসলিম)
২. জাহান্নামের একটি ঘেরাওয়ের দু'টি দেয়ালের মাঝে চল্লিশ বছরের রাস্তার দূরত্ব হবে। (আবু ইয়ালা)
৩. জাহান্নামকে হাশরের মাঠে আনতে চারশ নব্বই কোটি ফেরেশতা লাগবে। (মুসলিম)
৪. জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা শাস্তি হবে এই যে, আগুনের একজোড়া সেণ্ডেল পরিয়ে দেয়া হবে, যার ফলে জাহান্নামীর মস্তিষ্ক গলে গলে পড়তে থাকবে। (মুসলিম)
৫. জাহান্নামীর একটি দাঁত উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বড় হবে। (মুসলিম)
৬. জাহান্নামীর দু'কাধের মাঝে কোনো দ্রুতগামী অশ্বারোহির তিনদিন চলার পথ সম দূরত্ব হবে। (মুসলিম)
৭. জাহান্নামীর শরীরের চামড়া ৬৩ ফিট মোটা হবে। (তিরমিযী)
৮. পৃথিবীতে অহংকার কারীদেরকে ঠোট বরাবর শরীর দেয়া হবে। (তিরমিযী)
৯. জাহান্নামী এত অশ্রু প্রবাহিত করবে, যে তাতে অনায়েসে নৌকা চলতে পারবে (মোস্তাদরাক হাকেম)

১০. জাহান্নামীদেরকে পরিবেশনকৃত খাবারের এক টুকরা পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হলে, সমগ্র পৃথিবীর প্রাণীসমূহের জীবন যাপনের ব্যবস্থাপনা নষ্ট হয়ে যাবে। (আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা)

১১. জাহান্নামীদের পানীয় থেকে কয়েক লিটার পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হলে, তার দুর্গন্ধ সমগ্র পৃথিবীর সৃষ্টি জীবের নিকট ছড়িয়ে যাবে। (আবু ইয়ালা)

১২. জাহান্নামীর মাথার উপর এ পরিমাণ গরম পানি ঢালা হবে, যা তার মাথা ছিদ্র করে পেটে গিয়ে পৌছবে এবং পেটে যাকিছু আছে তা বের করে কেটে ফেলবে এবং এগুলো পিঠ দিয়ে বের হয়ে পায়ে গিয়ে পড়বে। (আহমদ)

১৩. কাফিরকে জাহান্নামে এত কঠিনভাবে আঘাত করা হবে, যেমন বর্শার ফলাকে তার হাতলে মজবুতভাবে লাগানো হয়।

১৪. জাহান্নামের আগুন গাঢ় কাল বর্ণের। (মালেক)

১৫. জাহান্নামীদের সউদ নামক আগুনের পাহাড়ে আরোহণ করতে সত্তর বছর সময় লাগবে। আবার যখন তারা সেখান থেকে অবতরণ করবে, তখন তাদেরকে আবার সেখানে আরোহণ করতে বলা হবে। (আবু ইয়ালা)

১৬. জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য আগুনের গুর্জ এত ভারী হবে যে জ্বিন ও ইনসান মিলে তাকে উঠাতে চাইলেও উঠাতে পারবে না। (আবু ইয়ালা)

১৭. জাহান্নামের সাপ উটের সমান হবে আর তা একবার দংশন করলে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত জাহান্নামী তার ব্যাথা অনুভব করবে। (আহমদ)

১৮. জাহান্নামের বিচ্ছু খচ্চরের সমান হবে, তার দংশনের ব্যাথা কাফির চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করতে থাকবে। (আহমদ)

১৯. জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে উপুড় করে হাটানো হবে। (মুসলিম)

২০. জাহান্নামীদেরকে শস্তি দেয়ার জন্য জাহান্নামের দরজায় চার লাখ ফেরেশতা থাকবে, যাদের চেহারা অত্যন্ত ভয়ানক ও কালো হবে। তাদের দাঁতগুলো বাহিরে বেরিয়ে থাকবে, আর তারা হবে অত্যন্ত নির্দয়, আর তাদের শরীর এত বিশাল হবে, যে কোনো প্রাণীর তা অতিক্রম করতে দু'মাস সময় লাগবে। (ইবনে কাসীর)

এ হলো অত্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যথাতুর শাস্তির স্থান যাকে কুরআন ও হাদীসে জাহান্নাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা আমাদের মাঝে সমস্ত মুসলমানকে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে তা থেকে হেফাজত করুন, তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তিনি যা চান তা করতে সক্ষম।

জাহান্নামের আগুন

জাহান্নামের সবচেয়ে বেশি শাস্তি আগুনেরই হবে, যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন যে, জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি গরম হবে। (মুসলিম)

কুরআনের কোনো কোনো স্থানে তাকে "বড় আগুন" নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (সূরা আলা: ১২)

আবার কোথাও "আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি" নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। (সূরা হুমাযা: ৫)

আবার কোথাও "লেলিহান জাহান্নাম"ও বলা হয়েছে। (সূরা লাইল: ১৪)

আবার কোথাও "জ্বলন্ত অগ্নি" ও বলা হয়েছে। (সূরা গাসিয়া: ৪)

শাস্তি হিসেবে যদি শুধু মানুষকে জ্বালিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে দুনিয়ার আগুনই যথেষ্ট ছিল যাতে মানুষ ক্ষণিকের মধ্যেই জ্বলে শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু জাহান্নামের আগুন তো মূলত কাফির ও মুশরিককে বিশেষভাবে আযাব দেয়ার জন্যই উত্তপ্ত করা হয়েছে, তাই তা পৃথিবীর আগুনের চেয়ে কয়েক গুণ গরম হওয়া সত্ত্বেও এ আগুন জাহান্নামীদেরকে একেবারে শেষ করে দিবে না, বরং তাদেরকে ধারাবাহিকভাবে আযাবে নিমজ্জিত করে রাখবে। আল্লাহ বলেন:

لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ

অর্থ: "(জাহান্নামে) সে মরবেও না বাঁচবেও না।" (সূরা ত্বাহা: ৭৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নযোগে এক কুৎসিত আকৃতি ও বিবর্ণ চেহারার লোক দেখানো হলো, সে আগুন জ্বালিয়ে যাচ্ছে এবং তাকে উত্তপ্ত করছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন এ কে? তিনি উত্তরে বললেন: তার নাম মালেক সে জাহান্নামের দারওয়ান (বুখারী)।

জাহান্নামের আগুনকে আজও উত্তপ্ত করা হচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত তাকে উত্তপ্ত করা হতে থাকবে, জাহান্নামীদের জাহান্নামে যাওয়ার পরও তাকে উত্তপ্ত করার ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে। আল্লাহর বাণী:

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا

[illegible]: "যখই তা [illegible] হবে আমি তখনি তাদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দিব।" (সূরা বনী ইস[illegible]: [illegible]৭)

জাহান্নামের আগুন কত উত্তপ্ত হবে তার হুবহু পরিমাণ বর্ণনা করা তো অসম্ভব, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণনা অনুযায়ী জাহান্নামের আগুনের তাপদাহ পৃথিবীর আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশি হবে।

সাধারণ অনুমানে পৃথিবীর আগুনের উত্তাপ ২০০০ ডিগ্রি সেন্টি গ্রেড ধরা হলে[১] জাহান্নামের আগুনের তাপমাত্রা হয় এক লক্ষ ৩৮ হাজার ডিগ্রি সেন্টি গ্রেড। এ কঠিন গরম আগুন দিয়ে জাহান্নামীদের পোশাক ও তাদের বিছানা তৈরী করা হবে। ঐ আগুন দিয়ে তাদের ছাতি ও তাবু তৈরী করা হবে। ঐ আগুন দিয়েই তাদের জন্য কার্পেট তৈরী করা হবে। কঠিন আযাবের এ নিকৃষ্ট স্থানে মানুষের জীবন যাপন কেমন হবে, যারা নিজের হাতে সামান্য একটি আগুনের কয়লাও রাখার ক্ষমতা রাখে না?

মানুষের ধৈর্যের বাঁধ তো এই যে, জুন, জুলাই মাসে দুপুর ১২টার সময়ের তাপ ও গরম বাতাস সহ্য করাই অনেকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে যায়, দুর্বল, অসুস্থ, বৃদ্ধ লোক এর ফলে মৃত্যুবরণও করে, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী অনুযায়ী পৃথিবীর এ কঠিন গরম জাহান্নামের শ্বাস ত্যাগ বা তাপের কারণ মাত্র। যে মানুষ জাহান্নামের তাপই সহ্য করতে পারে না, তারা তার আগুন কি করে সহ্য করবে?

কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন দেখে সমস্ত নবীগণ এত ভীত সন্ত্রস্ত হবে যে,

তাঁরা বলবে যে, (رَبِّ سَلِّمْ رَبِّ سَلِّمْ)

অর্থ: "হে আমার প্রভু! আমাকে বাঁচাও, হে আমার প্রভু! আমাকে বাঁচাও। এ বলে আল্লাহর নিকট স্বীয় জীবনের নিরাপত্তা কামনা করবে।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করে পৃথিবীতে কাঁদতেন পৃথিবীতে থাকা অবস্থায়ই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন ওমর (রা) কুরআন তেলাওয়াত করার সময় জাহান্নামের আযাবের কথা আসলে বেহুশ হয়ে যেতেন, মুয়াজ বিন জাবাল, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, ওবাদা বিন সামেত (রা) দের মত সম্মানিত সাহাবাগণ জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করে এতো কাঁদতেন যে, তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেতেন। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) কামারের দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে প্রজ্জ্বলিত আগুন দেখে জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকতেন।

---

[১] উল্লেখ্য: আগুনের উত্তাপের নিদৃষ্ট পরিমাপ নির্ভর করে তার জ্বালানীর ওপর, কখনো কখনো এ উত্তাপের পরিমাণ ২০০০ সেন্টি গ্রেডের চেয়ে কয়েকগুণ বেশিও হয়ে যাবে। সম্ভবত এজন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআনে জাহান্নামের জ্বালানীর কথাও উল্লেখ করেছেন, তার জ্বালানী হবে পাথর ও মানুষ (সূরা বাক্বারা: ২৪) সম্ভবত মানুষকে তার জ্বালানী এ জন্যই করা হয়েছে যে, তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলে শেষ হবে না। বরং পাথরের ন্যায় তাদের অস্তিত্বও বাকী থেকে যাবে। (আল্লাহই এ ব্যাপারে ভালো জানেন)

আতা সুলামী (রা)-এর সাথীরা রুটি বানানোর জন্য চুল্লী প্রস্তুত করলে তিনি তা দেখে বেহুশ হয়ে গেলেন।

সুফিয়ান সাওরীর নিকট যখন জাহান্নামের কথা আলোচনা করা হতো, তখন তার রক্তের পেসাব হত।

রবী (র) সারা রাত বিছানায় একাত ওকাত হতে থাকলে তার মেয়ে জিজ্ঞেস করল, আব্বাজান! সমস্ত মানুষ আরামে ঘুমিয়ে গেছে আপনি কেন জেগে আছেন? তিনি বললেনঃ হে আমার মেয়ে! জাহান্নামের আগুন তোমার পিতাকে ঘুমাতে দিচ্ছে না।

আল্লাহর বাণী– إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً

অর্থঃ "তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ"। (সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৫৭)

আল্লাহ্ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে সমস্ত মুসলমানদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিন। আমীন!

পরিবার-পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও

কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ এরশাদ করেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, যারা আল্লাহ্ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। (সূরা তাহরীম ৬৬:৬)

এ আয়াতে আল্লাহ্ দু'টি কথা স্পষ্ট শব্দে নির্দেশ দিয়েছেন।

১. নিজে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

২. নিজের পরিবার-পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

পরিবার-পরিজন বলতে বুঝায়, স্ত্রী, সন্তান, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সাথে সাথে নিজের স্ত্রী, সন্তানদেরকেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে বাধ্যগত। স্বীয় পরিবার-পরিজনের প্রতি প্রকৃত কল্যাণকামিতার দাবী ও তাই। এমনিভাবে যখন আল্লাহ্ তার রাসূলকে এ নির্দেশ দেন যে,

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ

অর্থ: "তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে (জাহান্নামের আগুন) থেকে সতর্ক কর।" (সূরা শুআরা: ২১৪)

তখন নবী ﷺ স্বীয় পরিবার ও বংশের লোকদেরকে ডেকে, তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করলেন। সবশেষে স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রা)-কে ডেকে বললেন:

يَا فَاطِمَةُ، أَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّيْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا

অর্থ: "হে ফাতেমা! নিজে নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর সামনে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারব না।" (মুসলিম)

নিজের পাড়া-প্রতিবেশী ও বংশের লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করার পর, নিজের কন্যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে ভয় দেখিয়ে, সমস্ত মুসলমানদেরকে সতর্ক করলেন যে, স্বীয় সন্তানদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোও পিতা-মাতার দায়িত্বসমূহের মধ্যে একটি দায়িত্ব।

এক হাদীসে নবী ﷺ এরশাদ করেছেন: "প্রত্যেকটি সন্তান ফিতরাত (ইসলামের) ওপর জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে ইহুদী, নাসারা বা অগ্নিপূজক বানায়। (বুখারী)

যেন সাধারণ নিয়ম এই যে, পিতা-মাতাই সন্তানদেরকে জান্নাত বা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে মাজীদে মানুষের বহু দুর্বলতার উল্লেখ করেছেন। যেমন: মানুষ অত্যন্ত জালেম ও অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম: ৩৪)

মানুষ অত্যন্ত তাড়াহুড়া কারী (সূরা বনী ইসরাঈল: ১১)

অন্যান্য দুর্বলতার ন্যায় একটি দুর্বলতা এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষ দ্রুত অর্জিত লাভ সমূহকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তা ক্ষণস্থায়ী বা অল্পই হোক না কেন? আর বিলম্বে অর্জিত লাভকে তারা উপেক্ষা করে চলে, যদিও তা স্থায়ী ও অধিকই হোকনা কেন।

আল্লাহর বাণী:

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا

অর্থ: "নিঃসন্দেহে তারা দ্রুত অর্জিত লাভ কে (অর্থাৎ দুনিয়া) ভালবাসে আর পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে চলে।" (সূরা দাহর: ২৭)

এ হলো মানুষের ঐ স্বভাবজাত দুর্বলতার ফল, যে পিতা-মাতা, স্বীয় সন্তানদেরকে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে উচ্চ মর্যাদা লাভ, সম্মান এবং ভালো পজিশন দেয়া, উচ্চ শিক্ষা দেয়ার জন্য বেশিরভাগ গুরুত্ব দেয়। চাই এ জন্য যত সময়ই লাগুক না কেন, আর যত সম্পদই ব্যায় হোকনা কেন, আর যত দুঃখ-কষ্ট পোহানো হোকনা কেন। অথচ অনেক কম পিতা-মাতাই আছে যারা, তাদের সন্তানদেরকে পরকালের স্থায়ী জীবন, উচ্চ পজিশন, সম্মান, ভালো স্থান লাভের জন্য, দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার জন্য গুরুত্ব দেয়। যার অর্জন দুনিয়ার শিক্ষার চেয়ে সহজও বটে আবার দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দিক থেকে, পিতা-মাতার জন্য কল্যাণকরও। দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনকারী বেশিরভাগ সন্তান, কর্মজীবনে স্বীয় পিতা-মাতার অবাধ্য থাকে এবং নিজে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, পক্ষান্তরে দ্বীনি শিক্ষা অর্জনকারী বেশিরভাগ সন্তান, স্বীয় পিতা-মাতার অনুগত থাকে এবং তাদের সেবা করে। আর পরকালের দৃষ্টিতে তো অবশ্যই এ সন্তানরা পিতা-মাতার জন্য কল্যাণকামী হবে। যারা সৎ মোত্তাকী, দ্বীনদার হবে।

এ সমস্ত বাস্তবতাকে জানা সত্ত্বেও কোনো অতিরঞ্জন ব্যতীতই ৯৯% মানুষই দুনিয়াবী শিক্ষাকে, দ্বীনি শিক্ষার ওপর প্রাধান্য দেয়। আসুন মানবতার এ দুর্বলতাকে অন্য এক দিক দিয়ে বিবেচনা করা যাক।

ধরুন- কোনো জায়গায় যদি আগুন লেগে যায়, তাহলে ঐ স্থানের সমস্ত বসবাসকারীরা সেখান থেকে বের হয়ে যাবে, ভুল ক্রমে যদি কোনো বাচ্চা ঐ স্থানে থেকে যায়, তাহলে চিন্তা করুন, ঐ অবস্থায় ঐ বাচ্চার পিতা-মাতার অবস্থা কি হবে? পৃথিবীর যে কোনো ব্যস্ততা বা বাধ্যকতা যেমন ব্যবসা, ডিউটি, দূর্ঘটনা, অসুস্থতা ইত্যাদি পিতা-মাতাকে, বাচ্চার কথা ভুলিয়ে রাখতে পারবে? কখনো নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চা আগুন থেকে বেরিয়ে না আসতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পিতা-মাতা ক্ষণিকের জন্যও আরাম বোধ করবে না। নিজের বাচ্চাকে আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য যদি পিতা-মাতার জীবন বাজি দিতে হয়, তা হলে তাও দিবে। কত আশ্চার্য কথা যে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে তো প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনুভূতি একাজ করে যে, তার সন্তানকে যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে হলেও আগুন থেকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে নিজের বাচ্চাকে বাঁচানোর অনুভূতি খুব কম লোকেরই আছে। আল্লাহ তা'আলা কতইনা সত্য বলেছেন:

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

অর্থ: "আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।" (সূরা সাবা: ১৩)

নিঃসন্দেহে মানুষের এ দুর্বলতা ঐ পরীক্ষার অংশ যার জন্য মানুষকে এ পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানী সেই যে, এ পরীক্ষার অনুভূতি লাভ

করেছে। আর এ পরীক্ষার অনুভূতি এই যে, মানুষ তার স্রষ্টা ও মনিবের হুকুম বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিবে। আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার এবং নিজের স্ত্রী, সন্তানদেরকে তা থেকে বাঁচানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাহলে ঈমানের দাবী এই যে, প্রত্যেক মুসলমান নিজে নিজেকে এবং তার বিবি-বাচ্চাকে, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য ৬০ গুণ বেশি চিন্তিত থাকবে। যেমন সে তার বিবি-বাচ্চাকে দুনিয়ার আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন অনুভব করে। এ দায়িত্ব পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেক মুসলমান দু'টি বিষয় গুরুত্বের চোখে দেখবে:

প্রথমত: কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার গুরুত্ব: মুর্খতা এবং অজ্ঞতা চাই তা দুনিয়ার ব্যাপারেই হোক আর দ্বীনের ব্যাপারে হোক, তা মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে এরশাদ করেছেন:

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থ: "যারা জ্ঞানী আর যারা জ্ঞানী নয় তারা কি সমান?" (সূরা যুমার: ৯)

এ সর্বসাধারণের কথা, যে ব্যক্তি পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, হাশর-নশর সম্পর্কে অবগত আছে, জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামতসমূহ এবং জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে অবগত আছে, তার জীবন ঐ ব্যক্তির জীবনের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা হবে, যে ব্যক্তি অফিসিয়াল ভাবে আখেরাতকে মানে, কিন্তু হাশর নাশরের অবস্থা জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত এবং জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে অবগত নয়। কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞান যারা রাখে, তারা অন্য লোকদের মোকাবেলায় অধিক সঠিক পথে ঈমানদার এবং কদমে কদমে তারা আল্লাহকে ভয় করে।

আল্লাহর বাণী:

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থ: "মূলত আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু (কুরআন ও হাদীসের) জ্ঞান যারা রাখে তারাই আল্লাহকে অধিক ভয় করে।" (সূরা ফাতির: ২৮)

অতএব যারা স্বীয় সন্তানদেরকে দুনিয়ার শিক্ষা দেয়ার জন্য কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখে, তারা মূলত নিজের সন্তানদের পরকালকে বরবাদ করে, তাদের ওপর অধিক জুলুম করছে। আর যারা তাদের সন্তানদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষার সাথে সাথে, কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাও দিয়ে যাচ্ছে, তারা শুধু তাদের সন্তানদেরকে তাদের পরকালই আলোকময় করছে না, বরং নিজেরা আল্লাহর আদালতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

দ্বিতীয়তঃ ঘরে ইসলামী পরিবেশ তৈরী: বাচ্চার ব্যক্তিত্বকে ইসলামী ভাবধারায় গড়ে তুলতে হলে, ঘরে ইসলামী পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় করা, ঘরে আসা ও যাওয়ার সময় সালাম দেয়া, সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তোলা, পানাহারের সময় ইসলামী আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা। দান-খয়রাত করার অভ্যাস গড়ে তোলা। শয়ন ও ঘুম থেকে উঠার সময় দোয়া পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা, গান-বাজনা, ছবি না রাখা, এমনকি ফিল্মী ম্যাগাজিন, উলঙ্গ ছবি যুক্ত পেপার ইত্যাদি থেকে ঘরকে পবিত্র রাখা। মিথ্যা, গিবত, গালিগালাজ, ঝগড়া থেকে বিরত থাকা। নবীদের ঘটনাবলী, ভাল লোকদের জীবনী, কুরআনের ঘটনাবলী, যুদ্ধ, সাহাবাদের জীবন সম্বলিত বই পুস্ত ক, বাচ্চাদেরকে পড়ানো। পরস্পরের মাঝে উত্তম আচরণ করা, এ সমস্ত কথা সন্তানদের ব্যক্তিত্ব গঠনে মৌলিক বিষয়বস্তু। অতএব যে পিতা-মাতা স্বীয় সন্ত ানদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য পুরোপুরী দায়িত্ব পালন করতে চায়, তার জন্য আবশ্যক যে, সে তার সন্তানদেরকে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে ঘরের মধ্যে পূর্ণ ইসলামী পরিবেশ তৈরী করা।

একটি ভ্রান্তির অপনোদন

আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার পর শয়তান যখন বিতাড়িত হলো তখন সে অঙ্গিকার করল যে, "হে আমার রব! আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কর্মকে অবশ্যই শোভনীয় করে তুলব। আর আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করেই ছাড়ব। (সূরা হিজর: ৩৯)

অন্যত্র আল্লাহ শয়তানের এ উক্তিটি হুবহু নকল করেছেন যে, "অতপর আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তাদের সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে এবং বাম দিক দিয়ে তাদের নিকট আসব, (সূরা আরাফ: ১৭)

মূলত শয়তান দিন রাত প্রত্যেক মানুষের পিছনে লেগে আছে, যাতে মৃত্যুর পূর্বে তাকে কোনো না কোনো ফেতনায় ফেলে, জান্নাতের রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে জাহান্নামের রাস্তায় নিক্ষেপ করতে পারে। মানুষকে পাপের মধ্যে লিপ্ত রাখা ও তাকে আমলহীন করার জন্য শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো এই যে, "আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং অত্যন্ত দয়ালু, তিনি সবকিছু ক্ষমা করে দিবেন।"

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর রহমত অত্যন্ত প্রশস্ত, আর তাঁর রহমত তাঁর রাগের ওপর বিজয়ী। কিন্তু এ রহমত প্রাপ্তির জন্যও আল্লাহর দেয়া নিয়ম-কানুন কুরআন মাজীদে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

আল্লাহর বাণী:

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

অর্থ: "এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং সৎ পথে অবিচল থাকে।" (সূরা ত্বাহা: ৮২)

এ আয়াতে আল্লাহ্ ক্ষমা করার জন্য চারটি শর্ত করেছেন:

১. **তাওবা:** যদি কোনো ব্যক্তি প্রথমে কুফর ও শিরকের মাঝে লিপ্ত ছিল, তাহলে কুফর ও শিরক থেকে বিরত থাকা, তবে যদি কোনো ব্যক্তি কাফির বা মুশরিক না হয়, কিন্তু কবীরা গুনাহ করেছে তাহলে তার কবীরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা বা তা পরিত্যাগ করা তার জন্য প্রথম শর্ত।

২. **ঈমান:** বিশ্বস্ত অন্তর নিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনে, সাথে সাথে আসমানী কিতাবসমূহ এবং ফেরেশতাগণ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা দ্বিতীয় শর্ত।

৩. **নেক কাজ:** আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক, জীবন যাপন করা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণ করা তৃতীয় শর্ত।

৪. **অবিচল থাকা:** আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে যদি কোনো বিপদাপদ আসে, তখন ঐ পথে অবিচল থাকা চতুর্থ শর্ত।

যে ব্যক্তি উল্লেখিত চারটি শর্ত পূর্ণ করবে, তার সাথে আল্লাহ্ ক্ষমা ও দয়ার ওয়াদা করেছেন। এ হলো দয়া করা ও মানুষের গুনাহ্ মাফ করার ব্যাপারে আল্লাহর বেঁধে দেয়া নিয়ম-নীতি। অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা তাওবার নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ঐ লোকদের তাওবা কবুল যোগ্য যারা না জেনে ভুলবশত গুনাহ্ করেছে, কিন্তু যারা জেনেশুনে গুনাহ্ করে চলছে, তাদের জন্য ক্ষমা নয় বরং বেদনাদায়ক শাস্তি।

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُوْلَـٰئِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْماً حَكِيْماً - وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً

অর্থঃ নিশ্চয় তাওবা কবুল করা আল্লাহর জিম্মায় তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে। তারপর শীঘ্রই তাওবা করে। অতঃপর আল্লাহ্ এদের তাওবা কবুল করবেন আর আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। আর তাওবা নেই তাদের, যারা অন্যায় কাজ করতে থাকে, অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে যায়, তখন বলে, আমি এখন তাওবা করলাম, আর তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা কাফির অবস্থায় মারা যায়; আমি এদের জন্যই তৈরী করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (সূরা নিসা ৪:১৭-১৮)

এ আয়াতে তিনটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছেঃ

১. গুনাহ থেকে ক্ষমা শুধু ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা অজ্ঞতা বা ভুল করে গুনাহ্ করতেছে।

২. জীবনভর ইচ্ছাকৃত গুনাহকারীদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

৩. কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের জন্যও রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

নবী ﷺ-এর যুগে সংঘটিত তাবুকের যুদ্ধে কা'ব বিন মালেক (রা), হেলাল বিন উমাইয়্যা (রা) এবং মুররা বিন রাবি (রা) ভুলক্রমে অলসতা করেছিল, আর তখন তারা তিন জনেই তাওবা করল, আর আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করলেন। অথচ ঐ যুদ্ধেই মুনাফিকরা ইচ্ছা করে রাসূল ﷺ এর নাফরমানী করল, তারাও তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চাইল এবং রাসূল ﷺ-কে সন্তুষ্ট করতে চাইল। তখন আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দিলেন যে,

إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থঃ "তারা হচ্ছে অপবিত্র আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। ঐ সব কর্মের বিনিময়ে যা তারা করত।" (সূরা তাওবাঃ ৯৫)

সাহাবাগণের মধ্যে বেশিরভাগ এমন ছিল যে, যাদেরকে রাসূল ﷺ অত্যন্ত স্পষ্ট করে দুনিয়াতেই জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়েছিলেন। যেমনঃ আশারা মোবাশশারা (জান্নাতের সু সংবাদ প্রাপ্ত দশজন), বদরের যদ্ধে অংশগ্রহণ কারীগণ, বৃক্ষের নীচে বাইয়াত কারীরা কিন্তু এতদ সত্ত্বেও তারা আল্লাহর ভয়ে এত ভীত সন্ত্রস্ত থাকত যে, আখেরাতের কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই তারা কাঁদতে শুরু করত।

ওসমান (রা)-এর মত ব্যক্তি যাকে রাসূল ﷺ একবার নয়, বরং কয়েকবার জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, এরপরও কবরের কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই এত কাঁদতেন যে, তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। ওমর (রা) জুমআর খোতবায় সূরা তাকভীর তেলাওয়াত করতে ছিলেন, যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন:

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ

অর্থ: "তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে যে সে কি নিয়ে এসেছে।" (সূরা তাকভীর: ১৪)

তখন এত ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন যে, তাঁর আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল।

সাদ্দাদ বিন আওস যখন বিছানায় শুইতেন, তখন একাত ওকাত হতেন ঘুম আসত না, আর বলতেন 'হে আল্লাহ! জাহান্নামের ভয় আমার ঘুম হারাম করে দিয়েছে' এর পর উঠে গিয়ে সকাল পর্যন্ত নামাযে কান্নাকাটি করতেন।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন: সূরা নাজম নাযিল হওয়ার সময় সাহাবাগণ

أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ

অর্থ: "তোমরা কি একথায় বিস্ময় বোধ করছ? এবং হাসি ঠাট্টা করছ! ক্রন্দন করছ না?" (সূরা নাজম: ৫৯-৬০)

এ আয়াত শুনে এত কাঁদতেন যে, দু'নয়নের অশ্রুতে গাল ভেসে পড়তে ছিল, রাসূল ﷺ কান্নার আওয়াজ শুনে সেখানে উপস্থিত হলেন, তাঁরও নয়ন অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল।

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) সূরা মুতাফফিফীন পাঠ করতে ছিলেন যখন-

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থ: "যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে।" (সূরা মুতাফফিফীন: ৬)

এ আয়াতে পৌছল তখন এত কাঁদলেন যে নিজে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছিলেন না এবং তিনি পড়ে গেলেন।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) সূরা ক্বাফ তেলওয়াত করতে করতে যখন এ আয়াতে পৌছল:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ

অর্থ: "মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যই আসবে, এ থেকেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে ছিলে।" (সূরা ক্বাফ: ১৯)

তখন কাঁদতে কাঁদতে তার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল।

আবু হুরাইরা (রা) মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় কাঁদতে লাগল, লোকেরা তার কান্নার কারণ জানতে চাইলে, তিনি বললেন: আমি পৃথিবীর (টানে) কাঁদছিনা বরং এ জন্য কাঁদছি যে, তোমার দীর্ঘ সফরে পথের সম্বল খুবই কম। আমি এমন

এক টিলার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি যে, যার সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম, অথচ আমার জানা নেই যে, আমার ঠিকানা কোথায়?

আবু দারদা (রা) আখেরাতের ভয়ে বলছিল "হায় আমি যদি কোনো বৃক্ষ হতাম যা কেটে ফেলা হত, আর প্রাণীরা তাকে ভক্ষিত তৃণ সাদৃশ করে দিত।

ইমরান বিন হুসাইন (রা) বলতেন হায়! আমি যদি কোনো টিলার বালু কণা হতাম যা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেত।

আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া এবং হিসাব নিকাশ, আমলনামা, অতপর জাহান্নামের আযাবের কারণে এ অবস্থা শুধু দু'একজন নয় বরং সমস্ত সাহাবাগণই এরূপই ছিল। বিস্তারিত ঘটনাবলী এ গ্রন্থের 'সাহাবা কেরাম এবং জাহান্নাম' নামক অধ্যায় দ্র.।

প্রশ্ন হলো সাহাবাগণের কি এ কথা জানা ছিল না যে, আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু?

তাদের কি জানা ছিল না যে আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন?

তাদের কি একথা জানা ছিলনা যে, আল্লাহর রহমত তাঁর গজবের ওপর বিজয়ী। সবই তাদের জানা ছিল বরং আমাদের চেয়ে তারা এ বিষয়ে আরো অধিক জ্ঞান রাখতেন। কিন্তু আল্লাহর বড়ত্ব, গৌরব ও মর্যাদার ভয় সর্বদা অন্তরে রাখা ও একটি ইবাদত।

আল্লাহর বাণীঃ

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

অর্থ: "অতএব যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে ওদেরকে ভয় কর না বরং আমাকেই ভয় কর।" (সূরা আলে ইমরানঃ ১৭৫)

এ কারণে আল্লাহর ফেরেশতারাও তাঁর আযাব ও পাকড়াওকে ভয় করে। রাসূল ﷺ-ও আল্লাহর আযাব ও গ্রেফতারের ভয়ে ভীত থাকতেন। তিনি বলেন:

وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمُ اللّٰهَ

অর্থ: "আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের সবার চেয়ে অধিক ভয় করি।" (বুখারী)

রাসূল ﷺ স্বীয় দোআসমূহে স্বয়ং আল্লাহর ভয় কামনা করতেন। তাঁর দোআসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দোআ এ ছিল যে,

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ

অর্থ: "হে আল্লাহ তুমি আমাকে তোমার এতটা ভয় দান কর যা, আমার ও তোমার নাফরমানির মাঝে বাধা হবে।" (তিরমিযী)

অন্য এক দোআয় রাসূল ﷺ আল্লাহর ভয় শূন্য অন্তর থেকে আশ্রয় কামনা করেছেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি এমন অন্তর থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই, যা তোমাকে ভয় করে না।

তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী অর্থাৎ: সোনালী যুগের সমস্ত মানুষ আল্লাহর আযাব ও গ্রেফতারকে অধিক পরিমাণে ভয় করত। আল্লাহর ভয় থেকে নির্ভয় হয়ে যাওয়া কবীরা গুনাহ। যার ফলে নিজে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা।

আল্লাহর বাণী:

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ

অর্থ: "সর্বনাশগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর গ্রেফতার থেকে নিঃশঙ্কক হতে পারে না।" (সূরা আরাফ: ৯৯)

অতএব আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার আকাঙ্ক্ষা ঐ ব্যক্তির রাখা দরকার, যে আল্লাহকে ভয় করে জীবনযাপন করে, আর তার অজান্তে হয়ে যাওয়া গুনাহসমূহের জন্য সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বদা গুনাহ করে চলছে আর একথা মনে করতেছে যে, আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু ও ক্ষমাশীল তার দৃঢ় বিশ্বাস করা দরকার যে, সে সরাসরি শয়তানের চক্রান্তে লিপ্ত আছে। যার শেষ ফল ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কিছু সময়ের জন্য জাহান্নামে অবস্থানকারীরা

উল্লেখিত নামে এ গ্রন্থে একটি অধ্যায় রচনা করা হয়েছে, যেখানে ঐ মুসলমানদের জাহান্নামে যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে যে, যারা কিছু কিছু কবীরা গুনাহর কারণে প্রথমে জাহান্নামে যাবে এবং স্বীয় গুনাহর শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে যাবে।

উল্লেখিত অধ্যায়ে আমরা ঐ সমস্ত হাদীস বাছাই করেছি যেখানে রাসূল ﷺ স্পষ্ট করে বলেছেন: "ঐ ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করেছে" এরকম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বা তার সাথে সম্পৃক্ত এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে

করে কোনো প্রকার ভুল না বুঝা হয়। কিন্তু এ থেকে এ কথা বুঝা ঠিক হবে না যে, এ কবীরা গুনাহসমূহ ব্যতীত আর এমন কোনো কবীরা গুনাহ নেই, জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে। জাহান্নামের বর্ণনা নামক গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, লোকেরা জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে সতর্ক হয়ে তা থেকে বাঁচার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। এ জন্য জরুরী ছিল যে, লোকদেরকে এ সমস্ত কবীরা গুনাহ থেকে সতর্ক করা যা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। এ জন্য আমরা কোনো লম্বা আলোচনায় না গিয়ে ইমাম সাহাবীর 'কিতাবুল কাবায়ের' থেকে কবীরা গুনাহসমূহের সূচী পেশ করছি। এ আশায় যে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় কারী, নেককার মুত্তাকী লোকেরা এ থেকে অবশ্যই উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

১.শিরক করা।
২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা।
৩. যাদু করা বা করানো।
৪. নামায ত্যাগ করা।
৫. যাকাত না দেয়া।
৬. বিনা ওজরে রমযানের রোযা ত্যাগ করা।
৭. ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা।
৮. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।
৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।
১০. ব্যভীচার করা।
১১. পুরুষে পুরুষে ব্যভীচার করা।
১২. সুদ আদান প্রদান করা, তা লিখা, এ বিষয়ে সাক্ষী থাকা ইত্যাদি একই ধরনের কবীরা গুনাহ।
১৩. ইয়াতীমের সম্পদ খাওয়া।
১৪. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে মিথ্যা কথা চালিয়ে দেয়া।
১৫. জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা।
১৬. শাসক তার অধিনস্তদের প্রতি যুলুম করা।
১৭. অহংকার করা।
১৮. মিথ্যা সাক্ষী দেয়া।
১৯. মিথ্যা কসম করা।
২০. জুয়া খেলা।
২১. নির্দোষ মহিলাদেরকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া।
২২. গনীমতের মাল আত্মস্মাত করা।
২৩. চুরি করা।

২৪. ডাকাতি করা।
২৫. মদ পান করা।
২৬. যুলুম করা।
২৭. চাঁদাবাজী করা।
২৮. হারাম খাওয়া।
২৯. আত্মহত্যা করা।
৩০. মিথ্যা বলা।
৩১. কিতাব ও সুন্নাত বিরোধী বিচার ফায়সালা করা।
৩২. ঘুষ নেয়া।
৩৩. নারী পুরুষ একে অপরের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করা।
৩৪. দাইউস হওয়া (নিজের স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সহবাসে দেয়া এবং তার উপার্জন ভোগ করা।)
৩৫. হিলা (তিন তালাক প্রাপ্ত মহিলার সাময়িক বিবাহ, যা পূর্ব স্বামীর সাথে পুনঃ বিবাহে সহায়তা করে)। করা বা করানো।
৩৬. পেসাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন না করা।
৩৭. লোক দেখানো কাজ করা।
৩৮. পার্থিব সুবিধা লাভের জন্য দ্বীনি ইলম অর্জন করা এবং দ্বীনি ইলম গোপন করা।
৩৯. খিয়ানত করা।
৪০. উপকার করে তা বলে বেড়ানো।
৪১. তাকদীর (ভাগ্যকে) অস্বীকার করা।
৪২. অপরের গোপনীয়তা প্রকাশ করা।
৪৩. চোগলখোরী (এক জায়গার কথা অন্য জায়গায় লাগানো) ও গীবত (পরনিন্দা) করা।
৪৪. লা'নত (অভিসম্পাত) করা।
৪৫. ওয়াদা ভঙ্গ করা।
৪৬. গণকদের কথা বিশ্বাস করা।
৪৭. স্বামীর সাথে স্ত্রীর চরিত্রহীন আচরণ করা।
৪৮. ছবি তোলা।
৪৯. (আত্মীয়-স্বজনদের মৃত্যুতে) উচ্চ স্বরে কান্না-কাটি করা।
৫০. স্ত্রীর কাজের লোকদের সাথে খারাপ আচরণ করা।
৫১. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া।
৫২. মুসলমানের ওপর হস্তক্ষেপ করা।

৫৩. টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা।
৫৪. পুরুষের রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার করা।
৫৫. কাজের লোক ভেগে যাওয়া।
৫৬. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে প্রাণী যবাই করা।
৫৭. আপন পিতা ব্যতীত অপরের প্রতি নিজের সম্পর্ক স্থাপন করা।
৫৮. অন্যায়ভাবে ঝগড়া করা।
৫৯. নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপরকে না দেয়া।
৬০. ওজনে কম করা।
৬১. আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নির্ভয় হওয়া।
৬২. সগীরা (ছোট গুনাহ্র) ওপর অটল থাকা।
৬৩. কোনো ওজর ব্যতীত জামাআত ছেড়ে একা নামায পড়া।
৬৪. ইসলাম বিরোধী উপদেশ (ওসীয়ত) করা।
৬৫. কাউকে ধোঁকা দেয়া।
৬৬. ইসলামী রাষ্ট্রের গোপন তথ্য ফাঁস করা।
৬৭. সাহাবাগণকে গালি দেয়া।[২]

এ সমস্ত গুনাহ ঐ কবীরা গুনাহ্র অন্তর্ভুক্ত যার যে কোনো একটিতে লিপ্ত হওয়াই মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। অতএব জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য জরুরী হলো এই যে, প্রথমত এ সমস্ত কবীরা গুনাহ্ থেকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকা।

দ্বিতীয় : আর কখনো যদি মানুষিক কোনো কারণে কোনো কবীরা গুনাহ্ হয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকট তাওবা করে ভবিষ্যতে কখনো ঐ গুনায় লিপ্ত না হওয়ার জন্য কঠোর মনোভাব গ্রহণ করবে।

তৃতীয়ত : ঐ গুনাহ্র মাধ্যমে যদি কোনো মানুষের হক নষ্ট হয়, তাহলে তার ক্ষতি পূরণ দেয়া বা তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। আর কোনো কারণে (যেমন ঐ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে) যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে তার জন্য বেশি বেশি করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

চতুর্থ: সগীরা গুনাহ্সমূহকে মাফকারী নেক আমল যেমন নফল নামায, নফল রোযা, নফল সাদকা, বেশি বেশি করে করবে। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো সগীরা গুনাহ্র ওপর অটল থাকা, সগীরা গুনাহকে কবীরা গুনায় পরিণত করে। যার জন্য তাওবা করা জরুরী। নেক আমলের কারণে ঐ সমস্ত সগীরা গুনাহ্ মাফ হয় যা মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়ে থাকে। উল্লেখিত বিষয়সমূহ পালন করার পর আল্লাহ্র নিকট দৃঢ় আশা রাখতে হবে, যেন তিনি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে অবশ্যই জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর নিআমত ভরপুর জান্নাতে প্রবেশ করান। আর তা আল্লাহ্র জন্য মোটেও কষ্টকর নয়।

---

[২] উল্লেখিত সমস্ত গুনাহসমূহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী কুরআন ও হাদীসের আলোকে রেফারেন্স সহ একথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, এ সবগুলোই কবীরা গুনাহ।

আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাতই যথেষ্ট

রাসূল ﷺ মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে সর্বদিক থেকে দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

আল্লাহর বাণী:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْناً

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।" (সূরা মায়েদা: ৩)

রাসূল ﷺ বলেন:

لَقَدْ جِئْتُكَ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً

অর্থ: "আমি তোমাদের নিকট একটি স্পষ্ট বিধান নিয়ে এসেছি।" (মোসনাদ আহমদ)

অন্য এক স্থানে নবী ﷺ বলেন:

لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا

অর্থ: "(ইসলামের) রাতগুলো দিনের ন্যায় পরিষ্কার। (ইসলামের প্রতিটি নির্দেশই স্পষ্ট)"। (ইবনে আবি আসেম)

অতএব এ দ্বীনে আজ আর কোনো সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজন নেই। আর সেখানে কোনো কিছু অস্পষ্টও নেই। আক্বীদার ব্যাপার হোক, বা ইবাদতের, বা জীবনযাপন, বা উৎসাহ উদ্দীপনা, বা ভয়ভীতির ব্যাপার হোক, সকল বিষয়ে যতটুকু বলা প্রয়োজন ছিল তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বলে দিয়েছেন। জান্নাতের প্রতি উৎসাহিত ও জাহান্নাম থেকে সতর্ক করার ব্যাপারে, যা যা দরকার ছিল তার সবকিছু আল্লাহ কুরআন মাজীদে স্পষ্ট করেছেন। কুরআন মাজীদের কোনো পৃষ্ঠা এমন নেই যেখানে কোনো না কোনো ভাবে জাহান্নাম বা জান্নাতের উল্লেখ নেই। কুরআন মাজীদের ১১৪টি সূরার মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ এমন আছে যা শুধু হাশর-নাশর, হিসাব-কিতাব, জান্নাত ও

জাহান্নাম সংক্রান্ত বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে। আর রাসূল ﷺ হাদীসের মধ্যে তা আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও আমাদের দেশে জান্নাত ও জাহান্নাম সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিত পুস্তকসমূহে এমন মন গড়া কিছু কাহিনী বুর্যগদের স্বপ্ন, ওলীদের মোরাকাবা মোশাহাদা, এমনকি দুর্বল ও বানোওয়াট হাদীস যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আমাদের দৃষ্টিতে এসবই ইসলামের মধ্যে নতুন সংযোজন, যা পরিষ্কার বাতিল ও গোমরাহি। এতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের স্পষ্ট নাফরমানী রয়েছে।

আল্লাহর বাণী:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوْا اللهَ

অর্থ: "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর।" (সূরা হুজুরাত: ১)

দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তি দু'টি স্পষ্ট জিনিসের ওপর। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ এর সুন্নাত। আমাদের আক্বীদা ও ঈমান আমাদেরকে এসবকে অতিক্রম করার অনুমতি দেয় না। আর আমাদের এতটা হিম্মতও নেই যে, আমরা বুযুর্গদের স্বপ্ন, আকাবেরদের মোরাকাবা, ওলীদের মোকাশাফা বা পীর-ফকীরদের মনগড়া কিচ্ছাকাহিনী মানুষের সামনে আল্লাহর দ্বীন রূপে পেশ করব। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে মুজরিম হিসেবে দাড়াব।

أَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ

অর্থ: "আমি জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।"

রাসূল ﷺ স্বীয় উম্মতদেরকে এ বিষয়ে তাকিদ করেছেন যে, পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার একটিই মাত্র রাস্তা তা হলো, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতকে মজবুতভাবে ধরে থাকা। নবী ﷺ বলেন:

إِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهٖ فَلَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهٖ

অর্থ: "আমি তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি এমন জিনিস বা তোমরা মযবুত ভাবে ধরে থাকলে, কখনো পথ ভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাত।" (মোস্তাদরাক হাকেম)

আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম শুনে তার অনুসরণ করছি, হেদায়েত এবং মুক্তির জন্য আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতই আমাদের জন্য

যথেষ্ট, এর বাহিরে তৃতীয় কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতই যথেষ্ট।

প্রিয় পাঠক! জাহান্নামের বর্ণনা মূলত জান্নাতের বর্ণনারই দ্বিতীয় খণ্ড, যা আলাদা পুস্তক হিসেবে পেশ করা হলো। আশা করছি ফায়দার দিক থেকে উভয় গ্রন্থে কোনো কম বেশি হবে না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর নিকট বিনয়ের সাথে এ কামনা করছি যে, তিনি যেন জান্নাতের বর্ণনা ও জাহান্নামের বর্ণনাকে উৎসাহ ও ভয় প্রদর্শনের উত্তম, মাধ্যম করে সর্ব সাধারণের উপকারের উপকরণ করেন। এ গ্রন্থের ভাল দিকগুলো তিনি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে কবুল করেন। আর তার ভুলভ্রান্তি অসাবধানতাসমূহ ক্ষমা করেন। আমীন!

পূর্বের ন্যায় হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (র)-এর তাহকীক থেকে ফায়দা গ্রহণ করে, রেফারেন্স হিসেবে তাঁর গ্রন্থসমূহের নাম্বার ব্যবহার করা হয়েছে।

সবশেষে শ্রদ্ধাভাজন আলেমগণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা জরুরী মনে করছি। "তাফহিমুসসুন্না" লিখার ক্ষেত্রে আমাকে দিক নির্দেশনা ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন এবং ঐ সমস্ত সাথীদের জন্যও দুআ করছি, যারা হাদীস প্রচারণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে, বিগত ১৫ বছর যাবত হাটি হাটি পা পা করে সাথে চলছেন, আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

প্রিয় পাঠক! এবার আসুন, আমরা সবাই মিলে আমাদের পাক পবিত্র রব এর নিকট, জাহান্নাম থেকে মুক্তির দুআ করি। নিশ্চয়ই তিনি দুআ শ্রবণকারী এবং তা কবুল কারী।

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আমার রব দুআ শ্রবণকারী।" (সূরা ইবরাহীম: ৩৯)

হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা! পাক পবিত্র অনুগ্রহ পরায়ণ প্রভু! তুমি আমাদের মালিক, আমরা তোমার গোলাম, তুমি আমাদের নির্দেশ দাতা, আমরা তোমার নির্দেশ পালনকারী, তুমি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আমরা অধিনস্থ, তুমি অমুখাপেক্ষী আর আমরা তোমার মুখাপেক্ষী, তুমি ধনী আমরা ফকীর, আমাদের জীবন তোমার হাতে, আমাদের ফায়সালা তোমার ইচ্ছাধীন।

হে আমাদের ইজ্জতময় ও বড়ত্বের অধিকারী পবিত্র প্রভূ! তোমার আশ্রয় ব্যতীত আমাদের কোনো আশ্রয় নেই, তোমার সাহায্য ব্যতীত আমাদের কোনো

সাহায্যকারী নেই। তোমার দরজা ব্যতীত আমাদের আর কোনো দরজা নেই। তোমার দরবার ব্যতীত আমাদের কোনো দরবার নেই। তোমার রহমত আমাদের পাথেয়, আর তোমার ক্ষমা আমাদের পুঁজী, হে আমাদের কুদরতময়, বরকতময়, গুণময়, মর্যাদাবান, ওপরে অবস্থানকারী, বড়ত্বের অধিকারী পবিত্র রব, তুমি স্বয়ং বলেছ যে, জাহান্নাম খারাপ ঠিকানা, তার আযাব মর্মন্তুদ, তাতে প্রবেশকারী না জীবিত থাকবে না মৃত্যুবরণ করবে, অতএব যাকে তুমি জাহান্নামে দিলে সে তো লাঞ্ছিত হয়েই গেল।

হে আমাদের ক্ষমা পরায়ন, দোষ গোপনকারী, অত্যন্ত দয়াময় রব! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি, আমরা আমাদের সমস্ত কবীরা সগীরা, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য, বুঝা না বুঝা, জানা অজানা, গুনাহ্সমূহের কথা স্বীকার করছি, তোমার আযাবের ভয় করছি, তোমার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, আর প্রত্যেক ঐ কথা ও কাজ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যা জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে।

হে শান্তিদাতা, নিরাপত্তা দাতা, গুনাহ্ ক্ষমাকারী, দোষক্রটি গোপনকারী পবিত্র প্রভু! যেভাবে এ দুনিয়াতে তোমার দয়ায় আমাদের গুনাহ্সমূহকে গোপন করে রেখেছ এভাবে কিয়ামতের দিনও স্বীয় রহমত দ্বারা আমাদের গুনাহ্সমূহকে ঢেকে রাখ, আর স্বীয় রহমত দ্বারা ঐ দিনের অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

হে আরশে আযীমের মালিক, আকাশ ও জমিনের মালিক, প্রতিদান দিবসের মালিক, সমস্ত বাদশাহ্দের বাদশাহ্, বিচারকদের বিচারক পবিত্র রব! যদি তুমি আমাদের প্রতি দয়া না কর, তাহ্লে তুমিই বল যে আমাদের প্রতি কে দয়া করবে? যদি তুমি আমাদেরকে আশ্রয় না দাও, তাহ্লে কে আমাদেরকে আশ্রয় দিবে? যদি তুমি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে না বাঁচাও তাহ্লে আমাদেরকে কে বাঁচাবে, তুমি যদি আমাদেরকে দূরে ঠেলে দাও তাহ্লে কে আমাদের প্রতি দয়া করবে।

হে জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও মুহাম্মদ ﷺ-এর পবিত্র রব! আমরা জাহান্নাম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই, তোমার রহমতের আশা রাখি যে, কিয়ামতের দিন তুমি আমাদেরকে নিরাশ করবে না। "আর আল্লাহর নিকট আশা রাখি যে, প্রতিদান দিবসে তিনি আমদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা শুআরা: ৮২)

জাহান্নামের অস্তিত্বের প্রমাণ

মাসআলা-১ : রাসূলুল্লাহ বলেন, ﷺ আবু সামামা আমর বিন মালেককে জাহান্নামে তার নাড়ী ভুঁড়ি হেঁচড়িয়ে নিয়ে চলতে দেখেছিঃ

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ

অর্থঃ "জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন, আমি আবু সামামা আমর বিন মালেককে জাহান্নামে তার নাড়ী ভুঁড়ি হেঁচড়িয়ে নিয়ে চলতে দেখেছি।" (মুসলিম)[৩]

মাসআলা-২ : কবরে জাহান্নামীকে জাহান্নামে তার ঠিকানা দেখানো হয়ঃ

عَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ، فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ»

অর্থ: "ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তখন সকাল সন্ধ্যায় তাকে তার ঠিকানা দেখানো হয়। যদি জান্নাতী হয় তাহলে জান্নাতে তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়, আর যদি জাহান্নামী হয়, তাহলে জাহান্নামে তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়।" (বুখারী ৪/৩২৪০)[৪]

---

[৩] কিতাবুল কুসুফ।

[৪] কিতাবু বাদয়িল খালক, বাব মাযায়া ফি সিফাতিল জান্না।

জাহান্নামের দরজাসমূহ

মাসআলা-৩ : জাহান্নামের সাতটি দরজা:

মাসআলা-৪ : প্রত্যেক জাহান্নামী নিজ নিজ গুনাহ অনুযায়ী নিদৃষ্ট দরজা দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে:

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ـ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ

অর্থ: তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম, এর সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য এক একটি পৃথক দল আছে।" (সূরা হিজর:৪৩-৪৪)

মাসআলা-৫ : কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা জাহান্নামের বন্ধ দরজাসমূহ খুলে দিবে যাতে করে জাহান্নামীরা পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে সেখানে প্রবেশ করতে পারে:

নোট: এ সংক্রান্ত আয়াতটি ১৯২ নং মাসআলায় দ্রঃ।

মাসআলা-৬ : জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর জাহান্নামের দরজাসমূহ মজবুত করে বন্ধ করে দেয়া হবে:

নোট: এ সংক্রান্ত আয়াতটি ১৩৩নং মাসআলায় দ্রঃ।

জাহান্নামের স্তরসমূহ

(আমরা আল্লাহর নিকট জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাই, কেননা তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক অমুখাপেক্ষী যিনি কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি, আর তিনি কাওকে জন্মও দেন নি, আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।)

মাসআলা-৭ : জাহান্নামের স্তরসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে সর্বাধিক কঠিন আযাব হবে, আর ওপরের স্তরসমূহে হালকা আযাব হবে:

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»

অর্থ: "আব্বাস বিন আব্দুল মোত্তালেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আবু তালেব আপনাকে রক্ষণাবেক্ষণ করত, আপনার জন্য অন্যদের ওপর অসন্তুষ্ট হত,তা কি তার কোনো উপকারে আসবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। সে জাহান্নামের ওপরে স্তরে আছে, যদি আমি তার জন্য সুপারিশ না করতাম, তাহলে সে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকত।" (মুসলিম ১/২০৯)[৫]

মাসআলা-৮ : মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে:

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْراً

অর্থ: "নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে, আর তোমরা তাদের জন্য কখনো কোনো সাহায্যকারী পাবে না।" (সূরা নিসা: ১৪৫)

মাসআলা-৯ : জাহান্নামের স্তরসমূহ বিভিন্ন গুনাহের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তির জন্য নির্দৃষ্ট থাকবে:

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: «إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى عُنُقِهِ

অর্থ: "সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন: কোনো কোনো জাহান্নামীকে আগুন তার টাখনু পর্যন্ত জ্বালাবে, কোনো কোনো লোককে কোমর পর্যন্ত, আর কোনো কোনো লোককে গর্দান পর্যন্ত।" (মুসলিম)[৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُوْدِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُوْدِ»

---

[৫] কিতাবুল ঈমান বাব সাফায়াতুন্নাবী (স) লি আবি তালেব।

[৬] কিতাবুল জান্না, বাব জাহান্নাম।

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: জাহান্নামের আগুন আদম সন্তানের সিজদার স্থান ব্যতীত সমস্ত শরীর জ্বালিয়ে দিবে, সিজদার স্থানটুকু জ্বালানো আল্লাহ জাহান্নামের জন্য হারাম করেছেন।" (ইবনে মাজা ২/৪৩২৬) [৭]

মাসআলা-১০ : জাহান্নামের একটি স্তরের নাম জাহীম:

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

অর্থ: "তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে, পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহিম (জাহান্নাম)। (সূরা নাযিয়াত: ৩৭-৩৯)

মাসআলা-১১ : জাহান্নামের আরেকটি স্তরের নাম হুতামা:

كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ

অর্থ: কখনো নয়, অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামা'য়। আর কিসে তোমাকে জানাবে হুতামা কি? আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন। যা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। নিশ্চয় তা তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখবে লম্বা খুঁটিতে। (সূরা হুমাযাহ ১০৪:৪-৬)

মাসআলা-১২ : জাহান্নামের আরেকটি স্তরের নাম হাবিয়া:

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ

অর্থ: "অতএব যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া, আপনি কি জানেন তা কি? (তাহলো) প্রজ্জলিত অগ্নি।" (সূরা কারিয়া : ৮-১১)

মাসআলা-১৩ : জাহান্নামের আরেকটি স্তরের নাম সাকার:

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ

অর্থ: " অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাব। কিসে তোমাকে জানাবে জাহান্নামের আগুন কী? এটা অবশিষ্টও রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না। চামড়াকে দগ্ধ করে কালো করে দেবে। (সূরা মুদ্দাসসির ৭৪:২৬-২৯)

মাসআলা-১৪ : জাহান্নামের আরেকটি স্তরের নাম লাযা:

كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ

---

[৭] কিতাবুযযুহদ, বাব সিফাতিন্নার, (২/৩৪৯২)

অর্থঃ কখনো নয়! এটিতো লেলিহান আগুন। যা মাথার চামড়া খসিয়ে নেবে। জাহান্নাম তাকে ডাকবে যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আর সম্পদ জমা করেছিল, অতঃপর তা সংরক্ষণ করে রেখেছিল। (সূরা মাআরিজ ৭০:১৫-১৮)

মাসআলা-১৫ : জাহান্নামের আরেকটি স্তরের নাম সাঈরঃ

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ

অর্থঃ " আর তারা বলবে, 'যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের মধ্যে থাকতাম না'। অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অতএব ধ্বংস জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের জন্য। (সূরা মূলক ৬৭:১০-১১)

মাসআলা-১৬ : জাহান্নামের আরেকটি স্তরের নাম হবে যামহারীরঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১২৫ নং মাসআলা দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-১৭ : জাহান্নামের একটি নালার নাম ওয়াইলঃ

اِنْطَلِقُوْا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

অর্থঃ " যাও তিন কুণ্ডলী বিশিষ্ট আগুনের ছায়ায়, যা ছায়াদানকারী নয় এবং তা জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মোকাবেলায় কোনো কাজেও আসবে না। নিশ্চয় তা (জাহান্নাম) ছড়াবে প্রাসাদসম স্ফুলিঙ্গ। তা যেন হলুদ উষ্ট্রী। মিথ্যারোপ কারীদের জন্য সেদিনের দুর্ভোগ! (সূরা মুরসালাত ৭৭:৩০-৩৪)

জাহান্নামের গভীরতা

মাসআলা-১৮ : জাহান্নামে একটি পাথর নিক্ষেপ করলে তা তার তলদেশে গিয়ে পৌছতে ৭০ বছর সময় লাগেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَتَدْرُوْنَ مَا هٰذَا؟» قَالَ: قُلْنَا:

اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هٰذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا، فَهُوَ يَهْوِيْ فِي النَّارِ الْآنَ، حَتّٰى انْتَهٰى إِلٰى قَعْرِهَا»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা একদা রাসূল (স- এর সাথে ছিলাম, এমন সময় একটি বিকট শব্দ শোনা গেল, রাসূল ﷺ বললেন: তোমরা কি জান এটা কিসের শব্দ? (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এব্যাপারে ভাল জানেন। তিনি বললেন: এটি একটি পাথর, যা আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, আর তা তার তলদেশে যেতে ছিল এবং এত দিনে সেখানে গিয়ে পৌছেছে"। (মুসলিম ৪/২৮৪৪) [৮]

মাসআলা-১৯ : জাহান্নামের প্রশস্ততা আকাশ ও জমিনের দূরত্বের চেয়ে অধিক:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন: বান্দা মুখ দিয়ে এমন কথা বলে ফেলে, যার ফলে জাহান্নামে আকাশ ও যমিনের দূরত্বের চেয়েও গভীরে চলে যায়।"

(মুসলিম ৪/২৯৮৮) [৯]

মাসআলা-২০ : জাহান্নামের বাউন্ডারির দু'টি দেয়ালের মাঝে ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لِسُرَادِقِ النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدُرٍ، بَيْنَ كُلِّ جِدَارٍ مِثْلُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً»

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ বলেছেন: জাহান্নামের বাউণ্ডারীর দুই দেয়ালের মাঝে ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব।" (আবু ইয়ালা ২/১৩৫৮) [১০]

---

[৮] কিতাব সিফাতুল মুনাফিকীন, বাব জাহান্নাম।
[৯] কিতাবুয যুহদ, বাব হিফযুল লিসান।
[১০] আবু ইয়ালা লিল আসারী, ২য় খণ্ড, হাদীস নং১৩৫৮।

মাসআলা-২১ : জাহান্নামে এক এক কাফিরের কান ও কাঁধের মাঝে ৭০ বছরের রাস্তার দূরত্বঃ

عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ أَتَدْرِي مَا سِعَةُ جَهَنَّمَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ مَا تَدْرِي، إِنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ عَاتِقِهِ مَسِيْرَةَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا، تَجْرِي فِيْهَا أَوْدِيَةُ الْقَيْحِ وَالدَّمِ، قُلْتُ: أَنْهَارًا؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَوْدِيَةٌ،

অর্থঃ "মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাকে ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেনঃ তুমি কি জান যে জাহান্নামের গভীরতা কতটুকু? আমি বললামঃ না।

তিনি বললেনঃ তাহলে আল্লাহর কসম! তুমি জান না যে জাহান্নামীর কানের লতি থেকে তার কাঁধ পর্যন্ত সত্তর বছরের রাস্তার দূরত্ব, যার মাঝে থাকে রক্ত ও পুঁজের ঝর্ণাসমূহ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, নদীও কি প্রবাহিত হবে? তিনি বললেনঃ না বরং ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হবে।" (আবূ নুয়াইম ফিল হুলিয়া)[১১]

মাসআলা-২২ : আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি জীবের মধ্যে হাজারে ৯৯৯ জন লোক জাহান্নামে যাবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ২৪২ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২৩ : হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামে যাওয়া সত্ত্বেও জাহান্নামে খালি থেকে যাবে এবং জাহান্নাম আরো লোক পেতে চাইবেঃ

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ

অর্থঃ "যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব যে, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবে আরো আছে কি?" (সূরা ক্বাফঃ ৩০)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُوْلُ: هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ، حَتَّى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعِزَّةِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ: قَطْ قَطْ، وَعِزَّتِكَ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ"

---

[১১] শরহুসসুন্না, খ. ১৫ পৃ. ২৫১।

অর্থ: "আনাস বিন মালেক (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: সর্বদাই জাহান্নাম বলতে থাকবে যে আরো কি আছে? আরো কি আছে? এমনকি আল্লাহ তাআলা তাঁর কদম জাহান্নামে রাখবেন, তখন সে বলবে: তোমার ইজ্জতের কসম! যথেষ্ট যথেষ্ট। আর তখন জাহান্নামের এক অংশ অপর অংশের সাথে মিলিত হয়ে যাবে।" (মুসলিম ৪/২৮৪৮) [১২]

মাসআলা-২৪ : জাহান্নামকে হাশরের মাঠে নিয়ে আসতে চারশ নব্বই কোটি ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا»

অর্থ: "আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে হাশরের মাঠে আনা হবে, তখন তার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে, আর প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা ধরে টেনে টেনে তা নিয়ে আসবে।" (মুসলিম ৪/২৮৪২) [১৩]

জাহান্নামের আযাবের ভয়াবহতা

(আল্লাহ তাঁর স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তা থেকে বাঁচান, আর তিনিই একমাত্র এর ক্ষমতাবান)

মাসআলা-২৫ : কাফিরকে দূর থেকে আসতে দেখে জাহান্নাম রাগে ও ক্রোধে এমন আওয়াজ করবে যে তা শুনে কাফির অজ্ঞান হয়ে যাবে:

إِذَا رَأَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا

অর্থ: "জাহান্নাম যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার।" (সূরা ফুরকান: ১২)

নোট: আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, যখন জাহান্নামীকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন জাহান্নাম আওয়াজ করতে থাকবে, আর এমন এক কম্পনের সৃষ্টি করবে যে, এর ফলে সমস্ত হাশরবাসী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে।

---

[১২] কিতাবুল জান্না ওয়ান্নার, বাব জাহান্নাম।
[১৩] প্রাগুক্ত।

ওবাইদ বিন ওমাইর (রা) বলেনঃ যে যখন জাহান্নাম রাগে কম্পন করতে থাকবে হট্টগোল ও চিল্লা চিল্লি শুরু করবে, তখন সমস্ত নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতা এবং উঁচু পর্যায়ের নবীগণও কেঁপে উঠবে। এমন কি খালিলুল্লাহ ইবরাহিম (আ) ও নতজানু হয়ে পড়ে যাবেন আর বলতে থাকবে যে, হে আল্লাহ! আজ আমি তোমার নিকট শুধু আমার নিরাপত্তা চাই, আর কিছু চাই না।

একদা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) রাবী (রা)-কে সাথে নিয়ে যাচ্ছিলেন, (চলতে চলতে) রাস্তায় একটি চুলা দেখতে পেলেন, যেখানে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্ছিল, তা দেখে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) অনিচ্ছা সত্ত্বেই সূরা ফুরকানের ওপরে উল্লেখিত আয়াতটি পাঠ করলেন, আর তা শুনা মাত্রই রাবি (রা) বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন, খাটে উঠিয়ে তাকে ঘরে আনা হলো, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) তার পাশে বসে থাকলেন, কিন্তু তার হুশ ফিরাতে পারলেন না।" (ইবনে কাসীর)

মাসআলা-২৬ : যখন কাফিরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নাম কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্য ভয়ানক আওয়াজ করতে থাকবেঃ

إِذَآ أُلْقُوا۟ فِيهَا سَمِعُوا۟ لَهَا شَهِيقًا وَهِىَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ

অর্থঃ "যখন তারা (জাহান্নামে) নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে, ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে।" (সূরা মূলকঃ ৭-৮)

মাসআলা-২৭ : জাহান্নাম কাফিরকে শাস্তি দেয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে থাকবেঃ

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِّلطَّاغِينَ مَآبًا لَّابِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا

অর্থঃ "নিশ্চয়ই জাহান্নাম প্রতিক্ষায় থাকবে, সীমালংঘন কারীদের আশ্রয়স্থল রূপে, তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে।" (সূরা নাবাঃ ২১,২৩)

মাসআলা-২৮ : জাহান্নামের আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করার জন্য আল্লাহ এমন ফেরেশতা নির্ধারণ করে রেখেছেন যারা অত্যন্ত রুক্ষ, নির্দয় ও কঠোর স্বভাব সম্পন্ন, যাদের সংখ্যা হবে ৯৯ জনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

অর্থঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদেরকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে

নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের অধিকারী ফেরেশতাগণ, আল্লাহ যা আদেশ করেন তারা তা অমান্য করে না, আর যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে।" (সূরা তাহরীম: ৬)

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

অর্থ: "এর ওপর (জাহান্নামে) নিয়োজিত আছে ১৯ জন ফেরেশতা।" (সূরা মুদ্দাসসির: ৩০)

মাসআলা-২৯ : জাহান্নামের আযাব দেখা মাত্রই কাফেরের চেহারা কাল হয়ে যাবে:

وَالَّذِيْنَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعاً مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

অর্থ: আর যারা মন্দ উপার্জন করবে, প্রতিটি মন্দের প্রতিদান হবে তারই অনুরূপ; আর লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদের কোনো রক্ষাকারী নেই। যেন অন্ধকার রাতের এক অংশ দিয়ে তাদের চেহারাগুলো ঢেকে দেয়া হয়েছে। তারাই আগুনের অধিবাসী, তারা তাতে স্থায়ী হবে।(সূরা ইউনুস ১০:২৭)

মাসআলা-৩০ : জাহান্নামীদের চামড়া যখন জ্বলে যাবে, তখন সাথে সাথে অন্য চামড়া লাগিয়ে দেয়া হবে, যেন আযাবের ধারাবাহিকতায় কোনো বিরতি না ঘটে:

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْداً غَيْرَهَا لِيَذُوْقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيْزاً حَكِيْماً

অর্থ: নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব আগুনে। যখনই তাদের চামড়াগুলো পুড়ে যাবে তখনই আমি তাদেরকে পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে যাতে তারা আস্বাদন করে আযাব। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা ৪:৫৬)

মাসআলা-৩১ : জাহান্নামের আযাবে অসহ্য হয়ে জাহান্নামী মৃত্যু কামনা করবে কিন্তু তার মৃত্যু হবে না:

وَإِذَآ أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝ لَّا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا

অর্থ: যখন এক শিকলে কয়েকজনকে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোনো সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। বলা হবে, আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না অনেক মৃত্যুকে ডাক। (সূরা ফুরকান ২৫:১৩-১৪)

মাসআলা-৩২ : জাহান্নামের আগুন যখনই হালকা হতে শুরু করবে তখনই ফেরেশতাগণ তাকে প্রজ্বলিত করবেঃ

وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا

অর্থঃ আর আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং যাকে তিনি পথহারা করেন তুমি কখনো তাদের জন্য আল্লাহকে ছাড়া কোনো অভিভাবক পাবে না। আর আমি কিয়ামতের দিনে তাদেরকে একত্র করব উপুড় করে, অন্ধ, মূক ও বধির অবস্থায়। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম; যখনই তা নিস্তেজ হবে তখনই আমি তাদের জন্য আগুন বাড়িয়ে দেব। (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৯৭)

মাসআলা-৩৩ : জাহান্নামীদের ওপর তাদের আযাব এক পলকের জন্যও হালকা হবে নাঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ

অর্থঃ আর যারা কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের প্রতি এমন কোনো ফয়সালা দেয়া হবে না যে, তারা মারা যাবে, এবং তাদের থেকে জাহান্নামের আযাবও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সূরা ফাত্বির ৩৫:৩৬)

মাসআলা-৩৪ : জাহান্নামের আযাব দেখে সমস্ত নবীগণ আল্লাহর নিকট শুধু আত্মরক্ষার জন্য আবেদন করবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ৩১৩ নং মাসআলা দ্রঃ

মাসআলা-৩৫ : জাহান্নামের আযাব জীবনকে সংকীর্ণময় করে দিবেঃ

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً

অর্থ: " আর যারা বলে, 'হে আমাদের রব! তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয় এর আযাব হলো অবিচ্ছিন্ন'। 'নিশ্চয় তা অবস্থানস্থল ও আবাসস্থল হিসেবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট'। (সূরা ফুরকান ২৫:৬৫-৬৬)

মাসআলা-৩৬ : জীবনভর পৃথিবীর বড় বড় নিআমতসমূহ ভোগকারী ব্যক্তি, যখন জাহান্নামের আযাবসমূহকে এক পলক দেখবে তখন সে পৃথিবীর সমস্ত নিআমতের কথা ভুলে যাবেঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ "

অর্থ: "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, যার জাহান্নামী হওয়ার ফায়সালা হয়ে গেছে, যে পৃথিবীতে অত্যধিক আরাম আয়েসে জীবন যাপন করেছে, তাকে এক পলকের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে ইবনে আদম! পৃথিবীতে কি তুমি কোনো নিআমত ভোগ করেছিলে? পৃথিবীতে কি কখনো তুমি নিআমত ভরপুর পরিবেশে ছিলে? সে বলবে: হে আমার প্রভূ! তোমার কসম! কখনো নয়। এর পর এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে যে জান্নাতী হবে, কিন্তু পৃথিবীতে খুব কষ্ট করে জীবন যাপন করেছিলো, তাকে জান্নাতে এক পলকের জন্য পাঠানো হবে, এর পর তাকে

জিজ্ঞেস করা হবে হে ইবনে আদম! কখনো কি তুমি দুনিয়াতে কোনো কষ্ট ভোগ করেছ? বা চিন্তিত ছিলে? সে বলবে হে আমার প্রভু! তোমার কসম! কখনো নয়। আমি কখনো চিন্তা যুক্ত ছিলাম আর না কখনো কোনো দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছি।" (মুসলিম ৪/২৮০৭) [১৪]

মাসআলা-৩৭ : জাহান্নামে কখনো মৃত্যু হবে না যদি মৃত্যু হত তাহলে জাহান্নামী জাহান্নামের আযাবের চিন্তায় মরে যেত:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي ﷺ يَرْفَعُهُ. قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُتِيَ بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الأَمْلَحِ. فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. فَيُذْبَحُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ. فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ. وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ حُزْنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ»

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে একটি কালোর মাঝে সাদা লোম বিশিষ্ট ভেড়ার আকৃতিতে এনে, জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে রেখে যবাই করা হবে। জান্নাতী ও জাহান্নামীরা এ দৃশ্য দেখতে থাকবে। যদি খুশিতে মরা সম্ভব হত, তাহলে জান্নাতীরা খুশিতে মরে যেত, আর যদি চিন্তায় মরা সম্ভব হত, তাহলে জাহান্নামীরা চিন্তায় মরে যেত।" (তিরমিযী ৪/২৫৫৮) [১৫]

জাহান্নামের আগুনের গরমের প্রচণ্ডতা

(হে আল্লাহ! আমরা তোমার দয়া ও অনুগ্রহে জাহান্নামের কঠিন গরম থেকে আশ্রয় চাই, তুমি অত্যন্ত দয়ালু ও দাতা)

মাসআলা-৩৮ : জাহান্নামের আগুনের প্রথম স্ফুলিংগই জাহান্নামীদের শরীর মাংশকে হাড্ডি থেকে আলাদা করে দিবে:

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ

অর্থ: "আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে, আর তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে।" (সূরা মু'মিনূন: ১০৪)

---

[১৪] কিতাবুল মুনাফিকীন, বাব ফিল কুফফার।

[১৫] আবওয়াব সিফাতিল জান্না, বাব মাযায়া ফি খুলুদি আহলিল জান্না। (২/২০৭৩)

كَلَّآ إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ

অর্থ: "কখনো নয় নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি যা চামড়া তুলে দিবে।" (সূরা মাআরিজ: ১৫,১৬)

মাসআলা-৩৯ : জাহান্নামের আগুন মানুষকে না জীবিত থাকতে দিবে আর না মরতে দিবে:

وَمَآ أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ

অর্থ: "আপনি কি জানেন অগ্নি কি? এটা অক্ষতও রাখবে না এবং ছাড়বেও না, মানুষকে দগ্ধ করবে।" (সূরা মুদ্দাসসির: ২৭-২৯)

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا

অর্থ: "আর যে হতভাগা সে তা উপেক্ষা করবে, সে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করবে, অতপর সেখানে সে মরবেও না আর জীবন্তও থাকবে না।" (সূরা আলা: ১১-১৩)

মাসআলা-৪০ : জাহান্নামের আগুনের একটি সাধারণ স্ফুলিংগ অট্টালিকা সম হবে:

اِنطَلِقُوٓا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ

অর্থ: "চল তোমরা তিন কুণ্ডলী বিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না। এটা অট্টালিকা সদৃশ বৃহৎ স্ফুলিংগ নিক্ষেপ করবে যেন সে পীত বর্ণ উষ্ট্র শ্রেণী।" (সূরা মুরসালাত: ৩০-৩৩)

মাসআলা-৪১ : জাহান্নামের আগুন ধারাবাহিক ভাবে উত্তপ্ত হবে যা কখনো ঠাণ্ডা হবে না:

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ

অর্থ: "অতএব আমি তোমাদেরকে প্রজ্জলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি।" (সূরা লাইল: ১৪)

نَارًا حَامِيَةً

অর্থ: "তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে।" (সূরা গাশিয়া: ৪)

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ

অর্থ: "আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া, আপনি কি জানেন তা কি? তা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।" (সূরা কারিয়া: ৮-১১)

মাসআলা-৪২ : জাহান্নামের আগুন যখনই ঠাণ্ডা হতে যাবে, তখনই তার পাহারাদার তা উত্তপ্ত করে দিবে:

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْراً

অর্থ: "যখনই তা নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে, তখন তাদের জন্য অগ্নি আরো বৃদ্ধি করে দিব।" (সূরা বনী ইসরাঈল: ৯৭)

মাসআলা-৪৩ : জাহান্নামের আগুন তাতে প্রবেশকারী সমস্ত মানুষকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবে:

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

অর্থ: "কখনো না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্ট কারীর মধ্যে, আপনি কি জানেন পিষ্টকারী কি? এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে, এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে। লম্বা লম্বা খুঁটিতে।" (সূরা হুমাযা: ৪-৯)

মাসআলা-৪৪ : জাহান্নামের আগুনের জ্বালানী হবে পাথর ও মানুষ:

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ

অর্থ: "সে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।" (সূরা বাক্বারা: ২৪)

মাসআলা-৪৫ : জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৬৯ গুণ বেশি গরম আর তার প্রতি অংশে গরমের এত প্রচণ্ডতা রয়েছে যেমন দুনিয়ার আগুনে রয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوْقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا، مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ» قَالُوْا: وَاللهِ

إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً. يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: «فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْءًا، كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: তোমাদের এ আগুন যা বনি আদম জ্বালায়, তা জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগর এক ভাগ। তারা (সাহাবাগণ) বলল: আল্লাহর কসম! যদি (দুনিয়ার আগুনের মত হত) তাহলেই তো যথেষ্ট ছিল, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন: কিন্তু তা হবে দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৬৯ গুণ বেশি গরম। আর তার প্রত্যেকটি অংশ দুনিয়ার আগুনের ন্যায় গরম হবে।" (মুসলিম ৪/২৮৪৩)[১৬]

মাসআলা-৪৬ : জাহান্নামের পাহারাদার একাধারে জাহান্নামের আগুন প্রজ্জলিত করে চলছে:

عَنْ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالاَ الَّذِيْ يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ، وَأَنَا جِبْرِيْلُ وَهَذَا مِيْكَائِيْلُ»

অর্থ: "সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেন: আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার নিকট দু'জন লোক এসেছে এবং তারা বলল: যে ব্যক্তি আগুন প্রজ্জ্বলিত করছে সে জাহান্নামের পাহারাদার মালেক আর আমি জিবরাঈল, আর সে হলো মীকাঈল।" (বুখারী ৪/৩২৩৬)[১৭]

মাসআলা-৪৭ : যদি লোকেরা জাহান্নামের আগুন দেখত তাহলে হাসা ভুলে যেত, স্ত্রী সহবাসের চাহিদা থাকত না। শহরের আরামদায়ক জীবন পরিত্যাগ করে জঙ্গলে চলে গিয়ে সর্বদা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকত:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُوْنَ، إِنَّ السَّمَاءَ أَطَّتْ، وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّٰهِ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا

[১৬] কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা। বাবু জাহান্নাম।
[১৭] কিতাব বাদউল খালক, বাব যিকরিল মালাইকা।

أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ، تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللهِ.

অর্থ: "আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি ঐ সমস্ত বিষয়সমূহ দেখছি যা তোমরা দেখতেছ না। আর ঐ সমস্ত বিষয় শুনছি যা তোমরা শুনতেছ না। নিশ্চয় আকাশ আবোল তাবল বকছে, আর তার উচিতও তা করা, কেননা তার মাঝে কোথাও এক বিঘা পরিমাণ স্থান নেই যেখানে কোনো কোনো ফেরেশতা আল্লাহর জন্য সিজদা করে নাই। আল্লাহর কসম! যদি তোমরা তা জানতে যা আমি জানি, তাহলে তোমরা কম হাসতে আর বেশি করে কাঁদতে। বিছানায় স্ত্রীর সাথে আরামদায়ক রাত্রিযাপন ত্যাগ করতে, আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য জঙ্গল ও মরুভূমিতে চলে যেতে।" (ইবনে মাজাহ ২/৪১৯০) [১৮]

নোট: মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আপনি কি দেখেছেন? তিনি বললেন: আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছি।" (এ বিষয়ে আল্লাহই ভাল জানেন)

মাসআলা-৪৮ : জাহান্নামের আগুনের হাওয়া সহ্য করাও মানুষের সাধ্যাতীত:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ، وَذَلِكُمْ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِي تَأَخَّرْتُ، مَخَافَةَ أَنْ يُصِيْبَنِيْ مِنْ لَفْحِهَا.

অর্থ: "জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: (সূর্য গ্রহণের নামাযের সময়) আমার সামনে জাহান্নাম নিয়ে আসা হলো, আর তা ঐ সময় আনা হয়েছিল, যখন তোমরা নামাযের সময় আমাকে স্বীয় স্থান পরিবর্তন করে পিছনে আসতে দেখেছিলে। আর তখন আমি এ ভয়ে পিছনে এসে ছিলাম যেন আমার শরীরে জাহান্নামের আগুনের হাওয়া না লাগে।" (মুসলিম ২/৯০৪) [১৯]

[১৮] কিতাবুয যুহদ, বাবুল হযন ওয়াল বুকা।
[১৯] কিতাবুল কুসূফ।

মাসআলা-৪৯ : গরমের সময় প্রচণ্ড গরম জাহান্নামের আগুনের বাষ্পের কারণেই হয়ে থাকে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﷺ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ "

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন: যখন কঠিন গরম হয়, তখন নামাযের মাধ্যমে তা ঠাণ্ডা কর। কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের গরম বাষ্প থেকে হয়। জাহান্নাম আল্লাহর নিকট অভিযোগ করল যে, হে আমার রব! গরমের প্রচণ্ডতায় আমার এক অংশ অপর অংশকে খাচ্ছে। এরপর আল্লাহ্ তাকে বছরে দু' বার শ্বাস ত্যাগের অনুমতি দিলেন। একটি ঠাণ্ডার সময়, আর অপরটি গরমের সময়। তোমরা গরমের সময় যে কঠিন গরম অনুভব কর, তা এ শ্বাস ত্যাগের কারণে, আর শীতের সময় যে কঠিন শীত অনুভব কর তাও ঐ শ্বাস ত্যাগেরই কারণে।" (বুখারী ১/৫৩৫, ৫৩৬) [২০]

মাসআলা-৫০ : জাহান্নামের বাষ্পের কারণে জ্বর হয়ে থাকে:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اَلْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ»

অর্থ: "আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন: জ্বর জাহান্নামের বাষ্পের কারণে হয়ে থাকে, অতএব তাকে পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর।" (বুখারী ৪/৩২৬৩) [২১]

মাসআলা-৫১ : জাহান্নামের আগুনের কল্পনা, যে ব্যক্তি মাথায় রাখে এমন ব্যক্তি আরামের ঘুম ঘুমাতে পারে না:

---

[২০] কিতাব মাওয়াকিতিসসালা, বাব ইবরাদ বিজ্জহর ফি সিদ্দাতিল হার।

[২১] কিতাব বাদউল খালক বাব ফি সিফাতিন্নার।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী কোনো ব্যক্তিকে আমি আরামে ঘুমাতে দেখি নি। আর জান্নাত লাভে আগ্রহী কোনো ব্যক্তিকেও আমি আরামে ঘুমাতে দেখি নি।" (তিরমিযী ৪/২৬০১) [২২]

মাসআলা-৫২ : জাহান্নামের আগুন ধারাবাহিকভাবে প্রজ্বলিত করার কারণে লাল না হয়ে তা অত্যন্ত কাল হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: أَتُرَوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هٰذِهِ؟ لَهِيَ أَسْوَدُ مِنَ الْقَارِ.

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তোমরা কি জাহান্নামের আগুনকে দুনিয়ার আগুনের ন্যায় লাল হবে মনে কর? তা হবে আলকাতরার চেয়েও কাল।" (মালেক ৫/৩৬৪৮) [২৩]

জাহান্নামের হালকা শাস্তি

(আল্লাহ্ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। তার হতেই সর্বময় কল্যাণ।)

মাসআলা-৫৩ : জাহান্নামে সবচেয়ে হালকা আযাব হবে এই যে, জাহান্নামীর পায়ে আগুনের জুতা পরানো হবে, যার ফলে তার মস্তিষ্ক বিগলিত হতে থাকবে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُوْ طَالِبٍ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ»

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জাহান্নামে সবচেয়ে হালকা আযাব দেয়া হবে আবু তালেবকে, সে এক জোড়া

---

[২২] আবওয়াব সিফাতু জাহান্নাম। বাবা ইন্না লিন্নারি নাফাসাইন। (২/২০৯৭)
[২৩] শরহুসসুন্না, কিতাবুল জামে, বাব মাযায়া ফি সিফাতি জাহান্নাম। (৯৫/২৪০)

জুতা পরে থাকবে, আর এর ফলে তার মস্তিষ্ক বিগলিত হয়ে পড়তে থাকবে।" (মুসলিম ১/২১২) [২৪]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ، يَغْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ»

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জাহান্নামে সবচেয়ে হালকা আযাব ঐ ব্যক্তিকে দেয়া হবে, যাকে এক জোড়া জুতা পরিয়ে দেয়া হবে, আর এর ফলে তার মস্তিষ্ক গলে গলে পড়তে থাকবে।" (মুসলিম ১/২১১) [২৫]

মাসআলা-৫৪ : হালকা আযাব দেয়ার জন্য কোনো কোনো মুজরিমদের পায়ের নিচে আগুনের আঙ্গরা রাখা হবে:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، رضي الله عنه يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُوْلُ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ»

অর্থ: "নো'মান বিন বাশির (রা) খোতবা রত অবস্থায় বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তি হবে ঐ ব্যক্তির, যার পায়ের নিচে দু'টি আগুনের আঙ্গরা রাখা হবে, যার ফলে তার মস্তিষ্ক গলে গলে পড়তে থাকবে।" (মুসলিম ১/২১৩) [২৬]

জাহান্নামীদের অবস্থা

মাসআলা-৫৫ : জাহান্নামের আযাবের কারণে জাহান্নামী চিৎকার করে ভয়ানক আওয়াজ করতে থাকবে আর সেখানে এত হট্টগোল হবে যে, এর ফলে কোনো আওয়াজই স্পষ্ট করে কানে শোনা যাবে না:

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ

---

[২৪] কিতাবুল ঈমান বাব শাফায়াতুন্নবী (স) লি আবি তালেব।

[২৫] কিতাবুল ঈমান বাব শাফায়াতুন্নবী (স) লি আবি তালেব।

[২৬] কিতাবুল ঈমান বাব শাফায়াতুন্নবী (স) লি আবি তালেব।

অর্থ: "তারা সেখানে চিৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না।" (সূরা আম্বিয়া: ১০০)

মাসআলা-৫৬ : জাহান্নামে জাহান্নামীদের না মৃত্যু হবে আর না তাদের আযাব হালকা হবে:

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُوْرٍ

অর্থ: "আর যারা কাফির তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।" (সূরা ফাতির: ৩৬)

মাসআলা-৫৭ : জাহান্নামীদের শরীরের চামড়া যখনই জ্বলে যাবে, তখনই তার স্থলে আবার নতুন চামড়া লাগিয়ে দেয়া হবে, যাতে তারা একাধারে অযাবে লিপ্ত থাকে:

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْداً غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيْزاً حَكِيْماً

অর্থ: " নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব আগুনে। যখনই তাদের চামড়াগুলো পুড়ে যাবে তখনই আমি তাদেরকে পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আস্বাদন করে আযাব। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা ৪:৫৬)

মাসআলা-৫৮ : জাহান্নামীদের চেহারা কাল কুৎসিত হবে:

নোট: এ সংক্রান্ত আয়াতটি ২৯ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৫৯ : জাহান্নামীদের চেহারার চামড়া দগ্ধ হয়ে থাকবে আর তাদের দাঁতসমূহ বাহিরে বের হয়ে থাকবে:

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ

অর্থ: "আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে, আর তারা তাতে বিভৎস আকার ধারণ করবে।" (সূরা মু'মিনূন: ১০৪)

মাসআলা-৬০ : জাহান্নামে কাফিরের একটি দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমান হবেঃ

মাসআলা-৬১ : জাহান্নামে কাফিরের চামড়া তিনদিন চলার রাস্তার সমান মোটা হবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضِرْسُ الْكَافِرِ، أَوْ نَابُ الْكَافِرِ، مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثٍ»

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ জাহান্নামে কাফিরের দাঁত বা বিষাক্ত দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমান হবে। আর তার চামড়া তিনদিন চলার রাস্তার সমান মোটা হবে।" (মুসলিম ৪/২৮৫১)[২৭]

মাসআলা-৬২ : কোনো কোনো কাফিরের চোয়ালের দাঁত উহুদ পাহাড় সম হবে এবং তার শরীরের অন্যান্য অংশও ঐ আকারেই হবেঃ

নোটঃ ১৬৫ নং মাসআলার হাদীস দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-৬৩ : জাহান্নামে কাফিরের উভয় কাঁধের মাঝের দূরত্ব হবে কোনো দ্রুতগামী অশ্বারোহির তিনদিনের চলার পথ সমঃ

নোটঃ ১৫৭ নং মাসআলার হাদীস দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-৬৪ : কোনো কোনো কাফিরের কান ও কাঁধের মাঝে ৭০ বছরের রাস্তার দূরত্ব হবে আর তাদের শরীরে রক্ত ও কফের ঝর্ণা প্রবাহিত হবেঃ

নোটঃ ২১ নং মাসআলার হাদীস দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-৬৫ : জাহান্নামে কাফিরের চামড়া ৪২হাত (৬৩ফিট) মোটা হবে। আর দাঁত হবে উহুদ পাহাড় সম, তার বসার জন্য মক্কা ও মদীনার মাঝের দূরত্বের সমান স্থান লাগবে (৪১০ কি. মি.)ঃ

নোটঃ ১৫৯ নং মাসআলার হাদীস দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-৬৬ : জাহান্নামীর একটি বাহু 'বাইজা' পাহাড় সম হবে আর রান হবে ওরকান পাহাড়ের সমানঃ

নোটঃ ১৬০ নং মাসআলার হাদীস দ্রষ্টব্য।

---

[২৭] কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা। বাব জাহান্নাম।

মাসআলা-৬৭ : কোনো কোনো কাফিরের শরীরকে এত বড় করে দেয়া হবে যে, বিশাল প্রশস্ত জাহান্নামের এক কোণ সে দখল করে থাকবে:

নোট: ১৬১ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা-৬৮ : অহংকারী ব্যক্তিদেরকে জাহান্নামে পিপিলিকার শরীরের ন্যায় তুচ্ছ শরীর দেয়া হবে:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، ﷺ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِيْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُوْنَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِيْنَةَ الْخَبَالِ»

অর্থ: "আমর বিন শুআইব (রা) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: কিয়ামতের দিন অহংকার কারীদেরকে পিপিলিকার ন্যায় মানব আকৃতি দিয়ে উঠানো হবে। সর্বদিক দিয়ে তার ওপর লাঞ্ছনার ছাপ থাকবে, জাহান্নামে এক বন্দিখানার দিকে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, যার নাম হবে 'বুলিস' উত্তপ্ত আগুন তাকে ঘিরে থাকবে, আর তাকে জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত কাশি ও রক্ত পান করতে দেয়া হবে। যাকে 'তিনাতুল খাবাল' বলা হবে।" (তিরমিযী ৪/২৪৩২) [২৮]

মাসআলা-৬৯ : জাহান্নামের আগুনে জাহান্নামী জ্বলে জ্বলে কয়লার ন্যায় হয়ে যাবে:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ»، ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: «أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ. فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا قَدِ امْتَحَشُوْا وَعَادُوْا حُمَمًا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَا، أَوِ

---

[২৮] আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা। (২/২০২৫)

الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً»

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর, আল্লাহ বলবেন: যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের কর। তখন জাহান্নাম থেকে তাদেরকে বের করা হবে, আর তারা জ্বলে জ্বলে কয়লার মত হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে আবার হায়া বা হায়াত (বর্ণনাকারী মালেক এ দু'টি শব্দের কোনো একটির ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন) নামক নদীতে নিক্ষেপ করা হবে, এর ফলে তারা যেন নতুনভাবে জন্ম নিল, যেমন কোনো নদীর তীরে নতুন চারা জন্মায়। এর পর নবী ﷺ বললেন: তোমরা কি দেখ নি যে, নদীর তীরে চারা গাছ কিভাবে হলুদ বর্ণের পেচানো অবস্থায় জন্ম নেয়।" (বুখারী ১/২২) [২৯]

মাসআলা-৭০ : জাহান্নামী জাহান্নামে এত অশ্রু ঝড়াবে যে, তাতে নৌকা চালানো যাবে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَبْكُوْنَ حَتَّى لَوْ أُجْرِيَتِ السُّفُنُ فِيْ دُمُوْعِهِمْ لَجَرَتْ، وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ الدَّمَ يَعْنِيْ مَكَانَ الدَّمْعِ»

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জাহান্নামী এত কান্নাকাটি করবে যে, যদি তাদের চোখের পানিতে নৌকা চালানো হয়, তাহলে সেখানে তা চলবে। (যখন চোখের পানি শেষ হয়ে যাবে) তখন তাদের চোখ দিয়ে রক্ত আসতে থাকবে, অর্থাৎ, পানির পরিবর্তে রক্ত আসতে থাকবে।" (হাকেম ৪/৮৭৯১) [৩০]

---

[২৯] কিতাবুর রিকাক, বাব সিফাতুল জান্না ওয়ান নার। হাদীস নং-২৮৪।
[৩০] সিলসিলা আহাদিস সহীহা, ৪র্থ খ. হাদীস নং-১৬৭৯।

জাহান্নামীদের খানা-পিনা

পানাহারের বিষয়ে মানুষ কত উন্নত মনোভাব রাখে তা প্রত্যেকে তার নিজের আলোকে চিন্তা করতে পারে। যে খাবার গলে পঁচে দুর্গন্ধ গেছে, বা তার রুচীসম্মত হয়নি তাতো সে স্পর্শ করাও ভাল মনে করে না। কোনো কোনো মানুষ খাবারে লবণ মরিচের সামান্য কম বেশিকেও সহ্য করে না। স্বাদ ব্যতীত, খাবার দাবার মানুষের স্বাস্থ্যের সাথেও গভীর সম্পর্ক রাখে, তাই উন্নত বিশ্বে খাদ্য দ্রব্যের প্রতি অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়। বাহারী স্বাদের জন্য মানুষ কত সুন্দর সুন্দর পানাহার সামগ্রী তৈরী করে, কোনো অতিরঞ্জন ব্যতীতই বলা যায় যে, তার সঠিক পরিসংখ্যান পেশ করা অসম্ভব। পৃথিবীতে এত বাহারী স্বাদের পাগল মানুষ যখন পরকালে স্বীয় কৃতকর্মের পরীক্ষার জন্য সম্মুখীণ হবে, তখন সর্বপ্রথম তার যে চাহিদা দেখা দিবে তা হলো পানির মারাত্মক পিপাসা। নবীগণের সরদার মুহাম্মদ ﷺ স্বীয় হাউজে (জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে হাশরের মাঠে) আসন গ্রহণ করবেন, যেখানে তিনি নিজ হাতে পানি সরবরাহ করে ঈমানদারদের পিপাসা মিটাবেন। কাফির মুশরিকরাও তাদের পিপাসা মিটানোর জন্য হাউজের নিকট আসবে, কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজ হাতে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিবেন। (ইবনে মাজা)

বিদআতীরাও পানি পান করার জন্য আসার চেষ্টা করবে কিন্তু তাদেরকেও দূরে সরিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী)

কাফির, মুশরিক ও বিদআতীরা হাশরের মাঠে এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পিপাসাত অবস্থায় অতিক্রম করবে এবং শেষ পর্যন্ত এ অবস্থায়ই জাহান্নামে যাবে। (সূরা মারইয়াম: ৮৬)

জাহান্নামে যাওয়ার পর যখন তারা খাবার চাইবে, তখন তাদেরকে জাক্কুম বৃক্ষ ও কাটা বিশিষ্ট ঘাস দেয়া হবে।

জাহান্নামীরা অরুচী সত্ত্বেও এক লোকমা করে মুখে দিবে তাতে তাদের ক্ষুধা তো মিটবেই না বরং শাস্তির মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য জাক্কুম বৃক্ষ ও কাটা বিশিষ্ট ঘাস জাহান্নামেই উৎপন্ন হবে। এর অর্থ হলো এই যে, এ উভয় খাবার এতটা গরম তো অবশ্যই হবে যতটা গরম হবে জাহান্নামের আগুন। বরং বলা যেতে পারে যে এ খাবার আগুনের কয়লার ন্যায় হবে, যা জাহান্নামীরা তাদের ক্ষুধা মিঠানোর জন্য গলধকরণ করবে। মূলত জাহান্নামের খাবার তার বেদনাদায়ক আযাবেরই এক প্রকার কঠিন আযাব হবে। আল্লাহ মাফ করুন! খাওয়ার পর জাহান্নামী পানি চাইবে, তখন পাহারাদার তাদেরকে জাহান্নামের

শাস্তির স্থান থেকে তার ঝর্ণার নিকট নিয়ে আসবে, যেখানে কঠিন গরম পানি দিয়ে তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। ঐ পানি জাহান্নামের উতপ্ত আগুনে বাষ্প না হয়ে পানি হয়ে থাকবে। সম্ভবত কোনো শক্ত পাথর হবে যা জাহান্নামের আগুনে বিগলিত হয়ে পানিতে পরিণত হয়েছে, আর তাই জাহান্নামীদের পানীয় হবে। (আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।)

জাহান্নামী তা পান করতে গেলে প্রথম ঢোকেই তাদের মুখের সমস্ত গোশত গলে নীচে নেমে যাবে। (মোস্তাদরাক হাকেম)

আর পানির যে অংশ পেটে যাবে তার মাধ্যমে তার সমস্ত নাড়ী-ভুঁড়ি কেটে পিঠ দিয়ে গড়িয়ে পায়ে এসে পড়বে। (তিরমিযী)

মূলত তা পান করাও বেদনাদায়ক শাস্তিরই আরেক প্রকার শাস্তি হবে। এ আদর আপ্যায়নের পর দারোয়ান তাকে আবার জাহান্নামের শাস্তির স্থানে নিয়ে যাবে।

জাহান্নামের পানাহারে জাহান্নামীরা অতিষ্ঠ হয়ে জান্নাতীদের নিকট আবেদন করবে যে, কিছু পানি বা অন্য কোনোকিছু আমাদেরকেও পান করার জন্য দাও। জান্নাতীরা বলবে জান্নাতের পানাহার আল্লাহ কাফিরদের জন্য হারাম করেছেন। (সূরা আরাফ: ৫০)

জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুন বেদনাদায়ক হওয়া সত্ত্বেও বিষাক্ত, দুর্গন্ধময় ও কাটা বিশিষ্ট হবে। সাথে সাথে গরম পানি, দুর্গন্ধময় রক্ত, বমি ইত্যাদি পানীয় রূপে কঠিন আযাব হিসেবে দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে দেয়া হবে। সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবগত তো একমাত্র আল্লাহ কিন্তু কুরআন ও হাদীস গবেষণার মাধ্যমে যতটুকু বুঝা যায় তাহলো এই যে, কাফিরদের জীবনের মূল দু'টি বিষয়ের ওপর, আর তা হলো পেট ও রিপুর গোলামী।

এ উভয় বিষয় এমন পানাহারের দাবী করে যাতে তার চাহিদার আগুন আরো উত্তপ্ত হয়, চাই তা হালালভাবে হোক আর হারামভাবে, জায়েয পদ্ধতিতে হোক আর নাজায়েয পদ্ধতিতে, পাক হোক আর নাপাক, যুলুমের মাধ্যমে অর্জিত হোক না খিয়ানতের মাধ্যমে, লুটপাটের মাধ্যমে অর্জিত হোক না চুরি ডাকাতির মাধ্যমে তার কোনো যাচাই বাছাই নেই। তাই কুরআন মাজীদে কোনো কোনো স্থানে কাফিরদেরকে জাহান্নামে শাস্তির সাথে সাথে যথেষ্ট পানাহার করতে এবং আনন্দ করার ভর্ৎসনাও দেয়া হয়েছে।

সূরা হিজরে এরশাদ হয়েছে:

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ

অর্থ: "তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক, পরিণামে তারা বুঝবে।" (সূরা হিজর: ৩)

সূরা মুরসালাতে এরশাদ হয়েছে:

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ

অর্থ: "তোমরা অল্প কিছুদিন পানাহার ও ভোগ করে নাও, তোমরা তো অপরাধী।" (সূরা মুরসালাত: ৪৬)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে:

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَأْكُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

অর্থ: "আর যারা কুফরী করে তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে, জন্তু জানোয়ারের ন্যায় উদর-পূর্তি করে, তাদের নিবাস জাহান্নাম।" (সূরা মুহাম্মদ: ১২)

অতএব পেট ও রিপুর গোলাম পৃথিবীতে ভাল ভাল পানাহারে তৃপ্তিলাভ করে যখন স্বীয় স্রষ্টার নিকট উপস্থিত হবে, তখন কুফরীর পরিবর্তে জাহান্নামের আগুন আর সুস্বাদু খাবারের পরিবর্তে উত্তপ্ত, কাটা বিশিষ্ট, ঘাস গরম পানি অসহ্য দূর্গন্ধময় রক্ত ও বমির মাধ্যমে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। (আল্লাহ এ ব্যাপারে ভাল জানেন)

উল্লেখ্য যে, কাফিরদের জন্য তো চিরস্থায়ী জাহান্নাম আছেই সাথে সাথে অন্যান্য আযাবও থাকবে। এমনিভাবে যে মুসলমান হালাল হারামের মাঝে পার্থক্য করেনি সেও জাহান্নাম ও ঐ সমস্ত পানাহারের শাস্তি ভোগ করবে, যা কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। ইয়াতিমের সম্পদ ভোগকারীর ব্যাপারে তো কুরআনে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে যে,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْراً

অর্থ: "যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতিমদের ধন-সম্পদ গ্রাস করে নিশ্চয়ই তারা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করে না এবং সত্বরই তারা অগ্নি শিখায় উপনীত হবে।" (সূরা নিসা: ১০)

মদ পানকারীদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন: "তাদেরকে জাহান্নামে জাহান্নামীদের ঘাম পান করানো হবে।" (মুসলিম)

মুসনাদ আহমদে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে ব্যভিচারকারী নর ও নারীর লজ্জাস্থান থেকে নির্গত দুর্গন্ধময় নিকৃষ্ট পদার্থও মদ পানকারীদের পানীয় হবে। (আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন)

অতএব হে ইয়াতিমও বিধবাদের সম্পদ গ্রাসকারীরা। অন্যের সম্পদে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপকারীরা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনকারীরা, জুয়া, সুদ ঘুষের উপার্জনে নির্মিত অট্টালিকায় বসবাসকারীরা, হে মদ ও যুবক যুবতী নিয়ে মত্ত ব্যক্তিবর্গ! একবার নয় হাজার বার চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো যে, জাহান্নামে সৃষ্ট জাক্কুম বৃক্ষ, কাটা বিশিষ্ট ঘাস ভক্ষণ করবে? আগুনে পোড়ানো মানুষের শরীর থেকে নির্গত ঘাম ও বমি মিশ্রিত খাবার খাবে? দুর্গন্ধময় নিকৃষ্ট এবং কাল পানির উত্তপ্ত পান পাত্র পান করে জীবন রক্ষা করবে?

(فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ)

অর্থ: "অতঃপর আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী।"

মাসআলা-৭১ : জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিম্নোক্ত চার প্রকার খাবার পরিবেশন করা হবেঃ

১- যাক্কুম, ২. দ্বারি', ৩. গিসলিন , ৪. জা গুসসা

১. যাক্কুম

মাসআলা-৭২ : দুর্গন্ধময় তিক্ত, কাটা যুক্ত এক ধরণের খাবার, তা জাহান্নামীদের খাবার হবে। যা জাহান্নামের তলদেশ থেকে উৎপন্ন হয়, যার মুকুলসমূহ বিষাক্ত সাপের মাথার ন্যায় হবেঃ

মাসআলা-৭৩ : যাক্কুম খাওয়ানোর পর জাহান্নামীদেরকে উত্তপ্ত পানি পান করতে দেয়া হবেঃ

মাসআলা-৭৪ : জাহান্নামের মেহমান খানায় জাহান্নামীদের মেহমানদারীর পর তাদেরকে তাদের স্ব স্ব স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়া হবেঃ

أَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِيْنَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ أَصْلِ الْجَحِيْمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ فَإِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِنْ حَمِيْمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيْمِ

অর্থ: আপ্যায়নের জন্য এগুলো উত্তম না যাক্কুম[৩১] বৃক্ষ? নিশ্চয় আমি তাকে যালিমদের জন্য করে দিয়েছি পরীক্ষা। নিশ্চয় এ গাছটি জাহান্নামের তলদেশ থেকে বের হয়। এর ফল যেন শয়তানের মাথা; নিশ্চয় তারা তা থেকে খাবে এবং তা দিয়ে পেট ভর্তি করবে। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। তারপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের আগুনে। (সূরা সাফ্ফাত ৩৭:৬২-৬৮)

মাসআলা-৭৫ : যাক্কুমের বিষাক্ততা পেটে এমনভাবে ব্যাথা দিবে যেন গরম পানি পেটে ফুটতেছে :

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْأَثِيْمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُوْنِ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ

অর্থ: "নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ হবে, পাপীদের খাদ্য, গলিত তাম্রের মত, ওটা তার উদরে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত।" (সূরা দুখান: ৪৩-৪৬)

মাসআলা-৭৬ : জাহান্নামীদের খাবার এত বিষাক্ত হবে যে, যদি তার এক ফোটা পৃথিবীতে ছড়ানো হয়, তাহলে এ কারণে সমগ্র-পৃথিবী বসবাস অনুপযোগী হয়ে যাবে:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّوْمِ قُطِرَتْ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامَهُ؟»

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যদি যাক্কুমের এক ফোটা দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে সমগ্র দুনিয়ার প্রাণীদের জীবন-যাপনের মাধ্যম বিনষ্ট হয়ে যাবে, তাহলে ঐ ব্যক্তির কি অবস্থা হবে যার প্রধান খাবার হবে যাক্কুম? (আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

২. দ্বারি'

মাসআলা-৭৭ : যাক্কুম ব্যতীত কাটা বিশিষ্ট বৃক্ষ ও জাহান্নামীদের খাবার হবে, যা বর্ণনাতীত বিষাক্ত ও দুর্গন্ধময় হবে:

মাসআলা-৭৮ : দ্বারি' জাহান্নামীদের ক্ষুধাকে বিন্দু পরিমাণেও কমাবে না বরং তাদের ক্ষুধা আরো বৃদ্ধি করবে:

تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ

---

[৩১] অতি তিক্ত স্বাদযুক্ত জাহান্নামের এক গাছ।

অর্থ: "তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ থেকে (পানি) পান করানো হবে, তাদের জন্য বিষাক্ত কন্টক ব্যতীত খাদ্য নেই। যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবে না।" (সূরা গাসিয়া: ৫-৭)

৩. গিসলিন

মাসআলা-৭৯ : যাক্কুম ও দ্বারি' ব্যতীত জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত দুর্গন্ধময় পদার্থও জাহান্নামীদেরকে খাবার হিসেবে দেয়া হবে:

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيْمٌ ۝ وَلاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِيْنٍ ۝ لاَّ يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِئُوْنَ

অর্থ: "অতএব এদিন সেখানে তাদের কোনো সুহৃদ থাকবে না এবং কোনো খাদ্য থাকবে না, ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত, যা অপরাধীরা ব্যতীত কেউ খাবে না।" (সূরা হাক্কা: ৩৫-৩৭)

৪. জা গুসসা

মাসআলা-৮০ : যাক্কুম, দ্বারি' ও গিসলিন ব্যতীত জাহান্নামীদেরকে এমন বিষাক্ত কাটা বিশিষ্ট ও দুর্গন্ধময় খাবার দেয়া হবে, যা তাদের কণ্ঠনালীতে আটকাতে আটকাতে নিচে পড়বে:

إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالاً وَجَحِيْماً ۝ وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً أَلِيْماً

অর্থ: "আমার নিকট আছে শৃঙ্খল প্রজ্বলিত অগ্নি, আর আছে এমন খাদ্য যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা মুযযাম্মিল: ১২-১৩)

জাহান্নামীদের পানীয়

মাসআলা-৮১ : জাহান্নামীদেরকে নিম্নোক্ত পাঁচ প্রকার পানীয় দান করা হবে:

১. গরম পানি (مَاءٌ حَمِيْمٌ)

২. ক্ষত স্থান থেকে নির্গত পুঁজ ও রক্ত (مَاءٌ صَدِيْدٌ)

৩. তৈলাক্ত গরম পানীয় (مَاءٌ كَالْمُهْلِ)

৪. কাল দুর্গন্ধময় পানীয় (غَسَّاقٌ)

৫. জাহান্নামীদের ঘাম (طِيْنَةُ الْخَبَالِ)।

১. গরম পানি (مَاءٌ حَمِيْمٌ)

মাসআলা-৮২ : যাক্কুম খাওয়ার পর জাহান্নামীদেরকে উত্তপ্ত পানি পান করার জন্য দেয়া হবে:

فَإِنَّهُمْ لَآكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِنْ حَمِيْمٍ

অর্থ: "এটা থেকে তারা অবশ্যই ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে তা দ্বারা, তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।" (সূরা সাফফাত: ৬৬-৬৭)

নোট: মনে হচ্ছে যাক্কুম বৃক্ষ এবং উত্তপ্ত পানির ঝর্ণা জাহান্নামের কোনো বিশেষ এলাকায় থাকবে, যখন জাহান্নামীদের ক্ষুধা ও পিপাসা লাগবে তখন তাদেরকে ঐ স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। এর পর আবার জাহান্নামে তাদের অবস্থান স্থলে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। (আশরাফুল হাওয়াসী)

মাসআলা-৮৩ : যাক্কুম খাওয়ার পর জাহান্নামীরা তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় উত্তপ্ত পানি পান করতে থাকবে:

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ لَآكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ

অর্থ: তারপর হে পথভ্রষ্ট ও অস্বীকারকারীরা! তোমরা অবশ্যই যাক্কুম গাছ থেকে খাবে, অতঃপর তা দিয়ে পেট ভর্তি করবে। তদুপরি পান করবে প্রচণ্ড উত্তপ্ত পানি। অতঃপর তোমরা তা পান করবে তৃষ্ণাতুর উটের ন্যায়। প্রতিফল দিবসে এই হবে তাদের মেহমানদারী, (সূরা ওয়াক্বিয়াহ ৫৬:৫১-৫৬)

মাসআলা-৮৪ : ফুটন্ত পানি পান করা মাত্রই জাহান্নামীদের নাড়ী-ভূঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে:

مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَآ أَنْهَارٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ

مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

অর্থ: মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ, দুধের ঝর্ণাধারা, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সূরার নহরসমূহ এবং আছে পরিশোধিত মধুর ঝর্ণাধারা। তথায় তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফলমূল আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা। তারা কি তাদের ন্যায়, যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে ফলে তা তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে? (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:১৫)

২. ক্ষত স্থান থেকে নির্গত পুঁজ ও রক্ত (مَاءُ صَدِيْدٌ)

মাসআলা-৮৫ : জাহান্নামীদের ক্ষত স্থান থেকে নির্গত রক্ত ও পুঁজ বা ফুটন্ত পানি ও জাহান্নামীদেরকে পান করার জন্য দেয়া হবে যা তারা অতি কষ্টে গলধকরণ করবেঃ

مِّنْ وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ

অর্থ: এর সামনে রয়েছে জাহান্নাম, আর তাদের পান করানো হবে গলিত পুঁজ থেকে। সে তা গিলতে চাইবে এবং প্রায় সহজে সে তা গিলতে পারবে না। আর তার কাছে সকল স্থান থেকে মৃত্যু ধেঁয়ে আসবে, অথচ সে মরবে না। আর এর পরেও রয়েছে কঠিন আযাব। (সূরা ইবরাহীম ১৪:১৬-১৭)

৩. তৈলাক্ত গরম পানীয় (مَاءٌ كَالْمُهْلِ)

মাসআলা-৮৬ : তৈলাক্ত ফুটন্ত গাঢ় দুর্গন্ধময় পানীয় জাহান্নামীদেরকে পান করার জন্য দেয়া হবেঃ

وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا

অর্থ: "তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল বিদগ্ধ করবে, এটা নিকৃষ্ট পানীয় ও অগ্নি কত নিকৃষ্ট আশ্রয়।" (সূরা কাহাফ: ২৯)

নোট: আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-কে একদা স্বর্ণ দেখানো হলো, যা গলে পানির ন্যায় হয়ে গিয়েছিল এবং ফুটতে ছিল তখন তিনি বললেন এটা গলিত ধাতুর ন্যায়।" (ইবনে কাসীর)

মাসআলা-৮৭ : গরম তৈলাক্ত পানীয় জাহান্নামীর মুখে দেয়া মাত্রই তাদের চেহারা বিদগ্ধ হয়ে যাবে:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَاءٍ كَالْمُهْلِ كَعَكَرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ»

অর্থ: "আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জাহান্নামীদের পানীয় বিগলিত উত্তপ্ত পানি ফুটন্ত তৈলের ন্যায় হবে। জাহান্নামীরা তা পান করার জন্য স্বীয় মুখের নিকট নেয়া মাত্রই তার চেহারাকে বিদগ্ধ করে দিবে।" (হাকেম)[৩২]

৪. কাল বিষাক্ত দুর্গন্ধময় পানীয় (غَسَّاقٌ)

মাসআলা-৮৮ : উল্লেখিত ৩টি পানীয় ব্যতীত অত্যধিক কাল বিষাক্ত দুর্গন্ধ ময় পদার্থও জাহান্নামীদেরকে পানীয় হিসেবে দেয়া হবে:

هَٰذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِيْنَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَٰذَا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ

অর্থ: এমনই, আর নিশ্চয় সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম নিবাস। জাহান্নাম, তারা সেখানে অগ্নিদগ্ধ হবে। কতই না নিকৃষ্ট সে নিবাস! এমনই, সুতরাং তারা এটি আস্বাদন করুক, ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরও রয়েছে এ জাতীয় বহুরকম আযাব। (সূরা সোয়াদ ৩৮:৫৫-৫৮)

মাসআলা-৮৯ : গাসসাক পানীয় এত বিষাক্ত ও দুর্গন্ধময় যে এর এক বালতি সমগ্র পৃথিবীতে দুর্গন্ধময় করার জন্য যথেষ্ট হবে:

[৩২] ১-৪/৬৪৬-৬৪৭

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ دَلْوًا مِنْ غَسَّاقٍ يُهْرَاقُ فِي الدُّنْيَا لَأَنْتَنَ أَهْلَ الدُّنْيَا»

অর্থ: "আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: গাসসাক (জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত পদার্থের) এক বালতি যদি পৃথিবীতে প্রবাহিত করা হয় তাহলে তা, সমগ্র পৃথিবীর সৃষ্টি জীবকে দুর্গন্ধময় করে দিবে।" (আবু ইয়ালা) [৩৩]

৫. জাহান্নামীদের ঘাম (طِينَةُ الْخَبَالِ)

মাসআলা-৯০: পৃথিবীতে নেশা ও মদপান কারীদেরকে আল্লাহ জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত গাঢ় দুর্গন্ধময় বিষাক্ত ঘাম পান করাবেন:

عَنْ جَابِرٍ، رضي الله عنه قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ» قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ»

অর্থ: "জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: প্রত্যেক নেশাযুক্ত জিনিস হারাম, আর আল্লাহ অঙ্গীকার করেছেন, যে ব্যক্তি, নেশাযুক্ত পানীয় পান করবে, তাকে জাহান্নামে তিনাতুল খাবাল পান করানো হবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'তিনাতুল খাবাল' কি? তিনি বললেন: জাহান্নামীদের ঘাম।" (মুসলিম) [৩৪]

মাসআলা-৯১ : জাহান্নামীদেরকে আরামদায়ক ও পান উপযোগী কোনো পানীয় দেয়া হবে না:

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا جَزَآءً وِّفَاقًا

অর্থ: "সেখানে তারা কোনো স্নিগ্ধ (বস্তুর) স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না। আর কোনো পানীয়ও পাবে না। ফুটন্ত পানি ও প্রবাহিত পুঁজ ব্যতীত, এটাই (তাদের) সমুচিত প্রতিফল।" (সূরা নাবা: ২৪-২৬)

---

[৩৩] মুসনাদ আবু ইয়ালা লিল আসারী, খ. ২ হাদীস নং-১৩৭৬

[৩৪] কিতাবুল আশরিবা বাব বায়ান ইন্না কুল্লা মুসকিরিন খামর ওয়া ইন্না কুল্লা খামরিন হারাম।

মাসআলা-৯২ : জাহান্নামে জাহান্নামীদের জন্য মিঠা পানির এক ফোটা এবং সুস্বাদু খাবারের এক লোকমাও জাহান্নামীদের জন্য হারাম হবে:

وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ أَنۡ أَفِيضُواْ عَلَيۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ أَوۡ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُۚ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ

অর্থ: আর আগুনের অধিবাসীরা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি অথবা তোমাদেরকে আল্লাহ যে রিযিক দিয়েছেন, তা ঢেলে দাও'। তারা বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা কাফিরদের উপর হারাম করেছেন'। (সূরা আরাফ ৭:৫০)

জাহান্নামীদের পোশাক

(আল্লাহ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন, তিনি যা করেন তা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করার মত কেউ নেই।)

মাসআলা-৯৩ : জাহান্নামীদেরকে আগুনের পোশাক পরানো হবে:

هَٰذَانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمۡۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتۡ لَهُمۡ ثِيَابٞ مِّن نَّارٖ يُصَبُّ مِن فَوۡقِ رُءُوسِهِمُ ٱلۡحَمِيمُ يُصۡهَرُ بِهِۦ مَا فِي بُطُونِهِمۡ وَٱلۡجُلُودُ

অর্থ: এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ, যারা তাদের রব সম্পর্কে বিতর্ক করে। তবে যারা কুফরী করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যার দ্বারা তাদের পেটের অভ্যন্তরে যাকিছু রয়েছে তা ও তাদের চামড়াসমূহ বিগলিত করা হবে। (সূরা হাজ্জ ২২:১৯-২০)

মাসআলা-৯৪ : কোনো কোনো অপরাধীদেরকে শৃঙ্খলিত করে আলকাতরার পোশাক পরানো হবে:

وَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِينَ يَوۡمَئِذٖ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلۡأَصۡفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٖ وَتَغۡشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ

অর্থ: "সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়, তাদের জামা হবে আলকাতরার, আর অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডলকে"। (সূরা ইবরাহিম: ৪৯-৫০)

মাসআলা-৯৫ : কোনো কোনো অপরাধীদেরকে আলকাতরার পায়জামা এবং পাঁচড়া সৃষ্টিকারী জামা পরানো হবেঃ

নোটঃ ১৭৫ নং মাসআলার হাদীস দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-৯৬ : কুরআন ও হাদীসের ইলম গোপনকারীকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবেঃ

নোটঃ ১৭০ নং মাসআলার হাদীস দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-৯৭ : কোনো কোনো অপরাধীদেরকে আগুনের জুতা পরানো হবেঃ

নোটঃ ৫৩ নং মাসআলার হাদীস দ্রষ্টব্য।

জাহান্নামীদের বিছানা

(আমরা আল্লাহর উত্তম নাম ও উচ্চ গুণাবলীর মাধ্যমে তাঁর নিকট আশ্রয় চাই। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, দয়ালু ও ক্ষমাশীল)

মাসআলা-৯৮ : জাহান্নামীদের ঘুমানোর জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবেঃ

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ

অর্থ: "জাহান্নামে তাদের জন্য থাকবে আগুনের শয্যা, আর তাদের ওপরের আচ্ছাদনও হবে আগুনের, এমনিভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।" (সূরা আরাফঃ ৪১)

মাসআলা-৯৯ : জাহান্নামীদের গালিচাও হবে আগুনেরঃ

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ

অর্থ: তাদের জন্য তাদের উপরের দিকে থাকবে আগুনের আচ্ছাদন আর তাদের নিচের দিকেও থাকবে (আগুনের) আচ্ছাদন; এদ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান। 'হে আমার বান্দারা! তোমরা আমাকেই ভয় কর'। (সূরা যুমার ৩৯:১৬)

মাসআলা-১০০ : জাহান্নামীদের চাদর ও বিছানা সবই আগুনের হবেঃ

يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থ: যেদিন আযাব তাদেরকে তাদের উপর থেকে ও তাদের পায়ের নীচে থেকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং তিনি বলবেন, 'তোমরা যা করতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর'। (সূরা আনকাবুত ২৯:৫৫)

وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

অর্থ: যদি তারা পানি চায়, তবে তাদেরকে দেয়া হবে এমন পানি যা গলিত ধাতুর মত, যা চেহারাগুলো ঝলসে দেবে। কী নিকৃষ্ট পানীয়! আর কী মন্দ বিশ্রামস্থল! (সূরা কাহাফ ১৮:২৯)

জাহান্নামীদের ছাতি ও বেষ্টনী

(আল্লাহ্ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু।)

মাসআলা-১০১ : জাহান্নামীদের উপর আগুনের ছাতি থাকবে:

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ

অর্থ: তাদের জন্য তাদের উপরের দিকে থাকবে আগুনের আচ্ছাদন আর তাদের নিচের দিকেও থাকবে (আগুনের) আচ্ছাদন; এদ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান। 'হে আমার বান্দারা! তোমরা আমাকেই ভয় কর'। (সূরা যুমার ৩৯:১৬)

মাসআলা-১০২ : আগুনের তাবুসমূহে জাহান্নামীদের বাসস্থান হবে:

فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ

অর্থ: "আমি যালিমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি, অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে।" (সূরা কাহাফ: ২৯)

মাসআলা-১০৩ : জাহান্নামের বেষ্টনী সমূহের দু'দেয়ালের মাঝে চল্লিশ বছরের রাস্তার দূরত্ব হবে:

নোট: ২০ নং মাসআলার হাদীস দ্রষ্টব্য।

কুরআনের আলোকে জাহান্নামীরা

মাসআলা-১০৪ : কিয়ামতের প্রতি অবিশ্বাসী ভদ্র লোকদের ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্য:

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ إِلَىٰ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُوْنَ

অর্থ: "(বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতপর তার মস্তকের ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত অভিজাত, এটাতো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।" (সূরা দুখান: ৪৭-৫০)

মাসআলা-১০৫ : রাসূল ﷺ-কে যাদুকর বলে ইসলামের দাওয়াত কে অবমাননা কারীদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে একটি খোঁচা মূলক প্রশ্ন করে বলা হবে" এ আগুন কি যাদু না তারা দেখতে পাচ্ছে না":

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْا أَوْ لَا تَصْبِرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

অর্থ: সেদিন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। 'এটি সেই জাহান্নাম যা তোমরা অস্বীকার করতে।' 'এটি কি যাদু, নাকি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না!' তোমরা আগুনে প্রবেশ কর[৩৫], তারপর তোমরা

---

[৩৫] অন্য তাফসীর মতে– "তোমরা এর উত্তাপ ভোগ কর"।

ধৈর্যধারণ কর বা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান; তোমাদেরকে তো কেবল তোমাদের আমলের প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। (সূরা তূর ৫২:১৩-১৬)

মাসআলা-১০৬: কাফিরদেরকে জাহান্নামে উত্তপ্ত করতে করতে জাহান্নামের পাহারাদার বলবে, দুনিয়াতে এ আযাব দ্রুত আসুক তা কামনা করতে এখন খুব মজা করে তা গ্রহণ করঃ

قُتِلَ الْخَرَّاصُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ يَسْأَلُوْنَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ هَٰذَا الَّذِىْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُوْنَ

অর্থ: "অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা, যারা অজ্ঞ ও উদাসীন! তারা জিজ্ঞেস করে কর্মফল দিবস কবে হবে? (বল) সেদিন যেদিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে অগ্নিতে। (এবং বলা হবে) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর তোমরা এ শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।" (সূরা যারিয়াত:১০-১৪)

মাসআলা-১০৭ : জাহান্নামে প্রবেশকারী কাফিরদেরকে জাহান্নামের পাহারাদার ফেরেশতা এক বিদ্রুপাত্মক প্রশ্ন করে বলবেঃ আপনারা তো খুব অনুগত লোক ছিলেনঃ

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيْمِ وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُوْنَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ

অর্থঃ "(ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) 'একত্র কর যালিম ও তাদের সঙ্গী-সাথীদেরকে এবং যাদের ইবাদাত তারা করত তাদেরকে। 'আল্লাহকে বাদ দিয়ে, আর তাদেরকে আগুনের পথে নিয়ে যাও'। 'আর তাদেরকে থামাও, অবশ্যই তারা জিজ্ঞাসিত হবে'। 'তোমাদের কী হলো, তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ না?' বরং তারা হবে আজ আত্মসমর্পণকারী। (সূরা সাফ্ফাত ৩৭:২২-২৬)

জাহান্নামে পথ ভ্রষ্ট পীর মুরীদদের ঝগড়া

মাসআলা-১০৮ : জাহান্নামে পথভ্রষ্টকারী আলেম ও পীর ফকীরদেরকে লক্ষ্য করে তাদের ভক্তরা বলবেঃ "এখন আমাদের শাস্তি হালকা কর" তারা উত্তরে বলবেঃ এখানে আমরা সবাই সমান আমরা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারব নাঃ

وَإِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ

অর্থঃ আর জাহান্নামে তারা যখন বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলরা, যারা অহঙ্কার করেছিল, তাদেরকে বলবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, অতএব তোমরা কি আমাদের থেকে আগুনের কিয়দাংশ বহন করবে'? অহঙ্কারীরা বলবে, 'আমরা সবাই এতে আছি; নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করে ফেলেছেন।' (সূরা মু'মিন ৪০:৪৭-৪৮)

মাসআলা-১০৯ : পীর জাহান্নামে যাওয়ার সময় মুরীদদেরকে লক্ষ্য করে বলবেঃ বদবখত মুরীদদের এদলও জাহান্নামে যাবে, আর মুরীদরা স্বীয় পীরের এ বক্তব্য শুনে বলবেঃ বদবখত তোমরাও জাহান্নামেই যাচ্ছ? হে আল্লাহ! আমাদেরকে জাহান্নামে প্রেরণ কারীদেরকে ভাল করে শাস্তি দিনঃ

هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَباً بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ

অর্থঃ এই তো এক দল তোমাদের সাথেই প্রবেশ করছে, তাদের জন্য নেই কোনো অভিনন্দন। নিশ্চয় তারা আগুনে জ্বলবে। অনুসারীরা বলবে, 'বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যও তো নেই কোনো অভিনন্দন। তোমরাই আমাদের জন্য এ বিপদ এনেছ। অতএব কতই না নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল'! তারা বলবে, 'হে আমাদের রব, যে আমাদের জন্য এ বিপদ এনেছে, জাহান্নামে তুমি তার আযাবকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দাও।'

(সূরা সোয়াদ ৩৮:৫৯-৬১)

মাসআলা-১১০ : পথভ্রষ্টকারী নেতাদের জন্য জাহান্নামে তাদের ভক্তদের লা'নত ও তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দেয়ার জন্য দরখাস্তঃ

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا اللّٰهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلَا وَقَالُوْا رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا رَبَّنَآ آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيْراً

অর্থ: "যেদিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলট পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম! তারা আরো বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহা অভিসম্পাত।" (সূরা আহযাব : ৬৬-৬৮)

মাসআলা-১১১ : জাহান্নামে যাওয়ার পর পথভ্রষ্ট আলেম ও তাদের ভক্তদের পরস্পরের ঝগড়াঃ

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُوْنَ قَالُوْآ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طَاغِيْنَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآئِقُوْنَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِيْنَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ

অর্থঃ আর তারা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞেস করবে, তারা বলবে, 'তোমরাই তো আমাদের কাছে আসতে ধর্মীয় দিক থেকে[৩৬]'। জবাবে তারা (নেতৃস্থানীয় কাফিররা) বলবে, 'বরং তোমরা তো মু'মিন ছিলে না'। আর তোমাদের উপর আমাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না, বরং তোমরা ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী কওম'। 'তাই আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের রবের বাণী সত্য হয়েছে; নিশ্চয় আমরা আস্বাদন করব (আযাব)'। 'আর আমরা তোমাদেরকে

---

[৩৬] এ আয়াতে اليمين বলতে দীন বুঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে এ দ্বারা শক্তি-সামর্থ্য বা কল্যাণ-স্বাচ্ছন্দ্য বুঝানো হয়েছে।

বিভ্রান্ত করেছি, কারণ আমরা নিজেরাই ছিলাম বিভ্রান্ত'। নিশ্চয় তারা সবাই সেদিন আযাবে অংশীদার হবে। (সূরা সাফ্‌ফাত ৩৭:২৭-৩৩)

মাসআলা-১১২ : জাহান্নামে মুশরিকরা স্বীয় উস্তাদদের চক্রান্তের ভর্ৎসনা করবে তখন উস্তাদরা নিজেদের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে চাইবে:

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَـٰذَا الْقُرْآنِ وَلاَ بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُوْنَنَا أَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَغْلاَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ

অর্থ: আর কাফিরগণ বলে, 'আমরা কখনো এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনব না এবং এর পূর্ববর্তী কোনো কিতাবের প্রতিও না'। আর তুমি যদি দেখতে যালিমদেরকে, যখন তাদের রবের কাছে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে তখন তারা পরস্পর বাদানুবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা অহঙ্কারীদেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে অবশ্যই আমরা মু'মিন হতাম'। যারা অহঙ্কারী ছিল তারা, তাদেরকে বলবে, যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, 'তোমাদের কাছে হিদায়াত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী'। আর যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা, যারা অহঙ্কারী ছিল তাদেরকে বলবে, 'বরং এ ছিল তোমাদের দিন–রাতের চক্রান্ত, যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সমকক্ষ স্থির করি'। আর তারা যখন আযাব দেখবে তখন তারা অনুতাপ গোপন করবে। আর আমি কাফিরদের গলায় শৃঙ্খল পরিয়ে দেব। তারা যা করত কেবল তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। (সূরা সাবা ৩৪:৩১-৩৩)

মাসআলা-১১৩ : জাহান্নামে মুরীদরা পীরদেরকে বলবে আমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা কর, তারা উত্তরে বলবেঃ এখানে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর মত কেউ নেইঃ

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ

অর্থঃ আর তারা সবাই আল্লাহর সামনে হাজির হবে, অতঃপর যারা অহঙ্কার করেছে দুর্বলরা তাদেরকে বলবে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। সুতরাং তোমরা কি আল্লাহর আযাবের মোকাবেলায় আমাদের কোনো উপকারে আসবে'? তারা বলবে, 'যদি আল্লাহ আমাদের হিদায়াত করতেন, তাহলে আমরাও তোমাদের হিদায়াত করতাম, এখন আমরা অস্থির হই কিংবা সবর করি, উভয় অবস্থাই আমাদের জন্য সমান, আমাদের পালানোর কোনো জায়গা নেই'। (সূরা ইবরাহীম ১৪:২১)

দৃষ্টান্তমূলক কথাবার্তা

মাসআলা-১১৪ : জাহান্নামের পাহারাদারঃ তোমাদের নিকট কি আল্লাহর রাসূল আসেন নি?

কাফিরঃ এসেছিল কিন্তু আমরা নিজেরাই জাহান্নামের আযাব মেনে নিয়েছি।

জাহান্নামের পাহারাদারঃ তাহলে এ দরজা দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর।

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

অর্থঃ আর কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে এসে পৌঁছবে তখন তার দরজাগুলো খুলে

দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করত এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করত'? তারা বলবে, 'অবশ্যই এসেছিল'; কিন্তু কাফিরদের উপর আযাবের বাণী সত্যে পরিণত হলো। বলা হবে, 'তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, তাতেই স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। অতএব অহঙ্কারীদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট'! (সূরা যুমার ৩৯:৭১-৭২)

মাসআলা-১১৫ : জাহান্নামের পাহারদার: তোমাদের নিকট কি কোনো ভয় প্রদর্শনকারী আসে নি?

কাফির: এসেছিল কিন্তু আমরা তাদেরকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করেছি, হায়! আমরা যদি তাদের কথা মনযোগ দিয়ে শুনতাম তাহলে জাহান্নাম থেকে বেঁচে যেতাম:

জাহান্নামের পাহারাদার: এখন অন্যায় স্বীকার করার ফায়দা এই যে, তোমাদের প্রতি লা'নত:

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ

অর্থ: যখনই তাতে কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তার প্রহরীরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাদের নিকট কি কোনো সতর্ককারী আসেনি'? তারা বলবে, 'হ্যাঁ, আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল। তখন আমরা (তাদেরকে) মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছ'। আর তারা বলবে, 'যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের মধ্যে থাকতাম না'। অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অতএব ধ্বংস জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের জন্য। (সূরা মূলক ৬৭:৮-১১)

মাসআলা-১১৬ : জাহান্নামের পাহারাদার: তোমাদের বিপদাপদ দূর কারীরা কোথায়?

কাফির: আফসোস! তাদের বিপদাপদ দূর করার কথা তো মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে:

إِذِ الْأَغْلَالُ فِيٓ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُوْنَ فِي الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا

অর্থ: যখন তাদের গলদেশে বেড়ী ও শিকল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে, 'কোথায় তারা, যাদেরকে তোমরা শরীক করতে আল্লাহ ছাড়া'? তারা বলবে, 'তারা তো আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে', বরং এর পূর্বে আমরা কোনো কিছুকে আহ্বান করিনি'। এভাবেই আল্লাহ কাফিরদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। (সূরা মু'মিন ৪০:৭১-৭৪)

মাসআলা-১১৭ : কাফির স্বীয় চোখ, কান, চামড়াকে লক্ষ্য করে বলবে: তোমরা আল্লাহর সামনে আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষী দিয়েছ? চোখ, কান, চামড়া বলবে: আমাদের ঐ আল্লাহ সাক্ষী দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাই আমরা সাক্ষী দিয়েছি:

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُوْنَ حَتّٰىٓ إِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ وَقَالُوا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوٓا أَنطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

অর্থ: আর যেদিন আল্লাহর দুশমনদেরকে আগুনের দিকে সমবেত করা হবে তখন তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে। অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। আর তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে, 'কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে'? তারা বলবে, 'আল্লাহ আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে

প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' (সূরা হা-মীম সেজদাহ ৪১:১৯-২১)

মাসআলা-১১৮ : জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেঃ আল্লাহ আমাদের সাথে কৃত সমস্ত ওয়াদা পূরণ করেছেন, তোমাদের সাথে কৃত সমস্ত ওয়াদাও কি পূরণ করেছেন?

জাহান্নামীরা বলবেঃ হ্যাঁ আমাদের সাথে কৃত সমস্ত ওয়াদাও পূরণ করেছেন, জাহান্নামের পাহারাদার বলবে লা'নত পরকালকে অস্বীকার কারীদের প্রতি এবং ইসলামের রাস্তা থেকে বাঁধা দানকারীদের প্রতিঃ

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ

অর্থঃ আর জান্নাতের অধিবাসীগণ আগুনের অধিবাসীদেরকে ডাকবে যে, 'আমাদের রব আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা আমরা সত্য পেয়েছি। সুতরাং তোমাদের রব তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন, তা কি তোমরা সত্যই পেয়েছ'? তারা বলবে, 'হ্যাঁ'। অতঃপর এক ঘোষক তাদের মধ্যে ঘোষণা দেবে যে, আল্লাহর লা'নত যালিমদের উপর'। 'যারা আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করত এবং তাতে বক্রতা সন্ধান করত এবং তারা ছিল আখিরাতকে অস্বীকারকারী'। (সূরা আরাফ ৭:৪৪-৪৫)

মাসআলা-১১৯ : পৃথিবীতে এক সাথে জীবন যাপনকারী মুনাফিক ও মু'মিনদের মাঝে নিম্নোক্ত কথাবার্তা হবেঃ

মুনাফিকঃ এ অন্ধকারে আমাদেরকে তোমাদের আলো থেকে কিছু আলো দাও।

মু'মিনঃ এ আলো পাওয়ার জন্য আবার পৃথিবীতে যাও যদি সম্ভব হয়, এ অস্বীকৃতি শুনে মুনাফিক দ্বিতীয়বার বলবেঃ দুনিয়াতে আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?

মু'মিনঃ তোমরা আমাদের সাথে তো ছিলো কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রাস্তার ব্যাপারে সন্দেহে লিপ্ত ছিলে। মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতে ছিলে তাই তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম।

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوْراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُوْنَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَـٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُم بِاللهِ الْغَرُوْرُ

অর্থ: সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীগণ ঈমানদারদের বলবে, ‘তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, তোমাদের নূর থেকে আমরা একটু নিয়ে নেই’, বলা হবে, ‘তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং নূরের সন্ধান কর,’ তারপর তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করে দেয়া হবে, যাতে একটি দরজা থাকবে। তার ভিতরভাগে থাকবে রহমত এবং তার বহির্ভাগে থাকবে আযাব। মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে ডেকে বলবে, ‘আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে ‘হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। আর তোমরা অপেক্ষা করেছিলে[৩৭] এবং সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল, অবশেষে আল্লাহর নির্দেশ এসে গেল। আর মহা প্রতারক[৩৮] তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত করেছিল। (সূরা হাদীদ ৫৭:১৩-১৪)

মাসআলা-১২০ : আল্লাহর সাথে কাফিরদেরদের কথাবার্তা:

আল্লাহ: আমার নিদর্শনসমূহ কি তোমাদের নিকট আসে নি?

কাফির: হে আল্লাহ! আমরা বাস্তবেই পথভ্রষ্ট ছিলাম একবার আমাদেরকে এখান থেকে বের করুন দ্বিতীয় বার কুফরী করলে তখন আমাদেরকে শাস্তি দিবেন।

আল্লাহ: তোমরা লাঞ্ছিত হও এখান থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে আমার সাথে কোনো কথা বলবে না।

বল পৃথিবীতে তোমরা কতদিন জীবিত ছিলে?

কাফির: এক বা দু'দিন।

---

[৩৭] আমাদের অমঙ্গলের।

[৩৮] শয়তান।

আল্লাহঃ এত অল্প সময়ের জন্য তোমরা বিবেক খাটিয়ে কাজ করতে পার নি আর মনে করেছিলে যে আমার নিকট আর কখনো আসবে না?

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

অর্থ: তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হত না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। তারা বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। হে আমাদের পালনকর্তা! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গুনাহগার হব। আল্লাহ বলবেনঃ তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোনো কথা বলো না। আমার বান্দাদের একদলে বলত: হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। অতঃপর তোমরা তাদেরকে ঠাট্টার পাত্ররূপে গ্রহণ করতে। এমনকি, তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে পরিহাস করতে। আজ আমি তাদেরকে তাদের সবরের কারণে এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম। আল্লাহ বলবেনঃ তোমরা পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করলে বছরের গণনায়? তারা বলবে, আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। অতএব আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। আল্লাহ বলবেনঃ তোমরা তাতে অল্পদিনই অবস্থান করেছ, যদি তোমরা জানতে? তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? (সূরা মু'মিনূন ২৩:১০৫-১১৫)

মাসআলা-১২১ : আল্লাহর সাথে কাফিরদের আরো একটি কথপোকথন:

আল্লাহ : মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া সত্য কি না?

কাফির: কেন নয় বিলকুলই সত্য

আল্লাহ: তাহলে তা অস্বীকারের স্বাদ গ্রহণ কর।

কাফির: আফসোস! কিয়ামতের ব্যাপারে আমরা বিরাট ভুল করেছি?

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا۟ يَـٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ

অর্থ: আর যদি তুমি দেখতে যখন তাদেরকে দাঁড় করানো হবে তাদের রবের সামনে এবং তিনি বলবেন 'এটা কি সত্য নয়'? তারা বলবে, 'হ্যাঁ, আমাদের রবের কসম!' তিনি বলবেন, 'সুতরাং তোমরা যে কুফরী করতে তার কারণে আযাব আস্বাদন কর।' যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীকার করেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনকি যখন হঠাৎ তাদের কাছে কিয়ামত এসে যাবে, তারা বলবে, 'হায় আফসোস! সেখানে আমরা যে ত্রুটি করেছি তার উপর।' তারা তাদের পাপসমূহ তাদের পিঠে বহন করবে; সাবধান! তারা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট! (সূরা আনআম ৬:৩০-৩১)

মাসআলা-১২২ : জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝে একটি কথপোকথন:

জান্নাতী: তোমরা কি কারণে জাহান্নামে আসলে?

জাহান্নামী: আমরা নামায পড়তাম না মিসকীনদেরকে খাবার দিতাম না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রূপকারীদের সাথে মিলে আমরাও তাদের সাথে বিদ্রুপ করতাম এবং কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করতাম।

فِى جَنَّـٰتٍ يَتَسَآءَلُونَ ۝ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۝ مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ۝ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۝ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۝ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ ۝ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۝ حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ

অর্থ: বাগ-বাগিচার মধ্যে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে, অপরাধীদের সম্পর্কে, কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাল? তারা বলবে, 'আমরা সালাত আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না'। 'আর আমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করতাম না'। 'আর আমরা অনর্থক আলাপকারীদের সাথে (বেহুদা আলাপে) মগ্ন থাকতাম'। 'আর আমরা প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করতাম'। 'অবশেষে আমাদের কাছে মৃত্যু আগমন করে'। (সূরা মুদ্দাসসির ৭৪:৪০-৪৭)

মাসআলা-১২৩ : আল্লাহ্ ও তার ওলীদের মাঝে একটি শিক্ষামূলক কথপোকথন:

আল্লাহ্ : তোমরা কি আমার বান্দাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করেছ? না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছে?

আল্লাহর ওলী: সুবহানাল্লাহ! আমরা তুমি ব্যতীত অন্য কাউকে আমাদের বিপদাপদ দূরকারী কি করে বানাতে পারি? তুমি তাদেরকে দুনিয়ার সম্পদ দিয়েছ আর তারা তা পেয়ে নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছে:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَقُوْلُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْماً بُوْراً

অর্থ: সেদিন আল্লাহ্ একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে, সেদিন তিনি উপাস্যদেরকে বলবেন, তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে পথভ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রান্ত হয়েছিল? তারা বলবে- আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করতে পারতাম না; কিন্তু আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন, ফলে তারা আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। (সূরা ফুরকান ২৫:১৭-১৮)

মাসআলা-১২৪ : জাহান্নামের পাহারাদারের সাথে জাহান্নামীদের কিছু শিক্ষনীয় কথপোকথন:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} قَالَ: " يُخَلِّي عَنْهُمْ أَرْبَعِيْنَ عَامًا لَا يُجِيْبُهُمْ، ثُمَّ أَجَابَهُمْ: {إِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ} فَيَقُوْلُوْنَ: {رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُوْنَ} قَالَ: فَيُخَلِّي عَنْهُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا، ثُمَّ أَجَابَهُمْ: {اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ} قَالَ: فَوَاللهِ مَا يَنْبِسُ الْقَوْمُ بَعْدَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ إِنْ كَانَ إِلَّا الزَّفِيْرُ وَالشَّهِيْقُ

অর্থ: আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা) আল্লাহর বাণী তারা চিৎকার করে বলবেঃ হে জাহান্নামের পাহারাদার তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত (ফেরেশতা) তাদের কাছ থেকে দূরে থাকবে, এর কোনো উত্তর দিবে না। এরপর উত্তরে সে বলবেঃ তোমরাতো এভাবেই থাকবে। তখন তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! এই অগ্নি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন। অতপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব।

আল্লাহ্ তাদের একথা শুনে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নিবেন, যেমন তারা দুনিয়াতে তাঁর কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, এরপর আল্লাহ্ তাদের উত্তরে বলবেন: তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোনো কথা বলবে না। বর্ণনাকারী বলেনঃ আল্লাহর কসম! এর পর তাদের ঠোঁট বন্ধ হয়ে যাবে আর শুধু তাদের চিল্লাচিল্লির আওয়াজই শোনা যাবে।" (হাকেম ৪/৮৭৭০)[৩৯]

নিষ্ফল কামনা

মাসআলা-১২৫ : কয়েক ফোটা পানির জন্য আফসোস প্রকাশ।

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَهُمْ

[৩৯] ৪/৬৪০

لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَـٰذَا وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ

অর্থ: জাহান্নামীরা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে: আমাদের ওপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা তোমাদের আল্লাহ্ প্রদত্ব জীবিকা থেকে কিছু প্রদান কর। তারা বলবে: আল্লাহ্ এসব জিনিস কাফিরদের জন্য হারাম করেছেন। 'যারা তাদের ধর্মকে গ্রহণ করেছে খেলা ও তামাসারূপে এবং তাদেরকে দুনিয়ার জীবন প্রতারিত করেছে'। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তারা তাদের এই দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিল। আর (যেভাবে) তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত। আর আমি তো তাদের নিকট এমন কিতাব নিয়ে এসেছি, যা আমি জেনেশুনে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। তা হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ এমন জাতির জন্য, যারা ঈমান রাখে। (সূরা আরাফ ৭:৫১-৫২)

মাসআলা-১২৬ : আলোর একটু কিরণ লাভের জন্য আফসোস!

নোট: এ সংক্রান্ত আয়াতটি ১৯৭নং মাসআলা দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-১২৭ : জাহান্নামের আযাব শুধু একদিনের জন্য হালকা করার আবেদন এবং জাহান্নামের পাহারাদারের ধমক:

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوَاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَلَىٰ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلاَّ فِيْ ضَلاَلٍ

অর্থ: আর যারা আগুনে থাকবে তারা আগুনের দারোয়ানদেরকে বলবে, 'তোমাদের রবকে একটু ডাকো না! তিনি যেন একটি দিন আমাদের আযাব লাঘব করে দেন।' তারা বলবে, 'তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেনি'? জাহান্নামীরা বলবে, 'হ্যাঁ অবশ্যই'। দারোয়ানরা বলবে, 'তবে তোমরাই দো'আ কর। আর কাফিরদের দো'আ কেবল নিষ্ফলই হয়'। (সূরা মু'মিন ৪০:৪৯-৫০)

মাসআলা-১২৮ : নিষ্ফল মৃত্যু কামনাঃ

وَنَادَوْا يٰمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّاكِثُوْنَ لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُوْنَ

অর্থঃ তারা চিৎকার করে বলবে, 'হে মালিক! তোমার রব যেন আমাদেরকে শেষ করে দেন'। সে বলবে, 'নিশ্চয় তোমরা অবস্থানকারী'। 'অবশ্যই তোমাদের কাছে আমি সত্য নিয়ে এসেছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য অপছন্দকারী[৪০]। (সূরা যুখরুফ ৪৩:৭৭-৭৮)

মাসআলা-১২৯ : জাহান্নামের আযাব দেখে কাফির আফসোস করে বলবে হায় আমি যদি এ জীবনের জন্য কিছু অগ্রিম পাঠাতামঃ

وَجِيْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ

অর্থঃ আর সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু সেই স্মরণ তার কী উপকারে আসবে? সে বলবে, 'হায়! যদি আমি কিছু আগে পাঠাতাম আমার এ জীবনের জন্য'! অতঃপর সেদিন তাঁর আযাবের মত আযাব কেউ দিতে পারবে না। আর কেউ তাঁর বাঁধার মত বাঁধতে পারবে না। (সূরা ফাজর ৮৯:২৩-২৬)

মাসআলা-১৩০ : পথভ্রষ্টকারী আলেম ও পীরদেরকে জাহান্নামে পদদলিত করার নিষ্ফল কামনাঃ

ذٰلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْأَسْفَلِيْنَ

[৪০] কথাটি আল্লাহর। অর্থ আমিতো তোমাদের কাছে সত্যবাণী পৌঁছিয়েছিলাম।

অর্থ: এই আগুন, আল্লাহর দুশমনদের প্রতিদান। সেখানে থাকবে তাদের জন্য স্থায়ী নিবাস তারা যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত তারই প্রতিফলস্বরূপ। আর কাফিররা বলবে, 'হে আমাদের রব, জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দিন। আমরা তাদের উভয়কে আমাদের পায়ের নীচে রাখব, যাতে তারা নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়। (সূরা হা-মীম সেজদাহ ৪১:২৮-২৯)

মাসআলা-১৩১ : আগুন দেখে পৃথিবীতে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ না করার জন্য আফসোস।

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيْرِ

অর্থ: আর তারা বলবে, 'যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের মধ্যে থাকতাম না'। অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অতএব ধ্বংস জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের জন্য। (সূরা মূলক ৬৭:১০-১১)

মাসআলা-১৩২ : কাফির আগুন দেখে আকাঙ্ক্ষা করবে যে হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম:

إِنَّآ أَنذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيْباً يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يٰلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً

অর্থ: নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে একটি নিকটবর্তী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করলাম। যেদিন মানুষ দেখতে পাবে, তার দু'হাত কী অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কাফির বলবে 'হায়, আমি যদি মাটি হতাম'! (সূরা নাবা ৭৮:৪০)

মাসআলা-১৩৩ : আরো একটি আফসোস। হায়! আমি যদি রাসূলের কথা শুনতাম, হায়! আমি যদি অমুক ও অমুককে বন্ধু না বানাতাম:

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً يٰوَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيْلاً لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلاً

অর্থ: আর সেদিন যালিম নিজের হাত দু'টো কামড়িয়ে বলবে, 'হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে কোনো পথ অবলম্বন করতাম'! 'হায়! আমার দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম'। 'অবশ্যই সে তো আমাকে উপদেশবাণী থেকে বিভ্রান্ত করেছিল, আমার কাছে তা আসার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য চরম প্রতারক'। (সূরা ফুরকান ২৫:২৭-২৯)

মাসআলা-১৩৪ : আগুনে জ্বলার পর কাফির আকাঙ্ক্ষা করবে যে হায়! আমরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করতাম:

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلَا

অর্থ: যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উপুড় করে দেয়া হবে, তারা বলবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম'! (সূরা আহ্যাব ৩৩:৬৬)

মাসআলা-১৩৫ : স্বীয় গুনাহ্র কথা স্বীকার করার পর জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার জন্য নিষ্ফল আফসোস:

قَالُوْا رَبَّنَآ أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ إِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ذٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِىَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوْا فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِىِّ الْكَبِيْرِ

অর্থ: তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু'বার জীবন দিয়েছেন। অতঃপর আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব (জাহান্নাম থেকে) বের হবার কোনো পথ আছে কি'? তাদেরকে বলা হবে] 'এটা তো এজন্য যে, যখন আল্লাহকে এককভাবে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে আর যখন তাঁর সাথে শরীক করা হত তখন তোমরা বিশ্বাস করতে। সুতরাং যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ, মহান আল্লাহর'। (সূরা মু'মিন ৪০:১১-১২)

মাসআলা-১৩৬ : মুজরিম নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই, আত্মীয়-স্বজন, এমন কি পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিকে জাহান্নামে দিয়ে হলেও সেখান থেকে সে নিজে বাঁচতে চাইবে কিন্তু তার এ আফসোস পূর্ণ হবে না:

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ

অর্থ: তাদেরকে একে অপরের দৃষ্টিগোচর করা হবে। অপরাধী চাইবে যদি সে সেদিনের শাস্তি থেকে তার সন্তান-সন্ততিকে পণ হিসেবে দিয়ে মুক্তি পেতে, আর তার স্ত্রী ও ভাইকে, আর তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত। আর জমিনে যারা আছে তাদের সবাইকে, যাতে এটি তাকে রক্ষা করে। কখনো নয়! এটিতো লেলিহান আগুন। যা মাথার চামড়া খসিয়ে নেবে। (সূরা মাআরিজ ৭০:১১-১৬)

মাসআলা-১৩৭ : কাফির পৃথিবীর ওজন পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাইবে কিন্তু তখন এ কামনা পূর্ণ হবে না:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

অর্থ: নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং কাফির অবস্থায় মারা গেছে, তাদের কারো কাছ থেকে যমীন ভরা স্বর্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রতিদান করলেও গ্রহণ করা হবে না, তাদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব, আর তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। (সূরা আলে ইমরান ৩:৯১)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ﷺ قَالَ: "يُقَالُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ سُئِلْتَ أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ"

অর্থ: "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: কিয়ামতের দিন কাফিরকে বলা হবে, যদি পথিবী পরিমাণ স্বর্ণ তোমার থাকে তাহলে কি তুমি তা এর বিনিময় দান করতে? সে বলবে: হ্যাঁ। তাকে বলা হবে এর চেয়েও সহজ জিনিস তোমার কাছে চাওয়া হয়েছিল।" (মুসলিম) [৪১]

---

[৪১] কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব ফিল কুফ্ফার।

মাসআলা-১৩৮ : আযাব দেখে মুশরিকদের নির্ধারণ কৃত শরীকদের ব্যাপারে আপেক্ষ "হায় আমাদেরকে যদি একবার দুনিয়াতে পাঠানো হত, তাহলে আমরা এ নেতাদের কাছ থেকে এমনভাবে সম্পর্ক মুক্ত থাকতাম যেমন তারা আজ আমাদের থেকে সম্পর্ক মুক্ত":

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ

অর্থ: যখন, যাদেরকে অনুসরণ করা হয়েছে, তারা অনুসারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং তারা আযাব দেখতে পাবে। আর তাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যারা অনুসরণ করেছে, তারা বলবে, 'যদি আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হত, তাহলে আমরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে যেতাম, যেভাবে তারা আলাদা হয়ে গিয়েছে'। এভাবে আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের আমলসমূহ দেখাবেন, তাদের জন্য আক্ষেপস্বরূপ। আর তারা আগুন থেকে বের হতে পারবে না। (সূরা বাকারা ২:১৬৬-১৬৭)

মাসআলা-১৩৯ : আগুনের আযাব দেখে কাফিরদের দিলে সৃষ্ট বেদনা:

আফসোস! আমি যদি আল্লাহ্র সাথে নাফরমানী না করতাম।

আফসোস! আমি যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ না করতাম।

আফসোস! আমি যদি হিদায়াত প্রাপ্ত হতে চেষ্টা করতাম।

আফসোস! আমিও যদি পরহেযগার হয়ে যেতাম।

আফসোস! যদি একবার সুযোগ মিলে তাহলে আমিও নেককার হয়ে যাব:

وَاتَّبِعُوٓاْ أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ أَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يٰحَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُّ فِي جَنْبِ اللّٰهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِيْنَ أَوْ تَقُوْلَ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ هَدَانِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ أَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِيْ كَرَّةً فَأَكُوْنَ مِنَ

الْمُحْسِنِيْنَ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

অর্থ: আর অনুসরণ কর উত্তম যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে আযাব আসার পূর্বে। অথচ তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে না। যাতে কাউকেও বলতে না হয়, 'হায় আফসোস! আল্লাহর হক আদায়ে আমি যে শৈথিল্য করেছিলাম তার জন্য। আর আমি কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম'। অথবা যাতে কাউকে একথাও বলতে না হয়, 'আল্লাহ যদি আমাকে হিদায়াত দিতেন তাহলে অবশ্যই আমি মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'। অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় যাতে কাউকে একথাও বলতে না হয়, 'যদি একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ আমার হত, তাহলে আমি মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'। হ্যাঁ, অবশ্যই তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলোকে অস্বীকার করেছিলে এবং তুমি অহঙ্কার করেছিলে। আর তুমি কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (সূরা যুমার ৩৯:৫৫-৫৯)

মাসআলা-১৪০ : প্রতিফল দেখে কাফিরের দুঃখ আফসোস! আমার আমল নামা যেন আমাকে না দেয়া হয়, আফসোস হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত:

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ

অর্থ: কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে, 'হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা দেয়া না হত'! 'আর যদি আমি না জানতাম আমার হিসাব'! 'হায়! মৃত্যুই যদি আমার চূড়ান্ত ফায়সালা হত'! (সূরা হাক্কাহ ৬৯:২৫-২৭)

মাসআলা-১৪১ : আফসোস! আমি যদি আল্লাহর সাথে শিরক না করতাম:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ أَهْلِ النَّارِ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ: لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي فَتَكُوْنُ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ. وَكُلُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ فَيَقُوْلُ: لَوْلَا أَنَّ اللهَ هَدَانِي فَيَكُوْنُ لَهُ شُكْرٌ. ثُمَّ تَلَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ}

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সমস্ত জাহান্নামবাসী জান্নাতে তার ঠিকানা দেখতে পাবে, আর আফসোস করে বলবে: হায়! আল্লাহ যদি আমাকে হিদায়াত প্রাপ্ত করতেন! তা দেখা তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে। আর প্রত্যেক জান্নাতীকে জাহান্নামে তার ঠিকানা দেখানো হবে। তখন সে বলবে: যদি আল্লাহ আমাকে হিদায়াত না দিত (তাহলে আমাকে সেখানে যেতে হত) তা দেখা হবে তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তেলাওয়াত করলেন: হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস!" (হাকেম ২/৩৬২৯) [৪২]

জাহান্নামীদের আরো একটি সুযোগ লাভের আকাঙ্খা

মাসআলা-১৪২ : কাফির আগুন দেখে সত্যকে স্বীকার করবে আর সৎ আমল করার জন্য দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য আকাঙ্খা করবে:

يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

অর্থ: তারা কি শুধু তার পরিণামের অপেক্ষা করছে? যেদিন তার পরিণাম প্রকাশ হবে, তখন পূর্বে যারা তাকে ভুলে গিয়েছিল, তারা বলবে, 'আমাদের রবের রাসূলগণ তো সত্য নিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং আমাদের জন্য কি সুপারিশকারীদের কেউ আছে, যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে, কিংবা আমাদের প্রত্যাবর্তন করানো হবে, অতঃপর আমরা যা করতাম তা ভিন্ন অন্য আমল করব'? তারা তো নিজদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রটাত, তা তাদের থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। (সূরা আরাফ ৭:৫৩)

মাসআলা-১৪৩ : জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে আগামীতে ভাল আমল করার দরখাস্তের ব্যাপারে জাহান্নামের পাহারাদারের কড়া কড়া উত্তর" যালিমদের জন্য এখানে কোনো সাহায্যকারী নেই:

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

[৪২] সিলসিলা আহাদিস সহীহ লি আল বানী ৫ম খ. হাদীস নং-২০৩৪।

অর্থ: আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে বের করে দিন, আমরা পূর্বে যে আমল করতাম, তার পরিবর্তে আমরা নেক আমল করব'। (আল্লাহ্ বলবেন) 'আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি যে, তখন কেউ শিক্ষাগ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী এসেছিল। কাজেই তোমরা আযাব আস্বাদন কর, আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। (সূরা ফাত্বির ৩৫:৩৭)

মাসআলা-১৪৪ : জাহান্নামে মুশরিকদের অন্যায় স্বীকার ও সুযোগ হলে মু'মিন হওয়ার আকাঙ্খা:

فَكُبْكِبُوا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوُوْنَ وَجُنُوْدُ إِبْلِيْسَ أَجْمَعُوْنَ قَالُوا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ وَلاَ صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ: অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টকারীদেরকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, আর ইবলীসের সকল সৈন্যবাহিনীকে। সেখানে পরস্পর ঝগড়া করতে গিয়ে তারা বলবে, 'আল্লাহর কসম! আমরা তো সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলাম', 'যখন আমরা তোমাদেরকে সকল সৃষ্টির রবের সমকক্ষ বানাতাম'। 'আর অপরাধীরাই শুধু আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল'; 'অতএব, আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই'। 'এবং কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুও নেই'। 'হায়! আমাদের যদি আরেকটি সুযোগ হত, তবে আমরা মু'মিনদের অর্ন্তভুক্ত হতাম'।

(সূরা শুআরা ২৬:৯৪-১০২)

মাসআলা-১৪৫ : আল্লাহর সামনে লজ্জিত হয়ে কাফির ঈমান আনার অঙ্গিকার করে দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে আসার আবেদন জানাবে উত্তরে বলা হবে: তোমাদের কৃতকর্মের বদলা হিসেবে তোমরা সর্বদা জাহান্নামের স্বাদ গ্রহণ কর:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوْقِنُوْنَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থ: যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি। আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জ্বিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব। অতএব এ দিবসকে ভুলে যাওয়ার কারণে তোমরা মজা আস্বাদন কর। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে স্থায়ী আযাব ভোগ কর। (সূরা সাজদা ৩২:১২-১৪)

মাসআলা-১৪৬ : আগুনের আযাব দেখে কাফির একবার সুযোগ পেয়ে সৎ হয়ে জীবন যাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে কিন্তু তা পূরণ হবে না:

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

অর্থ: অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় যাতে কাউকে একথাও বলতে না হয়, 'যদি একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ আমার হত, তাহলে আমি মু'মিনদের অন্ত র্ভুক্ত হতাম'। হ্যাঁ, অবশ্যই তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলোকে অস্বীকার করেছিলে এবং তুমি অহঙ্কার করেছিলে। আর তুমি কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (সূরা যুমার ৩৯:৫৮-৫৯)

মাসআলা-১৪৭ : জাহান্নামী আল্লাহর সামনে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার জন্য ঈমান আনার ব্যাপারে ওয়াদা করবে উত্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিনভাবে ধমক দেয়া হবে:

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ

অর্থ: তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। হে আমাদের পালনকর্তা! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গুনাহগার হব। আল্লাহ বলবেনঃ তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোনো কথা বলো না। আমার বান্দাদের একদলে বলত: হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। অতঃপর তোমরা তাদেরকে ঠাট্টার পাত্ররূপে গ্রহণ করতে। এমনকি, তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে পরিহাস করতে। (সূরা মু'মিনূন ২৩:১০৬-১১০)

মাসআলা-১৪৮ : আগুনের আযাব দেখে কাফির এক মুহূর্তের জন্য সুযোগ চাইবে যাতে ঈমান আনতে পারে কিন্তু তার দরখাস্ত কবুল হবে না:

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ

অর্থ: আর তুমি মানুষদেরকে সতর্ক কর, যেদিন তাদের উপর আযাব নেমে আসবে। অতঃপর তখন যারা যুলুম করেছে তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব'। ইতঃপূর্বে তোমরা কি কসম করনি যে, তোমাদের কোনো পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম ১৪:৪৪)

মাসআলা-১৪৯ : জাহান্নামের পাশে দাঁড়িয়ে কাফিরের আরেক দফা পৃথিবীতে ফিরে আসার আবেদন:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থ: আর যদি তুমি দেখতে, যখন তাদেরকে আগুনের উপর আটকানো হবে, তখন তারা বলবে, 'হায়! যদি আমাদেরকে ফেরত পাঠানো হত। আর আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহ অস্বীকার না করতাম এবং আমরা মু'মিনদের অন্ত র্ভুক্ত হতাম!' (সূরা আনআম ৬:২৭)

মাসআলা-১৫০ : জাহান্নামের আযাব দেখে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশঃ

وَتَرَى الظَّالِمِيْنَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خَاشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّ الْخَاسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ

অর্থ: আর তুমি যালিমদেরকে দেখবে, যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে তখন বলবে, 'ফিরে যাওয়ার কোনো পথ আছে কি'? তুমি তাদেরকে আরো দেখবে যে, তাদেরকে অপমানে অবনত অবস্থায় জাহান্নামে উপস্থিত করা হচ্ছে, তারা আড় চোখে তাকাচ্ছে। আর কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ বলবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত যারা নিজেদের ও পরিবার–পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে। সাবধান! যালিমরাই থাকবে স্থায়ী আযাবে। (সূরা শুরা ৪২:৪৪-৪৫)

মাসআলা-১৫১ : কঠিন শাস্তিতে নিমজ্জিত মুজরিমদের আবেদন "হে আমাদের প্রভু! একবার একটু আযাব দূর করুন আমরা ঈমান আনব"

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُوْنَ أَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى إِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ

অর্থ: (তখন তারা বলবে) 'হে আমাদের রব! আমাদের থেকে আযাব দূর করুন; নিশ্চয় আমরা মু'মিন হব।' এখন কীভাবে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে, অথচ ইতঃপূর্বে তাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী রাসূল এসেছিল? তারপর তারা তাঁর দিক থেকে বিমুখ হয়েছিল এবং বলেছিল 'এ শিক্ষাপ্রাপ্ত পাগল'। নিশ্চয় আমি ক্ষণকালের জন্য আযাব দূর করব; নিশ্চয় তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। সেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব; নিশ্চয় আমি হব প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (সূরা দুখান ৪৪:১২-১৬)

মাসআরা-১৫২ : ইবরাহিম (আ)-এর পিতা আযর জাহান্নাম দেখে বলবেঃ হে ইবরাহিম! আজ আমি তোমার কথা শুনব⁄কিন্তু তখন ইবরাহিম (আ) এর পিতাকেও সুযোগ দেয়া হবে না বরং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، يَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لاَ تَعْصِنِي، فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَالْيَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: "إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الكَافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ"

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ ইবরাহিম (আ) কিয়ামতের দিন তাঁর পিতাকে এমনভাবে দেখতে পাবে যে, তার মুখে কাল ও ধুলাময়, তখন ইবরাহিম (আ) বলবেনঃ আমি কি পৃথিবীতে তোমাকে বলি নাই যে, আমার কথা অমান্য করবে না? আযর বলবেঃ আচ্ছা আজ আমি তোমার কথা অমান্য করব না। তখন ইবরাহিম (আ) স্বীয় রবের নিকট আবেদন করবে যে, হে আমার রব! তুমি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলে যে, কিয়ামতের দিন আমাকে অপমানিত করবে না কিন্তু এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে যে, আমার পিতা তোমার রহমত থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ বলবেনঃ হে ইবরাহিম! তোমার উভয় পায়ের নিচে কি? ইবরাহিম (হঠাৎ) দেখবেন আবর্জনার সাথে মিসা এক মূর্তি যাকে ফেরেশতারা পদাঘাত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছে।" (বুখারী ৪/৩৩৫০) [৪৩]

---

[৪৩] কিতাব বাদউল খালক, বাব কাওলিল্লাহি তা'আলা ওয়াত্তাখাজাল্লাহা ইবরাহিমা খালীলা।

জাহান্নামে ইবলীস

মাসআলা-১৫৩ : জাহান্নামে প্রবেশের পর ইবলীস তার অনুসারীদেরকে লক্ষ্য করে বক্তব্য দিবে:

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থ: আর যখন যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলেন সত্য ওয়াদা, তোমাদের উপর আমার কোনো আধিপত্য ছিল না, তবে আমিও তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, এখন আমি তা ভঙ্গ করলাম। তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, আর তোমরা আমার দাওয়াতে সাড়া দিয়েছ। সুতরাং তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না, বরং নিজদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই, আর তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। ইতঃপূর্বে তোমরা আমাকে যার সাথে শরীক করেছ, নিশ্চয় আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব' । (সূরা ইবরাহীম ১৪:২২)

মাসআলা-১৫৪ : ইবলীসের দৃষ্টান্তমূলক শেষ পরিণতি:

মাসআলা-১৫৫ : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইবলীসকে আগুনের পোশাক পরানো হবে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى حُلَّةً مِنَ النَّارِ إِبْلِيْسُ , فَيَضَعُهَا عَلَى حَاجِبَيْهِ وَيَسْحَبُهَا مِنْ خَلْفِهِ, وَذُرِّيَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ يُنَادِيْ يَا ثُبُوْرَاهُ وَيُنَادُوْنَ: يَا ثُبُوْرَهُمْ , حَتَّى يَقِفَ عَلَى النَّارِ فَيَقُوْلُ: يَا ثُبُورَاهُ , وَيَقُلُوْنَ: يَا ثُبُوْرَهُمْ , فَيَقُوْلُ: {لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا}

অর্থ: "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জাহান্নামে সর্বপ্রথম ইবলীসকে আগুনের পোশাক পরানো হবে। তা তার কপালের ওপর রেখে পিছন থেকে টানা হবে, তার সন্তানরা (তার চেলারা) তার পিছে পিছে চলবে, ইবলীস তার মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করতে থাকবে তার ভক্তরাও মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করতে থাকবে, এমন কি যখন সে জাহান্নামের কাছে এসে উপস্থিত হবে, তখন ইবলীস বলবে: হায় মৃত্যু! তার সাথে তার ভক্তরাও বলবে: হায় মৃত্যু! তখন তাকে বলা হবে আজ এক মৃত্যু নয় বহু মৃত্যুকে ডাক।" (আহমদ ৭/৩৫৯০৭)[৪৪]

স্মৃতিচারণ

মাসআলা-১৫৬ : জাহান্নামে এক ভাল বন্ধুর স্মৃতিচারণ ও তার তালাশ:

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ

অর্থ: তারা আরো বলবে, 'আমাদের কী হলো যে, আমরা যাদের মন্দ গণ্য করতাম সেসকল লোককে এখানে দেখছি না।' 'তবে কি আমরা তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম, নাকি তাদের ব্যাপারে [আমাদের] দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে'? নিশ্চয় এটি সুনিশ্চিত সত্য- জাহান্নামীদের এই পারস্পরিক বাকবিতণ্ডা। (সূরা সোয়াদ ৩৮:৬২-৬৪)

মাসআলা-১৫৭ : জাহান্নামে এক পথভ্রষ্ট বে-দ্বীন বন্ধুর স্মৃতিচারণ:

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا

অর্থ: আর সেদিন যালিম নিজের হাত দু'টো কামড়িয়ে বলবে, 'হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে কোনো পথ অবলম্বন করতাম'! 'হায় আমার দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম'। 'অবশ্যই সে তো আমাকে উপদেশবাণী থেকে বিভ্রান্ত করেছিল, আমার কাছে তা আসার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য চরম প্রতারক'। (সূরা ফুরকান ২৫:২৭-২৯)

---

[৪৪] ইবনে কাসীর ৩/৪১৫

জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আমলসমূহ আনন্দদায়ক

মাসআলা-১৫৮ : জাহান্নামকে আনন্দদায়ক আমলসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيْلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا " . قَالَ: «فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللهُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا» . قَالَ: " فَرَجَعَ إِلَيْهِ. قَالَ: فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا. فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ. فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَ إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا " . قَالَ: " فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ. فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. قَالَ: اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا. فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا. فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا. فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ. فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا. فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا "

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: যখন আল্লাহ জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেন তখন সেখানে জিবরাঈলকে জান্নাত দেখতে পাঠালেন এবং তাকে বললেন: তুমি তা দেখ এবং তার অধিবাসীদের জন্য কি তৈরী করে রাখা হয়েছে তা দেখে আস। তখন সে ওখানে গিয়ে তা এবং তার অধিবাসীদের জন্য কি তৈরী করে রাখা হয়েছে তা দেখল এবং আল্লাহর নিকট ফিরে আসল, এসে বলল তোমার ইজ্জতের কসম! যেই তার কথা শুনবে সেই সেখানে প্রবেশ করবে। তখন আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, তখন তাকে কষ্টকর আমলসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হলো। এর পর তাকে (জিবরাঈল কে) বললেন: তুমি সেখানে আবার যাও এবং তা দেখ এবং

তার অধিবাসীদের জন্য কি প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে আস। তখন সে ওখানে গিয়ে তা এবং তার অধিবাসীদের জন্য কি তৈরী করে রাখা হয়েছে তা দেখল, তখন দেখল যে, এখন তা কষ্টকর আমলসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে। তখন সে আল্লাহর নিকট ফিরে এসে বলল: তোমার ইজ্জতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে এখানে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। তখন আল্লাহ বললেন: যাও এখন গিয়ে জাহান্নাম দেখে আস এবং তা ও তার অধিবাসীদের জন্য কি প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে আস। তখন সে ওখানে গিয়ে দেখতে পেল যে, তার একাংশ আরেক অংশকে গ্রাস করছে, তখন সে আল্লাহর নিকট ফিরে আসল এবং বলল: তোমার ইজ্জতের কসম! যেই এর কথা শুনবে সেই তাতে প্রবেশ করতে চাইবে না। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন, ফলে তাকে কামভাবাপন্ন আমলসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হলো। এরপর আল্লাহ তাকে (জিবরাঈল কে) আবার বললেন: তুমি আবার সেখানে গিয়ে তা দেখে আস, তখন সে আবার ওখানে গিয়ে তা দেখে আসল এবং বলল: তোমার ইজ্জতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে এখানে প্রবেশ না করে কেউ মুক্তি পাবে না।" (তিরমিযী ৪/২৫৬০) [৪৫]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»

অর্থ: "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাত কষ্টদায়ক আমলসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে, আর জাহান্নাম আরামদায়ক আমলসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে।" (মুসলিম ৪/২৮২২) [৪৬]

মাসআলা-১৫৯ : পৃথিবীর চাকচিক্যতার পরিণতি জাহান্নাম:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، ﷺ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «حُلْوَةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الْآخِرَةِ، وَمُرَّةُ الدُّنْيَا حُلْوَةُ الْآخِرَةِ»

অর্থ: "আবু মালেক আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: পৃথিবীর মিষ্টি পরকালের তিক্ত, আর পৃথিবীর তিক্ত পরকালের মিষ্টি।" (আহমদ, হাকেম ৪/৭৮৬১) [৪৭]

---

[৪৫] আবওয়াব সিফাতু জাহান্নাম, বাব মাযায়া ফি আন্নাল জান্না হুফফাত বিল মাকারিহ। (২/২০৭৫)
[৪৬] কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা।
[৪৭] আলবানী সংকলিত সহীহ আল জামে' আস সাগীর। খ. ৩. হাদীস নং ৩১৫০।

মাসআলা-১৬০ : আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজসমূহ আনন্দদায়ক:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: পৃথিবী মু'মিনের জন্য জেল স্বরূপ, আর কাফিরের জন্য জান্নাত স্বরূপ।" (মুসলিম ৪/২৯৫৬) [৪৮]

আদম সন্তানদের মধ্যে জান্নাত ও জাহান্নামীদের হার

মাসআলা-১৬১ : হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামে যাবে আর মাত্র একজন জান্নাতে যাবে:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا آدَمُ فَيَقُوْلُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، قَالَ يَقُوْلُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ قَالَ: فَذَاكَ حِيْنَ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ" قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: «أَبْشِرُوْا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ أَلْفًا، وَمِنْكُمْ رَجُلٌ»

অর্থ: "আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন: হে আদম! সে বলবে: হে আল্লাহ! আমি তোমার খেদমতে ও তোমার অনুসরণে উপস্থিত, সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে, তখন আল্লাহ বলবেন: মানুষের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে আলাদা কর। আদম (আ) জিজ্ঞেস করবে যে, জাহান্নামী কতজন? আল্লাহ বলবেন: হাজারে ৯৯৯ জন। নবী ﷺ বলেছেন: আর এটাই হবে ঐ মুহূর্ত যখন শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভধারিনী

[৪৮] কিতাবুযযুহদ।

মহিলা গর্ভপাত করবে, আর তুমি লোকরদেরকে বেহুশ দেখতে পাবে। অথচ তারা বেহুশ হবেনা বরং তা হবে আল্লাহর আযাবের কঠিনত্বের ফল। বর্ণনাকারী বলেন: একথা শুনে সাহাবাগণ পেরেশান হয়ে গেল এবং বলতে লাগল: হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমাদের মাঝে এমন কোনো ব্যক্তি আছে যে, জান্নাতে যাবে? তিনি বললেন: সুসংবাদ গ্রহণ কর। এর মধ্যে ইয়াজুজ মাজুজের মধ্য থেকে এক হাজার মানুষ (জাহান্নামে যাবে), আর তোমাদের মধ্য থেকে একজন।" (মুসলিম ১/২২২) [৪৯]

মাসআলা-১৬২ : মোহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের ৭৩ ফিরকার মধ্যে ৭২ ফিরকা জাহান্নামে যাবে আর ১ ফেরকা জান্নাতে যাবে:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، فَإِحْدَى وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ» . قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «اَلْجَمَاعَةُ»

অর্থ: "আওফ বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ইহুদীরা ৭১ দলে বিভক্তি হয়েছিল, তাদের মধ্যে একটি দল জান্নাতী আর বাকী ৭০টি দল জাহান্নামী, নাসারারা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে একটি দল জান্নাতী আর বাকী ৭১ দল জাহান্নামী। ঐ সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! অবশ্যই আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে এর মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামে যাবে, আর একটি দল জান্নাতে যাবে। তারা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! তারা কারা? তিনি বললেন: (আল জামায়া) আহলুসসুন্না ওয়াল জামায়া।:"

(ইবনে মাজা ২/৩৯৯২) [৫০]

---

[৪৯] কিতাবুল ঈমান, বাব লিবায়ান কাউন হাযিহিল উম্মা নিসফ আহলিল জান্না।

[৫০] কিতাবুল ফিতান বাব ইফতিরাকুল উমাম।

জাহান্নামে নারীদের সংখ্যাধিক্য

মাসআলা-১৬৩ : জাহান্নামে পুরুষদের তুলনায় নারীদের সংখ্যাধিক্য হবে:

عَنْ أُسَامَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابُ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ»

অর্থ: "ওসামা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলাম যে, তাতে অধিকাংশ প্রবেশ কারীরা গরীব মানুষ, সম্পদশালীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বাধা দেয়া হচ্ছে। আর জাহান্নামে প্রবেশকারী সম্পদশালীদেরকে আগেই জাহান্নামে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতপর আমি জাহান্নামের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম যে, তাতে অধিকাংশ প্রবেশকারী হলো নারী।" (বুখারী ৭/৫১৯৬) [৫১]

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি জান্নাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলাম তার অধিকাংশ অধিবাসীরা ফকীর, আর জাহান্নামের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলাম তার অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা।" (তিরমিযী ৪/২৬০২) [৫২]

মাসআলা-১৬৪ : কোনো কোনো মহিলা স্বীয় স্বামীর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে জাহান্নামী হবে:

---

[৫১] কিতাবুন নিকাহ।

[৫২] আবওয়াব সিফাতু জাহান্নাম, বাব মাযায়া আন্না আকসারা আহলিন ন্নারি আন নিসা। (২/২০৯৮)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ. وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ» . قَالُوْا: لِمَ؟ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ» . قِيْلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: " يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ "

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি জাহান্নাম দেখেছি আর আজকের ন্যায় আর কোনো দিন আমি আর কোনো দৃশ্য দেখি নি। আর তার অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা। তারা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞেস করল কেন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন: তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞেস করা হলো যে, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে? তিনি বললেন: তারা স্বীয় স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয় এবং তার অনুগ্রহকে অস্বীকার করে, আর তুমি যদি তাদের কারো প্রতি জীবনভর অনুগ্রহ করতে থাক, কিন্তু হঠাৎ যদি তার মর্জি বিরোধী কিছু তোমার কাছ থেকে পায়, তাহলে সে বলে: "আমি কখনো তোমার কাছ থেকে ভাল কোনো কিছু পাই নি।" (মুসলিম ২/৯০৭) [৫৩]

মাসআলা-১৬৫ : কিছু কিছু মহিলা অধিক পরিমাণ লা'নত করার কারণে জাহান্নামে যাবে:

عَنْ أَبِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ: بِمَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ،

অর্থ: "আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতেরের দিন ঈদগাহের দিকে বের হওয়ার সময়, মহিলাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং বললেন: হে মহিলারা তোমরা সাদকা কর। কেননা আমি তোমাদের অধিকাংশকেই জাহান্নামী হিসেবে দেখতে পেয়েছি। তারা

---

[৫৩] কিতাবুল কুসুফ।

বলল: কেন হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের স্বামীদের বেশি বেশি অকৃতজ্ঞ হও এবং লা'নত (অভিসম্পাত) বেশি বেশি করে কর।" (বুখারী ১/৩০৪)[৫৪]

মাসআলা-১৬৬ : কিছু কিছু মহিলা হালকা পোশাক পরিধান বা নামকা ওয়াস্তে কোনো পোশাক পরিধান করার কারণে জাহান্নামে যাবে:

মাসআলা-১৬৭ : কোনো কোনো মহিলা পুরুষদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার কারণে জাহান্নামী হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দু'প্রকার লোক জাহান্নামী হবে তবে আমি তাদেরকে দেখি নি। তাদের এক প্রকার হলো তারা, যাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় কোড়া থাকবে, আর তারা তা দিয়ে তাদের অধিনস্ত লোকদেরকে আঘাত করবে। আরেক প্রকার হলো ঐ সমস্ত মহিলা যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকবে, পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। তাদের মাথা বড় উটের কুঁজের ন্যায় ঝুঁকে থাকবে (আলগা চুল ব্যবহার করার কারণে) তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ তার সুঘ্রাণ এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে।" (মুসলিম ৩/২১২৮)[৫৫]

---

[৫৪] কিতাবুল হায়েয, বাব তারকিল হায়েযে আস সাওম।
[৫৫] কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব জাহান্নাম।

জাহান্নামের সুসংবাদ প্রাপ্তরা

মাসআলা-১৬৮ : আমর বিন লুহাই জাহান্নামীঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خِنْدِفَ أَبَا بَنِي كَعْبٍ هَؤُلَاءِ، يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ»

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমি আমর বিন লুহাই বিন কাময়া বিন খান্দাফ আবু বানি কা'বকে দেখেছি যে, সে জাহান্নামে স্বীয় নাড়িভূড়ি টেনে নিয়ে চলছে।" (মুসলিম ৪/২৮৫৬) [৫৬]

মাসআলা-১৬৯ : সায়েবা নামক মূর্তির তৈরীকারী আমর বিন আমের খুজায়ী জাহান্নামী হবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السُّيُوابَ»

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলূল্লাহ স) বলেছেনঃ আমি আমর বিন আম্মার আল খুযায়ীকে দেখেছি যে সে জাহান্নামে স্বীয় নাড়ীভুড়ি টেনে নিয়ে চলছে, সে ছিল ঐ ব্যক্তি যে, সর্বপ্রথম সায়েবা মূর্তি তৈরী করেছিল।" (মুসলিম ৪/২৮৫৬) [৫৭]

মাসআলা-১৭০: গণীমতের মাল থেকে চাদর চুরী করার কারণে কারকারা নামক এক ব্যক্তি জাহান্নামী হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ২৯৫ নং মাসআলা দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-১৭১ : বদরের যুদ্ধে নিহত ১৪ জন কুরাইশ নেতা জাহান্নামী হবেঃ

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوْا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ

---

[৫৬] প্রাগুক্ত।

[৫৭] প্রাগুক্ত।

خَبِيْثٍ مُخْبِثٍ، فقام شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَجَعَلَ يُنَادِيْهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: «يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ، وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ، أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟»

অর্থ: "আবু তালহা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:বদরের যুদ্ধের দিন নবী ﷺ কুরাইশদের ২৪ জন নেতাকে বদরের কুয়াসমূহের মধ্যে একটি দুর্গন্ধময় কুয়ায় নিক্ষেপ করার জন্য নির্দেশ দিলেন, তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করার পর তিনি কুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত সরদারদেরকে তাদের পিতার নামসহ ডাকলেন, হে অমুকের ছেলে অমুক, হে অমুকের ছেলে অমুক! তোমাদের কি একথা পছন্দ লাগছে যে, তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর নি? আমাদের সাথে আমাদের রব যে অঙ্গিকার করেছিল তা আমরা সত্য পেয়েছি, তোমাদের সাথে তোমাদের রব যে ওয়াদা করেছিল তা কি তোমরা সত্য পেয়েছ।" (বুখারী ৫/৩৯৭৬) [৫৮]

মাসআলা-১৭২ : আবু সামামা আমর বিন মালেক জাহান্নামী:

নোট: এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১নং মাসআলায় দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-১৭৩ : খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কাফির ও মুশরিকরা জাহান্নামী হবে:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَلَأَ اللهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا، شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ»

অর্থ: "আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তাদের ঘর ও কবর সমূহকে আগুন দিয়ে ভরে দিন তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায (আসরের) আদায় করা থেকে বিরত রেখেছে, এমনকি সূর্য ডুবে গেছে।" (বুখারী ৪/২৯৩১) [৫৯]

---

[৫৮] কিতাবুল জিহাদ বাব দুয়া আলাল মুশরিকীন।
[৫৯] প্রাগুক্ত।

চিরস্থায়ী জাহান্নামী

মাসআলা-১৭৪ : মুশরিক জাহান্নামী হবেঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

অর্থ: " নিশ্চয় কিতাবীদের মাধ্যে যারা কুফরী করেছে ও মুশরিকরা, জাহান্নামের আগুনে থাকবে স্থায়ীভাবে। ওরাই হলো নিকৃষ্ট সৃষ্টি। (সূরা বাইয়্যিনাহ ৯৮:৬)

মাসআলা-১৭৫ : কাফির জাহান্নামী হবেঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

অর্থ: " আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। (সূরা বাক্বারা ২:৩৯)

মাসআলা-১৭৬ : মুরতাদ জাহান্নামী হবেঃ

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

অর্থ: আর যে তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, বস্তুত এদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। (সূরা বাক্বারা ২:২১৭)

মাসআলা-১৭৭ : মুনাফিক জাহান্নামী হবেঃ

وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ

অর্থ: আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী ও কাফিরদেরকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাতে তারা চিরদিন থাকবে, এটি তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের লা'নত করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।(সূরা তাওবা ৯:৬৮)

মাসআলা-১৭৮ : আহলে কিতাব সহ অন্যান্য অমুসলিমদের মধ্য থেকে যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনবে না তারাও জাহান্নামী হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: ঐ সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ! ঐ উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার কথা শুনবে, চাই সে ইহুদী হোক আর নাসারা, সে আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করল জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (মুসলিম) [৬০]

ক্ষণস্থায়ী জাহান্নামী

মাসআলা-১৭৯ : যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করেনি সে জাহান্নামী হবে:

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

অর্থ: যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) 'এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর'। (সূরা তাওবা ৯:৩৪-৩৫)

মাসআলা-১৮০ : জেনে শুনে কোনো মু'মিনকে হত্যাকারী দীর্ঘসময় পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে:

---

[৬০] কিতবুল ঈমান, বাাব ওজুবিল ঈমান বি রিসালাতি নাবিয়্যিনা (স) ইলা জামিয়িন্নাস।

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيْماً

অর্থ: আর যে ইচ্ছাকৃত কোনো মু'মিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ্ তার উপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য বিশাল আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন। (সূরা নিসা ৪:৯৩)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ»

অর্থ: "আবু সাঈদ ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যদি আকাশ ও জমিনে বসবাসকারী সমস্ত সৃষ্টি একজন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যায় শামিল হয়,তাহলে আল্লাহ্ তাদের সকলকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" (তিরমিযী ৪/১৩৯৮) [৬১]

মাসআলা-১৮১ : কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চলাকালে সেনাদল থেকে পলায়নকারী জাহান্নামী হবে:

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

অর্থ: আর যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তাহলে সে আল্লাহর গযব নিয়ে ফিরে আসবে। তবে যুদ্ধের জন্য (কৌশলগত) দিক পরিবর্তন অথবা নিজ দলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য হলে ভিন্ন কথা এবং তার আবাস জাহান্নাম। আর সেটি কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। (সূরা আনফাল ৮:১৬)

মাসআলা-১৮২ : ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারী জাহান্নামী হবে:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْراً

---

[৬১] কিতাবুত দিয়াত বাব আল হুকমু ফিদ দীমা। (২/১১২৮)

অর্থ: " নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা তো তাদের পেটে আগুন খাচ্ছে; আর অচিরেই তারা প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে। (সূরা নিসা ৪:১০)

মাসআলা-১৮৩ : যারা সাসতী সরলমনা নারীদের প্রতি অপবাদ দেয় তারা জাহান্নামী হবেঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُواْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

অর্থ: যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্যে রয়েছে গুরুতর শাস্তি। (সূরা নূর ২৪:২৩)

মাসআলা-১৮৪ : ফাসিক, ফাজির ও অসৎ লোকেরা জাহান্নামী হবেঃ

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيْمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ

অর্থ: "এবং দুষ্কর্মকারীরা থাকবে জাহান্নামে, তারা কর্মফল দিবসে তাতে প্রবিষ্ট হবে; তারা তা থেকে অন্তর্নিহিত হতে পারবে না"। (সূরা ইনফিতার: ১৪-১৬)

মাসআলা-১৮৫ : নামায ত্যাগকারী জাহান্নামী হবেঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ النبى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَقَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ»

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি একদিন নামায সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,যে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামায আদায় করে, কিয়ামতের দিন তা তার জন্য নূর, দলীল ও মুক্তির ওসিলা হবে। আর যে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামায আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন তার জন্য কোনো নূর, দলীল ও মুক্তির মাধ্যম থাকবে না। কিয়ামতের দিন সে কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই বিন খালফের সাথে থাকবে।" (ইবনে হিব্বান) [৬২]

---

[৬২] আরনূত লিখিত সহীহ ইবনে হিব্বান, ৪র্থ খন্ড, হাদীস নং-১৪৬৭।

মাসআলা-১৮৬ : যে ব্যক্তি রোযা পালন করবে না সে জাহান্নামী হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১৬৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-১৮৭ : যে ব্যক্তি সমর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্ব পালন করবে না সে জাহান্নামী হবেঃ

عَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه اَنَّهُ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رَجُلًا إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ، فَلْيَنْظُرُوْا كُلِّ مِنْ كَانَ لَهُ جِدَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ، لَيَضْرِبُوْا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِيْنَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِيْنَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِيْنَ»

অর্থঃ "ওমর বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার ইচ্ছা হয় যে, কিছু লোককে শহরসমূহে প্রেরণ করি, তারা গিয়ে দেখুক যে, যাদের হজ্ব করার সামর্থ আছে অথচ তারা হজ্ব করতেছে না তাদের ওপর কর ধার্য করুক। তারা মুসলমান নয়, তারা মুসলমান নয়, তারা মুসলমান নয়।" (সাঈদ তার সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)।[৬৩]

মাসআলা-১৮৮ : লোক দেখানো আমলকারী জাহান্নামী হবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: إِنَّكَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ

[৬৩] মুন্তাকাল আখবার, কিতাবুল মানাসিক, বাব ওজুবুল হাজ্ব আলাল ফাওর।

أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ"

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির ফায়সালা করা হবে, সে হবে ঐ ব্যক্তি যে, আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণ করেছে, আল্লাহ তার সামনে তাকে দেয়া নিআমতসমূহের কথা স্মরণ করাবেন আর সে তা স্বীকার করবে, তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এ নিআমতসমূহের হক আদায় করার জন্য তুমি কি করেছ? সে বলবে আমি তোমার পথে যুদ্ধ করেছি, এমনকি এপথে আমি শাহাদাত বরণ করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ, তোমাকে লোকেরা বাহাদুর বলবে এজন্য তুমি যুদ্ধ করেছিলে, আর তোমাকে পৃথিবীতে লোকেরা বাহাদুর বলেছেও। অতপর ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে, তখন তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর ঐ ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যে নিজে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং অপরকেও শিক্ষা দিয়েছে, কুরআন শিখেছে। আল্লাহ তাকে দেয়া নিআমত সমূহের কথা স্মরণ করাবেন, তখন সে তা স্মরণ করবে, তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এ নেআমতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তুমি কি করেছ। সে বলবে হে আল্লাহ! আমি জ্ঞান অর্জন করেছি, লোকদেরকে তা শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য লোকদেরকে কুরআন তেলাওয়াত করে শুনিয়েছি। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি এজন্য জ্ঞান অর্জন করেছ যেন লোকেরা তোমাকে জ্ঞানী বলে। আর এজন্য কুরআন তেলাওয়াত করে শুনিয়েছ যেন লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। তাই পৃথিবীতে লোকেরা তোমাকে আলেম ও ক্বারী বলেছে। অতপর ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে তখন তারা তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। এরপর তৃতীয় ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যাকে পৃথিবীতে স্বচ্ছলতা এবং সর্বপ্রকার সম্পদ দান করা হয়েছিল। আল্লাহ তাকে দেয়া নিআমতসমূহের কথা তাকে স্মরণ করাবেন তখন সে তা স্মরণ করবে, আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এ নিআমতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তুমি কি করেছ। সে বলবে হে আল্লাহ! আমি ঐ সমস্ত রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করেছি, যেখানে ব্যয় করা তোমার পছন্দ। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি এজন্য

সম্পদ ব্যয় করেছ যেন লোকেরা তোমাকে দানবীর বলে। আর পৃথিবীতে লোকেরা তোমাকে দানবীর বলেছেও। অতপর ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে তখন তাকে তারা উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।" (মুসলিম ৩/১৯০৫)[৬৪]

মাসআলা-১৮৯ : নবী ﷺ-এর নামে মিথ্যা অপবাদ দাতা জাহান্নামে যাবেঃ

عَنْ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

অর্থঃ "উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে এমন কথা বলে যা আমি বলি নি সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে ঠিক করে নেয়।" (বুখারী ১/১০৯)[৬৫]

মাসআলা-১৯০ : অহংকারকারী জাহান্নামী হবেঃ

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِي وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعِزَّةُ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاءُهُ فَمَنْ يُنَازِعُنِيْ عَذَّبْتُهُ

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তারা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ইজ্জত আমার লুঙ্গি আর অহংকার আমার চাদর, যে ব্যক্তি তা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় আমি তাকে শাস্তি দিব।" (মুসলিম)[৬৬]

মাসআলা-১৯১ : সুদখোর জাহান্নামী হবেঃ

মাসআলা-১৯২ : জিনাকার নারী পুরুষ জাহান্নামী হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১৭৩/১৭৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-১৯৩ : মদ পানকারী জাহান্নামী হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ৯০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-১৯৪ : আত্ম হত্যাকারী জাহান্নামী হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১৭৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

---

[৬৪] কিতাবুল, ইমারা, বাব মান কাতালা লির রিয়া ওয়াসসুময়া ইস্তাহাক্কা ন্নার।

[৬৫] কিতাবুল ইলম, বাব ইসমু মান কাযিবা আলান্নাবী।

[৬৬] কিতাবুল বির ওয়সসিলা, বাব তাহরিমুল কিবর।

মাসআলা-১৯৫ : ছবি তৈরীকারী জাহান্নামী হবেঃ

عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ»

অর্থ: "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: ছবি তৈরী কারী আল্লাহর নিকট সর্বাধিক আযাব ভোগ করবে।" (বুখারী ৭/৫৯৫০) [৬৭]

মাসআলা-১৯৬ : পৃথিবীর সম্মান, সম্পদ ও গৌরব লাভের আশায় জ্ঞান অর্জনকারী জাহান্নামী হবেঃ

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ»

অর্থ: "কা'ব বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে ফখর করার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করে, বা অজ্ঞ লোকদের সাথে ঝগড়া করা ও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জ্ঞান অর্জন করে, তাকে আল্লাহ জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।" (তিরমিযী ৫/২৬৫৪) [৬৮]

মাসআলা-১৯৭ : বাইতুলমালে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপকারী জাহান্নামী হবেঃ

عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَقُوْلُ: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُوْنَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ. فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

অর্থ: "খাওলা আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্পদে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে সে কিয়ামতের দিন জাহান্নামী হবে।" (বুখারী ৪/৩১১৮) [৬৯]

---

[৬৭] কিতাবুল লিবাস বাব আযাবুল মুছাবিরীনা ইয়াওমাল কিয়ামা।

[৬৮] আবওয়াবুল ইলম, বাব ফি মান ইয়তলুবুল ইলমা বি ইলমিদ দুনিয়া (২/২১২৮)।

[৬৯] কিতাবুল জিহাদ, বাব কাওলিহি তাআলা ফা ইন্না লিল্লাহি ওয়ালির রাসূল।

মাসআলা-১৯৮ : বৃদ্ধ ব্যভিচারি, মিথ্যুক বাদশা ও অহংকারী ফকীর জাহান্নামী হবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ مَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তিন প্রকার লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। তারা হলোঃ বৃদ্ধ ব্যভিচারি, মিথ্যুক বাদশা, অহংকারী ফকীর।" (মুসলিম) [৭০]

মাসআলা-১৯৯ : দান করে খোঁটা দেয়, মিথ্যা শপথ করে পণ্য দ্রব্য বিক্রি করা পায়ের গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী জাহান্নামীঃ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوْا وَخَسِرُوْا، مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «اَلْمُسْبِلُ، اَلْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ»

অর্থঃ "আবু যার (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ তিন প্রকার লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি তিন বার বলেছেন, তখন আবু যার বললঃ তারা ধ্বংস থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হোক, তারা কারা ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেনঃ পায়ের গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী,

[৭০] কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ানুগিলযু তাহরিম ইসবালুল ইযার, ওয়াল মান বিল আতিয়া, ওয়া তানফিকিস সিলয়া বিল হালাফ।

দান করে খোটা দাতা, মিথ্যা শপথ করে পণ্য দ্রব্য বিক্রি কারী।" (মুসলিম ১/১০৬) [৭১]

মাসআলা-২০০ : জীব জন্তুর প্রতি যুলুমকারী জাহান্নামী হবেঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ»

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এক মহিলার জাহান্নামে শাস্তি হচ্ছিল একটি বিড়ালকে তার মৃত্যু পর্যন্ত আটকিয়ে রাখার কারণে, এ কারণে সে জাহান্নামী হয়েছিল, সে তাকে খাবার দেয় নি, পান করায়নি, আটকিয়ে রেখে ছিল এমন কি পোকামাকড় ও খেতে দেয় নি।" (মুসলিম ৪/২২৪২) [৭২]

মাসআলা-২০১ : অন্যের ওপর যুলুমকারী এবং অন্যের হক নষ্টকারী জাহান্নামী হবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوْا: اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: «الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলাল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি জান মোফলেস (গরীব) কে? তারা বলল: আমাদের মাঝে গরীব সে যার ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে মোফলেস সে যে কিয়ামতের দিন

---

[৭১] প্রাগুক্ত।

[৭২] কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব তারিম তা'যিব আল হির, রা, ওয়া নাহবিহা।

নামায, রোযা, যাকাত (ইত্যাদি আমল) নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু সে ওমুককে গালি-গালাজ করেছে, ওমুককে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, ওমুকের সম্পদ নষ্ট করেছে, ওমুককে হত্যা করেছে, ওমুককে মারধর করেছে, তখন তার নেকীসমূহ ওমুক ওমুককে দিয়ে দেয়া হবে, যখন তার অপরাধ শেষ হওয়ার আগেই নেকী শেষ হয়ে যাবে, তখন তাদের গুনাহসমূহ থেকে গুনাহ তার আমলনামায় দেয়া হবে। অতপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (মুসলিম ৪/২৫৮১) [৭৩]

মাসআলা-২০২ : হারাম উপার্জনকারী, খিয়ানতকারী, ধোঁকাবাজ, মিথ্যুক, অশ্লীল কথা বলে এ ধরনের লোক জাহান্নামী হবেঃ

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ وَأَهْلُ النَّارِ الْخَمْسَةُ: الضَّعِيْفُ الَّذِيْ لَا زَبْرَ لَهُ , الَّذِيْنَ هُمْ فِيْكُمْ تَبَعا, لَا يَبْتَغُوْنَ أَهْلًا وَلَا مَالًا . وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ , وَإِنْ دَقَّ , إِلَّا خَانَهُ . وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ"" وَذَكَرَ الْبُخْلَ وَالْكَذِبَ وَالشِّنْظِيْرَ الْفَاحِشَ

অর্থ: "ইয়াজ বিন হিমার আল মাজাসি (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা খুতবা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ পাঁচ প্রকার লোক জাহান্নামী, (১) ঐ সমস্ত অজ্ঞ লোক যারা হালাল ও হারামের মাঝে কোনো পার্থক্য করে না। (২) যারা চোখ বন্ধ করে চলে, এমনকি তারা ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজনের প্রয়োজন থেকেও বে-পরওয়া। (৩) খিয়ানতকারী যে সামান্য প্রয়োজনেই খিয়ানত করতে থাকে। (৪) যে ব্যক্তি তোমার পরিবার-পরিজন ও সম্পদে তোমাকে ধোঁকা দেয়। অতপর তিনি বখীল ও মিথ্যুকের কথা উল্লেখ করলেন, (৫) যে ব্যক্তি অশ্লীল কথা বলে।" (মুসলিম, বায়হাকী ১০/২০১৬১) [৭৪]

মাসআলা-২০৩ : অসৎ চরিত্রের অধিকারী ও ঝগড়া-ঝাটিকারী জাহান্নামী হবেঃ

عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ وَهْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ»

[৭৩] কিতাবুয্ যুলম, বাবুল কাসাসওয়া আদায়িল হুকুক ইয়াওমুল কিয়ামা।

[৭৪] কিতাবুল আদব বাব ফি হুসনিল খুলুক।

অর্থ: "হারেসা বিন ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অসৎ চরিত্রের অধিকারী ও ঝগড়া-ঝাটিকারী জাহান্নামী হবে।" (আবু দাউদ ৪/৪৮০১) [৭৫]

মাসআলা-২০৪ : কোনো অনাবাদী এলাকায় নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি মুসাফিরকে পানি দান করেনা, দুনিয়ার স্বার্থে রাষ্ট্রনায়কের নিকট বাইয়াত গ্রহণকারী জাহান্নামী হবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيْلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ "

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তিন প্রকার লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (১) কোনো ব্যক্তির নিকট প্রয়োজন অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও মরুভূমিতে অন্য লোকদেরকে পানি নেয়া থেকে বাধা দেয়। (২) যে ব্যক্তি আসরের পর আল্লাহর নামে এ বলে কসম করে মাল বিক্রি করল যে, এ মাল আমি এত দিয়ে ক্রয় করেছি, আর ক্রেতাও তা বিশ্বাস করে ক্রয় করল, অথচ সে এদামে তা ক্রয় করে নি। (৩) যে ব্যক্তি দুনিয়াবী স্বার্থে কোনো রাষ্ট্রনায়কের নিকট বাইয়াত করল, যদি তাকে কিছু দেয়া হয় তাহলে সে তা পূর্ণ করে, আর কিছু না দিলে সে তা পূর্ণ করে না।" (মুসলিম ১/১০৮) [৭৬]

---

[৭৫] কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব সিফাতু আহলিল জান্না ওয়ান্নার।

[৭৬] কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান গিলজ তাহরিমিল ইসবাল ওয়া বায়ান আস্ সালাসা আল্লাযিনা লা ইয়ুকাল্লিমুহুমুল্লাহু ইয়ামুল কিয়ামা।

মাসআলা-২০৫ : লাগামহীন কথাবার্তা বলে এমন লোকও জাহান্নামী হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, কোনো কোনো সময় বান্দা তার মুখ দিয়ে এমন কোনো কথা বলে ফেলে যার মাধ্যমে সে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের চেয়ে ও জাহান্নামের অধিক গভীরে গিয়ে পৌঁছে।" (মুসলিম ৪/২৯৮৮) [৭৭]

মাসআলা-২০৬ : কসম করে অপরের হক নষ্টকারীও জাহান্নামী হবে:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا قَالَ: «وَإِنْ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ»

অর্থ: "আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি কসম করে কোনো মুসলমানের হক নষ্ট করল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেন। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি সামান্য কিছুও হয়? তিনি বললেন: যদি বাবলা গাছের একটি শাখাও হয় তবুও।" (মুসলিম ১/১৩৭) [৭৮]

মাসআলা-২০৭ : পায়জামা, সেলওয়ার, লুঙ্গি ইত্যাদি টাখনুর নিচে পরিধানকারী জাহান্নামী হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ»

---

[৭৭] কিতাবুয্‌যুহদ বাব হিফজুল লিসান।

[৭৮] কিতাবুল ঈমান বাব ওয়ায়িদি মান ইকতাতায়া হাক্কুল মুসলিম।

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: লুঙ্গির যে অংশ টাখনুর নিচে যাবে সেই অংশটুকু জাহান্নামী হবে।" (বুখারী ৭/৫৭৮৭) [৭৯]

মাসআলা-২০৮ : যে ভাল করে অযু না করে সে জাহান্নামী হবে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَوَضَّئُوْنَ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ فَقَالَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوْا الْوُضُوْءَ»

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু লোককে ওযু করতে দেখেছেন যে, তাদের গোড়ালী চমকাচ্ছে। তিনি বললেন: ধ্বংস শুষ্ক গোড়ালীর লোকদের জন্য, তা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। অতএব তোমরা ভাল করে ওযু কর।" (ইবনে মাজা ১/৪৫০) [৮০]

মাসআলা-২০৯ : হারাম সম্পদে লালিত ব্যক্তি জাহান্নামী :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِمْ»

অর্থ: "জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে শরীর হারাম মালে লালিত হয়েছে তার জন্য জাহান্নামই উত্তম।" (ত্বাবারানী) [৮১]

মাসআলা-২১০ : প্রসিদ্ধি লাভের জন্য যে ব্যক্তি কোনো পোশাক পরে সে জাহান্নামী:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيْهِ نَارًا»

---

[৭৯] কিতাবুত তাহারা বাব গাসলুল আরাকিব।

[৮০] মুখতামার সহীহ বুখারী লি যোবাইদী। হাদীস নং- ২৩৪।

[৮১] আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর খ. ৪, হাদীস নং-৪৩৯৫।

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য পোশাক পরল, কিয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরানো হবে। এরপর তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে।" (ইবনে মাজাহ ২/৩৬০৭) [৮২]

মাসআলা-২১১ : জেনে বুঝে দ্বীনের কথা গোপনকারী জাহান্নামী হবে:

নোট: এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১৭০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-২১২ : হত্যার উদ্দেশ্যে একে অপরের ওপর হামলাকারীরা জাহান্নামী হবে:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ، وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ» . قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ»

অর্থ: "আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন দু'জন মুসলমান স্বীয় তরবারী নিয়ে একে অপরের ওপর হামলা করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জাহান্নামী। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারী জাহান্নামী হবে এটাতো স্পষ্ট, কিন্তু নিহত কিভাবে জাহান্নামী হবে? তিনি বললেন: নিহত ব্যক্তিও স্বীয় সাথীকে হত্যা করার জন্য আগ্রহী ছিল।" (ইবনে মাজাহ ২/৩৯৬৪) [৮৩]

মাসআলা-২১৩ : ধোঁকা ও চক্রান্তকারী জাহান্নামী হবে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ»

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। ধোঁকাবাজ ও চক্রান্ত কারী জাহান্নামী হবে।" (ত্বাবারানী ১০/১০২৩৪) [৮৪]

---

[৮২] কিতাবুললিবাস, বাব মান লাবিসা সুহরাতান মিন লিবাস।

[৮৩] কিতাবুল ফিতান, বাব ইযা ইলতাকাল মুসলিমানে বিসাইফাইহিমা।

[৮৪] আলবানী লিখিত সিলসিলা আহাদিস সহীহা। খ. ৩, হাদীস নং-১০৫৮।

মাসআলা-২১৪ : সোনার আংটি ব্যবহারকারী জাহান্নামী হবে:

عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ»

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির হাতে একটি আংটি দেখে হাত থেকে তা খুলে বাহিরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন: তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আগুনের আঙ্গরা হাতে রাখা পছন্দ করে তাহলে সে যেন সোনার আংটি ব্যবহার করে।" (মুসলিম ৩/২০৯০) [৮৫]

মাসআলা-২১৫ : সোনা চাঁদির প্লেটে পানাহার কারী জাহান্নামী হবে:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ»

অর্থ: "উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি সোনা-চাঁদির প্লেটে পান করে সে স্বীয় পেটে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করাল।" (মুসলিম ৩/২০৬৫) [৮৬]

মাসআলা-২১৬ : যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে তার আগমনে লোকেরা দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগতম জানাক সে জাহান্নামী হবে:

عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: اِجْلِسَا، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

অর্থ: "আবু মিজলায থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মুয়াবিয়া (রা) বের হলে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর ও ইবনে সাফওয়ান (রা) দাঁড়িয়ে গেল, তখন মুয়াবিয়া (রা) বললেন: তোমরা উভয়ে বসে যাও আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার জন্য লোকেরা দাঁড়িয়ে

---

[৮৫] কিতাবুল লিবাস ওয়াযযিনা, বাব তাহরিমিয্ যাহাবআলার রিজাল।

[৮৬] কিতাবুল লিবাস ওয়াযযিনা, বাব তাহরিম ইস্তে'মাল আওয়ানী আয যাহাব, ফি শুরবি ওয়া গাইরিহি আলার্ রিজাল ওয়া নিসা।

থাকুক, সে যেন তার ঠিকানা নিজেই জাহান্নামে বানিয়ে নিল।" (তিরমিযী ৫/২৭৫৫)[৮৭]

মাসআলা-২১৭ : গণীমতের মাল থেকে চুরিকারীও জাহান্নামী হবে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ فِي النَّارِ» فَذَهَبُوا يَنْظُرُوْنَ، فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً، قَدْ غَلَّهَا

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ এর যুগে এক লোক গণীমতের মাল পাহারা দিত, তার নাম ছিল কারকারা সে যখন মারা গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: সে জাহান্নামী। সাহাবাগণ গিয়ে তার সম্পদ দেখতে লাগল, সেখানে তারা একটি চাদর পেল যা গণীমতের মাল থেকে সে চুরি করেছিল।" (ইবনে মাজাহ ২/২৮৪৯)[৮৮]

মাসআলা-২১৮ : গিবতকারী জাহান্নামী হবে:

নোট: এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১৮১ নং মাসআলা দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-২১৯ : অধিকাংশ লোক তার মুখ ও লজ্জাস্থানের কারণে জাহান্নামী হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: «تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ» . وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: «اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! অধিকাংশ লোক কোনো আমলের মাধ্যমে জান্নাতে যাবে? তিনি বললেন: আল্লাহ ভীতি ও সৎচরিত্র। তাঁকে আরো জিজ্ঞেস করা হলো কি কারণে অধিকাংশ লোক জাহান্নামে যাবে? তিনি বললেন: মুখ ও লজ্জাস্থানের কারণে।" (তিরমিযী ৪/২০০৪)[৮৯]

---

[৮৭] আবওয়াবুল ইস্তে'জান, বাব মা যায়া ফি কারাহিয়াতি কিয়ামির রাজুলি লি রাজুল (২/২২১২)
[৮৮] কিতাবুল জিহাদ বাব আলগুলুল।
[৮৯] কিতাবুল বির ওয়াস সিলা, বাব মাযায়া ফি হুসনিল খুলক।

জাহান্নামের কথপোকথন

মাসআলা-২২০ : জাহান্নাম আল্লাহর নির্দেশে কথা বলবে:
আল্লাহ বলবেন: তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ? জাহান্নাম বলবে আরো কিছু আছে কি?

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ

অর্থ: "সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব তুমি কি পূর্ণ হয়েছ? সে বলবে: আরো আছে কি?" (সূরা ক্বাফ: ৩০)

মাসআলা-২২১ : জাহান্নামের চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দূর থেকে জাহান্নামীকে আসতে দেখে তাকে চিনে ফেলবে:

إِذَا رَأَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيْراً

অর্থ: "দূর থেকে জাহান্নাম যখন তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পারবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার।" (সূরা ফুরকান: ১২)

মাসআলা-২২২ : জাহান্নামের দু'টি চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দেখবে এবং তার দু'টি কান থাকবে যা দিয়ে সে শুনবে, তার মুখ থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، فَيَقُوْلُ: إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ، وَبِالْمُصَوِّرِيْنَ"

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি গর্দান বের হবে, তার দু'টি চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দেখবে, দু'টি কান হবে যা দিয়ে সে শুনবে এবং মুখ থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে। সে বলবে: আমি তিন প্রকার লোককে আযাব দেয়ার জন্য নির্দেশিত হয়েছি।

১. প্রত্যেক ব্যর্থকাম হঠকারী।
২. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে।
৩. ছবি তৈরিকারী" (আহমাদ ১৪/৮৪৩০)[৯০]

---

[৯০] আবওয়াব সিফাতু জাহান্নাম, বাব সিফাতুন্নার (২/২০৮৩)।

মাসআলা-২২৩ : আল্লাহ্ সমস্ত ঈমানদারদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার এবং তার পরিবার পরিজনকে তা থেকে বাঁচানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, যারা আল্লাহ্ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে যার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। (সূরা তাহরীম ৬৬:৬)

সমস্ত নবীগণ স্ব স্ব উম্মতদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন

মাসআলা-২২৪ : সমস্ত নবীগণ স্ব স্ব উম্মতদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন:

১. নূহ (আ)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ إِنِّيْٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

অর্থ: " আমি তো নূহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করেছি। অতঃপর সে বলেছে, 'হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। নিশ্চয় আমি তোমাদের মহাদিনের আযাবের ভয় করছি'। (সূরা আরাফ ৭:৫৯)

২. ইবরাহিম (আ)

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّاصِرِيْنَ

অর্থঃ আর ইবরাহীম (আ) বলল, 'দুনিয়ার জীবনে তোমাদের মধ্যে মিল-মহব্বতের জন্যই তো তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া মূর্তিদেরকে গ্রহণ করেছ। তারপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পর পরস্পরকে লা'নত করবে, আর তোমাদের নিবাস জাহান্নাম এবং তোমাদের জন্য থাকবে না কোনো সাহায্যকারী'। (সূরা আনকাবুত ২৯:২৫)

৩. হূদ (আ)

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

অর্থঃ আর স্মরণ কর 'আ'দ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা, যখন সে আহ্কাফির স্বীয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল। আর এমন সতর্ককারীরা তার পূর্বে এবং তার পরেও গত হয়েছে যে, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদাত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক ভয়াবহ দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি'। (সূরা আহক্বাফ ৪৬:২১)

৪. শুআইব (আ)

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

অর্থঃ আর মাদইয়ানে আমি (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই শু'আইবকে। সে বলল, 'হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই এবং মাপ ও ওযনে কম করো না; আমি তো তোমাদের প্রাচুর্যশীল দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের উপর এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের ভয় করছি'। (সূরা হূদ ১১:৮৪)

৫. মূসা (আ)

قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

অর্থ: আমরা তোমার কাছে এসেছি তোমার রবের আয়াত নিয়ে। আর যারা সৎ পথ অনুসরণ করে, তাদের প্রতি শান্তি'। নিশ্চয় আমাদের নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, আযাবতো তার জন্য, যে মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা ত্ব-হা ২০:৪৭-৪৮)

৬. ঈসা (আ)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْاْ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَابَنِيْ إِسْرَائِيْلَ اعْبُدُواْ اللهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنصَارٍ

অর্থ: অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন মারইয়াম পুত্র মাসীহ'। আর মাসীহ বলেছে, 'হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত কর'। নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদা ৫:৭২)

৭. অন্যান্য নবী ও রাসূলগণ

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلاَّ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنذِرِيْنَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُوْنَ

অর্থ: " আমি রাসূলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করি। অতএব যারা ঈমান এনেছে ও শুধরে নিয়েছে, তাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে স্পর্শ করবে আযাব, এ কারণে যে, তারা নাফরমানী করত। (সূরা আনআম ৬:৪৮-৪৯)

৮. মুহাম্মদ ﷺ

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُوْمُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ

অর্থ: বল, 'আমি তো তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু'জন অথবা এক একজন করে দাঁড়িয়ে যাও, অতপর চিন্তা করে দেখ, তোমাদের সাথীর মধ্যে কোনো পাগলামী নেই। সে তো আসন্ন কঠোর আযাব সম্পর্কে তোমাদের একজন সতর্ককারী বৈ কিছু নয়।' (সূরা সাবা ৩৪:৪৬)

মাসআলা-২২৫ : রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম তাঁর নিকট আত্মীয়দেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য তাকিদ দিয়েছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ} . دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوْا فَعَمَّ وَخَصَّ، فَقَالَ: «يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ، أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ، أَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো "তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদেরকে ডেকে একত্র করলেন, তাদেরকে ব্যাপক ও বিশেষভাবে বললেন: হে কা'ব বিন লুয়াই বংশ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে মুররা বংশ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে আবদে শামস বংশ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে হাশেম বংশ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে আবদু মোত্তালিব বংশ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে ফাতেমা! তুমি তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। আল্লাহর নিকট আমি তোমার জন্য কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখি না। তবে দুনিয়াতে তোমাদের সাথে আমার যে সম্পর্ক আছে তা আমি অটুট রাখব।" (মুসলিম) [৯১]

---

[৯১] কিতাবুল ঈমান বাব মান মাতা আলাল কুফরি ফাহুয়া ফিন্নার।

মাসআলা-২২৬ : প্রত্যেক মুসলমান নারী পুরুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবেঃ

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ» ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ»

অর্থ: "আদী বিন হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহান্নামের কথা স্মরণ করলেন এবং তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং চরম অস্বস্তি কর ভাব প্রকাশ করলেন। অতপর তিনি বললেনঃ তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর, তিনি পুনরায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন ও এমন ভাব প্রকাশ করলেন, যাতে আমাদের মনে হচ্ছিল যেন তিনি তা দেখছেন, অতপর তিনি বললেনঃ তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর, যদি তা এক টুকরা খেজুরের বিনিময়েও হয়। আর যার এ সমর্থটুকুও নেই সে যেন ভাল কথার মাধ্যমে তা করে।" (মুসলিম ২/১০১৬) [৯২]

মাসআলা-২২৭ : লোকেরা জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে সর, লোকেরা জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে সরঃ

أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيْهَا، قَالَ فَذَالِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُوْنِي تَقَحَّمُوْنَ فِيْهَا»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন জ্বালাল এর পর যখন তার আস পাশে আলোকিত হলো তখন কিট-পতঙ্গ তাতে পতিত হতে লাগল, তখন ঐ লোক

[৯২] কিতাবুয্ যাকা, বাবুল হাসসে আলাস্ সাদাকা, ওয়ালাও বিসিক্কে তামরা।

এগুলোকে বাধা দিতে লাগল, কিন্তু কিট-পতঙ্গ তাকে উপেক্ষা করে সেখানে পতিত হতে লাগল, এটিই আমার ও তোমাদের উদাহরণ, আমি তোমাদের কোমর টেনে তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে চাচ্ছি এবং বলতেছি যে, হে লোকেরা! আগুন থেকে দূরে থাক, হে লোকেরা! আগুন থেকে দূরে থাক, কিন্তু তোমরা আমাকে উপেক্ষা করে জাহান্নামের দিকে যাচ্ছ।" (মুসলিম ৪/২২৮৪) [৯৩]

মাসআলা-২২৮ : আমীর, গরীব, নারী-পুরুষ, আলেম, জাহেল, আবেদ, সংসার ত্যাগী সকলকেই সব কিছুর বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করা উচিত:

عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ لَهُ: أَلَمْ أُوْتِكَ مَالاً؟ فَلَيَقُوْلَنَّ: بَلَى، ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُوْلاً؟ فَلَيَقُوْلَنَّ: بَلَى، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلاَ يَرَى إِلَّا النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَرَى إِلَّا النَّارَ، فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ "

অর্থ: "আদী বিন হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমাদের কেউ আল্লাহর সামনে একদিন এমন ভাবে দাঁড়াবে যে, তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকবে না, এবং কোনো অনুবাদকও থাকবে না, আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন: আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ দান করিনি? সে বলবে: হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমার নিকট রাসূল পাঠাইনি? সে বলবে: হ্যাঁ নিশ্চয়ই, অতপর সে তার ডান দিকে তাকাবে, কিন্তু আগুন ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না, অতপর সে তার বাম দিকে তাকাবে কিন্তু সেখানেও আগুন ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই একটি খেজুরের টুকরা দিয়ে হলেও যেন নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে। যদি এটাও সে না পায় তবে উত্তম কথা দিয়ে হলেও যেন নিজকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়।" (বুখারী ২/১৪১৩) [৯৪]

---

[৯৩] কিতাবুল ফাযায়েল, বাব সাফাকাতিহি (স) আলা উম্মাতিহি।

[৯৪] কিতাবুয্ যাকা, বাববুস্ সাদাকা কাবলার রাদ।

মাসআলা-২২৯ : রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উম্মতদের সতর্ক করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন:

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ. فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتَّى لَوْ كَانَ فِي مَقَامِي هٰذَا، سَمِعَهُ أَهْلُ السُّوْقِ، حَتَّى سَقَطَتْ خَمِيْصَةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ

অর্থ: "নুমান বিন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন: হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে ভয় দেখাচ্ছি, আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে ভয় দেখাচ্ছি, তিনি ধারাবাহিকভাবে এ কথাটি বলতে ছিলেন এমতাবস্থায় তাঁর আওয়াজ এত উচ্চ হলো যে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার স্থানে হতেন তাহলে বাজারে উপস্থিত লোকেরা তাঁর আওয়াজ শুনে ফেলত। (তিনি এত ব্যাকুলভাবে একথা গুলো) বলছিলেন যে তার চাদর তাঁর কাঁধ থেকে পায়ে পড়ে গেল।" (দারেমী ৩/২৮৫৪)[৯৫]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه فِى حَدِيْثِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ ..... فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ أَنْتُمْ تُسْأَلُوْنَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ «اَللّٰهُمَّ، اشْهَدْ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

অর্থ: "জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বিদায় হজ্বের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: (কিয়ামতের দিন যদি তোমরা আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেসিত হও) তাহলে তোমরা কি বলবে? তারা বলল: আমরা সাক্ষি দিব যে, আপনি দায়িত্ব পালন করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন। এরপর তিনি তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে তুলে লোকদের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন: হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষি থাক।" (মুসলিম ২/১২১৮)[৯৬]

---

[৯৫] আলবানী লিখিত মেশকাতুল মাসাবিহ, কিতাব আহওয়ালুল কিয়ামা, বাব সিফাতুন্নার, ওয়া আহলিহা, আল ফাসলুস সানী, ৩/৪৫৭৮)।

[৯৬] কিতাবুল হজ্ব, বাব হাজ্জাতুন্ নবী (স)।

জাহান্নাম ও ফেরেশতা

মাসআলা-২৩০ : ফেরেশতাদের জাহান্নামে কোনো শাস্তি হবে না এরূপরও তারা আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ভীত থাকে:

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

অর্থ: আর আল্লাহকেই সিজদা করে আসমানসমূহে যা আছে এবং জমিনে যে প্রাণী আছে, আর ফেরেশতারা এবং তারা অহঙ্কার করে না। তারা তাদের উপরস্থ রবকে ভয় করে এবং তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়, তারা তা করে। (সূরা নাহল ১৬:৪৯-৫০)

মাসআলা-২৩১ : আল্লাহর ভয়ে ফেরেশতারা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ لَا يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُوْنَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُوْنَ

অর্থ: আর তারা বলে, ‘পরম করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ অথচ তিনি পবিত্র। বরং তারা[৯৭] সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর আগ বাড়িয়ে কোনো কথা বলে না, তাঁর নির্দেশেই তো তারা কাজ করে। তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। আর তারা শুধু তাদের জন্যই সুপারিশ করে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। তারা তাঁর ভয়ে ভীত।[৯৮] (সূরা আম্বিয়া ২১:২৬-২৮)

জাহান্নাম ও নবীগণ

মাসআলা-২৩২ : নবীগণের সর্বদার মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর আযাবের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন:

قُلْ إِنِّيْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ مَّنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ

---

[৯৭]. বনূ খুযা'আ দাবী করত, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। এ ভুল ধারণা দূর করতে আল্লাহ বলেন, ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান নয়; বরং তারা সম্মানিত বান্দা। আল-কাশ্শাফ

[৯৮]. ফেরেশতারা আল্লাহর ভয়ে সর্বদা ভীত থাকে।

অর্থ: বল, 'যদি আমি আমার রবের অবাধ্য হই তবে নিশ্চয় আমি ভয় করি মহা দিবসের আযাবকে। সেদিন যার থেকে আযাব সরিয়ে নেয়া হবে তাকেই তিনি অনুগ্রহ করবেন, আর এটাই প্রকাশ্য সফলতা। (সূরা আনআম ৬:১৫-১৬)

মাসআলা-২৩৩ : জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় সমস্ত নবীগণ বলতে থাকবে যে হে আল্লাহ্ আমাকে নিরাপত্তা দিন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيْزُهَا، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمِ السَّعْدَانَ؟". قَالُوْا: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، ﷺ قَالَ: "فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ الْمُوْبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ أَوِ الْمُوْثَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ، أَوِ الْمُجَازَى، أَوْ نَحْوُهُ. اَلْحَدِيْثُ.

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: জাহান্নামের ওপর পুলসিরাত পাতা হবে, আমি এবং আমার উম্মতই সর্বপ্রথম তা অতিক্রম করব, সেদিন রাসূলগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলবে না, আর রাসূলগণও শুধু বলতে থাকবে "হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপদে রাখ, হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপদে রাখ।" আর জাহান্নামে সা'দানের কাঁটার মত হুক থাকবে, তোমরা কি সা'দান গাছের কাটা দেখেছ? সবাই বলল: হ্যাঁ। হে আল্লাহ রাসূল! সে হুকগুলো সা'দান বৃক্ষের কাঁটার ন্যায় হবে। তবে তার বিরাটত্ব সম্পর্কে এক মাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। ঐ হুকগুলো লোকদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী ছোবল দিবে। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক থাকবে ঈমানদার, যারা তাদের নেক আমলের কারণে রক্ষা পেয়ে যাবে। আর কিছু সংখ্যক বদ-আমলের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিছু সংখ্যককে টুকরো টুকরো করে দেয়া হবে, আর কিছু সংখ্যককে পুরস্কার দেয়া হবে। বা অনুরূপ কথা বলা হয়েছে।" (বুখারী)[১১]

[১১] কিতাবুত তাওহীদ, বাব কাওলিল্লাহি তাআলা ওয়া উজুহুই ইয়াওমা ইযিন নাযিরা ইলা রাব্বিহা নাযিরা।

মাসআলা-২৩৪ : জাহান্নামের ভয়ানক আওয়াজ শুনে সমস্ত ফেরেশতা এবং নবীগণ এমনকি ইবরাহিম (আ) আল্লাহর নিকট নিরাপত্তার জন্য আবেদন করবেঃ

عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فِى قَوْلِهٖ تَعَالٰى سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيْرًا قَالَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَتَزْفِرُ زَفْرَةً لَا يَبْقٰى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ اِلَّا خَرَّ لِوَجْهِهٖ تَرْتَعِدُ فَرَائِصُهٗ حَتّٰى اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيَجْثُوْا عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَيَقُوْلُ رَبِّ لَا اَسْئَلُكَ الْيَوْمَ اِلَّا نَفْسِىْ

অর্থ: "ওবাইদ বিন উমাইর (রা) আল্লাহর বাণী "তারা শুনতে পারবে জাহান্নামের ক্রুদ্ধ গর্জন" তাফসীরে বলেছেন: যখন জাহান্নাম রাগে গর্জন করতে থাকবে, তখন সমস্ত নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা মর্যাদাবান নবীগণ, এমন কি ইবরাহিম (আ) হাটুর ওপর ভর করে বসে আল্লাহর নিকট আবেদন করতে থাকবে যে, হে আমার রব! আজ আমি তোমার নিকট একমাত্র আমার জীবনের নিরাপত্তা কামনা করি।" (ইবনে কাসীর) [১০০]

মাসআলা-২৩৫ : তাহাজ্জুদ নামাযে রাসূল ﷺ আযাব সম্পর্কে একটি আয়াত বারবার পাঠ করতে করতে রাত পার করে দিতেনঃ

عَنْ أَبَا ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ «قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى أَصْبَحَ بِآيَةٍ يُرَدِّدُهَا» وَالْآيَةُ: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ}

অর্থ:"আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক রাতে রাসূল ﷺ তাহাজ্জুদ পড়তেছিলেন এবং সকাল পর্যন্ত একটি আয়াতই তেলাওয়াত করেছেন। (আর তা হলো) "আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে, ওরাতো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (ইবনে মাজাহ) [১০১]

---

[১০০] ইবনে কাসীর (৩/৪১৫)

[১০১] কিতাব ইকামাতুস্ সালা, বাব মাযায়া ফিল কিরাআতি ফি সালাতিল্লাইল (১/১১১০)।

মাসআলা-২৩৬ : রাসূল ﷺ স্বীয় উম্মতের কিছু কিছু লোক জাহান্নামে যাওয়ায় কাঁদবেন:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللهِ تَعَالَى فِي إِبْرَاهِيْمَ: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَقَالَ عِيْسَى: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ} فَرَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي» وَبَكَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرِيْلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ. فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيْهِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ. فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرِيْلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِي أُمَّتِكَ. وَلَا نَسُوْؤُكَ

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ঐ আয়াত পাঠ করলেন যেখানে ইবরাহিম (আ) বলছিলেন:হে আমার রব! এ মূর্তিসমূহ বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে, অতএব যে আমার অনুকরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে আপনিতো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু এবং ঈসা (আ) বলেছেন: আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে, ওরাতো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তখন তিনি হাত তুলে বলতে লাগলেন। হে আল্লাহ! আমার উম্মত আমার উম্মত এবং কাঁদতে লাগলেন, আল্লাহ বললেন: হে জিবরীল! তুমি মোহাম্মদের নিকট যাও, তোমার প্রভু তার সম্পর্কে অবগত আছে, অতএব তুমি তাকে জিজ্ঞেস কর, কেন তুমি কাঁদতেছ, তাঁর নিকট জিবরাঈল! এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল তখন তিনি তাকে (কারণ বললেন) এরপর সে আল্লাহর নিকট এসে বলল: (আর তিনি তা আগে থেকেই জানেন)। আল্লাহ বললেন: হে জিবরাঈল! তুমি মুহাম্মদের নিকট যাও এবং তাকে বল আল্লাহ তোমাকে তোমার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করবেন অসন্তুষ্ট করবেন না।" (মুসলিম) [১০২]

---

[১০২] কিতাবুল ঈমান, বাব দুয়াবিন ন্নাবী লি উম্মাতিহি ওয়া বুকায়িহি।

জাহান্নাম ও সাহাবাগণ

মাসআলা-২৩৭ : আয়েশা (রা) জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করে কাঁদতেন:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قَالَتْ: ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ، فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا: عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ، وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالُ {هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ} حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَمِيْنِهِ أَمْ فِيْ شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ "

অর্থ: "আয়েশা (রা) জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন: কে তোমাকে কাঁদাল? সে বলল: আমি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদতেছি। আপনি কি কিয়ামতের দিন আপনার পরিবারের কথা স্মরণে রাখবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তিনটি স্থানে কেউ কাউকে স্মরণে রাখতে পারবে না। মিযানের নিকট যতক্ষণ না জানতে পারবে যে, তার (নেকীর) পাল্লা ভারী হয়েছে না হালকা, আমলনামা পেশ করার সময়, যখন বলা হবে আস তোমার আমল নামা পাঠ কর। যতক্ষণ না জানতে পারবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হচ্ছে না পিঠের পিছন দিক থেকে বাম হাতে। পুলসিরাতের ওপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় যখন তা জাহান্নামের ওপর রাখা হবে।" (আবু দাউদ ৪/৪৭৫৫)[১০৩]

মাসআলা-২৩৮ : আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা ও তার স্ত্রীর জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কান্না:

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ " كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَاضِعًا رَأْسَهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ فَبَكَى فَبَكَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ

---

[১০৩] কিতাবুস্‌সুন্না বাবুল মিযান।

تَبْكِيْ فَبَكَيْتُ، قَالَ: إِنِّي ذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} فَلَا أَدْرِي أَنْجُوْ مِنْهَا أَمْ لَا

অর্থ: "কায়েস বিন হাযেম (রা) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা) স্বীয় স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে হঠাৎ কাঁদতে লাগল, তার সাথে তার স্ত্রীও কাঁদতে লাগল। আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা জিজ্ঞেস করল, তুমি কেন কাঁদছ? স্ত্রী বলল: তোমাকে কাঁদতে দেখে আমারও কান্না চলে এসেছে। আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা বলল: আমার আল্লাহর এ বাণীটি স্মরণ হলো যে, তোমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই যে জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে না। আর আমার জানা নেই যে, জাহান্নামের ওপর স্থাপন করা পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় আমি রক্ষা পাব কি পাব না।" (হাকেম ৪/৮৭৪৮) [১০৪]

মাসআলা-২৩৯ : জাহান্নামের কথা স্মরণ করে ওবাদা বিন সামেত (রা)-এর কান্না:

عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى سُوْرِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ الشَّرْقِيِّ يَبْكِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا يُبْكِيْكَ يَا أَبَا الْوَلِيْدِ؟ فَقَالَ: «مِنْ هَاهُنَا، أَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى جَهَنَّمَ»

অর্থ: "যিয়াদ বিন আবু আসওয়াদ (রা) ওবাদা বিন সামেত (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি একদা বাইতুল মাকদিসের পশ্চিম দেয়ালের পাশে কাঁদতে ছিলেন, কেউ কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল হে আবু ওলীদ! কে তোমাকে কাঁদাল? সে বলল: ঐ স্থান যেখানে থেকে রাসূল ﷺ আমাদেরকে বলেছিলেন যে, তিনি জাহান্নাম দেখেছেন।" (হাকেম ৪/৮৭৮৫) [১০৫]

মাসআলা-২৪০ : ওমর (রা)-এর আল্লাহর আযাবের ভয়:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يقوْل "لَوْ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ دَاخِلُوْنَ الْجَنَّةَ كُلُّكُمْ أَجْمَعُوْنَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا، لَخِفْتُ أَنْ أَكُوْنَ هُوَ،

---

[১০৪] কিতাবুল আহওয়াল। হাদীস ৭৩।
[১০৫] কিতাবুল আহওয়াল। হাদীস নং-১১০।

وَلَوْ نَادَى مُنَادٍ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ دَاخِلُوْنَ النَّارَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا، لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُوْنَ هُوَ"

অর্থ: "ওমার বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যদি আকাশ থেকে কোনো আহ্বানকারী আহ্বান করে যে, হে লোকেরা তোমরা সবাই জান্নাতে যাবে শুধু একজন ব্যতীত, তাহলে আমার ভয় হয় না জানি আমিই সে এক ব্যক্তি। যদি আকাশ থেকে কোনো আহ্বানকারী আহ্বান করে যে, হে লোকেরা! তোমরা সবাই জাহান্নামে যাবে শুধু একজন ব্যতীত তাহলে আমি আশংকা করি না জানি সে ব্যক্তি আমি।" (আবু নুয়াইম হুলিয়া) [১০৬]

মাসআলা-২৪১ : আয়েশা (রা) জাহান্নামের গরম ও বিষাক্ত আবহাওয়ার কথা স্মরণ করে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কাঁদতে ছিলেন:

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ اِذَا غَدَوْتُ اَبْدَأُ بِبَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَغَدَوْتُ يَوْمًا فَاِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تَقْرَاءُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ وَتَدْعُوْ وَتَبْكِيْ وَتُرَدِّدُهَا فَقُمْتُ حَتّٰى مَلِكْ الْقِيَامِ فَذَهَبْتُ اِلَى السُّوْقِ لِحَاجَتِيْ ثُمَّ رَجَعْتُ فَاِذَا هِيَ قَائِمَةٌ كَمَا هِيَ تُصَلِّيْ وَتَبْكِيْ.

অর্থ: "ওরওয়া (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: সকালে যখন আমি ঘর থেকে বের হতাম, তখন সর্বপ্রথম আয়েশা (রা)-এর ঘরে গিয়ে তাকে সালাম করতাম, একদিন আমি ঘর থেকে বের হলাম এবং সেখানে গিয়ে দেখলাম আয়শা (রা) নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন মাজীদের এ আয়াত "অতপর আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করেছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।" তেলাওয়াত করতেছিলেন, আয়েশা (রা) এ আয়াতটি বারবার পড়ছিলেন আর কাঁদতে ছিলেন, আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, এমনকি আমি ক্লান্ত হয়ে গেলাম এবং কিছু প্রয়োজনীয় কাজে আমি বাজারে চলে গেলাম, ফিরে এসে দেখি তখনো তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন। আর ঐ আয়াতটি পড়ে পড়ে কাঁদতেছেন।" (সাফওয়াতুস সফওয়া) [১০৭]

---

[১০৬] আল্লাহুম্মা সাল্লিম, হাদীস নং-২০।
[১০৭] ২/২২৯

মাসআলা-২৪২ : ওমর (রা) আযাবের আয়াত তেলাওয়াত করে এত কাঁদলেন যে, তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন:

قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سُوْرَةَ الطُّوْرِ حَتّٰى قَوْلَهُ تَعَالٰى اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ فَبَكٰى وَاشْتَدَّ بُكَاءُهُ حَتّٰى مَرِضَ وَعَادُوْهُ.

অর্থ: "ওমার বিন খাত্তাব (রা) সূরা তূর তেলাওয়াত করতেছিলেন যখন এ আয়াতে "নিশ্চয়ই তোমার রবের শাস্তি আসবে" পৌঁছলেন তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁর কান্না বৃদ্ধি পেতে লাগল, এমন কি তিনি কাঁদতে কাঁদতে অসুস্থ হয়ে গেলেন এবং লোকেরা তাঁকে দেখতে আসতে লাগল।"[১০৮]

وَكَانَ فِىْ وَجْهِهٖ خَطَّانِ اَسْوَدَانِ مِنَ الْبُكَاءِ

অর্থ: "ওমার বিন খাত্তাব (রা)-এর চেহারায় (অধিক পরিমাণে) কান্নার ফলে দু'টি কাল দাগ পড়ে গিয়েছিল।" (আযযুহদ লিল বাইহাকী) [১০৯]

মাসআলা-২৪৩ : আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) কামারের দোকানে আগুন দেখে কাঁদতে লাগলেন:

قَالَ سَعْدُ بْنُ الْاَحْزَامِ رَحِمَهُ اللّٰهُ كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمَرَّ بِالْحَدَّادِيْنِ وَقَدْ اَخْرَجُوْا حَدِيْدًا مِنَ النَّارِ فَقَامَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ وَيَبْكِىْ.

অর্থ: "সাআ'দ বিন আহযাম (রা) বলেন: আমি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-এর সাথে হাটতে ছিলাম, আমরা এক কামারের দোকানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তারা আগুন থেকে একটি লাল লোহা বের করল আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) তা দেখার জন্য দাঁড়ালেন এবং কাঁদতে লাগলেন।"[১১০]

মাসআলা-২৪৪ : মুয়ায বিন জাবাল (রা) জাহান্নামের কথা স্মরণ করে অধিক পরিমাণে কাঁদতে লাগলেন:

بَكٰى مُعَاذٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بُكَاءً شَدِيْدًا فَقِيْلَ لَهٗ مَا يُبْكِيْكَ؟ فَقَالَ لِاَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ قَبْضَتَيْنِ فَجَعَلَ وَاحِدَةً فِى الْجَنَّةِ وَالْاُخْرٰى فِى النَّارِ فَاَنَا لَا اَدْرِىْ مِنْ اَىِّ الْفَرِيْقَيْنِ اَكُوْنُ.

---

[১০৮] আল জাওয়াব আল কাফী, ৭৭।

[১০৯] ৬৭৮

[১১০] হুলইয়াতুল আউলিয়া-২/১৩৩।

অর্থ: "মুয়ায বিন জাবাল (রা) খুব কান্নাকাটি করলেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনি কেন কাঁদতেছেন? মুয়ায (রা) বলল: আল্লাহ তাআলা তাঁর উভয় মুষ্টি সমস্ত সৃষ্টি দিয়ে ভরে তার এক মুষ্টি নিক্ষেপ করলেন জাহান্নামে, আর এক মুষ্টি জান্নাতে, আমি জানিনা যে, আমার স্থান কোথায় হবে।"

নোট: উল্লেখ্য রাসূল ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তাআলা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং এ উভয়ের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন লোকও তৈরী করেছেন।" (মুসলিম)

মাসআলা-২৪৫ : আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা)-এর জাহান্নামীদের পানি চাওয়ার কথা স্মরণ হলে কাঁদতে লাগলেন:

عَنْ سَمِيْرِ الرِّيَاحِي عَنْ اَبِيْهِ قَالَ شَرِبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مَاءً مُبْرَدًا فَبَكَى فَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ فَقِيْلَ لَهُ مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ ذَكَرْتُ اٰيَةً فِيْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ فَعَرَفْتُ اَنَّ اَهْلَ النَّارِ لَا يَشْتَهُوْنَ شَيْئًا شَهْوَتَهُمُ الْمَاءَ وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ)

অর্থ: "সামীর রিয়াহি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) ঠাণ্ডা পানি পান করে কাঁদতে লাগলেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে কাঁদলেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনি কেন এত কাঁদতেছেন? আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) বললেন: আমার কুরআন মাজীদের এ আয়াতটি স্মরণ হলো "তাদের ও তাদের কামনার মাঝে অন্তরাল করা হয়েছে" আর আমি জানি যে, জাহান্নামীরা ঐ সময়ে শুধু একটি জিনিসই চাইবে আর তা হলো পানি। কেননা আল্লাহ বলেছেন: জাহান্নামীরা জান্নাতীদের নিকট আবেদন করবে যে, সামান্য পানি আমাদেরকে ঢেলে দাও, বা তোমাদেরকে আল্লাহ যে রিযিক দিয়েছে তা থেকে আমাদেরকে কিছু দাও।"[১১১]

মাসআলা-২৪৬ : সাঈদ বিন যোবইর (রা) জাহান্নামের স্মরণে কখনো হাসতেন না:

سُئِلَ الْحَجَّاجُ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُتَعَجِّبًا بَلَغَنِيْ اَنَّكَ لَمْ تَضْحَكْ قَطُّ؟ قَالَ لَهُ كَيْفَ اَضْحَكُ وَجَهَنَّمُ قَدْ سُعِّرَتْ وَلَا غَلَالُ قَدْ نُصِيْفَ وَالزَّبَانِيَةُ قَدْ اُعِدَّتْ (صفوة الصفوة)

---

[১১১] যাররুল ফায়েয, হাদীস নং-২১।

অর্থ: "হাজ্জাজ সাঈদ বিন যুবাইর (রা)-কে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, আমি শুনেছি যে তুমি নাকি কখনো হাসনা! যুবাইর (রা) বললেন: আমি কি করে হাসব অথচ জাহান্নামকে উদ্দীপিত করা হয়েছে, লোহার বেড়ী প্রস্তুত করা হয়েছে, জাহান্নামের ফেরেশতারা প্রস্তুত হয়ে আছে।"

(সাফওয়াতুস সাফওয়া)[১১২]

মাসআলা-২৪৭ : কোনো মু'মিন পুলসিরাত পার হওয়ার আগে নির্ভয় হতে পারবে না:

قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَسْكُنُ رَوْعَهُ يَتْرُكُ جِسْرَ جَهَنَّمَ وَرَاءَهُ (اَلْفَوَائِدُ)

অর্থ: "মুয়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: মু'মিন ব্যক্তি পুলসিরাত অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত নির্ভয় হতে পারবে না।"

(আল ফাওয়ায়েদ)[১১৩]

জাহান্নাম ও পূর্বসূরীগণ

মাসআলা-২৪৮ : ওমর বিন আবদুল আযীয (রা) জাহান্নামের বেড়ী ও জিঞ্জীর সংক্রান্ত আয়াতটি বার বার তেলাওয়াত করে করে রাত ভর কাঁদতেন:

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَحْمَةُ اللهِ كَانَ يُصَلِّي ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَرَأَ إِذِ الأَغْلَالُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ فجعل يُرَدِّدُهَا وَيَبْكِيْ حَتّٰى اَصْبَحَ

অথ: "ওমার বিন আবদুল আযীয (রা) একদা তাহাজ্জুদ নামায পড়তেছিলেন, যখন তিনি এ আয়াত "যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ফুটন্ত পানিতে, এরপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে।) (সূরা মু'মিন: ৭১-৭২)

[১১২] হুলইয়াতুল আওলিয়া (২/৩৩৩)।
[১১৩] ৩/৩৩৩

মাসআলা-২৪৯ : রাবী' বিন খাইসাম (রা) চুলার আগুন দেখে বেহুশ হয়ে যেতেন:

عَنْ أَبِي وَائِلٍ رَحِمَهُ اللهُ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه وَمَعَنَا الرَبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ " فَمَرُّوْا عَلَى حَدَّادٍ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ يَنْظُرُ إِلَى حَدِيدَةٍ فِي النَّارِ وَنَظَرَ الرَّبِيْعُ بْنُ خُثَيْمٍ إِلَيْهَا فَتَمَايَلَ لِيَسْقُطَ فَمَرَّ عَبْدُ اللهِ عَلَى أَتُّونٍ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ فَلَمَّا رَآهُ عَبْدُ اللهِ وَالنَّارُ تَلْتَهِبُ فِي جَوْفِهِ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيْرًا} [الْفُرْقَانُ:] الْآيَةَ صَعِقَ فَحَمَلُوهُ إِلَى أَهْلِهِ وَرَابَطَهُ عَبْدُ اللهِ إِلَى الظُّهْرِ فَلَمْ يُفِقْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

অর্থ: "আবু ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমরা আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা)-এর সাথে একদা বাহিরে বের হলাম, আমাদের সাথে রাবি' বিন খাইসামও ছিল, আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ ফুরাত নদীর তীরে একটি চুলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যখন সেখানে দেখলেন যে আগুন প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে তখন তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করতে লাগলেন, "যখন জাহান্নাম কাফিরদেরকে দূর থেকে দেখবে, তখন তারা তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার শুনতে পাবে।" এ কথা শুনে রাবি বিন খাইসাম বেহুশ হয়ে পড়ে গেল, লোকেরা তাকে খাটে উঠিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসল। আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ তার নিকট সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে তার হুশ ফিরানোর চেষ্টা করল কিন্তু তার হুশ ফিরল না।"[১১৪]

মাসআলা-২৫০ : সমস্ত দুনিয়াকে জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করার আগ্রহ:

قَالَ مَالِكُ بْنَ دِينَارٍ. رَحِمَهُ اللهُ لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ لَا أَنَامَ لَمْ أَنَمْ مَخَافَةَ أَنْ يَنْزِلَ الْعَذَابُ وَأَنَا نَائِمٌ وَلَوْ وَجَدْتُ أَعْوَانًا لَفَرَّقْتُهُمْ يُنَادُوْنَ فِي سَائِرِ الدُّنْيَا كُلِّهَا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ النَّارَ النَّارَ (رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ)

---

[১১৪] তাম্বীহুল গাফেলীন, ২/৬২০।

অর্থ: "মালেক বিন দিনার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যদি আমার পক্ষে সম্ভব হত যে আমি না ঘুমিয়ে থাকব, তবে আমি তা করতাম, আর তা এ আশঙ্কায় যে, কখনো ঘুমন্ত অবস্থায় যেন আল্লাহর আযাব আমার ওপর পতিত না হয়। যদি আমার নিকট সাহায্যকারী থাকত, তাহলে আমি তাদেরকে সারা দুনিয়ায় পাঠাতাম যে, তারা যেন এ আহ্বান করে যে, হে লোকেরা! জাহান্নাম থেকে সতর্ক হও। হে লোকেরা! জাহান্নাম থেকে সতর্ক হও।" (আবু নুআইম হুলইয়া) [১১৫]

মাসআলা-২৫১ : সুফিয়ান সাওরী পরকালের স্মরণে এত সন্ত্রস্ত হতেন যে তাতে তার রক্ত পেসাব শুরু হত:

قَالَ مُوْسَى بْنُ مَسْعُوْدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ كُنَّا اِذَا جَلَسْنَا اِلَى الثَّوْرِى رَحِمَهُ اللّٰهُ كَانَ قَدْ اَحَاطَتْ بِنَا لِمَا نَرٰى مِنْ خَوْفِهِ وَفَزَعِهِ وَكَانَ سُفْيَانُ اِذَا اَخَذَ فِى ذِكْرِ الْاٰخِرَةِ يَبُوْلُ الدَّمَ

অর্থ: "মূসা বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন আমরা সুফিয়ান সাওরীর (রা) নিকট বসতাম, তখন তাকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখে আমাদের মনে হত যেন আগুন আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে। আর তিনি যখন পরকালের কথা স্মরণ করতেন তখন তার রক্ত পেসাব শুরু হত।" [১১৬]

মাসআলা-২৫২ : মৃত্যু, কবর, কিয়ামত, পুলসিরাতের ভয় :

سُئِلَ عَطَاءُ السُّلَمِى رَحِمَهُ اللّٰهُ مَا هٰذَا الْحُزْنُ؟ قَالَ وَيْحَكَ الْمَوْتُ فِىْ عُنُقِىْ وَالْقَبْرُ بَيْتِىْ وَفِى الْقِيَامَةِ مَوْقِفِىْ وَعَلٰى جِسْرِ جَهَنَّمَ طَرِيْقِىْ لَا اَدْرِىْ مَا يَصْنَعُ بِىْ.

অর্থ: "আতা আসসুলামী (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো এ কিসের চিন্তা? তিনি বললেন: তোমার ধ্বংস হোক, (তুমি কি জান না) মৃত্যু আমার গর্দানে, কবর আমার ঠিকানা, কিয়ামতের দিন আমাকে আল্লাহর আদালতে দাঁড়াতে হবে। আর জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুলসিরাতের ওপর দিয়ে আমাকে অতিক্রম করতে হবে। আর আমি জানিনা যে, শেষ পর্যন্ত আমার কি হবে।"[১১৭]

---

[১১৫] ইবনে কাসীর (৩/১৪৫)

[১১৬] ২/৬৯

[১১৭] আল ইহইয়া (১৬৯)

মাসআলা-২৫৩ : জাহান্নামের কথা স্মরণ হওয়ায় আবু মাইসূরা (রা) বলেন: আফসোস! আমার মা যদি আমাকে প্রসব না করত:

كَانَ اَبُوْ مَيْسَرَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اِذَا اَوَاى اِلٰى فِرَاشِهٖ قَالَ يَالَيْتَ اُمِّىْ لَمْ تَلِدْنِىْ ثُمَّ يَبْكِىْ فَقِيْلَ لَهٗ مَا يُبْكِيْكَ يَا اَبَا مَيْسَرَةَ؟ قَالَ اُخْبِرْنَا اَنَا وَارِدُهَا وَلَمْ تُخْبِرْ اِنَّا صَادِرُوْنَ عَنْهَا

অর্থ: "আবু মাইসারা (র) যখন বিছানায় শুইতে যেতেন তখন বলতেন হায়! আফসোস আমার মা যদি আমাকে প্রসব না করত, আর কাঁদতে শুরু করতেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো হে আবু মাইসারা কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন: আমার একথা জানা আছে যে, আমাকে জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে, কিন্তু জানা নেই যে, আমার মুক্তি হবে কিনা।"[১১৮]

মাসআলা-২৫৪: জাহান্নামের স্মরণে জীবনের তরে হাসি বন্ধ:

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ رَحِمَةُ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِاَخِيْهِ هَلْ اَتَاكَ اِنَّكَ وَارِدُ النَّارِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ اَتَكَ اِنَّكَ صَادِرٌ عَنْهَا؟ قَالَ لَا قَالَ فَفِيْمَ الضِّحْكُ؟ قَالَ فَمَا رُئِىَ ضَاحِكًا حَتّٰى لَحِقَ اللّٰهَ.

অর্থ: "হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: এক সৎলোক তার ভাইকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি জানা আছে যে, তোমাকে জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে? সে বলল: হ্যাঁ। সে আবার জিজ্ঞেস করল তোমার কি একথা জানা আছে যে, তুমি সেখান থেকে মুক্তি পাবে? সে বলল: না। তখন ঐ সৎলোকটি বলল: তাহলে এ কিসের হাসি? এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি আর হাসে নি।"[১১৯]

মাসআলা-২৫৫ : বুদাইল বিন মাইসারা (রা) কিয়ামতের দিন কঠিন পিপাসার ভয়ে এত কাঁদলেন যে, তার রক্ত অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল:

---

[১১৮] সাফওয়াতুস সাফওয়া (৩/৩২৭)

[১১৯] ইবনে কাসীর (৩/১৭৯)

بَكَى بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ رَحِمَهُ اللهُ حَتَّى قَرِحَتْ مَاقِيْهِ فَكَانَ يُعَاتَبُ فِي ذَالِكَ فَيَقُوْلُ إِنَّمَا أَبْكِي مِنْ طُوْلِ الْعَطَشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

অর্থ: "বুদাইল বিন মাইসারা এত কাঁদত যে, চোখ দিয়ে বমি ও রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করত। সব সময় পরকালের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকত, আর বলত যে, আমি কিয়ামতের দিন কঠিন পিপাসার ভয়ে কাঁদছি।"[১২০]

মাসআলা-২৫৬ : মুহাম্মদ বিন মুনকাদের জাহান্নামের ভয়ে যখন কাঁদত তখ চোখের পানি দিয়ে চেহারা ও দাড়ি ভিজিয়ে দিত:

كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ رَحِمَهُ اللهُ إِذَا بَكَى مَسَحَ وَجْهَهُ وَلِحْيَتَهُ بِدُمُوْعِهِ وَيَقُوْلُ بَلَغَنِيْ إِنَّ النَّارَ لَا تَأْكُلُ مَوْضَعًا مَسَّتْهُ الدُّمُوْعُ .

অর্থ: "মুহাম্মদ বিন মুনকাদির (র) যখন কাঁদতেন তখন চোখের পানি দিয়ে স্বীয় চেহারা ও দাড়ি মুছে নিতেন, আর বলতেন: আমি শুনেছি (আল্লাহর ভয়ে) প্রবাহিত চোখের পানি যেখানে পৌছবে ঐ স্থান জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।"[১২১]

মাসআলা-২৫৭ : আতা আস সুলামী (রা) তার প্রতিবেশীদের চুলার আগুন দেখে বেহুশ হয়ে গিয়েছিল:

دَخَلَ عَلَابْنُ مُحَمَّدٍ عَلَى السُّلَمِى رَحِمَهُ اللهُ وَقَدْ غَشِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لِامْرَاَتِهِ اُمِّ جَعْفَرٍ مَا شَانُ عَطَا فَقَالَتْ سَجَّرَتْ جَارَتُنَا التَّنُّوْرَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ ز

অর্থ: "আলা বিন মোহাম্মদ একদা আতা আসসুলাইমী (র)-এর নিকট এসে দেখলেন যে তিনি বেহুশ হয়ে আছেন, তখন তিনি তার স্ত্রী উম্মে জা'ফরকে জিজ্ঞেস করলেন, আতা আসসুলাইমীর কি হয়েছে? স্ত্রী বলল: আমাদের প্রতিবেশীরা চুলা জ্বালাচ্ছিল আর তা দেখে তিনি বেহুশ হয়ে গেছেন।"[১২২]

---

[১২০] প্রাগুক্ত (৩/১৭৯)
[১২১] সাফওয়াতুস সাফওয়া, ৩/২৬৫।
[১২২] এহইয়া ৪/১৭২।

মাসআলা-২৫৮ : জাহান্নামের ভয়ে হাসান বসরী (র)-এর ক্রন্দন:

وَعِنْدَ مَا بَكَى الْحَسَنُ فَقِيْلَ لَهُ مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ اَخَافُ يَطْرَحُنِىْ غَدًا فِى النَّارِ وَلَا يُبَالِى

অর্থ: "হাসান বাসরী (র)-কে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করা হলো যে, কে তোমাকে কাঁদাচ্ছে? সে বলল: আমার ভয় হয় না জানি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। আল্লাহ তো কোনো কিছুর পরওয়া করেন না।"[১২৩]

মাসআলা-৩৩৭ : ইয়াযিদ বিন হারুন (র)-এর উভয় চোখ কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল:

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ رَاَيْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ رَحِمَهُ اللّٰهُ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ عَيْنَيْنِ ثُمَّ رَاَيْتُهُ بِعَيْنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ رَاَيْتُهُ اَعْمٰى فَقُلْتُ يَا اَبَا خَالِدٍ مَا فَعَلَتْ الْعَيْنَانِ الْجَمِيْلَتَانِ؟ قَالَ ذَهَبَ بِهِمَا بُكَاءُ الْاَسْحَارِ

অর্থ: "হাসান বিন আরাফা (র) বলেছেন: আমি ইয়াযিদ বিন হারুন (র)-কে দেখেছি যে, তার চোখ দু'টি খুব সুন্দর ছিল, কিছুদিন পর দেখলাম যে তার শুধু একটি চোখ, আরো কিছু দিন পর দেখলাম যে, তার দু'টি চোখই নষ্ট হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আবু খালেদ! তোমার সুন্দর দু'টি চোখ কি হলো? সে বলল: কান্নাবিজড়িত রাত্রি জাগরণে তা নষ্ট হয়ে গেছে।"[১২৪]

মাসআলা-২৫৯ : মৃত্যুর পূর্বে ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়:

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِىٍّ رَحِمَهُ اللّٰهُ بَاتَ سُفْيَانُ رَحِمَهُ اللّٰهُ عِنْدِىْ فَلَمَّا اشْتَدَّ بِهِ الْاَمْرُ جَعَلَ يَبْكِىْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ اَرَاكَ كَثِيْرَ الذُّنُوْبِ فَرَفَعَ شَيْئًا مِنَ الْاَرْضِ وَقَالَ وَاللّٰهِ لَذُنُوْبِىْ اَهْوَنُ عِنْدِىْ مِنْ ذَا اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ اُسْلَبَ الْاِيْمَانَ قَبْلَ اَنْ اَمُوْتَ

অর্থ: "আবদুর রহমান বিন মাহদী (র) বলেন, সুফিয়ান (র) আমার নিকট রাত্রি যাপন করল, যখন তার ক্লান্তি এসে গেল তখন সে কাঁদতে লাগল। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল হে আবু আবদুল্লাহ! তুমি কি অধিক গুনাহর কারণে কাঁদতেছ? তখন সে মাটি থেকে একটি কিছু উঠিয়ে বলল: আল্লাহর কসম!

---

[১২৩] সাফওয়াতুস সাফওয়া, ৩/৩২৬।

[১২৪] তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায (৩/৭৯০)

গুনাহর বিষয়টি আমার নিকট এ তুচ্ছ জিনিসটি থেকেও হালকা মনে হয়। কিন্তু আমার ভয় হয় না জানি মৃত্যুর পূর্বে আমার ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয়।"[১২৫]

মাসআলা-২৬০ : ওমার বিন আবদুল আযীয ইশার নামাযের পর থেকে ঘুম আসা পর্যন্ত আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে থাকতেন:

قَالَتْ فَاطِمَةُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ اِمْرَاَةُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَكُوْنُ فِى النَّاسِ مَنْ هُوَ اَكْثَرُ صَوْمًا وَ صَلَاةً مِنْ عُمَرَ وَمَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَشَدَّ خَوْفًا مِنْ رَبِّهِ مِنْ عُمَرَ كَانَ اِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ قَعَدَ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِىْ حَتّٰى يَغْلِبَهُ النَّوْمُ ثُمَّ يَنْتَبِهُ فَلَا يَزَالُ يَدْعُوْ رَافِعًا يَدَيْهِ يَبْكِىْ حَتّٰى تَغْلِبَهُ عَيْنَاءُ

অর্থ: "ফাতেমা বিনতে আবদুল মালেক বিন মারওয়ান (র) যিনি ওমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর স্ত্রী ছিলেন তিনি বলেছেন যে, লোকদের মধ্যে ওমর (রা) চেয়ে নামায রোযা অধিক পরিমাণে করার মত তো অনেকেই ছিল, কিন্তু আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী আমি ওমর (রা)-এর চেয়ে অধিক আর কাউকে দেখি নি। যখন ইশার নামায শেষ হয়ে যেত তখন আল্লাহর নিকট হাত তুলে কাঁদতে থাকত এবং একাধারে ঘুম আসা পর্যন্ত কাঁদতে থাকত। যদি উঠানো হত তাহলে আবার হাত তুলে কাঁদতে শুরু করত। এমন কি ঘুম আসা পর্যন্ত কাঁদতে থাকত।"[১২৬]

চিন্তা করুন

মাসআলা-২৬১ : যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে উত্তম, না যে তা থেকে নিরাপত্তা পাবে সে উত্তম:

أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىٓ ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا۟ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

[১২৫] সাফওয়াতুস সাফওয়া, (৩/১৫০)

[১২৬] তাযকিরাতুল হুফ্ফায (১/১২০)

অর্থ: " শ্রেষ্ট কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে সে! তোমাদের যা ইচ্ছা তা কর, তোমরা যা কর তিনি তার দ্রষ্টা।" (সূরা হা-মীম সেজদা: ৪০)

মাসআলা-২৬২ : জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুন দেখে মৃত্যুর ধ্বংস কামনাকারী ব্যক্তি উত্তম না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে, এমন স্থানে থাকবে যেখানে তার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করা হবে:

وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْراً إِذَا رَأَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيْراً وَإِذَآ أُلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْراً لاَ تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُبُوْراً كَثِيْراً قُلْ أَذٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَمَصِيْراً لَّهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خَالِدِيْنَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْداً مَّسْئُوْلاً

অর্থ: " বরং তারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যে কেয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করেছি। অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। যখন এক শিকলে কয়েকজনকে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোনো সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃতুকে ডাকবে। বলা হবে, আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না অনেক মৃত্যুকে ডাক। বলুন এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে? সেটা হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান। তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় সেখানে যা চাইবে, তাই পাবে। এই প্রার্থিত ওয়াদা পূরণ আপনার পালনকর্তার দায়িত্ব। (সূরা ফুরকান ২৫:১১-১৬)

মাসআলা-২৬৩ : জান্নাতের নিআমতসমূহের অতিথিয়তা উত্তম না যাক্কুম বৃক্ষ ও উত্তপ্ত পানি পান করা উত্তম:

إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ لِمِثْلِ هَـٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ أَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِيْنَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيَ أَصْلِ

الْجَحِيْمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِنْ حَمِيْمٍ

'নিশ্চয় এটি মহাসাফল্য!' এরূপ সাফল্যের জন্যই 'আমলকারীদের আমল করা উচিত। আপ্যায়নের জন্য এগুলো উত্তম না যাক্কুম[১২৭] বৃক্ষ? নিশ্চয় আমি তাকে যালিমদের জন্য করে দিয়েছি পরীক্ষা। নিশ্চয় এ গাছটি জাহান্নামের তলদেশ থেকে বের হয়। এর ফল যেন শয়তানের মাথা; নিশ্চয় তারা তা থেকে খাবে এবং তা দিয়ে পেট ভর্তি করবে। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। (সূরা সাফ্ফাত ৩৭:৬০-৬৭)

মাসআলা-২৬৪ : দুনিয়াতে আনন্দ উপভোগকারী উত্তম না পরকালেঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُواْ يَضْحَكُوْنَ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ وَإِذَا انْقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُواْ فَكِهِيْنَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَافِظِيْنَ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنظُرُوْنَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُوْنَ

অর্থ: নিশ্চয় যারা অপরাধ করেছে তারা মু'মিনদেরকে নিয়ে হাসত। আর যখন তারা মু'মিনদের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা তাদেরকে নিয়ে চোখ টিপে বিদ্রূপ করত। আর যখন তারা পরিবার–পরিজনের কাছে ফিরে আসত তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে ফিরে আসত। আর যখন তারা মু'মিনদেরকে দেখত তখন বলত, 'নিশ্চয় এরা পথভ্রষ্ট'। আর তাদেরকে তো মু'মিনদের হিফাযতকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি। অতএব আজ মু'মিনরাই কাফিরদেরকে নিয়ে হাসবে। উচ্চ আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে। কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হলো তো?

(সূরা মুতাফফিফীন ৮৩:২৯-৩৬)

[১২৭] অতি তিক্ত স্বাদযুক্ত জাহান্নামের এক গাছ।

জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় কামনা

মাসআলা-২৬৫ : যে ব্যক্তি তিন বার আল্লাহর নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চায় তার জন্য জাহান্নাম সুপারিশ করেঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ: اَللّٰهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ. وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ: اَللّٰهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ

অর্থ: "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তিনবার জান্নাত কামনা করবে, জান্নাত তার জন্য বলে যে হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তিনবার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় কামনা করে, জাহান্নাম তার জন্য বলে হে আল্লাহ তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও।" (তিরমিজী ৪/২৫৭২)

মাসআলা-২৬৬ : জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাওয়ার কুরআনের কতগুলো আয়াতঃ

وِمِنْهُمْ مَّنْ يَقُوْلُ رَبَّنَآ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

১. অর্থ: "আর তাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (সূরা বাকারা ২:২০১)

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً

২. আর যারা বলে, 'হে আমাদের রব! তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয় এর আযাব হলো অবিচ্ছিন্ন'। 'নিশ্চয় তা অবস্থানস্থল ও আবাসস্থল হিসেবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট'। (সূরা ফোরকান ২৫:৬৫-৬৬)

رَبَّنَآ مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ رَّبَّنَآ إِنَّنَآ سَمِعْنَا مُنَادِياً يُّنَادِي

لِلْإِيْمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

৩. 'হে আমাদের রব! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র মহান। সুতরাং তুমি আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর'। 'হে আমাদের রব, নিশ্চয় তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে তুমি অপমান করবে। আর যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই'। 'হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা শুনেছিলাম একজন আহ্বানকারীকে, যে ঈমানের দিকে আহ্বান করে যে, 'তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন'। তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি–বিচ্যুতি, আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে'। 'হে আমাদের রব! আর আপনি আমাদেরকে তা প্রদান করুন যার ওয়াদা আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে। আর কিয়ামতের দিনে আপনি আমাদেরকে অপমান করবেন না। নিশ্চয় আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না'। (সূরা আলে ইমরান ৩:১৯১-১৯৪)

মাসআলা-২৬৭ : জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্য রাসূল ﷺ নিম্নোক্ত দূয়াসমূহ সাহাবাগণকে কুরআনের সূরার ন্যায় মুখস্ত করাতেন:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ قُوْلُوا: «اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাদেরকে (সাহাবাগণকে) এ দুয়াটি কুরআনের সূরার ন্যায় মুখস্ত করাতেন, তোমরা বল: হে আল্লাহ আমরা আপনার নিকট জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাই, আমরা আপনার নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই, আমরা আপনার

নিকট মসিহিদদাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই, আমরা আপনার নিকট জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই।" (নাসায়ী) [১২৮]

মাসআলা-২৬৮ : জাহান্নামের গরম থেকে আশ্রয় চাওয়ার দুআঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيكَائِيْلَ، وَرَبَّ إِسْرَافِيْلَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: হে আল্লাহ জিবরীল, মিকাঈল ও ইসরাঈলের প্রভু! আমি আপনার নিকট জাহান্নামের গরম থেকে আশ্রয় চাই এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই।" (নাসায়ী ৮/৫৫১৯) [১২৯]

মাসআলা-২৬৯ : শোয়ার পূর্বে আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় কামনা করার দুআঃ

عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

অর্থ: "হাফসা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন শোয়ার ইচ্ছা করতেন তখন ডান হাত স্বীয় গালের নিচে রেখে বলতেন: হে আল্লাহ যেদিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে উঠাবেন, সেদিন আমাকে স্বীয় আযাব থেকে রক্ষা করবেন।" (আবু দাউদ ৪/৫০৪৫) [১৩০]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي، وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي،

---

[১২৮] আবওয়াবুন নাউম মা ইয়াকুলু ইন্দান্নাউম। বাবুল ইস্তেয়াজা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত।
[১২৯] কিতাবুল ইস্তেয়াজা বিন হাররিন্নার। (৩/৫০৯২)
[১৩০] আবওয়াবুন্নাউম, মা ইয়াকুলু ইন্দান্নাউম (৩/৪২১৮)

وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ، وَالَّذِيْ أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ وَإِلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ، أَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ»

অর্থ: "ইবনে ওমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন বিছানায় শুইতে যেতেন তখন আল্লাহর শুকুর করে বলতেন, যিনি আমাকে সমস্ত মুসিবত থেকে রক্ষা করেছেন, আমাকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন, আমাকে পানাহার করিয়েছেন, ঐ সত্তার শুকুর যিনি যখন আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তখন যথেষ্ট পরিমাণে তা করেছেন, যখন আমাকে দান করেছেন তখনও যথেষ্ট পরিমাণে করেছেন, সর্বাবস্থায় শুধু তাঁরই কৃতজ্ঞতা, হে আল্লাহ! সবকিছুর রব, সবকিছুর মালিক, সবকিছুর ইলাহ, আমি জাহান্নাম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।" (আবু দাউদ ৪/৫০৫৮)[১৩১]

মাসআলা-২৭০ : তাহাজ্জুদের নামাযে আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় চাওয়ার দুয়া:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিছানায় অনুপস্থিত পেয়ে তাঁকে খুঁজতে লাগলাম, তখন আমার হাত রাসূলের পায়ের পাতায় লাগল যা দাড় করানো অবস্থায় ছিল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন, (আর সেজদা অবস্থায়) তিনি এ দুয়া পড়তেছিলেন: হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাই। তোমার ক্ষমার ওসীলায় তোমার আযাব থেকে আশ্রয় চাই। আর আমি প্রত্যেক বিষয়ে

---

[১৩১] প্রাগুক্ত (৩/৪২২৯)

তোমার নিকটই আশ্রয় চাই। আমি তোমার প্রশংসা ও গুণগান করার ক্ষমতা রাখিনা তোমার প্রশংসা তেমনই যেমন তুমি করেছ।" (মুসলিম ১/৪৮৬) [১৩২]

মাসআলা-২৭১ : জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্য নিম্নের দুয়াটি বেশি বেশি করে পাঠ করা উচিত:

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دَعَاء النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«اَللّٰهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

অর্থ: "আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ বেশির ভাগ এদুয়া করতেন যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।" (মুসলিম) [১৩৩]

মাসআলা-২৭২ : এক সাথে কম পক্ষে তিন বার জাহান্নাম থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া উচিত:

নোট: ৩৪৪ নং মাসআলার হাদীস দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন মাসায়েল

মাসআলা-২৭৩ : আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাবে না:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ» فَقِيلَ: وَلَا أَنْتَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: এমন কোনো ব্যক্তি নেই যাকে তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাবে, জিজ্ঞেস করা হলো আপনি? হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ তিনি বললেন: আমিও না, তবে যদি আমার রব আমাকে দয়া করে জান্নাত দেন।" (মুসলিম ৪/২৮১৬) [১৩৪]

---

[১৩২] কিতাবুস্‌সালা বাবা মা যুকালু ফির রুকু ওয়াস্ সুজুদ।
[১৩৩] কিতাবুয্ যিকর ওয়াদ্দুমা, ওয়াত্ তাওবা, বাব ফাযলি দ্ দুয়া বি আল্লাহুম্মা ফিদ্দুনইয়া হাসানা।
[১৩৪] কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব লান ইয়াদখুলুল জান্না আহাদুন বি আমালিহি।

মাসআলা-২৭৪ : তাওহীদ বাদী, মুত্তাকী, সৎ লোকদের সাক্ষি, কারও জন্য জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়ার পরিচয়:

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّبَاوَةِ، أَوِ الْبَنَاوَةِ، قَالَ: وَالنَّبَاوَةُ مِنَ الطَّائِفِ، قَالَ: «يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ، مِنْ أَهْلِ النَّارِ» ، قَالُوا: بِمَ ذَاكَ؟ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: «بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ، وَالثَّنَاءِ السَّيِّئِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ»

অর্থ: "আলী বিন বকর বিন যুহাইর আস সাকাফী (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন আমাদেরকে নবী ﷺ একদা তায়েফের নিকটবর্তী নাবাওয়া বা বানাওয়া নামক স্থানে একটি খুতবা প্রদান করলেন। তিনি বললেন: খুব শীঘ্রই এমন এক সময় আসবে যখন তোমরা জান্নাতী বা জাহান্নামী সম্পর্কে জানতে পারবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল! তা কিভাবে? তিনি বললেন: লোকদের ভাল বা মন্দ প্রশংসার মাধ্যমে। তোমরা একে অপরের ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষি হবে।" (ইবনে মাযা ২/৪২২১) [১৩৫]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَهْلُ الْجَنَّةِ، مَنْ مَلَأَ اللهُ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ خَيْرًا، وَهُوَ يَسْمَعُ، وَأَهْلُ النَّارِ، مَنْ مَلَأَ اللهُ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا، وَهُوَ يَسْمَعُ»

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতী ঐ ব্যক্তি যে মানুষের নিকট থেকে স্বীয় প্রশংসা শুনতে শুনতে তার কান ভরে যাবে। আর জাহান্নামী ঐ ব্যক্তি যে মানুষের নিকট থেকে নিজের দোষ শুনতে শুনতে তার কান ভরে যাবে।" (ইবনে মাযা ২/৪২২৪) [১৩৬]

মাসআলা-২৭৫ : প্রচন্ড গরম ও অধিক ঠান্ডা জাহান্নামের দু'টি শ্বাসের কারণে হয়: গরম শ্বাস জাহান্নামের গরম অংশ থেকে আর ঠান্ডা শ্বাস জাহান্নামের ঠান্ডা অংশ থেকে হয়ে থাকে:

---

[১৩৫] কিতাবুয্ যুহদ বাব সানাউল হাসান (২/২৪০০)
[১৩৬] প্রাগুক্ত (২/৩৪০৩)

নোট: এ সংক্রান্ত হাদীসটি ৪৯নং মাসআলা দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-৩৫৫ : মু'মিনের জন্য জ্বর জাহান্নামের অংশ:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحُمّٰى حَظُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنَ النَّارِ (رَوَاهُ الْبَزَّارُ)

অর্থ: "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জ্বর প্রত্যেক মু'মিনের জন্য জাহান্নামের অংশ।" (বাযযার) [১৩৭]

মাসআলা-২৭৬ : কিছু কিছু কালিমা পড়া মুসলমানদের সমস্ত শরীর আগুন জ্বালিয়ে দিবে:

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا حُمَمًا ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ فَيُخْرَجُوْنَ وَيُطْرَحُوْنَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ» قَالَ: «فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِي حِمَالَةِ السَّيْلِ ثُمَّ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ»

অর্থ: "জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তাওহীদ বাদীদের মধ্য থেকে কিছু লোককে জাহান্নামের শাস্তি দেয়া হবে। এমন কি তারা আগুনে জ্বলে কয়লা হয়ে যাবে। এরপর তারা আল্লাহর রহমত লাভ করবে, তখন তারা জাহান্নাম থেকে বের হবে। এরপর তাদেরকে জান্নাতের দরজায় এনে বসানো হবে, জান্নাতবাসীরা তাদেরকে পানি প্রবাহিত করে দিবে, তখন তারা উঠে দাঁড়াবে, যেমন কোনো বীচ বন্যার পানিতে ভেসে এসে চারা জন্মায়। এরপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী ৪/২৫৯৭) [১৩৮]

মাসআলা-২৭৭ : জাহান্নামের স্থান সমুদ্র:

عَنْ يَعْلٰى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْبَحْرَ هُوَ جَهَنَّمُ۔

---

[১৩৭] সহীহ আল জামে' আস সাগীর, লি আলবানী, খ. ৩, হাদীস নং-৩১৮২।

[১৩৮] সিফাতু আবওয়াবি জাহান্নাম, বাব মা যায়া আন্না লিন্নারি নাফাসাইন। (২/২০৯৪)

অর্থ: "ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: নিশ্চয়ই সমুদ্র জাহান্নামের স্থান।" (হাকেম) [১৩৯]

নোট: কুরআনে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন:

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

অর্থ: "এবং সমুদ্রগুলোর যখন উপ-প্লাবিত-উদ্বেলিত করা হবে।" (সূরা তাকভীর: ৬)

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে:

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

আর সমুদ্রগুলো যখন উদ্বেলিত করা হবে।" (সূরা ইনফিতার: ৩)

এ উভয় আয়াত থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের দিন সমস্ত সমুদ্র এক স্থানে একত্র করে দেয়া হবে, আর পানি তার মূল রূপে অর্থাৎ দুই ভাগ হাইড্রোজেন এবং এক ভাগ অক্সিজেনে পরিণত করা হবে, যার ফলে আগুন উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, উল্লেখ্য হাইড্রোজেন নিজেই আগুন দ্বারা উত্তপ্ত হওয়া গ্যাস। আর অক্সিজেন আগুনকে উত্তপ্ত করতে সহযোগিতা করে। এসময় জান্নাত ও জাহান্নাম এ উভয়ই মওজুদ আছে। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীর এ অর্থ হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে উত্তপ্ত করে সমুদ্রের ওপর রেখে দেয়া হবে। যাতে করে জাহান্নামের আগুন আরো উত্তপ্ত হয়। এরপর এ সমুদ্রের স্থানে জাহান্নামকে স্থাপিত করা হবে।
(আল্লাহই এর সঠিকতা সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত)

জাহান্নামের শাস্তি

১. পিপাসার মাধ্যমে শাস্তি

মাসআলা-২৭৮ : পাপিষ্ঠদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করার পূর্বেই কঠিন পিপাসায় পিপাসার্ত করা হবে:

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا

অর্থ: "এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব।" (সূরা মারইয়াম: ৮৬)

---

[১৩৯] কিতাবুল আহওয়াল হাদীস নং-৮৭।

মাসআলা-২৭৯ : কঠিন পিপাসার কারণে জাহান্নামী জাহান্নাম ও উত্তপ্ত পানির ঝর্ণার মাঝে চক্কর লাগাতে থাকবে:

هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

অর্থ: "এটাই সে জাহান্নাম যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত, তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝে ছুটাছুটি করবে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোনো অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?" (সূরা রাহমান: ৪৩-৪৫)

মাসআলা-২৮০ : যাক্কুম খাওয়ার পর জাহান্নামীরা তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় তীব্র পিপাসা অনুভব করবে:

নোট: ৮৩ নং আয়াতের মাসআলা দ্রষ্টব্য।

২. উত্তপ্ত পানি মাথায় ঢালার মাধ্যমে শাস্তি

কাফিরদের জন্য এ হবে আরেক ধরনের বেদনাদায়ক আযাব (আর তা হবে এই যে) ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে, "তাকে ধরে টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যখানে এবং ওখানে তার মস্তকে ফুটন্ত পানি ঢেলে তাকে শাস্তি দাও।" (সূরা দুখান: ৪৭-৪৮)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী ﷺ বলেছেন: "যখন কাফিরের মস্তিষ্কে গরম পানি ঢেলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে, তখন ঐ পানি তার মাথা থেকে গড়িয়ে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-পতঙ্গকে জ্বালিয়ে পায়খানার রাস্তা দিয়ে তা তার পায়ে এসে পড়বে।" (মুসনাদ আহমদ)

মাথায় ফুটন্ত পানি ঢালার পর সর্বপ্রথম এ পানি কাফিরের মস্তককে জ্বালিয়ে দিবে,যা তার খারাপ কামনা, বাতিল দর্শন, শিরকি আক্বীদার কেন্দ্রবিন্দু ছিল, যে মস্তিষ্ক দিয়ে সে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতো, যে মস্তিষ্ক দিয়ে সে মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের পাহাড় চাপানোর জন্য নানান রকম প্রতারণা করতো। যে মস্তিষ্ক দিয়ে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচার প্রপাগাণ্ডার নিত্য নতুন দলীল তৈরী করতো। যে মস্তিষ্ক দিয়ে সে বড় বড় পদ ও পরিকল্পনা তৈরী করতো ঐ মস্তিষ্ক থেকেই এ বেদনাদায়ক শাস্তির সূত্রপাত হবে।

সূরা দুখানে উল্লেখিত আয়াতের শেষে:

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

অর্থ: "স্বাদ গ্রহণ করো, (তুমি পৃথিবীতে) ছিলে অভিজাত ও মর্যাদাবান।" (সূরা দুখান: ৪৯)

উল্লেখিত আয়াত একথা স্পষ্ট করছে যে, এ বেদনাদায়ক আযাবের হকদার হবে ঐ সমস্ত কাফির নেত্রীবর্গ যারা পৃথিবীতে বিশাল শক্তিধর ও মর্যাদার অধিকারী ছিল, পৃথিবীতে তাদের মর্যাদা ও বড়ত্ব হবে। আর এ ক্ষমতার বড়াইয়ে উম্মাদ হয়ে তারা ইসলামকে অবনত করতে এবং মুসলমানদেরকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিঃশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বপ্রকার হাতিয়ার ব্যবহার করতে থাকবে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে কাফির নেত্রীবর্গের চক্রান্ত ও চালবাজির বর্ণনা এসেছে।

আল্লাহর বাণী–

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ

অর্থ: "তারা নবী ﷺ এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, আর আল্লাহ নবী ﷺ কে বাঁচানোর জন্য তদবীর করেন। আর আল্লাহই দৃঢ় তদবীর কারক।" (সূরা আনফাল: ৩০)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে:

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعاً

অর্থ: "তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও চক্রান্ত করছিল কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহর ইখতিয়ারে" (সূরা রাদ: ৪২)

সূরা ইবরাহীমে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:

وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ

অর্থ: "তারা ভীষণ চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আল্লাহর নিকট তাদের চক্রান্ত রক্ষিত হয়েছে, তাদের চক্রান্ত এমন ছিল না যাতে পাহাড় টলে যেত" (সূরা ইবরাহীম: ৪৬)

নূহ (আ) ৯৫০ বছর পর্যন্ত তাঁর কাওমকে দাওয়াত দেয়ার পর যখন তার প্রভূর নিকট আবেদন পেশ করলেন, তখন ঐ আবেদনের একটি বিশেষ অংশ ছিল এই যে,

وَمَكَرُواْ مَكْراً كُبَّاراً

অর্থ: "আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করেছে।" (সূরা নূহ: ২২)

মূলত ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীরা, ইসলামকে পরাজিত করার অপচেষ্টা কারীরা, মুসলমানদেরকে নিঃশ্চিহ্ন কারীদেরকে কিয়ামতের দিন ঐ বৃহৎ শক্তিধর আল্লাহ্ তাদেরকে এ বেদনাদায়ক শাস্তির মাধ্যমে অভিবাধন জানাবেন।

নিঃসন্দেহে এ বেদনাদায়ক আযাব কাফিরদের জন্য, তবে মুসলমানদের দেশসমূহে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার পথে চক্রান্তকারী, ইসলামী আদর্শসমূহকে বিদ্রূপকারী, ইসলামের নিদর্শনসমূহকে অবজ্ঞাকারী নায়করা কি এ বেদনাদায়ক আযাব থেকে মুক্তি পাবে?

অতএব হে দলপতি! মন্ত্রীত্বের আসনে আসীন ব্যক্তিবর্গ, কোর্ট-কাচারীর শোভা 'মাই লর্ডজ' জাতীয় সংসদসমূহের সম্মানিত প্রধান! আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করুন। ইসলাম বিরুধিতা থেকে বিরত থাকুন, ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী বিধানসমূহের সাথে বিদ্রূপ করা থেকে বিরত থাকুন, আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের সাথে প্রতারণা করা থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় তাঁর শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ

অর্থ: "এবং তোমরা ঐ আগুন থেকে বেঁচে থাক যা কাফিরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান: ১৩১)

মাসআলা-২৮১ : জাহান্নামের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে কাফিরের মাথায় গরম পানি ঢালা হবে:

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ إِلَىٰ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُوْنَ

অর্থ: (বলা হবে) 'ওকে ধর, অতঃপর তাকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাও'। তারপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও। (বলা হবে) 'তুমি আস্বাদন কর, নিশ্চয় তুমিই সম্মানিত, অভিজাত'। নিশ্চয় এটা তা-ই যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে। (সূরা দুখান ৪৪:৪৭-৫০)

মাসআলা-২৮২ : কাফির মুশরিকদের মাথায় এত গরম পানি ঢালা হবে যে এর ফলে তাদের চামড়া, চর্বি, পেটের ভিতরের নাড়ী-ভুঁড়ি, কলিজা, গুর্দা সব কিছু জ্বলে যাবে:

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ

অর্থ: " এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ, যারা তাদের রব সম্পর্কে বিতর্ক করে। তবে যারা কুফরী করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যার দ্বারা তাদের পেটের অভ্যন্তরে যাকিছু রয়েছে তাও তাদের চামড়াসমূহ বিগলিত করা হবে। (সূরা হাজ্জ ২২:১৯-২০)

মাসআলা-২৮৩ : উত্তপ্ত পানি কাফিরের মাথায় ঢালা হবে যার ফলে তাদের পেটের সবকিছু বের হয়ে পায়ে গিয়ে পড়বে, আল্লাহর নির্দেশে কাফির আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে, এভাবে বার বার তাকে এ আজাব দেয়া হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ، فَيَنْفُذُ الْجُمْجُمَةَ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ، فَيَسْلُتَ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: উত্তপ্ত পানি কাফিরের মাথায় ঢালা হবে, যা তাদের মাথা ছিদ্র করে পেটে গিয়ে পৌঁছবে এবং পেটে যাকিছু আছে তা বের করে ফেলবে, (আর এ সবকিছু) তার পেট থেকে বের হয়ে পায়ে গিয়ে পড়বে, আর এটিই الصهر শব্দের ব্যাখ্যা। এ শাস্তি র পর কাফির আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে।" (আহমদ)[১৪০]

নোট: الصهر শব্দটি সূরা হজ্জের ২০ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। ৯৭ নং মাসআলা দ্র:।

৩. বেড়ি ও শৃঙ্খলের মাধ্যমে আযাব

মাসআলা-২৮৪ : জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাহান্নামীদের গলায় ভারী বেড়ি পরিয়ে দেয়া হবে:

মাসআলা-২৮৫ : জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার পর জাহান্নামীদেরকে ৭০ হাত প্রায় ১০৫ ফিট লম্বা শিকল দিয়ে তাদেরকে শৃঙ্খলিত করা হবে:

[১৪০] শারহু সসুন্না, কিতাবুল ফিতান, বাব সিফাতুন্নার ওয়া আহলিকা।

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوْهُ إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ

অর্থ: (বলা হবে,) 'তাকে ধর অতঃপর তাকে বেড়ি পরিয়ে দাও।' 'তারপর তাকে তোমরা নিক্ষেপ কর জাহান্নামে'। 'তারপর তাকে বাঁধ এমন এক শেকলে যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর হাত।' সে তো মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করত না, আর মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করত না। (সূরা হাক্কাহ ৬৯:৩০-৩৪)

إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَلاَسِلَ وَأَغْلاَلاً وَسَعِيْراً

অর্থ: "আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শৃঙ্খল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।" (সূরা দাহর: ৪)

মাসআলা-২৮৬ : কোনো কোনো অপরাধীদের পায়ে আগুনের বেড়ি পরানো হবেঃ

إِنَّ لَدَيْنَآ أَنْكَالاً وَجَحِيْماً

অর্থ: "আমার নিকট আছে শৃঙ্খল প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।" (সূরা মুযযাম্মিল: ১২)

মাসআলা-২৮৭ : ফেরেশতাগণ কাফিরদেরকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাবেঃ

إِذِ الأَغْلاَلُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ يُسْحَبُوْنَ إِذِ الأَغْلاَلُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ يُسْحَبُوْنَ

অর্থ: "যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে।" (সূরা মু'মিন: ৭১-৭২)

মাসআলা-২৮৮ : কোনো কোনো অপরাধীদেরকে হাতে ও পায়ে বেড়ি লাগিয়ে আলকাতারা পোশাক পরিয়ে দেয়া হবেঃ

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيْلُهُم مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ

অর্থ: "সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়, তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমন্ডল।" (সূরা ইবরাহিম: ৪৯-৫০)

মাসআলা-২৮৯ : কোনো কোনো লোকদের গলায় বিষাক্ত সাপকে বেড়ি করে দেয়া হবে:

নোট: ১৬৬ নং মাসআলার হাদীস দ্রষ্টব্য।

৪. অন্ধকার ও সংকীর্ণময় স্থানে নিক্ষেপের মাধ্যমে আযাব

জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির একটি ধরণ এ হবে যে, জাহান্নামীকে তার হাত, পা ভারী জিঞ্জির দিয়ে বেঁধে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অন্ধকার রুমের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ওপর থেকে দরজা পরিপূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে, ফলে সেখানে না বাতাস প্রবেশ করতে পারবে না সূর্যের কিরণ, আর না থাকবে পালানোর মত কোনো রাস্তা।

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) বলেন: "জাহান্নাম কাফেরের জন্য এত সংকীর্ণ হবে যেমন বর্ষার ফলা কাঠের মধ্যে সংকীর্ণ করে ঢুকিয়ে দেয়া হয়।"

এ ভয়াবহ শাস্তির একটি অনুমান এভাবে করা যেতে পারে যে, কোনো বড় প্রেসার কোকার যেখানে এক হাজার মানুষ আটবে, সেখানে যদি জোরপূর্বক দু'হাজার মানুষ ঢুকিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তাদের শ্বাস নেয়াও মুশকিল হবে, হাত, পা, জিঞ্জির দিয়ে বাঁধা, ফলে নড়া চড়াও করতে পারবে না। আর ওপর দিয়ে প্রেসার কোকারের ঢাকনা মজবুত করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং জাহান্নামের আগুনে তা রান্না করার জন্য রাখা হয়েছে, এমতাবস্থায় কাফির মৃত্যু কামনা করবে কিন্তু তার মৃত্যু হবে না।

আল্লাহর বাণী "যখন এক শিকলে কয়েকজনকে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোনো সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। বলা হবে আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেক না অনেক মৃত্যুকে ডাক।" (সূরা ফুরকান: ১৩, ১৪)

কিন্তু দূর দূরান্তে মৃত্যুর কোনো চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। আগেই মৃত্যুকে জবাই করে দেয়া হয়েছে, আর কাফিররা সর্বদাই এ ভয়াবহ শাস্তিতে ডুবে থাকবে।

কাফিরকে পদবেড়ি লাগিয়ে আগুনের সংকীর্ণ রুমে ঢুকিয়ে ভয়াবহ শাস্তি কোনো যালেমদেরকে দেয়া হবে? এর উত্তরে সূরা ফুরকানে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:

وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا

অর্থ: "যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে আমি তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।" (সূরা ফুরকান: ১১)

কিয়ামতকে অস্বীকার করার স্বাভাবিক উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবীতে পিতা-মাতার স্বাধীন জীবন যাপন, দ্বীন ও মতাদর্শকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার স্বাধীনতা, ইসলামী নিদর্শনসমূহকে অবমাননা করার স্বাধীনতা, অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনা বিস্তারের স্বাধীনতা, সৌন্দর্য ও শরীর প্রদর্শনের স্বাধীনতা, উলঙ্গ ছবি প্রকাশের স্বাধীনতা, গাইর মুহরিম (যাদের সাথে বিবাহ জায়েয) নারী-পুরুষের সাথে অবাধ মেলা মেশার স্বাধীনতা, গান, বাদ্য ও নত্য করার স্বাধীনতা, মদ পান ও ব্যভিচার করার স্বাধীনতা, গর্ভপাত করার স্বাধীনতা, যৌন-চারিতার স্বাধীনতা[১৪১] ইচ্ছামত উলঙ্গ হওয়ার স্বাধীনতা।[১৪২]

প্রত্যেক ঐ বিষয়ের স্বাধীনতা যার মাধ্যমে নারী পুরুষের অবাধ যৌন চর্চা চলে। এ স্বাধীনতার বিনিময়ে জাহান্নামের সংকীর্ণ ও অন্ধকার বাসস্থানে জিঞ্জিরাবদ্ধ পা নিয়ে কত বেদনাদায়ক এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ভোগ করতে হবে, হায় কাফিররা যদি তা আজ জানতে পারত!

কিন্তু হে মানবমণ্ডলী! যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে, জান্নাত ও জাহান্নামকে সত্য বলে জানে, একটু চিন্তা করো আর উত্তর দাও যে, পৃথিবীর এ স্বাধীনতার বিনিময়ে, জাহান্নামের এ বন্দীশালা গ্রহণ করতে কি প্রস্তুত আছ? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হালাল করা বিষয়সমূহকে হারাম করে স্থায়ীভাবে

---

[১৪১] মনে হচ্ছে যৌনচারিতায় প্রাচ্যবাসীরা কাওমে লূতকেও হার মানিয়েছে। বৃটিশ আদালতসমূহে যৌনচারিতাকে বৈধ বন্ধনের সমমান দিতে শুরু করেছে, গির্জাসমূহের কোনো কোনো পাদ্রী স্বীয় যৌনচারিতার কথা প্রকাশে গৌরভ বোধ করে, বৃটিশ লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে এমন অনেক মন্ত্রী আছে যারা নির্দ্বিধায় স্বীয় যৌনচারিতার কথা প্রকাশ করে। (তাকবীর ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০০ইং)

[১৪২] প্রাচ্যে ইচ্ছামত উলঙ্গ হওয়ার স্বাধীনতা তো এখন আর কোন বড় বিষয় নয়। তবে একটি সংবাদ বিবেচ্য যে, সিটেলে ৩৭ বছরের এক উলঙ্গ মহিলার হাইওয়ের মাঝে এক খাম্বা ধরে নৃত্য করতে করতে ওপরে চড়ে গিয়ে গান গাইতে লাগল, তার হাতে একটি মদের বোতল ছিল, পুলিশ দ্রুত বিদ্যুৎ কোম্পানীতে ফোন করে বিদ্যুৎ বন্ধ করাল। কেননা মহিলা নেশাগ্রস্ত ছিল আর সে তার জ্বালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেছিল। মহিলার কাণ্ড দেখার জন্য ট্রাফিক জ্যাম লেগে গেল, লোকেরা কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত এ দৃশ্য দেখতে থাকল। শেষে পুলিশ খুব কষ্ট করে মহিলাকে নিয়ন্ত্রণে এনে তাকে খাম্বা থেকে নামিয়ে গ্রেপ্তার করল। আর তাকে এ অভিযোগ করল যে, সে সেফটী এ্যাক্ট ভঙ্গ করেছে। যার ফলে ট্রাফিক জ্যাম লেগেছিল। (উর্দ নিওউজ ১০ নভেম্বর, ১৯৯৯ইং) মদ পান এবং উলঙ্গপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। প্রাচ্যের এ উলঙ্গপনার স্বাধীনতায় মাতাল স্নেহ পরায়ণরা এখন প্রিয় জন্মভূমি (লেখকের) "ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান" এর সংবাদ (আমরা হয়ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আনন্দে লাফাচ্ছি) মাধ্যমও তার স্বজাতিকে কি শিক্ষা দিচ্ছে। হে জ্ঞানবানরা শিক্ষা গ্রহণ কর!

জাহান্নামের সংকীর্ণ ও অন্ধকার বাসস্থানে জীবন যাপন করা কি সহজ বলে মনে করছো?

قُلْ أَذٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ

অর্থ: "তাদেরকে জিজ্ঞেস করো: এটাই শ্রেয়, না স্থায়ী জান্নাত। যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে? এটাইতো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল।" (সূরা ফুরকান: ১৫)

মাসআলা-২৯০ : ভীষণ অন্ধকার ও সংকীর্ণ স্থানে এক সাথে কয়েকজনকে বেঁধে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা মৃত্যু কামনা করবে:

وَإِذَآ أُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا

অর্থ: "যখন এক শিকলে কয়েকজনকে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোনো সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যু কামনা করবে, বলা হবে আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকোনা, অনেক মৃত্যুকে ডাক।" (সূরা ফুরকান: ১৩-১৪)

নোট: এ আয়াত সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন: যেভাবে তারকাটাকে কঠিনভাবে দেয়ালে গাড়া হয়, এভাবে জাহান্নামীদেরকে জোর করে সংকীর্ণময় স্থানে নিক্ষেপ করা হবে।

মাসআলা-২৯১ : জাহান্নামীকে জাহান্নামে এমনভাবে ঠেসে দেয়া হবে যেমন বর্শার নিম্নভাগে তার ফলা মজবুত করে ঠেসে দেয়া হয়:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو: ﷺ «إِنَّ جَهَنَّمَ لَتُضَيَّقُ عَلَى الْكَافِرِ كَتَضْيِيْقِ الزُّجِّ عَلَى الرُّمْحِ»

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নিশ্চয় জাহান্নাম কাফিরের ওপর এত সংকীর্ণময় করা হবে, যেমন বর্শার নিম্নভাগে তার ফলা মজবুত করে ঠেসে দেয়া হয়। (শারহুসসুন্না)

৫. জাহান্নামে জাহান্নামীদের মুখমণ্ডল বিদগ্ধ করার মাধ্যমে শাস্তি

জাহান্নামে শুধু আগুন আর আগুনই হবে। জাহান্নামীদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর আগুনের মাঝে নিমজ্জিত থাকবে। এরপরও কুরআন মাজীদে কোনো

কোনো অপরাধী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের চেহারায় আগুনের শিখা প্রজ্জ্বলিত করা ও চেহারাকে আগুন দিয়ে গরম করার কথা উল্লেখ হয়েছে।

আল্লাহ বলেন: "ঐ দিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়। তাদের জামা হবে আলকাতরার, আর অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল।" (সূরা ইবরাহিম : ৪৯, ৫০)

আল্লাহ মানব শরীরকে যে বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন তা সম্পর্কে তিনি বলেন:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

অর্থ: "আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি উত্তম আকৃতিতে।" (সূরা ত্বীন: ৪)

মানুষের সমস্ত শরীরের মধ্যে চেহারাকে আল্লাহ সুন্দর, ইজ্জত, মাহাত্মের নিদর্শন করেছেন। তৃপ্তিদায়ক চোখ, সুন্দর নাক, মানানসই কান, নরম ঠোঁট, গণ্ডদেশ যৌবনকালে কাল চুল মানুষের সৌন্দর্য ও আকৃতিকে আরো উজ্জ্বল করে। আবার বৃদ্ধ বয়সে চাঁদির ন্যায় সাদা চুল মানুষের সম্মান ও মহত্মের নিদর্শন। চেহারার ঐ সম্মান ও মহত্বের মর্যাদায় রাসূল ﷺ এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, "স্ত্রীকে যদি মারতে হয় তাহলে তার চেহারায় মারবে না।" (ইবনে মাজাহ)

চিকিৎসা শাস্ত্রে চেহারা শরীরের অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় অধিক সমবেদনশীল। চোখ, কান, নাক, দাঁত, গণ্ডদেশ ইত্যাদির রগসমূহ মস্তিষ্কের সাথে সম্পৃক্ত। চেহারা মস্তিষ্কের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে রক্তের চলাচল শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশি দ্রুত। তাই সামান্য রাগের কারণে চেহারার রগ দ্রুত লাল হয়ে যায়। চেহারার এক অংশে কোনো সমস্যা হলে সমস্ত চেহারাই ঐ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে যায়। যদি শুধু দাঁতে ব্যাথা হয় তবে চোখ, কান ও মাথায় ব্যাথা অনুভব হয়। আর এ ব্যাথা এত বেশি হয় যে, এ সময়ে মানুষের সময় যেন অতিক্রান্ত হয় না। সে যত দ্রুত সম্ভব তা থেকে রক্ষা পেতে চায়। শরীরের এ সমবেদনশীল অংশে যখন জাহান্নামের অত্যধিক গরম আগুনের শিখা প্রজ্জ্বলিত করা হবে, তখন কাফিরদের কত কঠিন ব্যথা সহ্য করতে হবে, তার অনুমান জাহান্নামীদের এ আফসোস থেকে অনুভব করা যায় যে, তারা বলবে:

يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا

অর্থ: "হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতান" (সূরা নাবা: ৪০)

অপরাধিদেরকে যখন মারপিট করা হয়, তখন তারা সাধারণত হাত দিয়ে চেহারাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। কিন্তু অনুমান করা হোক যে, যখন একদিকে অপরাধিদের হাত-পা ভারি জিঞ্জির দিয়ে বাঁধা থাকবে, অন্য দিকে জাহান্নামের

ভয়ানক ফেরেশতা বিনা বাধায় তার চেহারায় আগুনের বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকবে। মূলত তাকে শারীরিক শাস্তির সাথে সাথে মারাত্মক অপমান ও লাঞ্ছনাও করা হবে। আর এ লাঞ্ছনা দায়ক শাস্তি এক বা দু'ঘণ্টা বা এক বা দু'সপ্তাহ, এক বা দু'মাসের জন্য বা এক বা দু'বছরের জন্য নয়, বরং তা সার্বক্ষণিক ভাবে চলতে থাকবে।

আল্লাহর বাণী: "হায়! যদি কাফিররা ঐ সময়ের কথা জানতো যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না, আর তাদের কোনো সাহায্যও করা হবে না।" (সূরা আম্বিয়া: ৩৯)

কোনো বদনসীব এ লাঞ্ছনাময় শাস্তির যোগ্য হবে? এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন:

"যেদিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম এবং তাঁর রাসূলকে মানতাম। তারা আরো বলবে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য. করেছিলাম। আর তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন। আর তাদেরকে মহা অভিসম্পাত দিন।" (সূরা আহযাব: ৬৬-৬৮)

যেহেতু পাপিষ্টদের অন্যায় এ হবে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিপক্ষে তাদের সরদার, গুরুদের অনুসরণ করেছে, কাফিরদের কুফরী আর মুশরিকদের শিরকের কারণে এ অবস্থা হবে যে, তারা তাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করেনি বরং তাদের আলেম, দরবেশ, লিডার, বাদশাদের অনুসরণ করেছে। যার বেদনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে কিয়ামতের দিন ভোগ করতে হবে।

আমাদের নিকট কাফির মুশরিকদের তুলনায় ঐ সমস্ত মুসলমানদের আচরণ বেশি বেদনাদায়ক যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কালিমা পাঠ করেছে, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, জান্নাত ও জাহান্নামকেও স্বীকার করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোনো না কোনো ভুল বুঝের কারণে রাসূলের অনুসরণ থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

মনে রাখুন, রাসূল ﷺ-এর মিশন যেমন কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে, তেমনিভাবে তার অনুসরণও কিয়ামত পর্যন্ত করে যেতে হবে।

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

অর্থ: "আমি মানুষের নিকট তোমাকে সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি।" (সূরা সাবা : ২৮)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে:

يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعاً

অর্থ: "হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল (রূপে প্রেরিত হয়েছি)।" (সূরা আরাফ: ১৫৮)

এমনিভাবে আরো এরশাদ হয়েছে:

تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْراً

অর্থ: "কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।"

(সূরা ফুরকান: ১)

অতএব যারা রাসূল ﷺ-এর মিশনকে তাঁর জীবিত থাকা পর্যন্তই সীমিত বলে বিশ্বাস করে নিঃসন্দেহে তারা তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে। আবার যারা রাসূল ﷺ-কে শুধু আল্লাহর বার্তাবাহক রূপে মেনে নিয়ে তাঁর নির্দেশিত পথ (হাদীসের) অকাট্যতাকে অস্বীকার করছে তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে। আর যারা এ আক্বীদা পোষণ করে যে কুরআন মাজীদই হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট এর সাথে রাসূল ﷺ-এর হাদীসের কোনো প্রয়োজন নেই তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে।" (সূরা নাহল : ৪৪ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)

এমনিভাবে যারা এ আক্বীদা পোষণ করে যে, কুরআন মাজীদ নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংরক্ষিত আছে কিন্তু হাদীস নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংরক্ষিত নেই। তাই তার ওপর আমল করা জরুরী নয়। তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে।" (সূরা হিজর ৯নং আয়াত দ্র.)

যে সমস্ত উলামাগণ স্বীয় ফিকহী মাসআলার গোড়ামীর কারণে, স্বীয় ইমামগণের কথাকে রাসূল ﷺ-এর হাদীসের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয় তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে।

এমনিভাবে যারা স্বীয় বুযর্গদের মোরাকাবা ও কাশফকে রাসূল ﷺ-এর হাদীসের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয় তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে। এমনিভাবে যারা স্বীয় আকাবিরগণের মোশাহাদা ও স্বপ্নকে রাসূল ﷺ-

এর সুন্নাতের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয় তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে।" (সূরা হুজুরাত : ১)

আমরা অত্যন্ত আদব ও ইহতিরামের সাথে, মুসলমানদের সমস্ত গবেষণালয়ের নিকট, অত্যন্ত নিষ্ঠতা ও হামদরদী নিয়ে আবেদন করছি যে, রাসূল ﷺ-এর অনুসরণের বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এমন যেন না হয় যে, ইমামগণের আক্বীদা, বুযুর্গদের মোহাব্বত, আর নিজস্ব দর্শনের গোড়ামী আমাদেরকে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তিতে নিষ্পেষিত না করে। কেন না আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর এ ধরনের বেদনাদায়ক পরিণতি ক্ষতির কারণ হবে।

أَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ

অর্থ: "জেনে রেখ এটা সুস্পষ্ট ক্ষতি।" (সূরা যুমার: ১৫)

মাসআলা-২৯২ : জাহান্নামে জাহান্নামীদের চেহারাকে উলট-পালট করে বিদগ্ধ করা হবে:

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا اللّٰهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلَا وَقَالُوْا رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ۝ رَبَّنَآ آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا

অর্থ: "যেদিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম বা রাসূল ﷺ-কে মানতাম! তারা আরো বলবে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন, আর তাদেরকে দিন মহা অভিসম্পাত।" (সূরা আহযাব: ৬৬-৬৮)

মাসআলা-২৯৩ : ফেরেশতা কাফিরদেরকে আগুনে দগ্ধ করবে, আর বলবে যে, তোমরা ঐ আযাব আস্বাদন কর, যা তোমরা দুনিয়াতে কামনা করতে:

قُتِلَ الْخَرَّاصُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ يَسْأَلُوْنَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُوْنَ

অর্থ: "অভিশপ্ত হোক মিথাচারীরা যারা অজ্ঞ ও উদাসীন, তারা জিজ্ঞেস করে কর্মফল দিবস কবে হবে? বল সেদিন যেদিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে অগ্নিতে, (এবং বলা হবে) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এ শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিল।" (সূরা যারিয়াত: ১০-১৪)

মাসআলা-২৯৪ : কোনো কোনো কাফিরের চেহারায় অগ্নি শিখা আচ্ছন্ন করে থাকবে:

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيْلُهُم مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ

অর্থ:"সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়, তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল।" (সূরা ইবরাহিম : ৪৯-৫০)

মাসআলা-২৯৫ : কাফিররা তাদের কোমল ও সুন্দর চেহারা আগুন থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাতে তারা সফল হবে না:

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لاَ يَكُفُّوْنَ عَنْ وُجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلاَ عَن ظُهُوْرِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُوْنَ

অর্থ: হায়! কাফিররা যদি সে সময়ের কথা জানত, যখন তারা তাদের সামনে ও পেছন থেকে আগুন ফিরাতে পারবে না। আর তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না; (সূরা আম্বিয়া ২১:৩৯)

মাসআলা-২৯৬ : জাহান্নামের নিকৃষ্টতম আযাব কাফিরের চেহারায় পতিত হবে:

أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيْلَ لِلظَّالِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُوْنَ

অর্থ: যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন আযাব ঠেকাতে চাইবে (সে কি তার মত যে শাস্তি থেকে নিরাপদ?) আর যালিমদেরকে বলা হবে, 'তোমরা যা অর্জন করতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর। (সূরা যুমার ৩৯:২৪)

নোট: অপরাধীরা শাস্তির সময় স্বীয় হাত দ্বারা চেহারাকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু জাহান্নামীরা জাহান্নামে যেহেতু তাদের হাত গলার সাথে বাঁধা অবস্থায় থাকবে অতএব তারা হাত নাড়াতে পারবে না, বরং ফেরেশতাদের কঠিন শাস্তি চেহারাকে দগ্ধ করবে।

৬. বিষাক্ত গরম হাওয়া এবং বিষাক্ত কাল ধোঁয়ার মাধ্যমে শাস্তি

মাসআলা-২৯৭ : কোনো কোনো অপরাধীকে বিষাক্ত গরম হাওয়া ও কাল ধোঁয়ার মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবেঃ

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ

অর্থ: আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! তারা থাকবে তীব্র গরম হাওয়া এবং প্রচণ্ড উত্তপ্ত পানিতে, আর প্রচণ্ড কালো ধোঁয়ার ছায়ায়, যা শীতলও নয়, সুখকরও নয়। (সূরা ওয়াক্বিয়াহ ৫৬:৪১-৪৪)

নোট: জাহান্নামী জাহান্নামের শাস্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে এক ছায়াবান বৃক্ষের দিকে ছুটে আসবে, কিন্তু যখন ওখানে পৌঁছবে, তখন বুঝতে পারবে যে এটা কোনো ছায়াবান বৃক্ষ নয় বরং জাহান্নামের ঘনকাল ধোঁয়া।

মাসআলা-২৯৮ : কাফিরদেরকে জাহান্নামে বিদগ্ধ কারী কঠিন গরম হাওয়া দিয়ে শাস্তি দেয়া হবেঃ

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ

অর্থ: "এবং বলবে পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনদের মাঝে শংকিত অবস্থায় ছিলাম, এরপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নি শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন" (সূরা তুর: ২৬-২৭)

৭. প্রচন্ড ঠান্ডার মাধ্যমে শাস্তি

আগুন যেভাবে মানুষের শরীরকে জ্বালিয়ে দেয়, তেমনিভাবে মারাত্মক ঠাণ্ডাও মানুষের শরীরকে ঢিলা করে দেয়। তাই জাহান্নামের অত্যধিক ঠান্ডার আযাবও থাকবে। জাহান্নামের ঐ স্তরটির নাম হবে 'যামহারীর' যামহারীরে কত কঠিন ঠাণ্ডা হবে তার জ্ঞান তো একমাত্র সর্বজ্ঞ ও সম্যক অবহিত মহান আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু এ ঠাণ্ডা যেহেতু শাস্তি দেয়ার জন্য হবে, অতএব তা তো অবশ্যই এ ঠাণ্ডা থেকে কয়েক গুণ বেশি হবে। এ দুনিয়ার যে কোনো ঠাণ্ডার মৌসুম

ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে হয়ে থাকে। যা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য গরম পোশাক, কম্বল, লেপ, হিটার, অঙ্গার ধানিকা, গরম গরম খানাপিনা, আরো কত কি, এর পরও মানুষের অস্বাভাবিক অসাবধানতার ফলে সাথে সাথেই মানুষ কোনো না কোনো সমস্যায় পড়ে যায়। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যতীত মানুষকে যদি পোশাকহীন পৃথিবীর ঠাণ্ডায় থাকতে হয়, তাহলে তাও এ প্রকার কঠিন আযাব হবে। অথচ রাসূল ﷺ বলেন: "পৃথিবীর ঠাণ্ডা জাহান্নামের শ্বাস ত্যাগের কারণে হয়ে থাকে।" (বুখারী)

এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, শুধু জাহান্নামের অভ্যান্তরীণ শ্বাস থেকে সৃষ্ট ঠাণ্ডা যদি মানুষের জন্য অসহ্য হয়, তাহলে জাহান্নামের অভ্যান্তরিন ঠাণ্ডার স্ত র 'যামহারীরে' মানুষের কি অবস্থা হবে?

আল্লাহ মানুষকে অত্যন্ত নরম ও মোলয়েম করে তৈরী করেছেন। এত নরম ও মোলায়েম যে শুধু ৩৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মাঝে সে সুস্থ্য থাকতে পারে। এর চেয়ে কম বা বেশি উভয় তাপ মাত্রাই অসুস্থতার লক্ষণ। যদি শরীরের তাপমাত্রা ৩৫-এর কম হয়ে ২৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে পর্যন্ত পৌছে যায়, তাহলে তার মৃত্যু হয়ে যাবে। আর যদি এ তাপ মাত্রা প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে শরীরের কোনো অংশে ৬.৭৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (বা ২০ ডিগ্রী ফারেন হাইট) পর্যন্ত পৌছে যায়, তাহলে শরীরের ঐ অংশটি ঠাণ্ডার কারণে ঢিলা হয়ে বা পঁচে সাথে সাথে পৃথক হয়ে যায়, যাকে চিকিৎসা শাস্ত্রে "Frost Bite" বলে। অনুমান করা যাক যে, যামহারীরে যদি এতটুকু ঠাণ্ডা থাকে যে, শরীরের অভ্যান্তরীণ তাপমাত্রা ৬.৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (বা ২০ ডিগ্রি ফারেন হাইট) পর্যন্ত পৌছে যায়, তাহলে ঐ আযাবের অবস্থা এ হবে যে, জীবিত মানুষের শরীরের ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতায় বালুর মত দানা দানা হয়ে, অণুতে পরিণত হবে। অতপর তাকে নতুন করে শরীর দেয়া হবে। যতক্ষণ সে যামহারীরে থাকবে ততক্ষণ সে ঐ আযাবে নিমজ্জিত থাকবে। এ ভাগ শুধু সাইন্স ও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখানো হলো। যখন একথা স্পষ্ট যে, জাহান্নামের আগুনের ন্যায় যামহারীরের ঠাণ্ডাও পৃথিবীর ঠাণ্ডার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি কঠিন হবে। যামহারীরের বাস্তব ঠাণ্ডার শাস্তি যথাযথ অবস্থা কি হবে, তা হয়ত আমরা এ দুনিয়াতে কল্পনাও করতে পারব না। কিন্তু এ বিষয়ে মোটেও সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, জাহান্নামের আগুন হোক আর যামহারীরের ঠাণ্ডা, উভয় অবস্থায়ই কাফির জীবিত থাকার চেয়ে মৃত্যুকে প্রাধান্য দিবে। আর বার বার মৃত্যু কামনা করবে।

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ

অর্থ: "তারা চিৎকার করে বলবে: হে মালিক (জাহান্নামের রক্ষক) তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন।"

উত্তরে বলা হবে:

إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ

"তোমরা তো এভাবেই থাকবে।" (সূরা যুখরূফ: ৭৭)

আল্লাহ সমস্ত মুসলমানদেরকে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে যামহারীরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং স্বীয় বান্দাদের প্রতি রহম ও অনুগ্রহ পরায়ন।

মাসআলা-২৯৯ : "যামহারীর" জাহান্নামের একটি স্তর যেখানে জাহান্নামীদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে:

فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيراً مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَىٰ الأَرَائِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلاَ زَمْهَرِيراً

অর্থ: সুতরাং সেই দিবসের অকল্যাণ থেকে আল্লাহ তাদের রক্ষা করলেন এবং তাদের প্রদান করলেন উজ্জ্বলতা ও উৎফুল্লতা। আর তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল তার পরিণামে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্রের পুরস্কার প্রদান করবেন। তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে আসীন থাকবে। তারা সেখানে না দেখবে অতিশয় গরম, আর না অত্যাধিক শীত। (সূরা দাহর ৭৬:১১-১৩)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمٌ حَارٌّ أَلْقَى اللهُ تَعَالَى سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ إِلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ الأَرْضِ , فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. مَا أَشَدَّ حَرَّا هَذَا الْيَوْمِ؟ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ حَرِّنَار جَهَنَّمَ , قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجَهَنَّمَ: إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي قد اسْتَجَارَنِي مِنْكِ , وَإِنِّي أُشْهِدُكِ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ. وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ شَدِيدُ

الْبَرْدِ أَلْقَى اللّٰهُ تَعَالَى سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ إِلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَاهل الأَرْضِ , فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ. مَا أَشَدَّ بَرْدَ هَذَا الْيَوْمِ , اللّٰهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ بَرْدِ زَمْهَرِيرِ جَهَنَّمَ , قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجَهَنَّمَ: إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي قد اسْتَجَارَنِي مِنْ زَمْهَرِيرِكِ , فَإِنِّي أُشْهِدُكِ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ. فَقَالُوا: وَمَا زَمْهَرِيرُ جَهَنَّمَ؟ قَالَ: حَيْثُ يُلْقَى فِيهِ الْكَافِرُ فَيَتَمَيَّزُ مِنْ شِدَّةِ بَرْدِهَا بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ"

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: গরমের সময় যখন কঠিন গরম পড়ে, তখন আল্লাহ্ স্বীয় কান ও চোখ আকাশ ও জমিন বাসীদের প্রতি নিক্ষেপ করেন, যখন কোনো বান্দা বলে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আজ কত গরম পড়েছে? হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও। তখন আল্লাহ্ জাহান্নামকে সম্বোধন করে বলেন: আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দা, আমার নিকট তোমার আযাব থেকে আশ্রয় চেয়েছে। আমি তোমাকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাকে মুক্তি দিলাম। আবার যখন কঠিন ঠাণ্ডা পড়ে তখন আল্লাহ্ স্বীয় কান ও চোখ আকাশ ও জমিনবাসীদের প্রতি নিক্ষেপ করেন, যখন কোনো বান্দা বলে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আজ কত ঠাণ্ডা পড়েছে? হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নামের স্তর যামহারির থেকে মুক্তি দাও। তখন আল্লাহ জাহান্নামকে সম্বোধন করে বলেন: আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দা, আমার নিকট তোমার স্তর যামহারীর থেকে আশ্রয় চেয়েছে। আমি তোমাকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাকে মুক্তি দিলাম। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামের স্তর যামহারীর কি? তিনি বললেন: যখন আল্লাহ্ কাফিরকে এতে নিক্ষেপ করবে, তখন তার ঠান্ডার প্রচণ্ডতায়ই কাফির তাকে চিনে ফেলবে। যে এটা যামহারীরের আযাব। ঠাণ্ডা ও গরম উভয়ই জাহান্নামের আযাব।" (বায়হাকী) [১৪৩]

১৪৩

৮. জাহান্নামে লাঞ্ছনাময় আযাব

মাসআলা-৩০০ : কাফিরদেরকে জাহান্নামে লাঞ্ছিত করা হবে:

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ

অর্থ: আর যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনে তোমাদের সুখ সামগ্রীগুলো নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ। তোমরা যেহেতু অন্যায়ভাবে জমিনে অহঙ্কার করতে এবং তোমরা যেহেতু নাফরমানী করতে, সেহেতু তার প্রতিফলস্বরূপ আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আযাব প্রদান করা হবে'। (সূরা আহক্বাফ ৪৬:২০)

মাসআলা-৩০১ : জাহান্নামী জাহান্নামে গাধার ন্যায় উঁচু উঁচু আওয়াজ দিবে:

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ

অর্থ: "সেথায় থাকবে তাদের আর্তনাদ এবং সেথায় তারা কিছুই জানতে পারবে না।" (সূরা আম্বিয়া: ১০০)

মাসআলা-৩০২ : কোনো কোনো কাফিরকে লাঞ্ছিত করার জন্য তাদের নাকে দাগ দেয়া হবে:

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ

অর্থ: "আমি তাদের নাসিকা দাগিয়ে দিব।" (সূরা ক্বালাম: ১৬)

মাসআলা-৩০৩ : জাহান্নামীদের চেহারা হবে কাল:

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ

অর্থ: " আর যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে কিয়ামতের দিন তুমি তাদের চেহারাগুলো কালো দেখতে পাবে। অহঙ্কারীদের বাসস্থান জাহান্নামের মধ্যে নয় কি? (সূরা যুমার ৩৯:৬০)

মাসআলা-৩০৪ : কোনো কোনো কাফিরের চেহারা ধূলিময় হয়ে থাকবেঃ

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

অর্থ: "এবং অনেক মুখমণ্ডল হবে সেদিন ধূলি-ধূসর। সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা, তারাই কাফির ও পাপাচারী"। (সূরা আবাসা: ৪০-৪২)

মাসআলা-৩০৫ : কোনো কোনো কাফিরের মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশ গুচ্ছ ধরে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবেঃ

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

অর্থ: "সাবধান! সে যদি নিবৃত্ত না হয়, তবে আমি তাকে অবশ্যই হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব, মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশ গুচ্ছ ধরে। মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের কেশ গুচ্ছ।" (সূরা আলাক: ১৫-১৬)

মাসআলা-৩০৬ : কোনো কোনো কাফিরকে জাহান্নামে উপুর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবেঃ

নোট: এ সংক্রান্ত আয়াতটি ১৩৫ নং মাসআলা দ্রষ্টব্য।

৯. জাহান্নামে গভীর অন্ধকারের মাধ্যমে আযাব

মাসআলা-৩০৭ : কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তার দরজা এত মজবুতভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে যে, জাহান্নামী শতাব্দী ধরে গভীর অন্ধকারে জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে থাকবে, কোথাও থেকে কোনো আলোর সামান্য কিরণও তার চোখে পড়বে নাঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ

অর্থ: "এবং যারা আমার নির্দেশ অমান্য করেছে, তারা হতভাগ্য। তাদের ওপরই রয়েছে অবরুদ্ধ অগ্নি।" (সূরা বালাদ: ১৯-২০)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

অর্থ: "হুতামা কি তাকি তুমি জান? এটা আল্লাহর প্রজ্জলি অগ্নি, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে, নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে, দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।" (সূরা হুমাযাহ: ৫-৯)

মাসআলা-৩০৮ : জাহান্নামের আগুন স্বয়ং আলকাতরার চেয়ে কাল অন্ধকার হবে ফলে সেখানে নিজের হাতকেই চিনা যাবে নাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: أَتُرَوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هٰذِهِ؟ لَهِيَ أَسْوَدُ مِنَ الْقَارِ.

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তোমরা কি জাহান্নামের আগুনকে তোমাদের এ আগুনের ন্যায় মনে কর? বরং তা হবে আলকাতরার চেয়েও কাল'। (মালেক) [১৪৪]

১০. উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে শাস্তি

মাসআলা-৩০৯ : ফেরেশতাগণ কাফিরকে উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিয়ে যাবেঃ

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ

অর্থ: সেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নেয়া হবে। (বলা হবে) জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর। (সূরা কামার ৫৪:৪৮)

মাসআলা-৩১০ : কোনো কোনো মুজরিমকে কবর থেকে উঠিয়েই উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবেঃ

মাসআলা-৩১১ : যে কাফিরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে সে অন্ধ, মূক, বধিরও হবেঃ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْراً

অর্থ: আর আমি কিয়ামতের দিনে তাদেরকে একত্র করব উপুড় করে, অন্ধ, মূক ও বধির অবস্থায়। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম; যখনই তা নিস্তেজ হবে তখনই আমি তাদের জন্য আগুন বাড়িয়ে দেব। (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৯৭)

---

[১৪৪] কিতাবুল জামে বাব মাযায়া ফি সিফাতি জাহান্নাম।

মাসআলা-৩১২ : কোনো কোনো কাফিরকে ফেরেশতাগণ জিঞ্জিরাবদ্ধ করে টেনে নিয়ে যাবেঃ

إِذِ الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ والسَّلاَسِلُ يُسْحَبُوْنَ فِي الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ

অর্থঃ "যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে।" (সূরা মু'মিনঃ ৭১-৭২)

মাসআলা-৩১৩ : কাফিরের মাথায় উত্তপ্ত পানি প্রবাহিত করার জন্য ফেরেশতা তাকে জাহান্নামের মাঝখানে টেনে নিয়ে যাবেঃ

خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ

অর্থঃ "(বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, অতপর তার মস্তকের ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও।" (সূরা দুখানঃ ৪৭-৪৮)

মাসআলা-৩১৪ : কোনো কোনো মুজরিমকে তাদের পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে পাকড়াও করা হবেঃ

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

অর্থঃ অপরাধিদেরকে চেনা যাবে তাদের চিহ্নের সাহায্যে। অতঃপর তাদেরকে মাথার অগ্রভাগের চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে। সুতরাং তোমাদের রবের কোনো নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? (সূরা রাহমান ৫৫:৪১-৪২)

মাসআলা-৩১৫ : আবু জাহেলকে ফেরেশতারা মাথার ঝুঁটি ধরে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবেঃ

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

অর্থঃ "সাবধান! সে যদি নিবৃত্ত না হয়, তবে আমি তাকে অবশ্যই হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশ গুচ্ছ ধরে। মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠদের কেশ গুচ্ছ।" (সূরা আলাকঃ ১৫-১৬)

মাসআলা-৩১৬ : লোক দেখানো ইবাদত কারীদেরকে ফেরেশতাগণ উপুড় করে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবেঃ

নোটঃ ২৬৬ নং মাসআলার হাদীস দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-৩১৭ : আল্লাহ্ মুজরিমদেরকে উপুড় করে চালাতে এমনভাবে সক্ষম যেমন তাদেরকে দুনিয়াতে দু'পায়ে চালাতে সক্ষমঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» قَالَ قَتَادَةُ: بَلَى، وَعِزَّةِ رَبِّنَا

অর্থ: "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! কিয়ামতের দিন কাফিরকে কিভাবে উপুড় করে চালানো হবে? তিনি বললেনঃ যিনি তাকে দুনিয়াতে দু'পায়ের ওপর চালিয়েছেন, তিনি কি তাকে কিয়ামতের দিন উপুড় করে চালাতে সক্ষম নন? কাতাদা বলেনঃ আমাদের রবের কসম! অবশ্যই (তিনি তাতে সক্ষম)।" (মুসলিম ৪/২৮০৬) [১৪৫]

১১. আগুনের পাহাড়ে চড়ানোর মাধ্যমে আযাব

মাসআলা-৩১৮ : জাহান্নামে কাফিরকে আগুনের পাহাড়ে চড়ানোর মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবেঃ

سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا

অর্থ: "আমি অতি সত্তর তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ করাব।"

(সূরা মুদ্দাস্‌সিরঃ ১৭)

মাসআলা-৩১৯ : "সউদ" জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম যেখানে আরোহণ করতে কাফিরের সত্তর বছর সময় লাগবে, এর পর ওখান থেকে নিচে পড়ে যাবে, পরে আবার সত্তর বছর সময় নিয়ে সেখানে আরোহণ করবে, এভাবে এ ধারাবাহিক শাস্তিতে সে নিমজ্জিত থাকবেঃ

---

[১৪৫] কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব ফিল কুফফার।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " وَادٌ فِي جَهَنَّمَ يَهْوِى فِيهِ الْكَافِرُ أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهُ ". وَقَالَ: " الصَّعُودُ: جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يَصْعَدُ فِيْهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا، ثُمَّ يَهْوِي بِهِ كَذَلِكَ فِيْهِ أَبَدًا "

অর্থ: "আবু সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: জাহান্নামের একটি উপত্যকা যার চূড়ায় আরোহণ করার পূর্বে, কাফির চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাতে পাক খেতে থাকবে। আর 'সাউদ' জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম, তাতে আরোহণ করতে সত্তর বছর সময় লাগবে, অতপর সেখান থেকে নিচে পতিত হবে, কাফির সর্বদা এ আযাবে নিমজ্জিত থাকবে।" (আবু ইয়ালা ২/১৩৮৩)

১২. আগুনের খুঁটিতে বেঁধে রাখার মাধ্যমে শাস্তি

মাসআলা-৩২০ : কোনো কোনো মুজরিমদেরকে জাহান্নামে লম্বা লম্বা খুঁটির সাথে বেঁধে রেখে শাস্তি দেয়া হবে:

وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

অর্থ: "হুতামা কি তাকি তুমি জান? এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে, নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে, দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।" (সূরা হুমাযাহ: ৫-৯)

মাসআলা-৩২১ : কোনো কোনো মুজরিমদেরকে খুব মজবুতভাবে বেঁধে রাখা হবে:

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ

অর্থ: "সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধনও কেউ দিতে পারবে না।" (সূরা ফাজর: ২৫-২৬)

১৩. জাহান্নামে লোহার হাতুড়ি ও গুর্জের আঘাতের মাধ্যমে শাস্তি

জাহান্নামে কাফির ও মুশরিকদেরকে গুর্জ ও লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাতের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে। কুরআন ও হাদীস উভয়েই এর প্রমাণ রয়েছে:

আল্লাহর বাণী:

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ

অর্থ: "আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ গুর্জসমূহ।" (সূরা হাজ্জ: ২১)

হাদীসে নবী ﷺ এরশাদ করেন; কাফিরদেরকে মারার গুর্জের ওজন এত বেশি হবে যে, যদি একটি গুর্জ পৃথিবীর কোথাও রাখা হয়, আর পৃথিবীর সমস্ত জ্বিন ও ইনসান তা উঠানোর জন্য চেষ্টা করে, তাহলে তারা তা উঠাতে পারবে না। (মোসনাদ, আবু ইয়ালা)

জাহান্নামের পূর্বে কবরেও কাফিরদেরকে গুর্জ ও হাতুড়ি দিয়ে মারা হবে। কবরের আযাবের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূল ﷺ বলেন: মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন উত্তরে নিষ্ফল হওয়ার পর কাফিরদের জন্য অন্ধ ও বধির ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে, তাদের নিকট লোহার গুর্জ থাকবে, আর তা এত ভারী হবে যে, যদি কোনো পাহাড়ের ওপর তা দিয়ে আঘাত করা হয়, তাহলে পাহাড় অণু অণু হয়ে যাবে। ঐ গুর্জ দিয়ে অন্ধ ও বধির ফেরেশতা তাকে মারতে থাকবে আর সে চিল্লাতে থাকবে।

নবী ﷺ বলেন: কাফেরের চিল্লানোর আওয়াজ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টি জীব শুনে। ফেরেশতার আঘাতে কাফির মাটির ন্যায় অণু অণু হয়ে যাবে, তখন সেখানে আবার রূহ ফেরত দেয়া হবে। (মোসনাদ আবু ইয়ালা)

কিয়ামত পর্যন্ত বারংবার এ অবস্থা চলতে থাকবে।

জাহান্নামের শাস্তি কবরের শাস্তির চেয়ে কয়েকগুণ বেশি কঠিন ও বেদনা দায়ক হবে। কবরে হাতুড়ি ও গুর্জ দিয়ে আঘাতকারী ফেরেশতা যদি অন্ধ ও বধির হয় তাহলে জাহান্নামের ফেরেশতা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ বলেন:

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

অর্থ: "তাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাব বিশিষ্ট ফেরেশতা।" (সূরা তাহরীম: ৬)

ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জাহান্নামীদের প্রথম গ্রুপ যখন সেখানে যাবে তখন দেখবে, যে দরজার সামনে চার লক্ষ ফেরেশতা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। যাদের চেহারা হবে অত্যন্ত ভয়ানক ও খুবই কাল। আল্লাহ তাদের অন্তর থেকে দয়া-মায়া বের করে নিয়েছেন, ফলে তারা হবে অত্যন্ত নির্দয়। এ ফেরেশতাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হবে এই যে,

لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

অর্থ: "ঐ ফেরেশতারা কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না, আর তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তারা তাই করে।" (সূরা তাহরীম: ৬)

অর্থাৎ: আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে যেমন আযাব দিতে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সাথে সাথে তেমন আযাবই দিতে শুরু করবে। এক পলকের জন্যও চিন্তা বা বন্ধ করবে না। এ ফেরেশতারা কাফিরদেরকে এত কঠিন কঠিন পদ্ধতিতে শাস্তি দিতে থাকবে যে, বড় বড় পাপিষ্টদের কলিজা চালনির নায় ছিদ্র হয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর)

এ হলো কাফিরদের পরিণতি ও তাদের কুফরীর শাস্তি। মূলত কাফির আল্লাহর নিকট পৃথিবীর সর্বাধিক পরিত্যাজ্য ও লাঞ্ছিত সৃষ্টি। পৃথিবীতে ঈমানের সম্পদের চেয়ে মূল্যবান আর কোনো সম্পদ নেই, হায়! যদি মুসলমানরা পৃথিবীতে এ সম্পদকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারতো! কাফিররা তো নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন (জাহান্নামের) শাস্তি দেখে এ কামনা করবে যে,

لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ

অর্থ: "হায়! তারা যদি সৎপথ অনুসরণ করতো।" (সূরা কাসাস: ৬৪)

মাসআলা-৩২২ : লোহার ভারি ভারি হাতুড়ি ও গুর্জের আঘাতের মাধ্যমে মুজরিমদের মাথা দলিত করা হবে:

وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

অর্থ: "আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ গুর্জসমূহ। যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে আস্বাদন কর দহন যন্ত্রণা।" (সূরা হাজ্জ: ২১-২২)

মাসআলা-৩২৩ : জাহান্নামে কাফিরকে আঘাত করার জন্য যে গুর্জ ব্যবহার করা হবে তার ওজন এত ভারি হবে যে, পৃথিবীর সমস্ত জ্বিন ও ইনসান মিলে তা উঠাতে চাইলে উঠানো সম্ভব হবে না

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ مِقْمَعًا مِنْ حَدِيْدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الثَّقَلَانِ مَا أَقَلُّوهُ مِنَ الْأَرْضِ».

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: জাহান্নামে কাফিরকে মারার জন্য ব্যবহৃত গুর্জের একটি পৃথিবীতে রাখা হলে, সমস্ত জ্বিন ও ইনসান মিলে তাকে উঠানোর চেষ্টা করলে তা উঠাতে পারবে না।" (আবু ইয়ালা ২/১৩৮৮) [১৪৬]

১৪. জাহান্নামে সাপ ও বিচ্ছুর ছোবলের মাধ্যমে আযাব

জাহান্নামে বিষাক্ত সাপ ও বিচ্ছুর ছোবলের মাধ্যমেও শাস্তি হবে। সাপ ও বিচ্ছুর উভয়কেই মানুষের দুশমন মনে করা হয়, আর এ উভয়ের নামের মাঝেই এত ভয় ও আতংক রয়েছে যে, যদি কোনো স্থান সাপ ও বিচ্ছুর অবস্থান সম্পর্কে মানুষ অবগত থাকে, তাহলে সেখানে মানুষের বসবাসের কথাতো অনেক দূরে, বরং কোনো ব্যক্তি ঐ দিক দিয়ে রাস্তা অতিক্রমের ঝুঁকিও নিতে রাজি হবে না। কোনো কোনো সাপের আকৃতি, প্রকৃতি, রং, লম্বা, নড়াচড়া, স্বাভাবিকতা এমন থাকে যে, তা দেখা মাত্রই মানুষ সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়। সাপ বা বিচ্ছু সর্বাধিক কতটা বিষাক্ত হতে পারে? তার সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না, কিন্তু অভিজ্ঞতার আলেকে এবং বিভিন্ন পুস্তকে বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে, এ সিদ্ধান্ত নেয়া দুষ্কর নয় যে, সাপ অত্যন্ত ভয়ানক ও মানুষের জানের শত্রু। দক্ষিণ পূর্ব ফ্রান্সে বিদ্যমান একটি বিষাক্ত সাপ সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদ সূত্রে বলা হয়েছে, সেখানকার এক একটি সাপ দেড় মিঃ লম্বা। আর এক একটি সাপের বিষ দিয়ে এক সাথে পাঁচজন লোককে নিহত করা সম্ভব।[১৪৭]

---

[১৪৬] মুসনাদ আবু ইয়ালা লিল আসারি, ২য় খ. হাদীস নং-১৩৪৮।
[১৪৭] উর্দূ নিইজ, জিদ্দা, ১৭ আগস্ট, ১৯৯৯ইং

১৯৯৯ইং, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি রিয়াদ, সউদী আরবে ছাত্রদের জন্য একটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অত্যন্ত বিষাক্ত সাপের প্রদর্শনীও করা হয়েছিল। যা কাঁচের বক্সে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে কোনো কোনোটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্য দেয়া হয়েছিল।

আরাবিয়ান কোবরা (Arabian Cobra) যা আরব দেশসমূহে পাওয়া যায় তা এত বিষাক্ত যে, তার বিষের মাত্রা বিশ মি. গ্রাম। ৭০ কি. গ্রাম ওজনের মানুষকে সাথে সাথে ধ্বংস করতে পারে। আর এ কোবরা তার মুখ থেকে এক সাথে ২০০ থেকে- ৩০০ মি. গ্রাম বিষ দুশমনের ওপর নিক্ষেপ করে।

'কানগ কোবরা' যা ইণ্ডিয়া ও পাকিস্তানে পাওয়া যায়, এদের ছোবলগ্রস্ত লোকও সাথে সাথেই মারা যায়। প্রাচ্যের দেশসমূহে বিদ্যমান সাপসমূহ (West Diamond Back Snack) অত্যন্ত বিষাক্ত সাপের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়।

ইন্দোনেশিয়ার থুথু নিক্ষেপকারী বিষাক্ত সাপ (Indonesian Spitting Cobra) ২ মি. লম্বা হয়ে থাকে যা ৩মি. দূরে থেকে মানুষের চোখে পিচকারীর ন্যায় বিষ নিক্ষেপ করে থাকে, যার ফলে মানুষ সাথে সাথেই মৃত্যুবরণ করে।

জাহান্নামের পূর্বে কবরেও কাফিরদেরকে সাপের ছোবলের মাধ্যমে আযাব দেয়া হবে। তাই কবরের আযাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূল ﷺ বলেনঃ যে কাফির যখন মুনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তরে নিষ্ফল হবে, তখন তার জন্য নিরান্নব্বইটি সাপ নির্ধারণ করা হবে। যা কিয়ামত পর্যন্ত তাকে ছোবল মারতে থাকবে। কবরের সাপ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেনঃ যদি ঐ সাপ একবার পৃথিবীতে নিঃশ্বাস ফেলে, তাহলে পৃথিবীতে কখনো আর কোনো ঘাস উৎপাদিত হবে না। (মোসনাদ আহমদ)

কবরের সাপ সম্পর্কে ইবনে হিব্বানের বর্ণনায়ও এসেছে যে, এক একটি অজগরের সত্তরটি করে মুখ হবে। যার মাধ্যমে তারা কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদেরকে ছোবল মারতে থাকবে।

জাহান্নামের সাপ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেনঃ সাপের কাঁধ উটের সমান হবে। আর তার একবার ছোবল মারার ফলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত কাফির তার ব্যাথ্যা অনুভব করবে। (মোসনাদ আহমদ)

নিঃসন্দেহে কবরে ও জাহান্নামে দংশনকারী সাপসমূহ পৃথিবীর সাপের তুলনায় বহুগুণ বেশি বিষাক্ত, ভয়ানক ও আতংক সৃষ্টিকারী হবে। পৃথিবীর কোনো সাধারণ সাপের দংশনে মানুষের যে অবস্থা হয়, তা হলো প্রথমত সে বে-হুশ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত: দংশনকৃত অংশটি পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়ে যায়।

তৃতীয়ত: মুখ, কান, এমন কি চোখ দিয়েও রক্ত ঝরতে থাকে। শুধু একবার দংশনের ফলেই এ অবস্থা হয়। তাহলে চিন্তা করা যেতে পারে যে, যে মানুষকে পৃথিবীর সাপের তুলনায় হাজারগুণ বেশি বিষাক্ত সাপ বার বার দংশন করতে থাকবে সে তখন কি পরিমাণ বেদনাদায়ক শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকবে। (আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন)

বিচ্ছুর দংশনের প্রতিক্রিয়া সাপের দংশনের প্রতিক্রিয়ার চেয়ে অধিক বেশি হবে। বিচ্ছুর দংশনের ফলে মানুষের সাথে সাথে নিম্নোক্ত অবস্থা হয়।

প্রথমত: শরীর ফুলে উঠে।

দ্বিতীয়ত: শ্বাস নেয়া কষ্টকর হয়ে যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে।

জাহান্নামের বিচ্ছুর কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল ﷺ বলেন: তা খচ্চরের সমান হবে, আর তার একবার ছোবলের ফলে কাফির চল্লিশ বছর পর্যন্ত ব্যাথা অনুভব করতে থাকবে। (মোসনাদ আহমদ)

এর অর্থ হলো এই যে, বিচ্ছুর বারবার দংশনের ফলে জাহান্নামী বারবার ফুলে উঠবে এবং দম বন্ধ হয়ে আসার অবস্থাও বার বার বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এ হবে ঐ কঠিন শাস্তির একটি ধরন মাত্র যা কাফিরকে দেয়া হবে। কাফির কি জাহান্নামে ঐ সাপ ও বিচ্ছুসমূহকে মেরে ফেলবে? কোথাও পালিয়ে যাবে, না কোনো আশ্রয়স্থল পাবে? আল্লাহ কতইনা সত্য বলেছেন:

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ

অর্থ: "কখনো কখনো কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত।" (সূরা হিজর : ২)

কিন্তু হে ঈমানদাররা! জাহান্নাম ও তার আযাবের প্রতি ঈমান আনয়নকারী! তোমরাতো আল্লাহর আযাবকে ভয় করো এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করা থেকে বিরত থাক। আল্লাহর আযাব সম্পর্কে জেনে এবং মেনেও যদি তাঁর নাফরমানী করা হয়, তাহলে তো তা তাঁর আযাব আরো বেশি কঠিন করবে।

فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ

অর্থ: "তোমরা কি তা থেকে বিরত থাকবে"? (সূরা মায়িদা: ৯১)

মাসআলা-৩২৪ : জাহান্নামের সাপ উটের সমান হবে যার একবারের ছোবলের প্রতিক্রিয়া ৪০ বছর পর্যন্ত থাকবে:

মাসআলা-৩২৫ : জাহান্নামের বিচ্ছু খচ্চরের সমান সে যার একবারের ছোবলের প্রতিক্রিয়া ৪০ বছর পর্যন্ত থাকবে:

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي النَّارِ حَيَّاتٍ كَأَمْثَالِ أَعْنَاقِ الْبُخْتِ، تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا.

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন হারেস বিন জায (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জাহান্নামে সাপ বোখতী উটের (এক প্রকার উটের নাম) ন্যায় হবে, এর মধ্যে একটি সাপের ছোবলের প্রতিক্রিয়া জাহান্নামী চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করতে থাকবে। জাহান্নামের বিচ্ছু খচ্চরের সমান হবে, এর মধ্যে একটি বিচ্ছুর ছোবলের প্রতিক্রিয়া জাহান্নামী চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে।" (আহমদ ২৯/১৭৭১২)[১৪৮]

মাসআলা-৩২৬ : জাহান্নামে অত্যন্ত বিষাক্ত সাপ থাকবে যা যাকাত আদায় করেনি এমন ব্যক্তির গলায় মালা আকারে পরিয়ে দেয়া হবে:

নোট: ১৬৬ নং মাসআলার হাদীস দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-৩২৭ : জাহান্নামীদের আযাব বৃদ্ধি করার জন্য জাহান্নামের বিচ্ছুর দাঁত লম্বা খেজুরের ন্যায় করে দেয়া হবে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ، فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، قَالَ: «زِيدُوا عَقَارِبَ أَنْيَابُهَا كَالنَّخْلِ الطِّوَالِ»

অর্থ: "আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) আল্লাহর বাণী: "আমি তাদেরকে শাস্তির ওপর শাস্তি বৃদ্ধি করবো।" (সূরা নাহল: ৮৮)

এর তাফসীর বলেন: (জাহান্নামীদের আযাব বৃদ্ধি করার জন্য) বিচ্ছুর দাঁত লম্বা খেজুরের ন্যায় করা হবে। (তাবরানী) [১৪৯]

---

[১৪৮] মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ফিতান। বাব সিফাতুন্নার ওয়া আহলুহা। আল ফাসলুসসালেস।
[১৪৯] মাযমাউয্যাওয়ায়েদ খ. ১০, কিতাব সিফাতুন্নার, বাব যিয়াদাতু আহলিন্নারি মিনাল আযাব।

১৫. স্বাস্থ্য বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে আযাব

বর্তমান শরীর নিয়ে যেহেতু জাহান্নামের আযাব সহ্য করা অসম্ভব তাই জাহান্নামীদের শরীর অধিক পরিমাণে বড় করা হবে, যা নিজেই একটি শাস্তি হয়ে যাবে। রাসূল ﷺ বলেন: "জাহান্নামে কাফিরের একটি দাঁত উহুদ পাহাড় সম হবে।" (মুসলিম)

কোনো কোনো কাফিরের চামড়া তিন দিনের রাস্তার দূরত্বের ন্যায় মোটা হবে। (মুসলিম)

কোনো কোনোটি ৪২ হাত (৬৩ ফিট) মোটা হবে। (তিরমিযী)

এ পার্থক্য কাফিরের আমলের পার্থক্যের কারণে হবে।

কোনো কোনো কাফিরের দু'কাঁধের মাঝের দূরত্ব হবে দ্রুত গতি সম্পন্ন কোনো অশ্বের তিনদিন পথ চলার দূরত্বের সমান। (মুসলিম)

কোনো কোনো কাফিরের শুধু কান ও কাঁধের মাঝের দূরত্ব হবে ৭০ বছর চলার দূরত্ব। কোনো কোনো কাফেরের বসার স্থান মক্কা ও মদীনার দূরত্বের সমান হবে। (৪১০ কি. মি) (তিরমিযী)

কোনো কোনো কাফিরের শরীর এত বড় হবে যে তা জাহান্নামের একটি কোণে পরিণত হবে। (ইবনে মাজা)

কোনো কোনো কাফিরের বাহু ও রান পাহাড় সম হবে। (আহমদ)

এ প্রথিবীতে আল্লাহ কোনো পার্থক্যহীন ভাবে সমস্ত মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর আকৃতি ও মানানসই শরীর দান করেছেন। যদি ঐ মানানসই শরীরের কোনো একটি অঙ্গ বে-মানান হয়, তাহলে মানুষের আকৃতি অত্যন্ত কুৎসিত ও হাস্যকর হয়ে যায়। চিন্তা করুন ৫ বা ৬ ফিট শরীরের সাথে ১০ ফিট লম্বা বাহু যদি সংযুক্ত হয় বা কপালের ওপর ১ ফিট লম্বা নাক সংযোগ করা হলে, মানুষের আকৃতি কি পরিমাণ কুৎসিত হতে পারে। বরং তা হবে অত্যন্ত ভয়ানক। সম্ভবত জাহান্নামে কাফিরের শরীরকে, এ বে-মানান আকৃতিতে বৃদ্ধি করে, অত্যধিক ভীতিকর ও আতংকময় করা হবে। (আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন)

মানব শরীরে কষ্টের দিক থেকে তার চামড়া সর্বাধিক অনুভূতি পরায়ণ। আর একারণেই কাফিরকে জাহান্নামে অধিক শাস্তি দেয়ার লক্ষ্যে, জলন্ত চামড়াকে পরিবর্তনের কথা কুরআনে বার বার বিশেষভাবে এসেছে। (এ ব্যাপারে সূরা নিসা : আয়াত ৪ দ্রষ্টব্য)

চামড়াকে যখন টানা হয়, তখন কেমন ব্যাথা হয়। তার অনুমান এভাবে করা যায় যে, বাহু বা পায়ের ভাঙ্গা হাড্ডিকে জোড়া দেয়ার জন্য, চামড়াকে যদি সামান্য পরিমাণে টানা হয়, তাহলে এর ব্যাথায় মানুষ ছটফট করতে শুরু করে দেয়। ঐ চামড়াকে টেনে যখন এত লম্বা করা হবে, যার বর্ণনা হাদীসে এসেছে, তাতে কাফিরের মারাত্মক কষ্ট হবে। সম্ভবত দুনিয়াতে তার কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

এত বিশাল দেহের অধিকারী কাফিরকে যখন বড় বড় সাপ ও বিচ্ছু বার বার দংশন করতে থাকবে, বরং তার গোশত খেতে থাকবে, তখন তার বিষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় বেহুশ, ফুলা, রক্ত রঞ্জিত এবং হাঁপানো ও কম্পমান কাফিরের ভয়ানক দৃশ্যের কল্পনা করুন!

মানুষকে তার শরীর নিয়ে নড়াচড়া করার ক্ষমতাও একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের মধ্যে। এ শরীর যদি অস্বাভাবিক ভাবে মোটা হয়ে যায়, তাহলে মানুষের জন্য উঠাবসা ও চলাফিরা করা এত কঠিন হয়ে যায়, যেন জীবনটা একটা আযাব। আর মোটা হওয়ার কারণে শরীরে আরো বহু প্রকার সমস্যা দেখা দেয়। যেমন মন রোগ, শ্বাস কষ্ট, চোখের সমস্যা, জাহান্নামে কাফিরের শরীর বড় হওয়ার কারণে অন্যান্য সমস্যাও আযাব আকারে দেখা দিবে, কি দিবে না এটা তো আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, ফেরেশতা গুর্জ ও হাতুড়ি দিয়ে তাকে মারবে বা সাপ ও বিচ্ছু ছোবল মারতে থাকবে। ফলে কাফির নড়াচড়া করতে পারবে না। আর যদি কখনো তাকে জোর করে এক স্থান থেকে, অন্য স্থানে স্থানান্তর করতে চায়, তাহলে কাফিরের জন্য এক এক কদম উঠানো এত কঠিন হবে যে, এটাই একটি বেদনাদায়ক শাস্তিতে পরিণত হবে। কাফির জাহান্নামে চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে বলবেঃ হে আল্লাহ! একবার এখান থেকে বের কর, পরে আমরা নেককার হয়ে এখানে আসব। উত্তরে বলা হবে–

فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

অর্থঃ "সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" (সূরা ফাতির: ৩৭)

আল্লাহ স্বীয় রহমত, দয়া, অনুগ্রহে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত উদারভাবে নিআমত দানকারী বাদশা, অনুগ্রহ পরায়ণ, অত্যন্ত করুণাময় ও দয়ালু।

মাসআলা-৩২৮ : জাহান্নামে কাফিরের এক একটি দাঁত উহুদ পাহাড় সম হবেঃ

মাসআলা-৩২৯ : জাহান্নামে কাফিরের শরীরের চামড়া তিনদিন চলার রাস্তার সমান মোটা হবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضِرْسُ الْكَافِرِ، أَوْ نَابُ الْكَافِرِ، مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثٍ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কাফিরদের দাঁত বা তার নখ জাহান্নামে উহুদ পাহাড়ের ন্যায় হবে। আর তার চামড়া তিন মাইল রাস্তা পরিমাণ মোটা হবে।" (মুসলিম ৪/২৮৫১) [১৫০]

মাসআলা-৩৩০ : কোনো কোনো কাফিরের দাঁত উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বড় হবে:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْكَافِرَ لَيَعْظُمُ حَتَّى إِنَّ ضِرْسَهُ لَأَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ،

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: নিশ্চয়ই জাহান্নামে কাফিরের শরীরকে বড় করা হবে, এমনকি তার দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বড়।" (ইবনে মাজা ৩/৪৩২২) [১৫১]

মাসআলা-৩৩১ : জাহান্নামে কাফিরের দু কাঁধের মাঝের দূরত্ব হবে কোনো দ্রুতগামী ঘোড়ার তিনদিন চলার রাস্তার সমান:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الْكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জাহান্নামে কাফিরের দু'কাঁধের মাঝের দূরত্ব হবে কোনো দ্রুতগামী ঘোড়ার তিনদিন পথ চলার সমান।" (মুসলিম ৮/৬৫৫১) [১৫২]

মাসআলা-৩৩২ : কোনো কোনো কাফিরের কান ও কাঁধের মাঝে ৭০ বছরের দূরত্ব হবে, তাদের শরীরে রক্ত ও বমির ঝর্ণা প্রবাহিত হবে:

নোট: ২১ নং মাসআলার হাদীস দ্রষ্টব্য।

---

[১৫০] কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা, বাব জাহান্নাম।

[১৫১] কিতাবুয্যুহদ, বাব সিফাতুন্নার (২/৩৪৮৯)

[১৫২] কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতিহা, বাব জাহান্নাম।

মাসআলা-৩৩৩ : জাহান্নামে কাফিরের চামড়া ৪২ হাত (৬৩ফিট) মোটা হবে, একটি দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমান হবে, তার বসার স্থান মক্কা ও মদীনার দূরত্বের সমান হবে (৪১০ কি. মি.):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কাফিরের চামড়া ৪২ হাত মোটা হবে, একটি দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমান হবে, আর তার বসার স্থান হবে মক্কা এবং মদীনার দূরত্বের সমান।" (তিরমিযী ৪/২৫৭৭) [১৫৩]

মাসআলা-৩৩৪ : জাহান্নামীর একটি পার্শ্ব বাইজা পাহাড়ের সমান এবং একটি রান ওযকান পাহাড়ের সমান হবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَفَخِذُهُ مِثْلُ وَرِقَانَ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مِثْلُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ الرَّبَذَةِ "

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের দিন কাফেরের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান, তার চামড়া ৭০ হাত মোটা হবে, তার পার্শ্ব হবে বাইজা পাহাড়ের সমান, আর রান হবে ওযকান পাহাড়ের সমান, তার বসার স্থান হবে আমার ও রাবযের দূরত্বের সমান।" (আহমদ, হাকেম) [১৫৪]

নোটঃ বিভিন্ন হাদীসে জাহান্নামীর বিভিন্ন রকমের অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে, কোথাও চামড়া ৪২ হাত কোথাও ৭০ হাত বর্ণনা করা হয়েছে, এ পার্থক্য জাহান্নামীদের পাপ ও অন্যায় হিসেবে নির্ধারণ হবে। (এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত)

---

[১৫৩] আবওয়াব সিফাত জাহান্নাম, বাব ইমাম আহলিন্নার।
[১৫৪] সিলসিলা আহাদীস সহীহা লি আলবানী, হাদীস নং-১১০৫।

মাসআলা-৩৩৫ : কোনো কোনো কাফিরের শরীর এত বড় করে দেয়া হবে যে সে প্রশস্ত জাহান্নামের এক কোণে পড়ে থাকবে:

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أُقَيْشٍ، ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ أَحَدَ زَوَايَاهَا

অর্থ: "হারেস বিন উকাইশ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার উম্মতের কোনো ব্যক্তির শরীর এত বড় করে দেয়া হবে যে, সে জাহান্নামের এক কোণ দখল করে থাকবে।" (ইবনে মাজা) [১৫৫]

১৬. কিছু অনউল্লেখিত শাস্তি

মাসআলা-৩৩৬ : কাফিরদের পাপের পরিমাণের ওপর তাদেরকে এমন কিছু অনির্দিষ্ট আযাব দেয়া হবে, যার উল্লেখ না কুরআনে হয়েছে না হাদীসে:

وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ

অর্থ: "আরো আছে এরূপ ভিন্ন ধরনের শাস্তি।" (সূরা ছোয়াদ: ৫৮)

মাসআলা-৩৩৭ : কোনো কোনো কাফিরকে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ

অর্থ: "যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশনাবলী প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা জাসিয়া: ১১)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থ: নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, যদি জমিনে যা আছে তার সব ও তার সাথে সমপরিমাণও তাদের জন্য থাকে, যাতে তারা তার মাধ্যমে কিয়ামতের আযাব থেকে রক্ষার মুক্তিপণ দিতে পারে, তাহলেও তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (সূরা মায়িদা ৫:৩৬)

---

[১৫৫] কিতাবুয্যুহদ সিফাতুন্নার, (২/৩৪৯০)

মাসআলা-৩৩৮ : কোনো কোনো কাফিরদেরকে বহু কঠিন শাস্তি দেয়া হবেঃ

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا يُرِيْدُ اللّٰهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

অর্থ: যারা কুফরীতে দ্রুত ধাবিত হয় তারা যেন তোমাকে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে, নিশ্চয় তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ চান যে, তাদের জন্য আখিরাতে কোনো অংশ রাখবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। (সূরা আলে ইমরান ৩:১৭৬)

মাসআলা-৩৩৯ : কোনো কোনো কাফিরদেরকে কঠিন আযাব দেয়া হবেঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

অর্থ: "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে।" (সূরা আলে ইমরানঃ ৪)

وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

অর্থ: "আর যারা মন্দ কর্মের ফন্দি আঁটে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" (সূরা ফাতিরঃ ১০)

১৭. কিছু অজানা আযাব

কুরআন ও হাদীসে আগুন ব্যতীত অন্যান্য বহু প্রকার আযাবের যেখানে সাধারণ বর্ণনা হয়েছে, সেখানে কোনো কোনো গুনাহর বিশেষ বিশেষ আযাবের উল্লেখও করা হয়েছে। কিন্তু এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা একথাও উল্লেখ করেছেন:

وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ

অর্থ: "আরো আছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি"। (সূরা সোয়াদঃ ৫৮)

আবার কোথাও শুধু

(عَذَابٌ أَلِيْمٌ)

অর্থ: "বেদনাদায়ক আযাব"। আবার কোথাও

(عَذَابٌ عَظِيْمٌ)

"প্রকাণ্ড আযাব"

আবার কোথাও

(عَذَابٌ شَدِيدٌ)

"কঠিন আযাব" বলেই শেষ করা হয়েছে।

"এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি"। "বেদনাদায়ক আযাব" "প্রকাণ্ড আযাব" "কঠিন আযাব" ইত্যাদি কি ধরনের হবে তার সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহই ভাল রাখেন। মনে হচ্ছে যে, জেলখানায় যেমন সন্ত্রাসীদের শাস্তি সুনির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু এর পরও কিছু কিছু বড় বড় সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে, অফিসাররা কোনো কোনো সময় শুধু বলে দেয় যে, অমুক সন্ত্রাসীকে ইচ্ছামত শিক্ষা দাও। আর জল্লাদ ভাল করেই জানে যে, এ নির্দেশের মাধ্যমে অফিসারদের উদ্দেশ্য কি এবং এ ধরনের সন্ত্রাসীদেরকে শিক্ষা দেয়ার কি ব্যবস্থা আছে। এমনিভাবে আল্লাহ কাফিরদের বড় বড় নেতাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য, শুধু এতটুকু বলেছেন যে, অমুক অমুক মুজরেমকে বেদনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে। জাহান্নামের প্রহরী ভাল করে জানে যে, বেদনাদায়ক শাস্তি দেয়ার কি কি পদ্ধতি আছে। আর যে মুজরেম প্রকাণ্ড আযাবের হকদার, তাকে প্রকাণ্ড আযাব কিভাবে দিতে হবে, তাও তাদের জানা আছে। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন)

এ হলো ঐ জাহান্নাম এবং তার শাস্তি যা থেকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ ও রাসূল ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। আর তিনি লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে কোনো প্রকার ত্রুটি করেন নি। লোকদেরকে বারবার সতর্ক করেছেন যে,

اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

অর্থ: "একটি খেজুরের (সামান্য) অংশ দান করার বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচ। আর যার পক্ষে এতটুকুও সম্ভব নয়, সে যেন ভাল কথা বলার মাধ্যমে তা থেকে বাঁচে।" (মুসলিম)

অর্থাৎ, জাহান্নাম থেকে বাঁচা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, যার নিকট দান করার মত কোনো কিছুই নেই, সে যেন একটি খেজুরের একটু অংশ দান করে, জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচায়। আর যার পক্ষে তাও সম্ভব নয়, সে যেন ভাল কথা বলার মাধ্যমে নিজেকে তা থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করে।

রাসূল ﷺ-এর বাণীর শেষ অংশটি "যার নিকট খেজুরের একটি টুকরাও নেই" একথা প্রমাণ করছে যে, তিনি তার উম্মতকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য কত আগ্রহী ও সু-কামনা করতেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, "তিনি বলেন: রাসূল ﷺ আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার দোয়া এমনভাবে শিখাতেন, যেমন কুরআন মাজীদের সূরা শিখাতেন।" (নাসায়ী)

মালেক বিন দিনার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যদি আমার নিকট কোনো সাহায্যকারী থাকত তাহলে আমি তাকে সমগ্র পৃথিবীতে আহ্বানকারী রূপে পাঠাতাম যে, সে ঘোষণা করবে যে, হে লোকেরা! জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। হে লোকেরা! জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। সমগ্র পৃথিবীতে না হোক, অন্তত এতটুকুতো আমরা প্রত্যেকে করতে পারি যে, নিজের সন্তান-সন্ততিদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করি। নিজের আত্মীয়-স্বজনদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করি। নিজের বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করি। যে হে লোকেরা! খেজুরের একটি টুকরা দান করার মাধ্যমে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচ, আর তা সম্ভব না হলে ভাল কথার মাধ্যমে তা থেকে বাঁচ। (মুসলিম)।

শাস্তির পরিমাপ থাকা চাই!

জাহান্নামের আগুন ও তার বিভিন্ন প্রকার শাস্তির কথা অধ্যয়নের সময় মানুষের পশম দাঁড়িয়ে যায় এবং মনের অজান্তেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করতে থাকে। কিন্তু সাথে সাথে একথাও মনে পড়ে যে, জীবনের সমস্ত গুনাহ যতই হোকনা কেন এ গুনাহসমূহের শাস্তির জন্য একটি পরিসীমা থাকা দরকার ছিল। আর ঐ সত্তা যিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান, তিনি সবসময়ের জন্য কি করে মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে প্রথমে আল্লাহর শাস্তি ও সাজা সম্পর্কে, একটি নিয়ম আমরা পাঠকদের দৃষ্টি গোচর করতে চাই যে, রাসূল ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়েতের পথে আহ্বান করে, তার আমলনামায় ঐ সমস্ত লোকদের আমলের সমান সওয়াব লেখা হবে, যারা তার আহ্বানে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে। অথচ তাদের (পরস্পরের) সওয়াবের মধ্যে মোটেও কমতি হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি মানুষকে গোমরাহির পথে আহ্বান করে, তার আমলনামায় ঐ সমস্ত লোকদের গুনাহর সমান গুনাহ লিখা হবে, যারা তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাপে লিপ্ত হয়েছে অথচ গুনাহকারীদের পরস্পরের গুনাহর মধ্যে কোনো কমতি হবে না। (মুসলিম)

এ নিয়মের বিস্তারিত বর্ণনা হাবীল কাবীলের ঘটনার মাধ্যমেও স্পষ্ট হয়। যে ব্যাপারে নবী ﷺ বলেছেন: পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হলে আদম (আ)-এর প্রথম সন্তান কাবীল (হত্যাকারী) ও ঐ গুনাহর ভাগী হবে। কেননা সে সর্বপ্রথম হত্যার প্রথা চালু করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

এ নিয়মের আলোকে একজন কাফির শুধু তার নিজের পাপের সাজাই ভোগ করবে না, বরং তার সন্তান, সন্তানদের সন্তান...... এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত তার বংশে যত কাফির জন্মগ্রহণ করবে এ সমস্ত কাফিরদের কুফরীর সাজা, প্রথম কাফির পাবে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে মানতে অস্বীকার করেছে। সাথে সাথে এ সমস্ত কাফিররা তাদের স্ব স্ব কুফরীর সাজাও পাবে। এ আচরণ ঐ সমস্ত কাফিরের সাথে করা হবে, যারা তাদের সন্তানদেরকে কুফরীর সবক দিয়েছে এবং কুফরীর ওপর অটল রেখেছে। এ নিয়মের আলোকে প্রত্যেক

কাফিরের পাপের সূচী এত বৃহৎ মনে হয় যে, জাহান্নামে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা ন্যায়পরায়ণতার আলোকে সঠিক বলেই স্পষ্ট হয়। এতো গেল ব্যক্তিগত একক কুফরীর কথা, কোনো রাষ্ট্র, বা সমগ্র পৃথিবীতে তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে, তাহলে এ সম্মিলিত চেষ্টা প্রচেষ্টা তার মূল গুনাহর সাথে আরো গুনাহ বৃদ্ধির কারণ হবে। আর এ বৃদ্ধির পরিমাপ ঐ বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে যে, এ সম্মিলিত চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে কত লোক পথভ্রষ্ট হয়েছে। আর এ আন্দোলনকে প্রচার করার জন্য কত কত এবং কি কি পাপ করা হয়েছে।

যেমন– লেলিন কমিউনিজম নামক ভ্রান্ত মতবাদ আবিষ্কার করেছিল, এরপর ঐ ভ্রান্ত মতবাদকে বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লাখ লাখ মানুষ নির্দ্বিধায় হত্যা করেছে। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী লাখ মানুষের ওপর নির্যাতনের পাহাড় চালিয়েছে। শহর কি শহর, গ্রাম কি গ্রাম পদদলিত করা হয়েছে। মুসলিম অধ্যুসিত এলাকাসমূহে ইসলামের রাস্তা বন্ধ করার জন্য সর্বপ্রকার হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাম নেয়াতে নিয়মানুবর্তিতা, আযানে নিয়মানুবর্তীতা, নামাযে নিয়মানুবর্তীতা, কুরআনে নিয়মানুবর্তিতা, মসজিদ ও মাদরাসায় নিয়মানুবর্তিতা, আলেম উলামাদের প্রতি দূরাচরণ। এ সমস্ত অপরাধ লেলিনের গুনাহ বৃদ্ধির কারণ হবে। সে শুধু তার বংশগত কাফিরদের কুফরিরই জিম্মাদার নয়, বরং অসংখ্য মানুষকে পথভ্রষ্ট করার পাপের বোঝা বহন করে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। হত্যা, মরামারি, পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাপের সূচীও তার বদ আমলের সাথে সম্পৃক্ত হবে। সর্বশেষ এ ধরনের ইসলামের শত্রু কট্টর কাফিরের জন্য জাহান্নামের চেয়ে অধিক উপযুক্ত স্থান আর কি হতে পারে?

১৮৪৬ ইং মার্চ মাসে মহারাজা গোলব শিং কাশ্মীর খরিদ করে, তার জোরপূর্বক শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করল। তখন দু'জন নেতৃস্থানীয় মুসলমান মল্লি খান এবং সবজ আলী খাঁন, তার প্রতিবাদ জানাল। তখন গোলব শিং এ উভয় নেতাকে উল্টা করে ঝুলিয়ে, জীবন্ত অবস্থায় তাদের চামড়া ছিলার নির্দেশ দিল। এ দৃশ্য এত ভয়ানক ছিল যে, গোলাব শিংয়ের ছেলে রামবীর শিং সহ্য না করতে পেরে দরবার থেকে উঠে গেল, তখন গোলাব শিং তাকে ডাকিয়ে বলল: যদি তোমার মধ্যে এ দৃশ্য দেখার মত সাহস না থাকে, তাহলে তোমাকে যুবরাজের পদ থেকে হটিয়ে দেয়া হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনীর এ ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপযুক্ত শাস্তি, জাহান্নামের আগুন ব্যতীত আর কি হতে পারে?

ভারত বিভক্তির সময় লর্ড, মাউন্টবেটিন, স্যার, পেটিল, হেজাক্সী লেঙ্গী, নেহেরু, আনজহানী, গান্ধীরা জেনে বুঝে যেভাবে ইসলামের শত্রুতার ঝড় তুলে, নির্দ্বিধায় মুসলমানদেরকে হত্যা করিয়েছে, মুসলিম মহিলাদের ইজ্জত হরণ করেছে, মাসুম বাচ্চাদেরকে কতল করেছে এর প্রতিশোধ যতক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামের আগুন, তার সাপ, বিচ্ছুরা না নিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপরাধে নিহত মুসলমান, পবিত্র মুসলিম

মহিলা, মাসুম মুসলিম বাচ্চাদের কলিজা কি করে ঠাণ্ডা হবে? এমনিভাবে বসনিয়া, কসোভা, সিসান ইত্যাদি।

অতএব ঐ মহাজ্ঞানী অভিজ্ঞ সত্তা যিনি মানুষের অন্তরের গোপন আকাঙ্খার খবর রাখেন, কাফিরের জন্য যত শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন, তা কাফিরের উপযুক্ত শাস্তি, তার প্রাপ্যের চেয়ে বিন্দু পরিমাণ কমও হবে না আবার বেশিও না। বরং ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে তার উপযুক্ত শাস্তিই হবে। আর আল্লাহ্ যিনি তার সমস্ত সৃষ্টি জীবের জন্য কোনো পার্থক্যহীনভাবে, অত্যন্ত দয়ালু তিনি কারো ওপর বিন্দু পরিমাণ জুলুম করেন না।

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

অর্থ: "তোমার রব কারো ওপর বিন্দু পরিমাণ জুলুম করেন না।" (সূরা কাহাফ: ৪৯)

জাহান্নামে কোনো কোনো পাপের নির্দিষ্ট শাস্তি

মাসআলা-৩৪০ : যাকাত না আদায় কারীদের জন্য টাক মাথাওয়ালা বিষাক্ত সাপের দংশনের মাধ্যমে আযাব:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন আর সে তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার সম্পদ টাক মাথাওয়ালা বিষধর সাপের আকৃতি ধারণ করবে, যার চোখের ওপর দু'টি ফোটা থাকবে, তা তার গলায় মালা বানানো হবে। অতপর সাপটি ঐ ব্যক্তির উভয় অধর প্রান্ত ধরে বলবে: আমি তোমার ধন-সম্পদ। অতপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন: আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, এ কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে

তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের জন্য একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদ কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে।" (সূরা আলে ইমরান: ১৮০) [১৫৬]

মাসআলা-৩৪১ : যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তাদের জন্য তাদের সম্পদকে পাত বানিয়ে জাহান্নামদের আগুনে গরম করে তাদের কপাল, পিঠ, ও রানে ছেঁক দেয়ার মাধ্যমে আযাব দেয়া হবে:

মাসআলা-৩৪২ : জীব-জন্তুর যাকাত যে আদায় করবে না ঐ সমস্ত জীব-জন্তু দিয়ে তাকে পদদলিত করা হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا رَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيْلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْإِبِلُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلًا وَاحِدًا، تَطَاءُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ، وَلَا

---

[১৫৬] বুখারী, কিতাবুয্‌যাকাত, বাব ইসমু মানেইয্‌যাকাত।

غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهَا أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهَا أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সোনা রূপা যে মালিক তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন ঐ সোনা রূপা দিয়ে তার জন্য আগুনের অনেক পাত তৈরী করা হবে, অতপর তা জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে, যখনই ঠাণ্ডা হয়ে আসবে পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে, আর তার সাথে এরূপ করা হবে এমন একদিন যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, আর তার এরূপ শাস্তি লোকদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতপর তাদের কেউ পথ ধরবে হয় জান্নাতের দিকে, আর কেউ জাহান্নামের দিকে। জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহর রাসূল! উটের মালিকদের কি হবে? তিনি বললেন: যে উটের মালিক তার উটের হক আদায় করবে না, আর উটের হক গুলোর মধ্যে পানি পানের তারিখে তার দুধ দোহন করে, তা অন্যদেরকে দান করাও একটি হক। যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন তাকে এক সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলা হবে, অতপর তার উটগুলো মোটা তাজা হয়ে আসবে, বাচ্চাগুলোও এদের অনুসরণ করবে, এগুলো আপন আপন খুর দ্বারা তাকে মাড়াই করতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে, এভাবে যখন একটি পশু তাকে অতিক্রম করবে তখন অপরটি তার দিকে অগ্রসর হবে, সমস্ত দিন তাকে এরূপ শাস্তি দেয়া হবে। এ দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে। তাদের কেউ জান্নাতে আর কেউ জাহান্নামের পথ ধরবে। এরপর জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহর রাসূল! গরু-ছাগলের (মালিকদের) কি হবে? তিনি বললেন: যে সব গরু-ছাগলের মালিক তাদের হক আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তাকে এক সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে, আর তার সেসব গরু ছাগল তাকে শিং দিয়ে আঘাত করতে থাকবে এবং খুর দিয়ে মাড়াতে থাকবে, সেদিন তার একটি গরু-ছাগলেরও শিং বাঁকা বা শিং ভাঙ্গা হবে না এবং তাকে মাড়ানোর ব্যাপারে একটিও বাদ থাকবে না। যখন এদের প্রথমটি অতিক্রম করবে তখন

দ্বিতীয়টি এর পিছে পিছে এসে যাবে। সমস্ত দিন তাকে এভাবে পিষা হবে। এই দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে এবং তাদের কেউ জান্নাতে আর কেউ জাহান্নামের পথ ধরবে।" .... (মুসলিম ২/৯৮৭) [১৫৭]

মাসআলা-৩৪৩ : রোযা ভঙ্গকারীকে উপুড় করে লটকিয়ে মুখ বিদীর্ণ করা হবে:

عَنْ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بَيْنَهُمْ أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا، فَقَالَا: اصْعَدْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أُطِيقُهُ، فَقَالَا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوْا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ، مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ،

অর্থ: "আবু উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি শুয়েছিলাম, এমতাবস্থায় আমার নিকট দু'জন লোক আসল, তারা আমাকে পার্শ্ব ধরে একটি দূরহ পাহাড়ের নিকট নিয়ে আসল, তারা উভয়ে আমাকে বলল: যে, পাহাড়ে আরোহণ করুন, আমি বললাম: আমি তাতে আরোহণ করতে পারব না। তারা বলল: আমরা আপনার জন্য তা সহজ করে দিব। তখন আমি সেখানে আরোহণ করলাম, এমন কি আমি পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেলাম। সেখানে আমি কঠিন চিল্লা চিল্লির আওয়াজ পেলাম, আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, এ আওয়াজ কিসের? তারা বলল এ হলো জাহান্নামীদের কান্না-কাটির আওয়াজ। অতপর তারা আমাকে নিয়ে আগে চলল, সেখানে আমি কিছু লোককে উল্টা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখলাম যাদের মুখ ফাটা এবং রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা? তারা বলল: তারা ঐ সমস্ত লোক যারা রোযার দিন সময় হওয়ার আগেই ইফতার করে নিত।" (ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান) [১৫৮]

---

[১৫৭] কিতাবুয্‌যাকাত, বাব ইসমু মানেই যাযাকাত।

[১৫৮] আলবানী লিখিত সহীহ আত তারগিব ওয়াত তারহিব, খ. ১ম হাদিস নং-৯৯৫।

মাসআলা-৩৪৪: কুরআন ও হাদীসের ইলম গোপনকারীকে জাহান্নামে আগুনের লাগাম পরানো হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হলো আর সে তা গোপন করল, কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামে আগুনের লাগাম পরানো হবে।" (তিরমিযী ৫/২৬৪৯) [১৫৯]

মাসআলা-৩৪৫ : দ্বিমুখী লোকদের কিয়ামতের দিন জাহান্নামে আগুনের দু'টি মুখ থাকবে:

عَنْ عَمَّارٍ ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا، كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ»

অর্থ: "আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দুনিয়াতে যে ব্যক্তি দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করেছে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামে তার আগুনের দু'টি মুখ থাকবে।" (আবু দাউদ ৪/৪৮৭৩) [১৬০]

মাসআলা-৩৪৬ : মিথ্যা প্রচারকারী ব্যক্তিকে তার জিহ্বা, নাক ও চোখ গর্দান পর্যন্ত বিদীর্ণ করার মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে:

মাসআলা-৩৪৭ : জিনাকার নারী ও পুরুষকে উলঙ্গ শরীরে এক চুলায় জ্বালানোর মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে:

মাসআলা-৩৪৮ : সুদ খোরদেরকে নদীতে ডুবানো এবং পাথর গিলানোর মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে:

حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى حديث الرؤيا قال قال لى وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، مَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ،

---

১৫৯ আবওয়াবুল ইলম, বাব মাযায়া ফি কিতমানিল ইলম (২/২১৩৫)

১৬০ কিতাবুল আদব, বাব ফি যিল ওজহাইন। (৩/৪০৭৮)

فَيَكْذِبُ الكَذْبَةَ الآفَاقَ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا.

অর্থ: "সামুরা বিন জুন্দুব (রা) নবী ﷺ থেকে (স্বপ্নের ঘটনায়) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: তারা উভয়ে (ফেরেশতাগণ) আমাকে জিজ্ঞেস করল, (যে দৃশ্যসমূহ আপনাকে দেখানো হয়েছে তার মধ্যে) সর্বপ্রথম আপনি যেখান দিয়ে অতিক্রম করেছেন, যার জিহ্বা, নাক ও চোখ, গর্দান পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হচ্ছিল সে ছিল ঐ ব্যক্তি, যে সকালে ঘর থেকে বের হত এবং মিথ্যা সংবাদ প্রচার করতে থাকত, যা সমগ্র দুনিয়াতে ছড়িয়ে যেত। আর ঐ উলঙ্গ নারী ও পুরুষ যাদেরকে আপনি চুলায় জ্বলতে দেখেছেন, তারা হলো জিনাকার নারী ও পুরুষ। আর ঐ ব্যক্তি যাকে আপনি রক্তের নদীতে ডুবন্ত অবস্থায় দেখেছেন, যার মুখে বার বার পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, সে ছিল ঐ ব্যক্তি যে দুনিয়াতে সুদ খেত।" (বুখারী) [১৬১]

মাসআলা-৩৪৯ : মৃত ব্যক্তির জন্য যে সমস্ত নারী বা পুরুষ উচ্চ স্বরে কান্না কাটি করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন গন্দকের পায়জামা এবং এমন জামা পরানো হবে যা তাদের শরীরে এলার্জি সৃষ্টি করবে:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ، رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ " وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ»

অর্থ: "আবু মালেক আশআরী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন: নিশ্চয়ই নবী ﷺ বলেছেন: আমার উম্মতের মাঝে চারটি জাহিলিয়াতের অভ্যাস রয়েছে, যা তারা ত্যাগ করবে না। স্বীয় বংশ গৌরব করা, অপরের বংশকে দোষারোপ করা, তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা, মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চ স্বরে কান্না কাটি

---

[১৬১] কিতাব তা'বীর রুয়া বা'দা সালাতিসসুবহ।

করা। মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চ স্বরে কান্না কাটিকারী, মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করলে কিয়ামতের দিন তাকে গন্দকের পায়জামা এবং শরীরে এলার্জি সৃষ্টিকারী পোশাক পরানো হবে।" (মুসলিম ২/৯৩৪) [১৬২]

মাসআলা-৩৫০ : কুরআন মুখস্ত করে ভুলে গেলে এবং ফরয নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে গেলে জাহান্নামে সার্বক্ষণিকভাবে মাথা দলিত করা হবেঃ

عَنْ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَدِيْثِ الرُّؤْيَا قَالَ قَالاَ لِى أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ. فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ.

অর্থ: "সামুরা বিন জুন্দাব (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: প্রথম ব্যক্তি যার নিকট আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যার মাথা পাথর দিয়ে দলিত করা হচ্ছিল, সে ঐ ব্যক্তি যে দুনিয়াতে কুরআন মুখস্ত করে ভুলে গেছে এবং ফরয নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকত।" (বুখারী ৯/৭০৪৭) [১৬৩]

নোট: হাদীসে এও বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতা লোকের মাথায় পাথর নিক্ষেপ করে তা দলিত হওয়ার পর, সে যখন আবার পাথর কুড়াতে যেত তখন তা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসত। তখন ফেরেশতা আবার পাথর নিক্ষেপ করে তার মাথাকে দলিত করত। আর এ অবস্থা সার্বক্ষণিক ভাবে চলত।

মাসআলা-৩৫১ : অপরকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ কারী কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকে এমন ব্যক্তির জাহান্নামের শাস্তিঃ

عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: يَقُوْلُ: "يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ. فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ. فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ. فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ: يَا فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ؟

---

[১৬২] কিতাবুল জানায়েয।

[১৬৩] কিতাব তা'বীর রু'ইয়া বা'দা সালাতিসমূহ।

أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ"

অর্থ: "উসামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তার নাড়িসমূহ পেটের বাহিরে থাকবে, আর সে তা নিয়ে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা চরকি নিয়ে ঘুরে। আর তার এ দৃশ্য দেখার জন্য জাহান্নামের অধিবাসীরা একত্রিত হবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, হে অমুক! তোমার এ অবস্থা কি করে হলো? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে! সে তখন উত্তরে বলবে: আমি তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু আমি সৎ কাজ করতাম না। আর আমি তোমাদেরকে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতাম, আর আমি তা থেকে বিরত থাকতাম না।" (বুখারী) [১৬৪]

মাসআলা-৩৫২ : আত্মহত্যাকারী যেভাবে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামে ঐ ভাবে সার্বক্ষণিক ভাবে তা করতে থাকবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ»

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করেছে, সে জাহান্নামেও বার বার আত্ম হত্যা করতে থাকবে, আর যে ব্যক্তি কোনো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে আত্ম হত্যা করেছে, সে জাহান্নামে নিজেকে ঐ ভাবে হত্যা করতে থাকবে।" (বুখারী ২/১৩৬৫) [১৬৫]

মাসআলা-৩৫৩ : মদ পানকারীকে জাহান্নামে জাহান্নামীদের দুর্গন্ধময় ঘাম পান করানো হবে:

নোট: ৯০ নং মাসআলার হাদীস দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-৩৫৪ : লোক দেখানো ইবাদতকারীকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে:

নোট: ২৬৬ নং মাসআলার হাদীস দ্রষ্টব্য।

---

[১৬৪] কিতাব বাদউল খালক, বাব সিফাতিন্নার।

[১৬৫] কিতাবুল জানায়েজ, বাবা মাযায়া ফি কাতলিন নাফস।

মাসআলা-৩৫৫ : গীবতকারী জাহান্নামে নিজের নখ দিয়ে স্বীয় চেহারা ও বুকের গোশত টেনে টেনে খাবেঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ، قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ، وَيَقَعُوْنَ فِي أَعْرَاضِهِمْ "

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমাকে যখন মে'রাজ করানো হলো, তখন আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, যাদের নখ ছিল লাল তামার, আর তারা তা দিয়ে তাদের চেহারা ও বুকের গোশত টেনে টেনে ক্ষত-বিক্ষত করছিল, আমি জিজ্ঞেস করলাম হে জিবরাঈল! এরা কারা, সে বললঃ তারা ঐ ব্যক্তি যারা মানুষের গীবত করত এবং তাদেরকে অপমান করত।" (আবু দাউদ)[১৬৬]

সমাপ্ত

[১৬৬] কিতাবুল আদব, বাব ফিল গীবা। (৩/৪০৮২)

দারুস সালাম বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বই

ক্রম.নং	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক	মূল্য
১.	কুরআনুল কারীম (সহজ-সরল অনুবাদ)	মাওলানা শাহ্ আলম ফারুকী	প্রকাশিতব্য
২.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও সহীহ্ হাদীস সংকলন-১	মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ ডক্টর খ আব্দুর রাজ্জাক	৩৫০ টাকা
৩.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও সহীহ্ হাদীস সংকলন-২	মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ ডক্টর খ আব্দুর রাজ্জাক	৪০০ টাকা
৪.	দারুসুল কুরআন ও দারুসুল হাদীস-১ দারুসুল কুরআন ও দারুসুল হাদীস-২	মুহাম্মদ ইসরাফিল মাওলানা শাহ্ আলম ফারুকী	১৪০ টাকা
৫.	Quranik Vocabullary তিন ভাষায় উচ্চারণসহ	আব্দুল করিম পারেখ	প্রকাশিতব্য
৬.	আল কুরআনে নারী	মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	২৬০ টাকা
৭.	মহানবী (স)-এর গুণাবলী	হাফেয মাওলানা মোঃ ছালাহ্ উদ্দীন কাসেমী	২৫০ টাকা
৮.	কেমন ছিলেন রাসূল (স)	আল্লামা আবদুল মালেক আল কাসেম আল্লামা আদেল বিন আলী আশদ্দী	২০০ টাকা
৯.	রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিপ্লবী জীবন	আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই	১৩০ টাকা
১০.	খোলাফায়ে রাশেদা	সম্পাদনা পরিষদ	প্রকাশিতব্য
১১.	মহিলা সাহাবী	সম্পাদনা পরিষদ	প্রকাশিতব্য
১২.	সাহাবীদের সংগ্রামী জীবন	আব্দুর রহমান রাফেত আল পাশা	প্রকাশিতব্য
১৩.	আল্লাহ্ ও রাসূল (স) যা করতে নিষেধ করেছেন	মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
১৪.	বারো চান্দের ফজিলত	তুর্কী উসমানী	প্রকাশিতব্য
১৫.	কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবী-রাসূল	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক	প্রকাশিতব্য
১৬.	কুরআনের মু'জিযা	সম্পাদনা পরিষদ	প্রকাশিতব্য
১৭.	কুরআন ও বিজ্ঞান	সম্পাদনা পরিষদ	প্রকাশিতব্য
১৮.	হিসনুল মুসলিম	সম্পাদনা পরিষদ	প্রকাশিতব্য
১৯.	সহীহ্ আহকামে জিন্দেগী	সম্পাদনা পরিষদ	প্রকাশিতব্য
২০.	বিষয়ভিত্তিক হাদীসে কুদসী	তাহ্‌কিক: নাসিরুদ্দিন আলবানী	প্রকাশিতব্য
২১.	রাহমাতুল্লিল আলামিন	আল্লামা আবু আবদুর রহমান	প্রকাশিতব্য
২২.	কিয়ামতের আলামত বিষয়ে রাসূল (স) ভবিষ্যত বাণী	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	১৮০ টাকা
২৩.	কিয়ামতের বর্ণনা রাসূল (স) দিলেন যেভাবে	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২৪০ টাকা
২৪.	রমজানের ৩০ শিক্ষা ৫০০ মাছআলা	আব্দুল্লাহ্ শহীদ আব্দুর রহমান	২১০ টাকা
২৫.	৩০ তারাবীতে ৩০ শিক্ষা	মুহাম্মদ নাছের উদ্দিন	১৫০ টাকা
২৬.	রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামায	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক জি এম মেহেরুল্লাহ্ মুহাম্মদ নাছের উদ্দিন	৪০০ টাকা
২৭.	মৃত্যুর পরের অনন্ত জীবন	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	প্রকাশিতব্য
২৮.	কবীরা গুনাহ	ইমাম আয যাহাবী	২৮০ টাকা
২৯.	কুরআনের আদেশ ও নিষেধসূচক আয়াত	মুহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৩০.	বাইবেল কুরআন বিজ্ঞান	ডা. মরিচ বুকাইলি	প্রকাশিতব্য
৩১.	পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ	ড. শফিকুর রহমান	প্রকাশিতব্য

মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবন

[জান্নাতের নেয়ামত ও জাহান্নামের আজাব]

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

দারুস সালাম বাংলাদেশ
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯